



সামন্ততুল্য নৈবেদ্য বিষ্ণুপুত্র ইত্যে

দ্বা

এতদ্বিধ



নবদ্বীপচন্দ্রবিদ্যারুত্নগোস্বামিতট্টাচার্য্য
প্রণীত।

১ম, ২য় ও ৩য় পুস্তক।



CALCUTTA :

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
NO 3 MIRZAPORE STREET COLLEGE SQUARE, SOUTH.

1877.



মূল্য দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

“অসংখ্যং গাং হৃদয়ানুচ্চাটনঞ্চাংহসাম্।

অসংখ্যং গাং হৃদয়ানুচ্চাটনঞ্চাংহসাম্।

সংক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যামনাগীকৃতে,

সংক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যামনাগীকৃতে,

সংক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যামনাগীকৃতে,

সংক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যামনাগীকৃতে,

সংক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যামনাগীকৃতে,

সংক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যামনাগীকৃতে,

সংক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যামনাগীকৃতে,

সংক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যামনাগীকৃতে,

সংক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যামনাগীকৃতে,

সংক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যামনাগীকৃতে,

সংক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যামনাগীকৃতে,

সংক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যামনাগীকৃতে,

সংক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যামনাগীকৃতে,

সংক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যামনাগীকৃতে,

“নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালাহ্যতিনিরাজিতপাদপঙ্কজান্তম্।

অপি মুক্তকূলৈকপাশ্চামানম্ পরিতস্তাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥

“জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয় জনরঞ্জনায় পরমাক্ষরাকৃতে।

স্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং নিখিলোপ্রতাপপটলীম্ বিলুপ্তসি ॥”

“বদাভাসোইপ্যুচ্চান্ কবলিতভবস্থান্তবিভবো,

দৃশং তত্ত্বাকানামপি দিশতি তত্ত্বপ্রণয়িণীম্।

জনন্তুত্বোদাস্তং জগতি ভগবন্মাম তরণে

কৃতী তে নির্বিকুলং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ॥”

সূচিপত্র

আমতগুলনৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা হইতে পীরে কি না এতদ্বিষয়ক বিচার, ১ম, পুস্তক	১ পৃষ্ঠা হইতে ১৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত
নৈবেদ্য শব্দের এবং ভক্ষ্য ও ভোজ্য প্রভৃতি শব্দের অর্থ নৈবেদ্য নিবেদনের মন্ত্র	১ পৃষ্ঠা ৩ পংক্তি হইতে ৩ পৃষ্ঠা ২৩ পংক্তি পর্যন্ত ৩ পৃষ্ঠা ২৩ পংক্তি হইতে ৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত
নৈবেদ্য দেয় দ্রব্য	৪ পৃষ্ঠা ১৬ পংক্তি হইতে ১৪ পৃষ্ঠা ২২ পংক্তি পর্যন্ত।
আম শব্দের অর্থ	৫ পৃষ্ঠা ৪ পংক্তি।
অবিহিত প্রভৃতি দ্রব্যের নৈবেদ্য দেওয়ার নিষেধ	১০ পৃষ্ঠা ১৬ পংক্তি।
আমতগুল দ্বারা বিষ্ণুপূজা নিবে- দ্যের সুস্পষ্ট বচন	১৬ পৃষ্ঠা ৩ পংক্তি হইতে ১৭ পৃষ্ঠা ২২ পংক্তি পর্যন্ত
শ্রুতের দেবসেবার ব্রাহ্মণ দ্বারা পাকঙ্করা অম্নের নৈবেদ্যদান বিষয়ে স্মার্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের ব্যবস্থা	১৮ পৃষ্ঠা ৬ পংক্তি
স্মৃতিবিবুদ্ধদেশাচারের পরিত্যাগবিষয়ে ব্যবস্থা	১৯ পৃষ্ঠা
আমতগুল নৈবেদ্য নিবেদ্য বিষয়ক ব্যবস্থা নিচর হই পুস্তক	২০ পৃষ্ঠা হইতে ২৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত
৮ নবদ্বীপধামস্থ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থাসংখ্যা ১...২০ পৃষ্ঠা উহার অনুবাদ	২১ পৃষ্ঠা
কলিকাতা ও তদন্তঃপাতি নগরস্থ এবং আমস্থ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দিগের ব্যবস্থা সংখ্যা ২য়	২২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত
উহার অনুবাদ	২৩ পৃষ্ঠা
কলিকাতার বড়বাজারস্থ উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় পণ্ডিত মহাশয় দিগের ব্যবস্থা	২৩ পৃষ্ঠা ২৬ পংক্তি হইতে ২৫ পৃষ্ঠা ২০ পংক্তি পর্যন্ত

উহার অনুবাদ ... ২১ পংক্তি হইতে ২৭ পৃষ্ঠা ২২ পংক্তি পর্য্যন্ত ।

৮ রূদ্দাবনধামের মহামহোপাধ্যায়
পণ্ডিত গোস্বামী ও পণ্ডিত বৈষ্ণব } ২৭ পৃষ্ঠা ২৬ পংক্তি হইতে ৩২ পৃষ্ঠা
দিগের ব্যবস্থা সংখ্যা ৪র্থ ... } পর্য্যন্ত ।

উহার অনুবাদ ... ৩৩ পত্র হইতে ৩৮ পৃষ্ঠা ২১ পংক্তি পর্য্যন্ত ।
মানকরের শ্রীযুক্ত হিতলাল মিশ্র } ৩৮ পত্র ২০ পংক্তি হইতে ৩৯ পৃষ্ঠা ১৫
মহাশয়ের পত্র সংখ্যা ৫ম } পংক্তি পর্য্যন্ত ।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের } ৩৯ পৃষ্ঠা ২১ পংক্তি হইতে ৪০ পৃষ্ঠা
ব্যবস্থা সংখ্যা ৬ষ্ঠ ... } ৪০ পংক্তি পর্য্যন্ত ।

উহার অনুবাদ ৪০ পৃষ্ঠা ১২ পংক্তি হইতে ৪১ পৃষ্ঠা ৮ পংক্তি পর্য্যন্ত ।

শ্রীযুক্ত আনন্দনারায়ণ মৈত্রের ভাগ- } ৪১ পৃষ্ঠা ১০ পংক্তি হইতে ৪২ পৃষ্ঠা
বতভূষণ মহাশয়ের ব্যবস্থাসংখ্যা ৭ম } ৫ পংক্তি পর্য্যন্ত ।

উহার অনুবাদ ৪৩ পৃষ্ঠা ২১ পংক্তি হইতে ৪৪ পৃষ্ঠা ২ পংক্তি পর্য্যন্ত ।

কলিকাতা বড়বাজারের ৮ হরিসভার
আচার্য্য শ্রীরামেশ্বর সার্কভৌম ভট্টা- } ৪৪ পৃষ্ঠা ৬ পংক্তি হইতে ২৪
চার্য্য মহাশয়ের ব্যবস্থা সংখ্যা ৮ম ... } পংক্তি পর্য্যন্ত ।

তাহার অনুবাদ ... ৪৫ পৃষ্ঠা ।

দিনাজপুরের মহারাগী শ্যামমোহিনীর
সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরনাথ চূড়ামণি } ৪৬ পৃষ্ঠা ।
মহাশয়ের ব্যবস্থা ও তাহার অনুবাদ
সংখ্যা ১০ম ... }

শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টা- } ৪৭ পৃষ্ঠা হইতে ৫০ পৃষ্ঠা ১০ পংক্তি
চার্য্য মহাশয়ের ব্যবস্থা সংখ্যা ১১শ } পর্য্যন্ত ।

উহার অনুবাদ ৫৫ পৃষ্ঠা ২০ পংক্তি হইতে ৬৮ পৃষ্ঠা ১৯ পংক্তি পর্য্যন্ত ।

৯ নবদ্বীপধামের শ্রীহরিসভার আচার্য্য
ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন } ৬৮ পৃষ্ঠা ২০ পংক্তি হইতে ৭০
ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্র এবং ব্যবস্থা } পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ।
সংখ্যা ১২শ শ্রীকৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন ও
শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র বিজয়ারত্নের স্বাক্ষরিত

উহার অনুবাদ ... ৭০ পৃষ্ঠা হইতে ৭১ পৃষ্ঠা ৬ পংক্তি পর্য্যন্ত ।

৭ বারাগসীক্ষেত্রনিবাসী বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত	৭১ পৃষ্ঠা ১৬ পংক্তি হইতে
মহাশয় দিগের ব্যবস্থা সংখ্যা ১৩শ ...	৭৩ পৃষ্ঠা ৬ পংক্তি পর্যন্ত
উহার অনুবাদ	৭৩ পৃষ্ঠা ৮ পংক্তি হইতে
	৭৪ পৃষ্ঠা ৬ পংক্তি পর্যন্ত
ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন দেশ বাসী অধুনা ৭	} ৭৪ পৃষ্ঠা ২২ পংক্তি হইতে
কাশীক্ষেত্রনি বাসী অষ্টমীর পণ্ডিত মহা-	
শয় দিগের ব্যবস্থা সংখ্যা ১৪শ	
উহার অনুবাদ	৭৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত
ভট্টগমীর ভট্টাচার্য্য ঠাকুরমহাশয় দিগের	৭৮ পৃষ্ঠা ৬ পংক্তি হইতে
ব্যবস্থা সংখ্যা ১৫শ	৭৯ পৃষ্ঠা ৫ পংক্তি পর্যন্ত
উহার অনুবাদ	৭৯ পৃষ্ঠা ৭ পংক্তি হইতে সমুদয়
কলিকাতার দক্ষিণ মঞ্জুলপুর, বাকইপুর,	} ৮০ পৃষ্ঠা হইতে ৮১ পৃষ্ঠা
লাঙ্গলবেড়, হরিনাতি, রাজপুর প্রভৃতি	
গ্রামের পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা সংখ্যা ১৬শ	
উহার অনুবাদ ... ৮১ পৃষ্ঠা ৫ পংক্তি হইতে ৮২ পৃষ্ঠা ১৩ পংক্তি পর্যন্ত	১৩ পংক্তি পর্যন্ত
৮ শান্তিপুরের ৮ অদ্বৈতপ্রভুবংশীয় পণ্ডিত	৮২ পৃষ্ঠা ১৯ পংক্তি হইতে
গোস্বামী মহাশয় দিগের ব্যবস্থা সংখ্যা ১৭শ	৮৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত
উহার অনুবাদ	৮৪ পৃষ্ঠা হইতে ৮৫ পৃষ্ঠা ১১ পংক্তি পর্যন্ত
সৈয়দাবাদের জীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যো-	} ৮৫ পৃষ্ঠা ১৫ পংক্তি হইতে ৮৬
পাধ্যায় মহাশয়ের পত্রসংখ্যা ১৮শ	
	পৃষ্ঠা ৩ পংক্তি পর্যন্ত
হাতিরবাগান, কলুটোলা, বহুবাজার, ইটালী,	} ৮৬ পৃষ্ঠা ৫ পংক্তি
ঝাঁপড়দহ, জগদল্লু, তত্ত্বসাল ও রাজপুরের	
পণ্ডিতমহাশয়দের ব্যবস্থা সংখ্যা ১৯শ	
উহার অনুবাদ ... ৮৭ পৃষ্ঠা ৭ পংক্তি হইতে ৮৮ পৃষ্ঠা ৫ পংক্তি পর্যন্ত	হইতে ৮৭ পৃষ্ঠা ৬
কলিকাতার অন্তঃপাতী শুঁড়ার ৮ মহারাজ	} ৮৮ পৃষ্ঠা ৯ পংক্তি পর্যন্ত
পীতাম্বর মিত্র বাহাদুরের পৌত্র, অশেষ	
শাস্ত্রদর্শি জীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহো-	
দয়ের পত্রসংখ্যা ২০শ	
আমতগুলনৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা হইতে পারে	৮৯ পৃষ্ঠা হইতে ৯৬
কিনা ? এতদ্বিষয়ক ২য় বিচার পুস্তকের উপসংহার	পৃষ্ঠা পর্যন্ত

ঐ বিষয়ক তৃতীয় বিচার পুস্তকের বিজ্ঞাপন অবতরণিকা এবং প্রতি- বাদি মহাশয়দিগের পরিচয় ...	} ১৭ পৃষ্ঠা হইতে ১২১ পৃষ্ঠা ৪ পংক্তি পর্যন্ত
বিষ্ণুপূজার আমতগুলদান নিষেধ পরিচ্ছেদ	
শূদ্রজাতির দেবসেবার নৈবেদ্য- দানের বিষয় দৃষ্টান্ত অর্থাৎ শূদ্রের দেবসেবার কোনও কোনও স্থলে বহু কাল হইতে আমতগুল ব্যবহার নাই তাহার বিবরণ	} ১৭২ পৃষ্ঠার পর হইতে ১৮৯ পৃষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত
শূদ্রের দেবসেবার ব্রাহ্মণদ্বারা পাককরা অন্নের নৈবেদ্য দানবিষয়ে মীমাংসা পরিচ্ছেদ	
বিষ্ণুমন্ত্রে অদীক্ষিত ব্যক্তির বিষ্ণুপূজাদি- বিষয়ে অনধিকার বিষয়ক বিচার পরি- চ্ছেদ, বৈষ্ণবলক্ষণ ও বৈষ্ণবমাহাত্ম্য প্রভৃতি	} ২০৬ পৃষ্ঠা হইতে ২৫০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত
ঐ তৃতীয় পুস্তকের উপসংহার ...	
	২৬১ পৃষ্ঠা হইতে ২৭৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত

বিজ্ঞাপন

ক্রিয়ত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন মহাশয় ও সভাবাজারীর রাজসভাসদ
মহাশয়েরা ক্রিয়ত রামেন্দ্র গ্রায়বাগীশ মহাশয়কে ভট্টপন্নীনিবাসী বলিয়া
নির্দেশ করিয়াছেন তদনুসারে আমিও তাঁহাকে তাদৃশ বোধে তাদৃশ
নির্দেশ করিয়াছিলাম সম্প্রতি বিশ্বস্ত হুত্রে সবিশেষ শুনিলাম যে তাঁহার
নিবাস যশোর জিলা কিন্তু স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ভট্টপন্নীতে অধ্যাপনা
করিতেছেন। আর স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি মহাশয়দের পুস্তকে ব্যবহার্য্য প্রায়
নৈমগ্নিক মহাশয়দের স্বাক্ষর এবং গ্রায়বাগীশ উপাধি থাকায় তাঁহাকে
নৈমগ্নিক বোধে তাদৃশ নির্দেশ হইরাছিল ইতি।

ত্ৰিত্ৰিশ্যামসুন্দরো জয়তি ।

আমতগুল নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা হইতে পারে কি না ।

ইহার সীমাংসা করিতে হইলে, প্রথমতঃ নৈবেদ্য শব্দের অর্থ নির্ণয়করা আবশ্যিক । তন্ত্রসারে পূজাপ্রকরণে নৈবেদ্য শব্দের অর্থ যাহা প্রতিপাদিত আছে, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে—

নিবেদনীয়ং যদুব্যং প্রশস্তং প্রযতং তথা ।

তন্তুর্ক্যাহং পঞ্চবিধং নৈবেদ্যমিতি কথ্যতে ॥

তস্যং ভোজ্যঞ্চ লেহ্যঞ্চ পেষং চূষ্যঞ্চ পঞ্চমম্ ।

সর্বত্র চৈতন্মৈবেদ্যমারাধ্যায় নিবেদয়েৎ ॥

তস্য ভোজ্য লেহ পেষ ও চূষ্য এই পঞ্চবিধ আহারযোগ্য প্রশংসনীয় পবিত্র যে দেব্য দেবতাকে সমর্পণ করা যায়, তাহাকে নৈবেদ্য বলে । সকল স্থলেই ঐ পঞ্চপ্রকার নৈবেদ্য আরাধ্য দেবতাকে অর্পণ করিবেক ।

‘তন্তুর্ক্যাদির লক্ষণ যথা ভাবপ্রকাশে—

আহারং যড়্বিধং চূষ্যং পেষং লেহ্যং তথৈব চ ।

ভোজ্যং তস্যং তথা চর্ক্যং গুণক বিভ্রাদ্যধোত্তরম্ ॥

১ চূষ্যমিচ্ছদগাদি । ২ পেষং পানকশর্করোদকাদি । ৩ লেহ্যং রসালকষিতাদি । ৪ ভোজ্যং তন্ত্রস্থপাদি । ৫ তস্যং লডু ক-
মণ্ডকাদি । ৬ চর্ক্যং চিপটিচণকাদি ।

চুবা প্রভৃতি ৬ প্রকার আহার উত্তরোত্তর শুক। ১ চুবা, ইক্ষুদণ্ড
প্রভৃতি, বাহা চুষিয়া আহার করিতে হয়। ২ পেয়, শিখরিণী,
শর্করাজল প্রভৃতি (সরবৎ,) বাহা পান করিতে হয়। ৩ লেহু,
রসমালা, কড়ী প্রভৃতি, বাহা অবলেহন করিয়া আহার করিতে
হয়। ৪ ভোজ্য, ভাত, দালী, ব্যঞ্জন প্রভৃতি, বাহা ভোজন
করিতে হয়। ৫ তক্ষ্য, লাড়ু, পিঠা প্রভৃতি, বাহা তক্ষণ করিতে
হয়। ৬ চর্ক্য, চিঁড়া ছোলা প্রভৃতি, বাহা চর্কণ করিয়া আহার
করিতে হয়।

প্রাণতোষিনী (১) ধৃত কুলার্ণবে ও প্রপঞ্চসারে নৈবেদ্য
শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইরাছে ; যথা
কুলার্ণবে।

চতুর্বিধং কুলেশানি জব্যং তে ষড্ভাস্বিতম্।

নিবেদনান্তবেতুগুণিনৈবেদ্যং তদুদাস্ততম্ ॥

শিব ভগবতীকে কহিতেছেন, হে কুলেশ্বর! কষায়, মধুর,
লবণ, কটু, তিক্ত ও অম্ল এই ছয় রস যুক্ত চর্ক্য, চুবা, লেহু ও
পেয় এই চতুর্বিধ জব্য নিবেদন করিলে, তোমার তৃপ্তি জন্মে,
এজ্ঞত ঐ নিবেদিত জব্যকে নৈবেদ্য বলা যায়।

প্রপঞ্চসারে।

স্বসিতেন স্বসিদ্ধেন পায়সেন সসর্পিবা।

সিতোদনং সকদলি দধ্যাতৈশ্চ নিবেদয়েৎ ॥

অতি শুক্ল ও উত্তমরূপ সিদ্ধ, যত্নযুক্ত পায়সাম্র ও দধি কদলী
প্রভৃতি জব্য সহযোগে শুক্ল অন্ন নিবেদন করিবেক।

নারদপঞ্চরাত্রে দ্বিতীয় রাত্রে চতুর্থ অধ্যায়ে ত্রীরাধিকার
নৈবেদ্য নিবেদনযন্ত্র—

(১) ঐ অর্থ কাণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।

মিষ্টান্নস্বস্তিকানাঞ্চ লক্ষপুঞ্জং মনোহরম্ ।

শর্করারানিলক্ষঞ্চ নৈবেদ্যং দেবি গৃহ্যতাম্ ॥

সংস্কৃতং পায়সং পিষ্টং শাল্যম্ ব্যঞ্জনান্বিতম্ ।

শর্করাদধিহুঙ্কাতং নৈবেদ্যং দেবি গৃহ্যতাম্ ॥

কলানাম্ সুগন্ধানামাত্রাদীনাং ত্রিলক্ষকম্ ।

রানীনাঞ্চ ময়্য দত্তং তন্ত্য চ দেবি গৃহ্যতাম্ ॥

হে দেবি! পুঞ্জ পুঞ্জ মিষ্টান্ন ও সিদ্ধাভার এবং লক্ষ শর্করা
রানির নৈবেদ্য গ্রহণ কর। হে দেবি! এলাচ প্রভৃতি দ্বারা
সুগন্ধীকৃত পায়সাম্, পিষ্টক ব্যঞ্জন শর্করা দধি ও ক্ষীরের সহিত
হৈমন্তিক ধাত্মীয় অম্মের নৈবেদ্য গ্রহণ কর। হে দেবি! ভক্তি-
সহকারে তিন লক্ষ সুগন্ধ আত্মাদি ফলরাশি সমর্পণ করিতেছি,
গ্রহণ কর।

নারদপঞ্চরাত্রে তৃতীয় রাত্রে অষ্টম অধ্যায়ে—

স্মরতিভরণে হুঙ্কহবিষা স্মৃতেন শিতাসমুদংশকৈকচিরীকৃত্য
বিচ্ছিবাসৈঃ ।

দধিনবনীতনুতনসিতোপলপূপানিকায়ত্তগুড়নারিকেলকদলীকল-
পুষ্কারসৈশ্চ ॥

সাচামং কম্পয়েত্তদ্বিপুলমপি তৎ স্বর্ণপাত্রে নৈবেদ্যম্ ।

অতি সুগন্ধি হুঙ্ক ও হৃত দ্বারা উত্তমরূপ পাক করা অন্ন, মনোহর
বস্ত্র দ্বারা পরিষ্কৃত সরবৎ, দধি, নবনীত, ও নুতন মিছরি দ্বারা
প্রস্তুত মালপুমা, হৃত, গুড়, নারিকেল, কদলীকল ও মধু এই
সকল বিপুলভর নৈবেদ্য দিয়া পরে স্বর্ণপাত্রে আচমনীয় রচনা
করিবেক ।

নারদপঞ্চরাত্রে চতুর্থ রাত্রে দশম অধ্যায়ে বিষ্ণুনৈবেদ্য
নিবেদন যন্তু । যথা,

সংপাত্রসিদ্ধং স্মৃতগং বিবিধামেকতকণম্ ।

নিবেদয়ামি দেবেশ সান্ত্বয়ামি গৃহাণ তৎ ॥

হে দেবগুরে! উত্তম পাত্রে দিচ্ছ করা মনোহর নানাবিধ
আহারীয় দ্রব্য সকল, অনুচরসহ তোমার সমর্পণ করিতেছি,
গ্রহণ কর ।

আহ্নিকতত্ত্বে নৈবেদ্যপ্রকরণে বামনপুরাণম্

অপর্যায়িতপকানি দাতব্যানি প্রবক্তৃতঃ ।

ঋতাজ্যাদিকৃতং পকং নৈব পর্যায়িতং ভবেৎ ॥

অপর্যায়িত পাক করা দ্রব্য যত্নসূচক দেবতাকে নিবেদন করি-
বেক । স্বত শর্করা দ্বারা পাক করা দ্রব্য কদাপি পর্যায়িত হয় না ।

হবিষা সংস্কৃতা যে চ যবগোধূমশালয়ঃ ।

তিলমুলাদরো মাষা ত্রীহয়শ্চ প্রিয়া হরেঃ ॥ দেবলঃ ।

যব, গোধূম, হৈমন্তিক ধান্য, তিল, মুলা, উরিদ ও শরদ্ধান্য,
এবং চর্ণক প্রভৃতি ধাত্ত এই সকলের যতপাকার হরির প্রিয় ।

ত্রীহরিতস্ত্রিবিলাসের অষ্টম বিলাসে বিষ্ণুনৈবেদ্যে দেয় দ্রব্য
নিরূপিত আছে । যথা, একাদশস্কন্ধে ।

গুড়পায়সমর্পীংষি শঙ্কল্যাপূপমোদকান্ ।

সংযাবদধিসুপাংশ্চ নৈবেদ্যং সতি কম্পয়েৎ ॥ ৫৪ ॥

গুড়, পায়স, দ্বত, পুলিপিঠা, মাঁড়া, মোয়া, ক্ষীরের মালপোয়া,
দধি, ঘূপের নৈবেদ্য ক্ষমতাশালিরা প্রস্তুত করিবেক । ৫৪

বদ্ব্যদিকৃতমং লোকে বচ্যাত্তিপ্রিয়মাত্মনঃ ।

ভক্তব্রিবেদয়েনহং তদানন্ত্যায় কম্পতে ॥ ৫৫ ॥ তত্রৈব

যাহা যাহা লোকের অতিশয় অভিলষিত ও যাহা যাহা নিজের
অতি প্রিয়, সেই সেই দ্রব্য আমাকে নিবেদন করিলে অসন্ত
কল হয় । ৫৫ ।

নৈবেদ্যকাঞ্চিগুণবদন্তাং পুষ্করভূমিদম্ ॥ ৫৩ ॥ যত্নকল্পে ।
অধিকগুণশালী, যে পরিমাণ জব্য সামগ্রী দ্বারা এক জনের
পরিতোষ জন্মে তদ্রূপ নৈবেদ্য দিবেক । ৫৩ ।

নানাবিধান্নপাতৈশ্চ ভক্ষণাত্তৈর্মনোহরৈঃ ।

নৈবেদ্যং কংপয়েদ্ বিকোক্তদভাবে চ পারসং ॥ বোধায়নশ্রুতো ।
মনোহর ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি নানাবিধ অন্ন পানাদি দ্বারা
বিক্রুর নৈবেদ্য প্রস্তুত করিবেক । তদভাবে কেবল পারস দিবেক ।

হবিষা সংস্কৃতা যে চ যবগোধুমশালয়ঃ ।

তিলমুদাদন্নো মাষা ত্রীহয়শ্চ প্রিয়া হরেঃ ॥ * বামনপুরাণে ।
ইহার অর্থ পূর্বেই প্রকাশ করা গিয়াছে ।

অন্নং চতুর্বিধং পুণ্যং গুণাত্মকামৃতোপমম্ ।

নিপাম্নং স্বগৃহে যদ্বা শ্রদ্ধয়া কংপয়েদ্ধরেঃ ॥

পুষ্পং ধূপং তথা দীপং নৈবেদ্যং স্ত্রমনোহরম্ ।

খণ্ডলডুকশ্রীবেষ্টকাসারশোকবর্তিকাঃ ॥

স্বস্তিকোজ্জাসিকাদুষ্কতিলবেষ্টকিলান্টিকাঃ ।

কলানি চৈব পলানি নাগরকাদিকানি চ ॥

অন্যানি বিধিনা দত্ত্বা ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ ।

এবমাদীনি চান্নানি দাপয়েৎ তজ্জিতো নৃপ ॥ গাকডে ।

গকড়পুরাণে গৌতম মুনি অক্ষরীষ রাজাকে কহিতেছেন । হে
রাজা ! অমৃত ভূম্য ও গুণশালী চতুর্বিধ পবিত্র অন্ন স্বগৃহে
প্রস্তুত করিয়া শ্রদ্ধাপূর্বক হরিকে অর্পণ করিবেক । পুষ্প ধূপ
দীপ এবং স্ত্রমনোহর নৈবেদ্য অর্থাৎ খাঁড়, লাড়ু, লজ্জুবি, কলেক,
সেবালডু, সিলান্টা বা একমুর্দাপিঠে, লপী, ক্ষীর বটক, কিম্বা

* এই লোক সার্ত্ত ভট্টচার্য্যও আহিকৃতবে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং
হরিভক্তিবিলাসের দীপ্যাকার ইহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন যথা হবিষা
যুর্ভেন । ত্রীহয়ঃ যথাহিতৈয়্যাহন্য চপকাদয়ঃ । হরিত, ৮বি, ৫৮ লোক ।

পিঠা, অখসার, পটখিরিসা, এবং নারেল প্রভৃতি অন্নাদি তদ্য-
পক কল সকল বিধি সহকারে দিয়া অনন্তর এইরূপ অন্ন ব্যঞ্জন
প্রভৃতি ভক্তিপূর্বক দিবেক।

বস্তু ভাগবতো দেবি অন্নাদ্যেন তু শ্রীণয়েৎ ।
শ্রীশিতস্তিষ্ঠতে সো বৈ বহুজ্ঞানি মাযবি ॥
সর্বজীহ্ময়ং গৃহ্য শুভং সর্বরসাস্বিতম্ ।
মন্ত্ৰেণ মে প্রদীয়েত ন কিঞ্চিদপি সংস্পৃশেৎ ॥
ইন্দ্রদীকলবিল্বানি বদরামলকানি চ ।
ধর্জরূপশ্যামনাংশৈশ্চ মানবাংশ্চ পল্লবকান্ ॥
শালোড়ষরিকাংশ্চ তথা প্লবঙ্গকলানি চ ।
পৈপ্পলং কণ্টকীয়ঞ্চ তম্বুঞ্চ প্রিয়ঙ্গুকম্ ॥
মরীচং শিংশপাকঞ্চ ভজ্ঞাতকরমর্দকম্ ।
দ্রাক্ষাঞ্চ মাড়িমটৈব পিণ্ডধর্জরমেব চ ॥
সৌবীরং কেলিকটৈব তথা শুভকলানি চ ।
পিণ্ডারককলটৈব পুষ্পাগকলমেব চ ॥
শমীটৈব কবীরঞ্চ ধর্জরকমহাকলম্ ।
কুমুদস্ত্র ফলটৈব রাহেড়কফলং তথা ॥
অজং কর্কোটকটৈব তথা তালকলানি চ ।
কদম্বকৌমুদটৈব দ্বিবিধং স্থলকজয়োঃ ॥
পিণ্ডিকন্দেতি বিখ্যাতং বংশনীপং ততঃ পরম্ ।
মধুকন্দেতি বিখ্যাতং মাহিবং কন্দমেব চ ॥
করমর্দককন্দঞ্চ তথা নীলোৎপলস্ত্র চ ।
হৃণালং পৌষ্করং চৈব শালুকস্য কলস্তথা ॥
এতে চাত্তৌ চ বহবঃ কন্দমূলকলানি চ ।
এতানি চোপযোজ্যানি যে ময়া পরিকল্পিতাঃ ॥
মূলকস্য ততঃ শাকং চিকীশাকং তটৈব চ ।

শাকটিকব কলারন্য সর্বপস্য তথৈব চ ॥

বংশকস্য তু শাকঞ্চ শাকমেব কলত্রিকম্ ।

আত্রিকস্য চ শাকং বৈ পালকশাকমেব চ ॥

অধিলোভকশাকঞ্চ শাকং কোমারকং তথা ।

শুকমণ্ডলপত্রঞ্চ দ্বাবেব তত্রবালকৌ ॥

চরস্য চৈব শাকঞ্চ মধুকোডুস্বরং তথা ।

এতে চাত্তো চ বহবঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥

কর্মণ্যাশ্চৈব সর্বৈ বৈ যে যয়া পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ।

ত্রীহীণাঞ্চ প্রবক্ষ্যামি উপযোগাংশ্চ মাধবি ।

একুচিক্তং সমাধায় তৎ সর্বং শৃণু সুন্দরি ।

ধর্মাধর্মিকরক্তঞ্চ সুগন্ধং রক্তশালিকম্ ॥

দীর্ঘশুকং মহাশালিং বরকুকুমপত্রকম্ ।

গ্রামশালিং সমুদ্রোশাং সস্ত্রীশাং কুশশালিকাম্ ॥

ববাশ্চ দ্বিবিধা জ্ঞেয়াঃ কর্মণ্যা মম সুন্দরি ।

কর্মণ্যাশ্চৈব যুদ্ধাশ্চ তিলাঃ কৃষ্ণাঃ কুলশ্চকাঃ ॥

গোধূমকং মহামুদামুদাষ্টকমবাটজিৎ ।

কর্মণ্যেতানি চোক্তানি ব্যঞ্জনানি প্রিয়াদিতান্ ।

প্রতিগৃহ্ণাম্যহং হেতান্ সর্বান্ ভাগবতাং প্রিয়ান্ ॥

কিঞ্চ । যে ময়ৈবোপযোজ্যানি গব্যং দধি পয়ো স্নাতম্ ।

মন্ত্ৰেণ যৈ প্রদিয়েত ন কিঞ্চিদপি সংস্পৃশেৎ ॥ বারাহে ।

বরাহপুরাণে ভগবান্ কহিতেছেন । হে লক্ষ্মীদেবি ! যে ভাগবত ব্যক্তি অন্নাদি ভক্ষ্য ও পেষ প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা আমাকে প্রীত করে, সে বহুজন্ম প্রীত হইয়া থাকে । প্রীতিকর ও সর্ব-
রসাস্বিত সকল অন্নময় নৈবেদ্য মন্ত্ৰের দ্বারা আমাকে অর্পণ করিবেক । কোন দ্রব্য স্পর্শ করিবেক না । ঝেজোট, বেল, কুল, আমলা, খজুঁর, বৃত্তন গরব, বা ককবাকল, সখুবা, ডুমুর, পাকুড়, পিপুল, শশা, তুহুঁক, প্রিয়হু, মরীচ, শিশুফল,

ভেলা, করম্ভা, দ্রাক্ষা, দাড়িম, শিওখড়্জুর, মারিকেল কুল, অশোক কল, পিণ্ডুরা, পুরাণ, ছিদড়া কিশা নাইকল, কবীরকল, খড়্জুর মহাফল, কুমুদকল, বএড়াকল, অজ্জফল, কীক-রোল, তালকল, কদম্ব, উভয়বিধ অর্থাৎ স্থলজ ও জলজ কৌমুদ ও পদ্মফল, বংশনীপ, মধুকন্দ, মাহিষকন্দ, পাণি-আমলামূল, নীলোৎপলকন্দ, পদ্মমৃণাল, শালুকমৃণাল, এতদ্ভিন্ন আমার পরিকল্পিত বহুতর কন্দ মূল ও ফল সকল আমার আহার করিবার উপযোগী। মূলশাক, চিঞ্চাশাক, কলায়শাক, সর্বপশাক, বংশকশাক, কলম্বিশাক, আর্দ্রকশাক, পালকশাক, অশ্বিলোড়কশাক, কৌমারকশাক, শুকমণ্ডলশাক, তরুশাক, বানকশাক, চরশাক, মধুকশাক, উড়ুঘরশাক, আমার উল্লিখিত এই সমস্ত অশ্রান্ত বহুতর শত সহস্র, এ সমুদয়ই আমাকে নিবেদন করিবার যোগ্য। এক্ষণে ভূপখান্যাদির উপযোগের বিষয় বলি। একমনা হইয়া সে সকল অবগন কর। হে সুন্দরি! ধর্ম্মাধর্ম্মিকরক্ত, সুগন্ধ, রক্তশালিক, দীর্ঘশূক, মহাশালি, বরকুকুমপত্র, প্রোম-শালি, সমুদ্রাশা, সঞ্জিশা, কুশশালিকা, এবং দুই প্রকার যব কর্ণের যোগ্য, মুলা, তিল, কক্কুলখক, গোধূমক, মহামুদা, মুলাফক, অবাটজিৎ এই সকল ধাতুপ্রভৃতির অন্ন এবং পূর্বোক্ত দ্রব্যের ব্যঞ্জন, এই সমুদয়ই জাকরান্ দিয়া প্রস্তুত করিয়া দিলে প্রিয় ও স্বাহুবোধে তাগবত জনের নিকট হইতে আমি প্রতিগ্রহ করিয়া থাকি। গব্য দধি দুগ্ধ ও সূত আমার উপযোগের যোগ্য। যস্ত্রের দ্বারা ঐ সকল দ্রব্য আমাকে প্রদান করিবেক। কোন দ্রব্য স্পর্শ করিবেক না ॥

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে।

হবিঃ শাল্যোদনং দিব্যমাজ্যযুক্তং সশর্করম্।

নৈবেদ্যং দেবদেবার যাবকং পায়সস্বধা ॥

নৈবেদ্যানামতায়ে তু কলানি বিনিবেদয়েৎ।

কলানামপ্যতায়ে তু ভূগুণ্যোম্বীরশি ॥

ওষধীনাংলাভে তু তোরকং বিনিবেদয়েৎ ।

তদলাভে তু সৰ্ব্বত্র মানসং প্রবরং শ্রুতম্ ॥

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা নারদকে কহিতেছেন। হৃতশৰ্করাযুক্ত উত্তম হৈমন্তিক তণ্ডুলের অন্ন, যবের পরমাল ও পায়সকে হবিরন্ন বলা যায়। এই হবিরন্নের নৈবেদ্য দেবদেবকে নিবেদন করিবেক। ঐ সকল নৈবেদ্যের অভাবে ফল, ফলের অভাবে তৃণ গুল্ম ও ওষধীও নিবেদন করিতে পারিবেক। তদভাবে জল, এবং তাহার অপ্রাপ্তি পক্ষে মানস নৈবেদ্য অর্পণ করাই বিহিত।

স্কান্দে মহেন্দ্রং প্রতি শ্রীনারদবচনম্ ।

বহুস্তি তুলসীশাকং শ্রুতং যে মাধবাগ্রতঃ ।

কম্পাস্তং বিষ্ণুলোকে তু বসন্তি পিতৃভিঃ সহ ॥

স্কন্দপুরাণে মহেন্দ্রের প্রতি শ্রীনারদের বাক্য। বাহারা তুলসী-শাক ও হৃতপক পায়সাল মাধবের অগ্রে অর্পণ করে, তাহারা পিতৃপুরুষদিগের সহিত কম্পাস্ত পর্যন্ত বিষ্ণু লোকে বাস করে।

নৈবেদ্যানি মনোজ্ঞানি কৃকস্যাগ্রে নিবেদয়েৎ ।

কম্পাস্তং তৎপিতৃণামু তৃপ্তির্ভবতি শাশ্বতী ॥

কলানি বহুতে যো বৈ স্নুহুদ্যানি নরেশ্বর ।

কম্পাস্তং জায়তে তস্য সকলশ্চ মনোরথঃ ॥ স্কান্দে ।

মনোহর নৈবেদ্য সকল কৃষ্ণের অগ্রে নিবেদন করিলে পিতৃ-পুরুষদিগের কম্পাস্ত পর্যন্ত নিরন্তর তৃপ্তি হয়। হে রাজন্ যে মনোহর ফল সকল অর্পণ করে, কম্পাস্ত পর্যন্ত তাহার মনোরথ সকল হয়।

হবিঃ শাল্যোদনং দিব্যমাজ্যযুক্তং সশৰ্করম্ ।

নিবেদ্য নরসিংহায় বাবকং * পায়সস্তথা ॥

* বাবকশব্দে যবের ছাত্ত বলিয়া কেহ কেহ অর্থ করেন ।

সমান্তুলসংখ্যায় বাবত্যন্তাবতীর্ণশ ।

বিহুলোকে মহাতোগান্ ভুজানান্তে সৰ্বৈকবাঃ ॥ নারসিংহে ।

উত্তম ইত্যর্থকরাযুক্ত হৈমন্তিক তুলনের অন্ন, যবের পরমাত্র এবং
পায়সান্ন এই ছবিরম্ন সকল মরসিংহ দেবকে নিবেদন করিয়া
দিলে, তুলসংখ্যায় সমান বৎসর কাল বৈকবদিগের সহিত
বিহুলোকে মহাতোগ সকল ভোগ করিতে থাকে ।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে ।

অন্নদক্ষপ্ৰিয়াপ্রোতি স্বর্গলোকক গচ্ছতি ।

দত্ত্বা চ সখিতাগায় তথৈবান্নমতন্দ্রিতঃ ॥

ত্রৈলোক্যে তর্পিতে পুণ্যং তৎকণাৎ সমবাপুয়াৎ ।

অক্ষয়ামন্নপানক পিতৃত্যশ্চোপতিষ্ঠতে ॥ ৬৬ ॥

ওদনং ব্যঞ্জনোপেতং দত্ত্বা স্বর্গমবাপুয়াৎ ।

পরমাত্রং তথা দত্ত্বা তৃপ্তিমাপ্রোতি শাশ্বতীহ ।

বিহুলোকমবাপ্রোতি কুলমুদ্ররতে তথা ॥

হৃতোদনপ্রদানেন দীর্ঘায়ুসবাপুয়াৎ ।

দধ্যোদনপ্রদানেন প্রিয়মাপ্রোতানুত্তমাম্ ॥

কীরোদনপ্রদানেন দীর্ঘজীবিতমাপুয়াৎ ।

ইক্ষুশাক প্রদানেন পরং সৌভাগ্যমশ্নুতে ॥

রত্নান্যৈকৈব ভাগী স্যাৎ স্বর্গলোকক গচ্ছতি ।

কানিতস্য প্রদানেন অগ্ন্যাহানকলং লভেৎ ॥

তথা শুড়প্রদানেন কামিতাভীষ্টমাপুয়াৎ ॥ ৬৭ ॥

নিবেত্তে কুরসং ভক্ত্যা পরং সৌভাগ্যমাপুয়াৎ ।

সর্বান্ কামানবাপ্রোতি কোদ্রং বশ্চ প্রবচ্ছতি ॥

ওদেব তুহিনোপেতং রাজহর্যমবাপুয়াৎ ॥

বহিষ্ঠোমমবাপ্রোতি বাবকন্য নিবেদকঃ ।

অতিরাত্রমবাপ্রোতি তথাপুণনিবেদকঃ ॥ ৬৮ ॥

বৈদলানাঞ্চ ভক্ষ্যাণাং দানাং কামানবাগ্নুয়াং ।
 দীর্ঘজীবিতমাপ্নোতি স্ততপূরনিবেদকঃ ।
 মোদকানাং প্রদানেন কামানাপ্নোত্যভীপ্সিতান্ ॥ ৬৯ ॥
 নানাবিধানাং ভক্ষ্যাণাং দানাং স্বর্গমবাগ্নুয়াং ।
 ভোজনীয়প্রদানেন তৃপ্তিমাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ॥ ৭০ ॥
 তথা লেহপ্রদানেন সৌভাগ্যমধিগচ্ছতি ।
 বলবর্গমবাগ্নোতি চৃষ্যাণাঞ্চ নিবেদনে ॥ ৭১ ॥
 কুন্ডাষোজ্জাসিকাদাতা বহুধাধৈর্যকলং লভেৎ ।
 তথা ক্লমরদানেন * বহ্নিষ্টোমমবাগ্নুয়াং ॥ ৭২ ॥
 ধনানাং কোদ্রযুক্তানাং লাজানাঞ্চ নিবেদকঃ ।
 মুখ্যানাটিকৈব শজ্জানাং বহ্নিষ্টোমমবাগ্নুয়াং ॥ ৭৩ ॥
 বানপ্রস্থাপ্রিতং পুণ্যং লভেচ্ছাকনিবেদকঃ ।
 দত্তা হরিতকং চৈব তদেব কলমাপ্নুয়াং ॥ ৭৪ ॥
 দত্তা শাকানি রম্যাণি বিশোকস্তুতিজায়তে ।
 দত্তা চ ব্যঞ্জনার্থায় তথোপকরণানি চ ॥
 স্নুকুলে লভতে জগৎ কন্দমূলনিবেদকঃ ।
 নীলোৎপলবিদারীণাং উকটম্য তথা দ্বিজাঃ ॥
 কন্দদানাদবাগ্নোতি বানপ্রস্থকলং শুভম্ ।
 ত্রপুর্বেকাককং দত্তা পুণ্ডরীককলং লভেৎ ॥
 কক্কবদরে দত্তা তথা পার্শ্বৈবতং কলম্ ॥
 পরুষকস্তথাত্রক পনসং নারিকেলকম্ ।
 ভব্যং মোচস্তথা চোচং খজুরমথ দাড়িমম্ ।
 আত্মাতকক্রবাল্লোটকলমানপিরালকম্ ।
 জম্বিলশামলকৈব জাত্যং বীনাতকস্তথা ।

তত্ত্বা দালিসংমিশ্রা লবণার্জকহিহুতিঃ ।

সংযুক্তাঃ সলিটনঃ সিজ্জাঃ ক্লমরাঃ কথিতা বুধৈঃ ॥ ভাবপ্রকাশ ।

নারদবীজপুরে চ বাজকঙ্কলাভূপি । ৭৫ ॥

এবমাদীনি দিব্যানি যঃ কলানি প্রযচ্ছতি ।

তথা কলানি মুখ্যানি দেবদেবার ভক্তিতঃ ॥

ক্রিয়াকল্যাপ্রোতি স্বর্গলোকভূতৈব চ ।

প্রাপ্নোতি কলমারোগ্যং বৃদ্ধীকানাং নিবেদকঃ ॥

রসান্ মুখ্যানবাপ্রোতি সৌভাগ্যমপি চোত্তমম্ ।

আত্রেয়ভ্যর্চ্য দেবেশমর্থমেধকলং লভেৎ ॥

কিক । মোচ্চং পনসং জম্বু তথাশ্রুং কুন্তলীকলম্ । •

প্রাচীনামলকং শ্রেষ্ঠং মধুকোডুয়রস্য চ ॥

মত্পকমপি গ্রাহ্যং কদলীকলমুত্তমম্ ॥

যেমন সাধারণে অন্ন দান করিলে তৃপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে। সেইরূপ সকল দেবতার বাহা হইতে বজ্রভাগ প্রাপ্ত হন সেই বিষ্ণুকে আলস্য রহিত হইয়া অন্ন প্রদান করিলে ত্রৈলোক্য তৃপ্ত হয়, জুতরাং তৎক্ষণাৎ সম্যক পুণ্যলাভ ও পিতৃলোকের অক্ষর অন্নজলপ্রাপ্তি ঘটে ॥৬৬॥ ব্যঞ্জনযুক্ত অন্ন দান করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, পরমায় প্রদান করিলে নিরন্তর তৃপ্তিলাভ এবং বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি এবং কুলের উদ্ধার হয়। স্নাত্ন প্রদান করিলে দীর্ঘায়ু হয়। দধ্যন্ন প্রদান করিলে অত্যুত্তম জীপ্রাপ্তি হয়। ক্ষীরায় প্রদান করিলে দীর্ঘায়ু হয়। ইক্ষু প্রদান করিলে অত্যন্ত সৌভাগ্যভোগ, নানা রত্নলাভ ও সর্বাঙ্গ সুস্থি হয়। ফেনিবাতাসা প্রদান করিলে অগ্ন্যধানকল লাভ হয়, এবং গুড় প্রদান করিলে বাঙ্ছাভীত ইক্ষু কল লাভ হয়। ৬৭। ইক্ষুরস ভক্তিসহকারে নিবেদন করিলে অত্যন্ত সৌভাগ্য পায়। যে মধু প্রদান করে, তাহার সকল কাশনালাভ হয়। উহা হিমমিশ্রিত করিয়া দিলে রাজহরকলপ্রাপ্তি হয়। যাবক দান

করিলে অগ্নিকৌমের ফল পায়। পিঠা নিবেদন করিলে অতি-
 রাত্রফল পায়। ৬৮ ॥ ঘুলা ও চণক প্রভৃতি বৈদলের রূপ কিয়া
 তক্ষ্য নিবেদন করিলে, সকল কামনালাভ হয়। বেণ্ড নিবেদন
 করিলে, দীর্ঘজীবী হয়। মোদক প্রদান করিলে, অভীষ্টসিদ্ধি
 হয়। ৬৯ ॥ নানাবিধ তক্ষ্য দ্রব্য দান করিলে, স্বর্গ পায়। ভোজ্য
 দ্রব্য দান করিলে, যার পর নাই ভূতি হয়। ৭০ ॥ লেহ দ্রব্য
 প্রদানে, মৌভাগ্যপ্রাপ্তি হয়। চূষ্য সামগ্রী নিবেদনে বল ও বর্ণ
 প্রাপ্তি হয়। ৭১ ॥ কিঞ্চিৎ-শ্রিত মাষকলায় ও লপ্সী নিবেদনে
 অগ্ন্যধেয়ফললাভ হয়। খিচড়ী অন্নদানে অগ্নিকৌমফল পায়
 । ৭২ ॥ মধুযুক্ত ভূক্ট যব ও খই এবং প্রধান প্রধান শত্ৰু সকল
 নিবেদন করিলে, অগ্নিকৌমফল হয়। ৭৩ ॥ শাক নিবেদন করিলে,
 বানপ্রস্থাত্মার পুণ্যলাভ হয়। হরিষ্রণ শাক নিবেদন করিলে,
 ঐ ফল হয়। ৭৪ ॥ রম্যশাক সকল এবং ব্যঞ্জনোপযোগি অন্নাত্ত
 উপকরণ দিলে শোকরহিত হয়। কন্দ ও মূল নিবেদনে, সংকুলে
 জন্ম হয়। নীলোৎপলের ও ভূমিকুশাণ্ডের এবং পদ্মের মূল দিলে
 বানপ্রস্থাত্মার শুভ ফল লাভ হয়। মস ও কাঁকড় দিলে, পদ্ম
 দানের ফল হয়। বড় কুল, ক্ষুদ্র কুল, কামরূপ দেশীয় তিলুকাহুতি
 গাণের মত অন্ন মধুর ফল, পকুযাফল, আত্র, পনস, নারিকেল,
 কুম্বরঙ্গ, কদলী, দারচিনি, খজুর, দাড়িম, আমড়া, মুরগাফল,
 অন্নকুটাই, পিরার, পিরাল, বীজচিরোজা, জম্বুফল, বিল্ব, অমল,
 জাতীফল, খণ্ডুজাই, লবঙ্গ, টাবানেরু, ডুম্বুর প্রভৃতি দিব্য ফল
 , সকল এবং প্রধান প্রধান কন্দ সকল ভক্তিভাবে যে দেবদেবকে
 প্রদান করে, তাহার ক্রিয়া সকল হয় এবং স্বর্গলোকপ্রাপ্তি হয়।
 আঙুর নিবেদিলে, আরোগ্যফল হয় এবং মুখ্য রস ও উত্তম
 মৌভাগ্য পায়। আত্রের দ্বারা দেবেশ কৃষ্ণের অর্চনা করিলে,
 অশ্বমেধফল লাভ হয়। কদলী, পনস, জম্বু, গোলাপজাম এবং
 অন্নাত্ত সরস ফল ও পাণিআমলা, উত্তম মিক্ট ডুম্বুর এবং
 যত্নপক কদলীফলও প্রীতি।

শ্রীহরিভক্তিভূষণে চ ॥

যৎকিঞ্চিদপ্যং নৈবেদ্যং তত্তত্তক্তিরসপ্লুতম্ ।

প্রতিজোজয়াতি শ্রীশতদাতুন্ স্বস্বং কৃতম্ ॥ ইতি ॥ ৭৩ ॥

ততঃ প্রাথমিচ্ছাশি পানকানুত্তমামি চ ।

সুগন্ধি জীতলং স্বচ্ছং জলমপ্যর্পয়েত্ততঃ ॥ ৭৭ ॥

হরিভক্তিভূষণে । ভক্তিরস সহকারে তত্তত্তনিবেদিত যৎ-
কিঞ্চিদপ্যং নৈবেদ্যেও প্রীত হইরা, শ্রীপতি তৎপ্রদাতাদিগকে
অবিলম্বে স্বভোগ্য সুখ প্রদান করেন । ৭৩ । এবংবিধ
নৈবেদ্যার্পণের পর, পূর্বের মত নানাবিধ উত্তম পের ও সুগন্ধি
জীতল নির্মল জল অর্পণ করিবেক ॥ ৭৭ ॥

নৈবেদ্যার্পণ ও জবনিকাপাতের পর পাঠ্যমন্ত্র ক্রম-
দীপিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে । এই মন্ত্র শ্রীহরিভক্তি-
বিলাসের অষ্টম বিলাসেও ধৃত হইয়াছে ।

শালীতকং সূতকং শিশিরকরসিতং পায়সাপুপহুণং

লেখং পেরং সূচ্যং সিতমমৃতকলং ষারিকাত্তং সুখাত্তম্ ।

আজ্যং প্রাজ্যং সমিজ্যং নয়নকটিকরং বাজিলৈকামরীচ-

স্বাদীয়ঃ শাকরাজীশরিকরমমৃতাহারজোষং জুবস্ব ॥ ৫১ ॥

শশধরের ভায় শুক্ল হৈমন্তিক ধাত্তের অন্ন, অন্ন সুন্দর অন্ন,
পায়সান্ন, অপুপ, দালি, পরিশুদ্ধ লেহ পের ও চূষ্য দ্রব্য সকল,
অমৃতকল, সুখাত্ত ষারিরা, সুস্বাদু খাত্তবস্ত্র, হৃত, ~~নয়নকটিকর~~
পরমোত্তম প্রচুর হৃতপক এবং হৃত এলাচ মরীচাদি ষার। স্বাহৃতর
নানাবিধ শাকের ব্যঞ্জন সহিত অমৃতাহার সেবা কর ।

একণে বক্তব্য এই যে উপরিভাগে যে সকল প্রমাণ
উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে কোনও প্রমাণেই আম তণ্ডুল
নৈবেদ্যার্পণ বিহিত নাই ; সুতরাং তাদৃশ নৈবেদ্য অবিহিত
মধ্যে গণ্য হইতেছে । আম নৈবেদ্য অশ্রুতপূর্ব পদার্থ নহে

এবং ইহার ইচ্ছামত অন্যার্থও প্রতিপাদিত হইতে পারে না। স্মৃতিকার ঋষিরা উহার পরিভাষা করিয়া গিয়াছেন।

যথা ঐক্যতত্ত্বত বাশিষ্ঠবচন।

শস্ত্রং ক্বেদ্রগতং প্রাচ্যঃ সত্বং ধাতুমুচ্যতে।

আমং বিভূষণিত্যুক্তং স্বিন্নমদ্বন্দ্বদ্ব্যবহৃতম্ ॥

ক্বেদ্রগতকে শস্ত্র, ত্বষুক্তকে ধাতু, ত্বষরহিতকে আম, এবং সিদ্ধ করিলে, অন্ন বলা যায়।

পূর্বোক্ত বচন সমুদয়ে অন্ন, তত্ত্ব ও ওদন শব্দ প্রযুক্ত দৃষ্ট হইতেছে আম নৈবেদ্যের বিধান কোনও স্থলেই লক্ষিত হইতেছে না; সুতরাং আম তগুল নৈবেদ্য অবিহিত হইতেছে।

শাস্ত্রকারেরা অবিহিত নৈবেদ্য নিবেদন স্পষ্টবাক্যে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

যথা।

আহ্নিকতত্ত্বতবিস্কুধর্গোত্তরীয় তৃতীয়কাণ্ডবচন।

অভক্ষ্যাপ্যহ্নিকত্বক নৈবেদ্যং ন নিবেদয়েৎ।

কেশকীর্টাবপন্নক তথা চাবিহিতক যৎ ॥

অভক্ষ্যঃ—অপ্রীতিকর, কেশসংস্কট, কীর্টদূষিত ও অবিহিত নৈবেদ্য নিবেদন করিবেক না।

কোনও স্থলেই আম তগুল নৈবেদ্যের বিধান দৃষ্ট হইতেছে না এবং অবিহিত নৈবেদ্য নিবেদন বিষ্কুধর্গোত্তরবচন দ্বারা স্পষ্ট বাক্যে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এমন স্থলে, আম তগুল নৈবেদ্য কোনও ক্রমেই শাস্ত্রানুসৃত বা ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। আমান্ন (কাঁচা চাউল) নৈবেদ্যের স্পষ্ট নিষেধ-

বচনও দৃষ্ট হইতেছে। যথা পদ্মপুরাণে উক্তরূপেও শেষভাগে
পূজাপ্রকরণাধ্যায়ে । ১০৭ ।

স্বিত্ততুলসিদ্ধাস্বাম্যাম্রক ত্যজেন্মুনে ।

গোবিন্দস্যার্চনে দধ্বং সর্বং কার্য উদারধীঃ ॥ ইতি ॥

তথাচামার্ননৈবেদ্যং বর্জয়েদ্ধরিপূজনে । ইতি চ ॥

বৈষ্ণব ব্যক্তি সিদ্ধ ততুলের অন্ন ও আমান্ন (কাঁচা চাউল) এবং

যাবতীর দধি পদার্থ গোবিন্দপূজায় ভাগ করিবেক ।

হরিপূজনে ও আমান্ন (আম ততুল) নৈবেদ্য বর্জন করিবেক ।

এই সমস্ত শাস্ত্র দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, বিষ্ণু-
পূজায় আমান্ন (কাঁচা চাউল) নৈবেদ্য ব্যবহার সর্কাতো-
ভাবে ধর্ম্যবহির্ভূত কর্ম্ম, সুতরাং তাহা কদাচ অবলম্বনীয়
নহে । বিষ্ণুপূজা বিষয়ে কেবল অর্ঘ্য প্রভৃতি স্থলে আম
ততুলের ব্যবহার নিষিদ্ধ নহে । যথা ।

নারদপঞ্চরাত্রে তৃতীয়রাত্রে

গন্ধাকতগ্রহনৈশ্চ মূলেনাভ্যর্চ্য পূর্ববৎ ।

প্রীগয়েদ্ধিখণ্ডাভ্যমিশ্রণ তু পরোক্তসা ইতি ॥

গন্ধ, অকত (অর্থাৎ আম ততুল) ও পুষ্পের দ্বারা পূর্ববৎ মূল

মন্ত্র অনুসারে অর্চনা করিয়া, দধি ওড় দ্রুতমিশ্রিত দুধ ও জল

নিবেদন করিয়া প্রীত করিবেক ।

গোতমীয়তন্ত্রে চতুর্থপটলে

গন্ধাকতানাং ধূপানাং দীপানাং বলিভিঃ পৃথক্ ।

কামবীজেন সংপূজ্য নৈবেদ্যং হি সমর্পয়েৎ ॥ ইতি ।

গন্ধ, অকত (আম ততুল), ধূপ ও দীপের পৃথক্ উপহারে

কামবীজের দ্বারা পূজা করিয়া, নৈবেদ্য সমর্পণ করিবেক ।

আহ্নিকতন্ত্রে

আগচ্ছ নরসিংহেতি আবাহ্যাকতপুশ্চকৈঃ । ইতি ।

হে নরসিংহ ! আগুহ এই বলিয়া অক্ষত (আতপ তণ্ডুল) ও
পুষ্পের দ্বারা আবাহন করিয়া ।

শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে ৫৫ শ্লোক ।

গন্ধমাল্যাকৃতঅগ্নিধূপদীপোপহারকৈঃ ।

সাক্ষং সম্পূজ্য বিধিবৎ স্তবৈঃ স্তুত্যা নমোদ্ধরিমু ॥

গন্ধ, পুষ্পসমূহ, অক্ষত (আতপ তণ্ডুল), মালা, ধূপ, দীপ ও
নৈবেদ্য দ্বারা যথাবিধি, অঙ্গদেবতা সহিত হরির পূজা করিয়া,
স্তবোচ্চারণপূর্বক প্রণাম করিবেক ।

এই সকল শাস্ত্রে কেবল অর্ঘ্য প্রভৃতি স্থলে যে আতপ
তণ্ডুল ব্যবহার বিহিত দৃষ্ট হইতেছে শ্রীভাগবতের প্রসিদ্ধ
টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী তাহাতেও সম্মত নহেন ।
শ্রীভাগবতের উপর্যুক্ত বচনে পুষ্পের সহিত আতপ তণ্ডুল
ব্যবহারের যে বিধি আছে, তিনি তাহার প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা
করিয়াছেন, অর্থাৎ তিলক রচনায় ঐ আতপ তণ্ডুল ব্যবহারের
ব্যবস্থা করিয়া পূজাশ্লে তাদৃশ ব্যবহারের স্পষ্ট নিষেধ
প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন । যথা টীকায়াং স্বামিপাদব্যাখ্যানং
অক্ষতান্তিলকালঙ্কারে ন তু পূজায়াম্ ।

শাক্ততৈরর্চয়েদ্বিষ্ণুং ন কেতক্যা মহেশ্বরমিতি নিষেধাৎ ইতি ॥

অক্ষত (আতপ তণ্ডুল) ব্যবহার তিলক রচনাস্থলে, পূজাবিশয়ে
আছে ; যেহেতু “অক্ষত (আতপ তণ্ডুল) দ্বারা বিষ্ণুপূজা ও কেতকী
দ্বারা শিবপূজা করিবেক না” এরূপ নিষেধ আছে । উল্লিখিত
শ্লোকের টীকায় শ্রীস্বামিপাদের ব্যাখ্যা ।

যে সকল শাস্ত্র প্রদর্শিত হইল, তদনুসারে ইহা নির্বিবাদে
সিদ্ধ হইতেছে, ভগবদ্ভক্তদিগের পক্ষে আমার নৈবেদ্য দান
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ; পাককরা অন্ন দেওয়াই সর্বতোভাবে
বিধেয় । ব্রাহ্মণ, কজিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণের পক্ষেই

এই ব্যবস্থা। তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ স্বয়ং পাক করিয়া অন্ন নিবেদন করিতে পারেন; শূদ্র ব্রাহ্মণ দ্বারা অন্নপাক করাইয়া নিবেদন করিবেক এই মাত্র বিশেষ। এই ব্যবস্থা আমার কপোলকম্পিত নহে। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন স্পষ্টবাক্যে এই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যথা,

শূদ্রকৰ্ত্তৃকরুণোৎসর্গাদৌ ব্রাহ্মণকৰ্ত্তৃকচকবৎ ব্রাহ্মণদ্বারা
পকায়নৈবেদ্যাদি শূদ্রোইপি দাতুমর্হতি। এবঞ্চ, আমং
শূদ্রস্য পকায়ং পকমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে ইতি স্বয়ং পাক-
বিষয়ঃ। তিথিতত্ত্বে।

যেমন শূদ্রের রুণোৎসর্গস্থলে ব্রাহ্মণে চকপাক করিয়া দেন; সেই
রূপ শূদ্রও ব্রাহ্মণ দ্বারা পাককরা অন্নের নৈবেদ্য দিতে পারেন।
আর শূদ্রের আমান্নকে পকায় ও পকায়কে উচ্ছিষ্ট বলে, এই
শাস্ত্র, শূদ্রের নিজের পাককরা অন্নের বিষয়ে বলিতে হইবেক।

বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুসারে শূদ্রের পক্ষে স্বয়ং পাককরা
অন্নের নৈবেদ্য দেওয়া অবিধেয় নহে। সে যাহা হউক,
স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের ব্যবস্থা অনুসারে, শূদ্র ব্রাহ্মণদ্বারা
অন্নপাক করাইয়া সেই অন্নের নৈবেদ্য নিবেদন করিলে কদাচ
দুষণীয় হইতে পারে না। যখন আমতগুল নৈবেদ্য দান এক-
বারে নিষিদ্ধ হইতেছে এবং ব্রাহ্মণদ্বারা অন্নপাক করাইয়া
অন্নের নৈবেদ্য দেওয়া অবৈধ হইতেছে না, তখন শূদ্রের
পক্ষে এ উভয়ের কোন পক্ষ অবলম্বনীয় তাহা সকলে
বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

যদি কেহ এরূপ কহেন, দেবতাকে আমতগুল নৈবেদ্য
দান এ দেশে অনেক দিন অবধি প্রচলিত আছে; সুতরাং
উহা দেশাচার হইতেছে। এ দেশে দেশাচারও ধর্ম্ম বিষয়ে

প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে ; সুতরাং আমতগুল নৈবেদ্যদান অবৈধ হইতে পারে না । এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যে স্থলে শাস্ত্রে কোনও বিষয়ে স্পষ্ট বিধি নিবেদন না থাকে, সেই স্থলেই দেশাচার প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে । যথা,

ন যত্র সাক্ষাদ্বিরোধো ন নিবেদ্যঃ প্রসূতো স্মৃতি ।

দেশাচারকূলাচারৈস্তত্র ধর্মো নিরূপ্যতে ॥ স্কন্দপুরাণে ।

যে স্থলে বেদে অথবা স্মৃতিতে স্পষ্ট বিধি অথবা স্পষ্ট নিবেদন না থাকে, সেই স্থলে দেশাচার ও কূলাচার দেখিয়া ধর্ম নিরূপণ করিতে হয় ।

স্মৃতের্বেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা তবেৎ ।

তর্থেব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবোধে পরিত্যজেৎ ॥

প্রয়োগপারিজাতধৃত স্মৃতি ॥

বেদের সহিত বিরোধ ঘটিলে যেরূপ স্মৃতি অগ্রাহ্য হয় সেইরূপ স্মৃতির বিপরীত হইলে দেশাচারকে অগ্রাহ্য করিতে হইবেক ।

অতএব, যখন শাস্ত্রে আমতগুল নৈবেদ্য দান স্পষ্ট বাক্যে নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে, তখন সেই নিবেদনবোধক স্পষ্ট শাস্ত্র-লঙ্ঘন ~~পূর্বক~~ দেশাচারের আশ্রয় লইয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ আম-তগুল নৈবেদ্যদান বৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাওয়া কোনও মতে ন্যায়ানুগত হইতে পারে না ।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রশর্মগোস্বামী ।

শকাব্দ ১৭৯৩ ই ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ।

কলিকাতা ৫৬ নং বেগুতোলা স্ট্রীট ।

ত্ৰিত্ৰিহরিঃ

শরণং ।

আমতগুল নৈবেদ্যাদি দিয়া বিষ্ণুপূজা করা
ধৰ্মশাস্ত্র বিৰুদ্ধ কৰ্ম ।

এতদ্বিবয়ে

অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়দিগের
নিকট হইতে ক্রমশঃ প্রাপ্ত ব্যবস্থা সকল ।

তন্মধ্যে

নবদ্বীপমহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণপণ্ডিতসদাশয়দিগের
ব্যবস্থা । সংখ্যা ১ ।

কৃষ্ণমন্ত্ৰদীক্ষিতেন চতুর্ধর্গেন বিষ্ণুপূজনে আমান্ননৈবেদ্যদানং ন
কর্তব্যমিতি বিদুষাং পরামৰ্শঃ ।

ত্ৰিহরিঃ শরণং

ত্ৰিপ্রসন্নচন্দ্র শৰ্মণাম্

ত্ৰিহরিঃ শরণং

ত্ৰিষট্ঠনাথ শৰ্মণাম্

ত্ৰিহরিঃ শরণং

ত্ৰিহৰ্য্যকান্ত শৰ্মণাম্

ত্ৰিকালীনাথ শান্তিনাম্

ত্ৰিহরিঃ শরণং

ত্ৰিক্ষেত্ৰনাথ শৰ্মণাম্

ত্ৰিহরিঃ শরণং

ত্ৰিপ্রসন্নকুমার শৰ্মণাম্

শিবো জয়তি

ত্ৰিত্ৰিনাথ শৰ্মণাম্

ত্ৰিহরিঃ শরণং

ত্ৰিহৰিনাথ শৰ্মণাম্

ত্ৰিশিবঃ শরণং

ত্ৰিকৃষ্ণকান্ত শৰ্মণাম্

ত্ৰিহরিঃ শরণং

ত্ৰিৰাজকৃষ্ণ শৰ্মণাম্

ত্ৰিহরিঃ শরণং

ত্ৰিলালমোহন শৰ্মণাম্

১. ত্রীজীনাথাবল্লভো জয়তি

ত্রীঅজিতনাথ শর্মণাম্

ত্রীহরিঃ শরণং

ত্রীবিশুচন্দ্র শর্মণাম্

ত্রীশিবঃ শরণং

ত্রীশিবনারায়ণ শর্মণাম্

ত্রীহরিঃ শরণং

ত্রীলক্ষ্মীকান্ত শর্মণাম্

ত্রীরামঃ শরণং

ত্রীত্রৈলোক্যনাথ শর্মণাম্

১ম ব্যবস্থার অনুবাদ ।

রুক্ষমস্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারিভেদের বিষ্ণুপূজার
আমার্ননৈবেদ্য দেওরা কর্তব্য নহে ইহা বিদ্বানদিগের পরামর্শ ।

ত্রীযুত ত্রীজীনাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য স্মরণসিদ্ধ প্রধান স্মার্ত

„ „ ত্রীপ্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন ঐ ঐ নৈরাসিক

„ „ ত্রীহরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ঐ ঐ অধ্যাপক

„ „ ত্রীযদুনাথ সার্বভৌম ঐ ঐ ঐ

„ „ ত্রীকৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন ঐ ঐ ঐ

„ „ ত্রীস্বর্য়াকান্ত বিদ্যালঙ্কার ঐ ঐ ঐ

„ „ ত্রীরাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন ঐ ঐ ঐ

„ „ ত্রীকাশীনাথ শাস্ত্রী ঐ পৌরাণিক ও স্মার্ত

„ „ ত্রীলালমোহন বিদ্যাবাগীশ ঐ স্মরণসিদ্ধ অধ্যাপক

„ „ ত্রীক্ষেত্রনাথ বিজ্ঞানভূষণ ঐ ঐ ঐ

„ „ ত্রীশিবনারায়ণ শিরোমণি ঐ ঐ ঐ

„ „ ত্রীপ্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন ঐ ঐ ঐ

„ „ ত্রীলক্ষ্মীকান্ত স্মার্তরত্ন ঐ ঐ ঐ

„ „ ত্রীঅজিতনাথ স্মার্তরত্ন ঐ ঐ ঐ

„ „ ত্রীত্রৈলোক্যনাথ শিরোমণি ঐ ঐ ঐ

„ „ ত্রীবিশুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রকৃতি নবদ্বীপনিবাসী প্রায় সমস্ত অধ্যাপক
মহাশয়দিগের সম্মত ও স্বাক্ষরিত এই ব্যবস্থা পত্র । ১৭৯৬ শকের ২৬এ
জ্যৈষ্ঠ দিবসে প্রাপ্ত ।

কলিকাতা ও তদন্তঃপাতিনগরস্থ এবং অন্যগ্রামস্থ ব্রাহ্মণ

পণ্ডিত মহাশয়দিগের ব্যবস্থা । সংখ্যা ২ ।

গৃহীতবিষ্ণুস্তুতীকাকানাং সৰ্কেষামেব বর্ণনানং প্রতিষ্ঠিতত্ৰিবিষ্ণু-
বিগ্রহে শালগ্রামশিলায়াক পূজনে আমায়নৈবেদ্যার্পণং কদাপি ন
কর্তব্যং, অবিহিতত্বাৎ শাস্ত্রে নিষিদ্ধত্বাচ্চেতি বিদুবাং পরামৰ্শঃ ।

অত্র প্রমাণং নাকটৈরচর্যেদ্বিষ্ণুমিত্যাदिस्मार्तভট্টাচার্য্যাহিকতত্ত্ব-
ধৃতং জ্ঞানমালাবচনং শ্রীভাগবতৈকাদশস্কন্ধীয়তৃতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চপঞ্চা-
শত্তমশ্লোকটীকায়ং স্বামিণাদেনোক্তৃতক । তদীয়ব্যাখ্যানে তাদৃগৰ্থঃ
স্ফটং প্রতীয়মানশ্চ যথা অক্ষতান্তিলকালঙ্কারে ন তু পূজায়াং নাকটৈ-
রচর্যেদ্বিষ্ণুমিতি বচনাৎ ।

পদ্মপুরাণীয়োত্তরখণ্ডে শেবভাগে পূজাপ্রকরণাধ্যায়ে ।

শ্বিন্নতপ্তলসিক্কাব্রমামাম্বক ত্যজেম্মুনে ।

গোবিন্দম্যার্ত্তনে সৰ্ব্বং দন্ধং কাঞ্চ * উদারধীঃ ॥ ইতি ।

তথা চামায়নৈবেদ্যং বর্জ্যেচ্ছরিপূজনে ॥ ইতি চ ।

ব্রহ্মবত্যধিকসপ্তদশশতশকাঙ্গীয়জৈষ্ঠমাসীয়েয়ং ব্যবস্থা ।

শ্রীহরিঃ শরণং

শ্রীচণ্ডীচরণ শৰ্ম্মণাম্

শ্রীতারানাথ শৰ্ম্মণাম্

রাজপুরনিবাসিনাম্

শ্রীহরির্জয়তি

শ্রীহরিঃ শরণং

শ্রীমহেন্দ্রনাথশৰ্ম্মগোস্বামিনাং

শ্রীরামতারণশৰ্ম্মণাম্

শিমুলিয়ানিবাসিনাং

নিশীরাগড়িনিবাসিনাম্

শ্রীহরিঃ শরণং

শ্রীরামমানিক্যশৰ্ম্মণাম্

শ্রীকৃষ্ণকমল দেবশৰ্ম্মণাম্

কলিকাতাবাগ্‌বাজারনিবাসিনাম্

আড়িয়াদহনিবাসিনাং

শ্রীহরির্জয়তি

শ্রীহরির্জয়তি

শ্রীপঞ্চাননশৰ্ম্মণাম্

শ্রীরামেশ্বরশৰ্ম্মণাম্

ইটালীনিবাসিনাম্

২য় ব্যবস্থার অনুবাদ ।

প্রতিষ্ঠিত ত্রিবিম্ববিত্ত্রৈঃ ও শালগ্রামশিলার পূজার বিষ্ণুমন্ত্র-
দীক্ষাগ্রহণকারি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র সকল বর্ণেরই
আমারনৈবেদ্য অর্পণ করা কদাপি কর্তব্য নহে । যেহেতু উহা
অবিহিত ও শাস্ত্রে নিষিদ্ধ ইহা বিদ্বানের পরামর্শ । প্রমাণ যথা
স্মার্তভট্টাচার্যের আঙ্কিততত্ত্বতত্ত্বজ্ঞানমালাবচন “অক্ষত দ্বারা
বিষ্ণুর অর্চনা করিবেক না” ইত্যাদি এবং এই বচন ত্রিধরস্বামিপাদ
ত্রিভাগবতে ১১ স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ে ৫৫ শ্লোকের টীকায় উদ্ধৃত
করিয়াছেন । তাহার ব্যাখ্যায় এই অর্থই স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে
যে “অক্ষত দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিবেক না” এবং পদ্মপুরাণে
উত্তরখণ্ডে শেষভাগে পূজাপ্রকরণে বৈষ্ণব ব্যক্তি সিদ্ধ তত্ত্বুলের
অন্ন এবং আমান্ন (কাঁচা চাউল) আর যাবতীর দধি পদার্থ
গোবিন্দপূজার ত্যাগ করিবেক ॥ হরিপূজনেও আমানের (আম
তত্ত্বুলের) নৈবেদ্য বর্জন করিবেক ।

সংস্কৃতপাঠশালাধ্যাপক সুবিখ্যাত ত্রিযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ।

সিমুলিরাণিবাসী ত্রিযুত নিত্যানন্দবংশীর প্রধান ও শাস্ত্রবেত্তা

ত্রিযুত মহেন্দ্রনাথ শর্ম্ম গোস্বামী ।

আড়িয়ারদহনিবাসী পণ্ডিতবর ত্রিযুত কৃষ্ণকমল ভায়রত্ন ।

ব্রহ্মদাপনস্থ সুপ্রসিদ্ধ ত্রিযুক্ত বাবু দামোদর দাস বর্ম্মার সভাপণ্ডিত

ত্রিযুত নবকৃষ্ণ বিজ্ঞানস্বার গোস্বামী ভট্টাচার্য্য ।

রাজপুরনিবাসী সুবিখ্যাত ত্রিযুত রামেশ্বর সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ।

রাজপুরনিবাসী খ্যাতনামা ত্রিযুত চণ্ডীচরণ ভায়ানস্বার ভট্টাচার্য্য ।

নিশীরাগাড়িনিবাসী ত্রিযুত রামভারগ তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য ।

বাগ্‌জারনিবাসী ত্রিযুত রামমাণিকা বিজ্ঞানস্বার ভট্টাচার্য্য ।

ত্রিযুত পঞ্চানন চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য । সাং ইটালী ।

ব্রহ্মদাপনস্থ উত্তরপশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতমহাশয়দিগের

ব্যবস্থা । সংখ্যা ৩ ।

গৃহীতবিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষাকানাং সর্বেষাং শূদ্রাণ্যপি প্রতিষ্ঠিতত্রিবিম্ব

মূর্ত্তিবিগ্রহশালগ্রামশিলাচর্চনারাং আমান্ননৈবেদ্যার্পণং কদাপি ন
কর্তব্যং অবিহিতত্বাং শাস্ত্রে নিষেধদর্শনাচ্চেতি বিদুবাং পরামশঃ ।
অত্র প্রমাণম্ । পঞ্চপুরাণীয়োত্তরখণ্ডীয়শেষভাগে ।

স্বিহ্নতগুলিসিদ্ধান্তমামান্নঞ্চ ত্যজেদ্ব্যুনে ।

গোবিন্দস্যাচর্চনে দধ্নং সর্কং কার্ক উদারধীঃ ॥ ইতি ।

তথা চামান্ননৈবেদ্যং বর্জ্যয়েদ্ধরিপূজনে ॥ ইতি চ ॥

নার্কটৈরচর্চয়েদ্বিকুমিত্যাদিস্মার্ত্তভট্টাচার্য্যধৃতং শ্রীভাগবতৈকাদশশ্লোকে
শ্রীস্বামিপাদেন তথা ব্যাখ্যাতঞ্চ । নৈবেদ্যদানমন্ত্রশ্চ যথা ।

সংপাত্রসিদ্ধং স্নাতগং বিবিধানেকভক্ষণম্ !

নিবেদয়ামি দেবেশ সান্নুগায় গৃহাণ তৎ ॥

তদ্বসারে । নারদপঞ্চরাত্রীম্ভূততুর্থাংশে ১১ অধ্যায়ে চ ।

নিবেদনীয়ং যদ্ভক্ষ্যং প্রশস্তং প্রযতং তথা ।

তন্তুক্ষ্যার্হ্যং পঞ্চবিধং নৈবেদ্যমিতি কথ্যতে ॥

ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ লেহ্যঞ্চ পেষঞ্চ কূঞ্চঞ্চ পঞ্চমম্ ।

সর্কত্রে চৈতন্মৈবেদ্যমারাম্যায় নিবেদয়েৎ ॥ তদ্বসারে ।

আহারং যদ্ভবিষং চূৰ্য্যং পেষং লেহ্যং তথৈব চ ।

ভোজ্যং ভক্ষ্যং তথা চৰ্ক্যং গুণক বিদ্যাদম্বখোত্তরম্ ॥

চূৰ্য্যং, ইক্ষুদণ্ডাদি । পেষং, পানকশর্করাদি । লেহ্যং, রসালাক্ষিতাদি ।
ভোজ্যং, তরুহুপাদি । ভক্ষ্যং, লড্ডুকথণ্ডাদি । চৰ্ক্যং, দীঠকচণকাদি ।
ভাবপ্রকাশে ॥ ভোজ্যশব্দে নৈবেদ্যশব্দে চ শব্দকোপক্রমে ইত্যাদি
বহুনি প্রমাণবচনানি সন্তি বাহুল্যভরণোক্তান্তানি ।

শ্রীহরিরামদেবশর্মণঃ পঞ্জাববাসস্থান, হুলিচন্দ্রকঙ্কারীমল্লকে
পুরোহিতস্য ।

সম্মতিরেবা " শ্রীরামেশ্বরমিত্রস্য হুপ্রাপ্রান্তকৌআসংবসথ-
নিবাসিনঃ ।

শ্রীজগন্নাথশর্মত্রিপাঠিনোঃপি সম্মতিরেবা ।

সম্মতিরদ্বার্থে শ্রীভীষ্মপতিশর্মাণঃ ভোজপুরাধীনডুমরাগ্রামনিবাসিনঃ কল্কভায়াং শ্রীহনুবারুভবনে স্থিতস্য ।

সম্মতিরদ্বার্থে- শ্রীরামলালশর্মাণঃ তারনীলনিবাসিনঃ অধুনা কল্কভায়াং বৃহদাগণে শ্রীচৈনম্বুধবকুনীরাযবারুভবনে স্থিতস্য ।

সম্মতিরদ্বার্থে শ্রীলক্ষ্মীকান্তশর্মাণঃ ভোজপুরাধীনডুমরাগ্রামনিবাসিনঃ ।

সম্মতিরদ্বার্থে শ্রীভগবতীনন্দনশর্মাণঃ বুঝুগুংনামপুরবাসিনঃ ।

সম্মতিরদ্বার্থে মিশ্রোপনামকজয়শ্রীশর্মাণাম্ গয়াপ্রাস্তবাসিনাম্ ।

শ্রীলক্ষ্মীনাথশর্মাণগুতিরাজস্য । কল্কভায়াং জোড়াসাঁকো মহারাজী স্বর্ণময়ীভবনে স্থিতস্য ।

শ্রীভীষ্মশাস্ত্রিণঃ পণ্ডিতবরস্য । সাং শিবঠাকুরের গলি ।

সম্মতিরদ্বার্থে শ্রীপৃথ্বীধরশর্মাণঃ গয়াপ্রাস্তনিবাসিনঃ ।

শ্রীহর্গাদত্তশর্মাণঃ গাজীপুরপূর্বস্যং দিশি ব্যডুকাগ্রামবাসিনঃ ।

শ্রীমঙ্গলমিশ্রস্য কল্কভায়াং মহাবীরসন্নিকটস্থস্য ।

শ্রীবলদেবজ্যোতিষিকস্য শ্রীরামলালবজ্রীদাসদস্যপণ্ডিতস্য ।

সম্মতিরদ্বার্থে শ্রীদেবীদত্তশর্মাণঃ পুষ্করপ্রাস্তনিবাসিনঃ কল্কভায়াং দু জীবিকার্থং শ্রীঅভয়রামমদনগোপালগুপ্তবৈশ্বনি স্থিতস্য ।

সম্মতিরদ্বার্থে শ্রীনন্দকিশোরশর্মাণঃ অধুনা কল্কভায়াং বৃহদাগণনিবাসিনঃ ।

বদতোবঃ পণ্ডিত শ্রীমধুসূদনোঃপি ।

ওয় ব্যবস্থার অম্বুবাদ ।

অতিষ্ঠিত বিষ্ণুবিগ্রহ ও শালগ্রাম শিলার পূজার বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত শূদ্র প্রভৃতি সকলেরই আমান্ন নৈবেদ্য অর্পণ করা কদাপি কর্তব্য নহে । যেহেতু উহা অবিহিত ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ ইহা বিদ্বান্-গণের পরামর্শ ।

ইহা পদ্মপুরাণীয় উত্তরখণ্ডের শেষভাগে উক্ত আছে । আর

অক্ষত দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবেক না ইত্যাদি বচন শ্রীমদ্ভট্টাচার্য্য ও উদ্ধৃত করিয়াছেন আর শ্রীভাগবতের একাদশস্কন্ধে শ্রীমদ্বিষ্ণুও ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈষ্ণব ব্যক্তি সিদ্ধ উৎসলের অন্ন ও আমায় এবং শ্রাবস্তীর দক্ষপদার্থ গোবিন্দপূজায় ভাগ করিবেক। হরিপূজনেও আমাদের নৈবেদ্য বর্জন করিবেক।

নৈবেদ্যদানের মন্ত্র।

হে দেবগুরো! উত্তম পাত্রে সিদ্ধ করা উত্তম হবিরস ও মনোহর নানাবিধ আহারীয় দ্রব্য সকল অনুচর সহ তোমায় অর্পণ করিতেছি গ্রহণ কর।

তন্ত্রমারে। এবং নারদপঞ্চরাত্রীয় চতুর্থরাত্রে ১১ অধ্যায়ে। ভোজ্য, ভোজ্য, লেহ, পেষ ও চূষ্য এই পঞ্চবিধ আহারযোগ্য প্রশংসনীয় পবিত্র যে দ্রব্য দেবতাকে সমর্পণ করা যায়, তাহাকে নৈবেদ্য বলে। সর্বত্রই ঐ পঞ্চপ্রকার নৈবেদ্যই আরাধ্য দেবতাকে অর্পণ করিবেক।

চূষ্য প্রভৃতি ছয় প্রকার আহার উত্তরোত্তর শুক।

১ চূষ্য ইক্ষুদণ্ড প্রভৃতি, বাহা চুষিয়া আহার করা যায়।
২ পেষ, শিথরিণী শর্করা, জল প্রভৃতি (সরবৎ,) বাহা পান করিতে হয়। ৩ লেহ, রসালো, কড়ী প্রভৃতি, বাহা অবলেহন করিয়া আহার করিতে হয়। ৪ ভোজ্য, ভাত, দালী, ব্যঞ্জন প্রভৃতি, বাহা ভোজন করিতে হয়। ৫ ভক্ষ্য, লাড়ু পিঠা প্রভৃতি, বাহা ভক্ষণ করিতে হয়। ৬ চর্ক্য, চিড়া, ছোলা প্রভৃতি, বাহা চর্কণ করিয়া আহার করিতে হয়। তাবপ্রকাশে এবং শব্দকল্প-ক্রমে ভোজ্যশব্দে ও নৈবেদ্য শব্দে ইত্যাদি নানা গ্রন্থে বহুবিধ প্রমাণ আছে। বাহুল্য ভয়ে সকল উদ্ধৃত করা হইল না।

ভুলীচাঁদকন্দরীমলবাবুর পুরোহিত পণ্ডাবদেশীয় শ্রীহরিরাম পণ্ডিতের এই মত।

হুগলাজেলার কৌরাঙ্গানবাসী শ্রীরামেশ্বর দ্বিবেশ এই মত।

শ্রীজগন্নাথ শর্ম্ম ত্রিপাঠী পণ্ডিতের এই মত।

ভোজপুরের অধীন ডুমরা গ্রামবাসী শ্রীহরুবার বাগীতে অব-
স্থিত শ্রীউমাপতি পণ্ডিতের এই মত ।

তারনীলবাসী সম্প্রতি কলিকাতার বড়বাজারে চৈনপুখবঙ্গী-
রামের কুঠীতে অবস্থিত শ্রীরামলাল পণ্ডিতের এই মত ।

ভোজপুরের অধীন ডুমরাগ্রামনিবাসী শ্রীলক্ষ্মীকান্ত পণ্ডিতের
এই মত ।

বুঝুগুপুরবাসী শ্রীভগবতীনন্দন পণ্ডিতের এই মত ।

গয়াপ্রান্তবাসী জয়শ্রীমিশ্র পণ্ডিতের এই মত ।

শ্রীলক্ষ্মীনাথ পণ্ডিতরাজের এই মত । সাং জোড়াসাঁকো
মহারাজী স্বর্ণময়ীর চক ।

পণ্ডিতবর শ্রীভীষ্মশাস্ত্রীরও এই মত । সাং শিবচাঁকুরের গলি ।

গয়াপ্রান্তনিবাসী শ্রীপৃথ্বীধর মিশ্রপণ্ডিতের এই মত ।

গাজিপুুরের পূর্বদিকে ব্যাডুকাগ্রামনিবাসী শ্রীহুর্গাদত্ত পণ্ডি-
তের এই মত ।

বড়বাজারের মহাবীরনিকটস্থিত শ্রীমঙ্গলমিশ্র পণ্ডিতের এই মত ।

রামলালবঙ্গীদাসের কুঠির পণ্ডিত শ্রীবলদেবজ্যোতিষিকের
এই মত ।

পুষ্করপ্রান্তনিবাসী অধুনা কলিকাতার জীবিকাজয় অভয়রাম
মদনগোপালগুপ্তের বাগীতে স্থিত শ্রীদেবীদত্ত পণ্ডিতের এই মত ।

অধুনা কলিকাতার বড়বাজারে স্থিত শ্রীনন্দকিশোর পণ্ডিতের
এই মত ।

শ্রীকৃষ্ণদত্ত পণ্ডিতেরও এই মত ।

শ্রীশ্রী/রূদ্রাবনধামের সুবিখ্যাতনামা পণ্ডিত গোস্বামী

মহাশয় ও পণ্ডিত বৈষ্ণব মহাশয়দিগের

এতদ্বিষয়ক ব্যবস্থা । সংখ্যা ৪ ।

যদি চ বক্ষ্যমাণপদব্যবস্থা ভক্তলভিকারনির্মাণকলাতত্ত্বশাস্ত্রাদৃষ্টপূর্ব

পামাপাততঃ পক্ষপাতবিদ্বিষিতেব ভবিষ্যতি তথাপি সদসদ্বিবেচনাং
(ন নীচো যবনাং পরঃ ইত্যাদিবদ্) যথাশাস্ত্রদৃষ্ট্যা পক্ষপাতরাহিত্যেন
নিরবদ্যেব সেতি ভবিতব্যা। অতস্তানেব বিজ্ঞাপয়াম ইতি বিশেষঃ।

যথা শ্রীহরিতত্ত্ববিলাসে ২২৫ শ্লোকাক্ষে পাদ্মে উমামহেশ্বর-
নন্দাদে।

অবৈক্যবাস্তু যে বিপ্রাশ্চাণ্ডালাদধমাঃ স্মৃতাঃ।

তেষাং সন্তাষণং স্পর্শং সোমপানাদি বর্জয়েদিত্যাদি।

স্বাচরিতচরিত্রাক্ষণানুচিতবিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষেতরদীক্ষাদিরূপস্বগতদোষো-
প্ধানাশঙ্কিরঘুনন্দনানুউক্তিভপদ্যপুরাণাত্ত্বিকারহুচকবিশেষবচনাত্ত্বসা-
রেণ বৈক্যবেতরিত্রাক্ষণানাং স্বাধিকারনিরূপকবিশেষশাস্ত্রোক্তধর্ম্মানব-
লম্বিতেন পাতিভ্যদোষবিশিষ্টত্বাং স্মৃতরাং বিষ্ণুপূজানধিকারিণাং
স্থানবিশেষে বৈক্যবেতরৈর্বিষ্ণুপ্রতিমাত্ত্বচর্চনাদিকরণমিদর্শনমাত্মযুক্ত্যা
অরূপরম্পরয়া অবৈক্যবানাং বিষ্ণুপূজাত্ত্বিকার ইত্যেব তাৎপর্যার্থা-
পাতং পক্ষপাতং শ্রেত্বা ত্রাক্ষণাবশ্যকবিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষাদিহুচকবিশেষবচ-
নাত্ত্বসংগ্রাহকরঘুনন্দনস্মৃত্যানুউক্তিভকতিপয়বিশেষবচনানি সন্দর্শয়ামঃ॥

প্রথমতঃ শ্রীহরিতত্ত্ববিলাসে দ্বিতীয়বিলাসধৃতাগমে।

দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিমু*

যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাজ্জোপনয়নাদনু।

তথাত্রাদীক্ষিতানাস্তু মন্ত্রদেবার্চনাদিমু।

নাধিকারন্ততঃ কুর্যাদাত্মাশং শিবসংস্তুতম্**

তত্রৈব স্কান্দে।

অদীক্ষিতস্য বামোক কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকম্।

পাণ্ডুনামিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো জনঃ॥ ইতি

সা চ দীক্ষা সবিধিমন্ত্রগ্রহণরূপা নতু নানামন্ত্রাধ্যয়নাদিরূপা।

তত্র নানামন্ত্রাধ্যয়নেইপি সবিধিবিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণেন বৈক্যবত্বম্। তথা
সবিধিশিবাদিমন্ত্রগ্রহণেন শৈবাদিত্বম্। তত্র অবৈক্যবাস্তু যে বিপ্রা-

শাণ্ডালদিব্যাঃ স্মৃতা ইত্যাদি বিশেষবচনানুসারেণ ত্রাক্ষণানাং বিষ্ণুমন্ত্র-
কীকাতাবে পাণ্ডিত্যপ্রসক্তিঃ । তত্র চ সৰ্ব্বনাং বৈষ্ণবশৈবাদীনাং
স্বস্বদীক্ষামন্ত্রশ্বেক এব । যস্য যো দীক্ষামন্ত্রস্তস্য তস্মৈমুৰ্ত্তিঃ, স এব
মুখ্যোপাস্যঃ । ততশ্চ স্মাধিকৃতৈকমাত্রবিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষিতানামধীতশিবাদি-
মন্ত্রাণামপি ত্রাক্ষণানাং বিষ্ণুরেব মুখ্যোপাস্যঃ । বাবদধিকারশিবাদয়ন্ত
গৌণোপাস্যঃ । অতএব হরিতত্ত্ববিলাসে ৪ বিং ৭২ শ্লোকে ।

পাণ্ডে নারদোক্তে ।

উৰ্দ্ধপুণ্ড্রৈর্বিহীনস্ত সঙ্ক্যাকর্ষাদিককরেং ।

তৎ সৰ্বং রাক্ষসং নিত্যং নরককাষিগচ্ছতি ॥ ইতি ।

তথ্য তত্রৈবোত্তরখণ্ডে ৭৪ শ্লোকে ।

উৰ্দ্ধপুণ্ড্রং ধরেষিত্রো যদা শুভ্রেণ বৈদিকম্ ।

ন তিৰ্য্যক্ ধারয়েদ্বিহানাপিত্তপি কদাচন ॥ ইতি ।

তথা চ তত্রৈব ।

বৈষ্ণবানাং ত্রাক্ষণানামূৰ্দ্ধপুণ্ড্রং বিধীয়তে ।

অথোষাস্তু ত্রিপুণ্ড্রং স্যাদিতি ত্রকবিদো বিদুঃ ॥

ত্রিপুণ্ড্রং যস্য বিশ্রাম্য উৰ্দ্ধপুণ্ড্রং ন দৃশ্যতে ।

তৎ স্পৃষ্টাপ্যথবা দৃষ্টা সচেলং পানমাচরেং ॥

উৰ্দ্ধপুণ্ড্রে তু কুর্কীত বৈষ্ণবা ন ত্রিপুণ্ড্রকম্ ।

কৃতত্রিপুণ্ড্রমর্ভস্য ক্রিয়া ন প্রীত্যে হরেঃ ॥

তথা উৰ্দ্ধপুণ্ড্রং বিজঃ কুর্যাদিত্যাদিবচনানুসারেণ ত্রাক্ষণানাং
বৈষ্ণবাসাধারণচিহ্নোৰ্দ্ধপুণ্ড্রধারণনিত্যতাবিধানেনাপি বৈষ্ণবত্বমেবা-
বশ্যভবিতব্যমিতি স্মৃতিতম্ । কিন্তু কজ্জিন্নস্য ত্রিপুণ্ড্রকমিত্যাদিনা
ত্রাক্ষণানাং বৈষ্ণবত্বমিব কজ্জিন্নাদীনামপি অবশ্যং শৈবত্বং স্মৃতিমিতি
ন চ বাচ্যং । হরিতত্ত্ববিলাসে ১ বিং ১০১ শ্লোঃ ॥

সৰ্ব্বেষু বর্ণেষু তথাশ্রমেষুত্যাদিক্রমদীপিকাদিষট্চনেন ।

তথা

ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব সৰ্বৈ বজ্রাধিকারিণ ইত্যাদি ।

বৃহদ্রোতমীরাদিবিশেষবচনেনাপি ব্রহ্মা বিশেষণে কজ্জিরাদীনা-
মপি সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠবিষ্ণুমন্ত্রাধিকারস্যাপি বিধানাৎ । কিঞ্চ

অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা ব্রাহ্মণো নামকী তনুঃ ।

তথা,

বর্ণানাম্ ব্রাহ্মণো গুরুরিভ্যাদি ।

বচনানুসারেণ ব্রাহ্মণানাম্ সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠত্বে স্বাধিকৃতনিরতিশয়শ্রেষ্ঠৈ-
কমাত্রবৈষ্ণবত্বমেব পরম্ নিদানম্ । হরিতত্ত্বিবিলাসে ১০ বিলাসে
৭৮ শ্লোকাঙ্কে ॥ কান্দে ব্রহ্মোক্তো ॥

ব্রাহ্মণঃ কজ্জিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা বদিবেতরঃ ।

বিষ্ণুভক্তিসমায়ুক্তো জ্ঞেয়ঃ সৰ্ব্বোত্তমোত্তমঃ ॥ ইতি ।

তথা হরিতত্ত্বিবিলাসে ১০ বিং ১৭২ শ্লোকঃ । পাছো ।

বৈষ্ণবো বিষ্ণুবেৎ পূজ্যো মম মান্যো বিশেষতঃ । ইতি ।

তথাচ ।

আরাধনানাম্ সৰ্ব্বাণাম্ বিষ্ণোরারাদনং পরম্ ।

তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীমানাম্ সমর্চনম্ ।

ইত্যাদিসৰ্ব্বশ্রেষ্ঠত্বনিদানহৃৎকবিশেষবচনাৎ । অন্যথা তেবাং সৰ্ব্বাধমত্বম্ ।
হরিতত্ত্বিবিলাসে ১০ বিং ১৯ শ্লোকঃ । নারদীয়ে শ্রীভগবদ্বাক্যে ।

ন মে প্রিয়শ্চতুর্কেদী মন্তুক্তঃ ঋপচঃ প্রিয়ঃ । ইতি ।

তথা হরিতত্ত্বিবিলাসে ১০ বিং ১১২ শ্লোঃ । পদ্মপুরাণে কাময়ান্বাহায়ে ।

ঋপাকমিব নেকেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্ ।

বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোহপি পুনানি ভুবনত্রয়ম্ ॥ ইতি ॥

তথাচ হরিতত্ত্বিবিলাসে ১০ বিং ৬৮ শ্লোকাক্ষতনারদীয়ে ।

ঋপচোহপি মহীপাল বিষ্ণুভক্তো দ্বিজোত্তমঃ ।

বিষ্ণুভক্তি-বিহীনো যো যতিশ্চ ঋপচাধমঃ ॥

ইত্যাদিবচনাৎ । কিমধিকেন ॥

• অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্ৰেণ নিরয়ং ত্ৰৈজং ।

• পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গৃহীয়াট্টৈষ্ণবানুরোঃ ।

ইত্যাদ্যাগমবচনেন তথা হরিভক্তিবিলাসে ১৯ বিলাসে ২৩ শ্লোকাক-
ধ্বতহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে ।

শৈবঃ সৌরো নৈষ্ঠিকশ্চেত্যাদিনা

যদ্যেতৈর্বর্জিতৈর্বিষ্ণোঃ স্থাপনং ক্রিয়তে কচিৎ

অসাধকং ভুক্তিমুক্ত্যর্নিষ্টকলং তন্ন সংশয়ঃ ॥

ইত্যন্তেন শৈবাদীনাং ত্রিবিম্বপ্রতিমাস্থাপনানধিকারনির্ণায়ক-
বিশেষবচনেন চ তথাচ তত্রৈব ৯ বিলাসে ৩৮ শ্লোকঃ । কোর্মে ।

বৈষ্ণবানাং হি তোক্তব্যং প্রার্থ্যাম্ং বৈষ্ণবৈঃ সদা ।

অবৈষ্ণবানামগ্রস্তু পরিবর্জ্যমমেধ্যবৎ ॥

তত্রৈব পাশ্বে ।

প্রার্থয়েট্টৈষ্ণবাদম্ং প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ ।

সর্বপাপবিমুক্ত্যর্থং তদভাবে জলং পিবেৎ ॥

ইত্যাদিনা এবঞ্চ বরাহপুরাণে ।

অবৈষ্ণবস্য পকাম্ং যো মজ্জং বিনিবেদয়েৎ ।

অবৈষ্ণবেষু পশ্যৎসু মম পূজাং করোতি যঃ ।

ইত্যাদ্যনেকবচনেন অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন বিম্বমন্ত্ৰেণাপি শিষ্যস্য
নিরয়পাতবিধানেন অবৈষ্ণবানাং বিম্বমন্ত্ৰোচ্চারণানধিকারবিধানাং
শৈবাদীনাং ত্রিবিম্বপ্রতিমাস্থাপনানধিকারবিধানাচ্চ তথা অবৈষ্ণবেষু
পশ্যৎসু ত্রিবিম্বপ্রতিমাদিপূজাকরণে অপরাধকথনাং সূতরাং অবৈষ্ণ-
বানাং তদ্ব্যবহৃত্ত্রিবিম্বপ্রতিমাদ্যর্চনানধিকারিত্বং বিহিতমেবেতি
যথাশাস্ত্রং ত্রিমদ্রূপাদবনধামবাসিনাং মতম্ ॥

• অপরং ত্রিবিম্বপ্রতিমাদিপূজনে আমতগুলাদিষ্টনবেদ্যমসঙ্গত-
মবিহিতঞ্চ । হরিভক্তিবিলাসে ৮ বিলাসে ৫৫ শ্লোকঃ ।

বদধিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিযমাত্মনঃ ।

তত্ত্ববিবেদয়েগ্নঃ তদানন্ত্যায় কণ্প্যতে ॥

তথা তত্রৈব বর্ত্তক্কে ।

নৈবেদ্যকাষিগুণবদ্ দদ্যাৎ পুরুষতুষ্টিদম্ ।

তথাচ বোধায়নম্বর্ত্তো ।

নানাবিধায়নপাঠেনশ্চ ভক্ত্যাট্যোঃ স্তম্বনোহরৈঃ ।

নৈবেদ্যং কণ্পয়েদ্বিকোস্তদভাবে চ পায়সম্ ॥

এবঞ্চ গাকড়ে ।

অন্নং চতুর্বিধং পুণ্যং গুণাঢ্যং চামৃতোপমম্ ।

নিম্পন্নং স্বগৃহে বহা প্রজয়া কণ্পয়েদ্ধরেঃ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ।

অভ্যক্ষ্যাপ্যহুত্বঞ্চ নৈবেদ্যং ন নিবেদয়েৎ ।

তথা চামান্ননৈবেদ্যং বর্জয়েদ্ধরিপুঞ্জনে ॥

নাক্ষতৈরচর্চয়েদ্বিষ্ণুমিত্যাदि বচনাচ্চ । অলমতিবিস্তরেণ ।

সম্মতিরজ্ঞার্থে ত্রীগোম্বামিগোপীলালদেবশর্ম্মণাম্ ।

{ ত্রীরাধারমণ দেবসেবাধিকারি ত্রীগোম্বামি ত্রীমদনমোহন }
{ দেবপুত্রাণাং ত্রীগোপীলাল দেবশর্ম্মণাং মুদ্রা । }

তদনুজস্য ত্রীসখালাল দেবশর্ম্মণোইপি ।

ত্রীমদদৈতকুলোস্তব ত্রীগোবিন্দনাথশর্ম্মণোইপি ।

(ত্রীরাধাদামোদরো জয়তি ।)

অত্রোস্তি সম্মতির্গোম্বামিত্রীকেশবদেবশর্ম্মণঃ । *

ত্রীনীলমণিশর্ম্মণোগোম্বামিনঃ সম্মতিরস্তি ।

সম্মতিরজ্ঞে ত্রীবিহারিলালশর্ম্মণঃ ।

সম্মতিরজ্ঞে ত্রীগৌরচন্দ্রদাসশর্ম্মণঃ ।

ত্রীজগদানন্দ দাসস্ম্যপি ।

সম্মতিরজ্ঞে ত্রীহরিদাসস্ম্যপি ।

ত্রীত্রীরাধাকৃণ্ডনিবাসি ত্রীবৈষ্ণবচরণদাসপ্রভৃতীনাং সম্মতিরজ্ঞে ।

৪র্থ ব্যবস্থার অনুবাদ ।

বক্ষ্যমাণ এই ধর্মব্যবস্থা যদিও সেই সেই ধর্ম অধিকারের নির্ণায়ক সাত্ততশাস্ত্রে দৃষ্টিবিহীন ব্যক্তিদিগের পক্ষে আপাততঃ পক্ষপাতদূষিতের ভ্রায় প্রতীয়মান হইবেক তথাপি সদসম্মিবেচকদিগের পক্ষে প্রকৃত শাস্ত্রদর্শনে (যেমন হইতে নীচ আর কেহ নহে ইত্যাদির ভ্রায়) পক্ষপাতশূন্যতা সহকারে অতি বিশদ হইয়াই প্রতীয়মান হইবেক । অতএব ঐ অপক্ষপাতি বিবেচকদিগকেই বিজ্ঞাপন করিতেছি ।

যথা হরিভক্তিবিলাসে ২২৫ শ্লোকে পাণ্ডে উমামহেশ্বরসম্বাদে ।

যে ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণব নহে তাহারা চাণ্ডাল হইতেও অধম । তাহাদিগের সহিত সম্ভাষণ, স্পর্শ ও সোমপান প্রভৃতি করিবেক না । ইত্যাদি ।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য নিজে ব্রাহ্মণদিগের অহুচিত বিষ্ণুমন্ত্রে-তরমন্ত্রের দীক্ষার দীক্ষিত এবং তদনুসারী আচারে আচরণশীল থাকা প্রযুক্ত ঐ সকল স্বীয় দোষের প্রকাশ হইবার আশঙ্কায় পদ্মপুরাণ প্রভৃতির ঐ সকল বচন উল্লেখ করেন নাই বাহাতে বৈষ্ণবেতর ব্রাহ্মণদিগের স্বাধিকারনিরূপক ঐ সকল বিশেষ-শাস্ত্রোক্তধর্মের অনাচরণ দ্বারা পাতিত্যাদোষদূষিত হওয়া প্রযুক্ত বিষ্ণুপূজার অনধিকারি বলিয়া নির্দিষ্ট আছে । তন্নিমিত্ত রঘুনন্দন নিজ স্মৃতিসংগ্রহ গ্রন্থের স্থানবিশেষে বৈষ্ণবেতরেরাও বিষ্ণুপ্রতিমাদির অর্চনাদি করিতে পারিবেক অঙ্গপরম্পরার ভ্রায় এই নিদর্শন দ্বারা । অবৈষ্ণবদিগের বিষ্ণুপূজার অধিকার আছে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ॥ অশাস্ত্র ও অযুক্ত এই তাৎপর্য্যার্থের অর্পণে ব্রাহ্মণের অবশ্যকর্তব্য বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা প্রভৃতি অহুতানের প্রমাণ-বচন সকল যাহা রঘুনন্দন স্মৃতিতে প্রকাশ করেন নাই উহার মধ্যে কতিপয়মাত্র বিশেষবচন প্রদর্শিত হইতেছে ।

প্রথমতঃ হরিভক্তিবিলাসে দ্বিতীয়বিলাসস্বত আগমে । যেমন অনুপমীত দ্বিজদিগের বেদ অধ্যয়ন প্রভৃতি স্বীয় কর্মে অধিকার

নাই। আর উপনীত হইলে উহাতে অধিকার হয়। সেইরূপ অদীক্ষিতদিগের মন্ত্র এবং দেবতা অর্চনাদিতে অধিকার নাই। অতএব আত্মাকে শিবসংস্কৃত অর্থাৎ মন্ত্রে দীক্ষিত করিবেক ॥ অগ্নি বামোক্ষ! অদীক্ষিত ব্যক্তির কৃত সমস্ত কর্মই বিফল। দীক্ষাবিহীন ব্যক্তি পশুবোনি প্রাপ্ত হয়। এই স্বন্দপুরাণ—

শাত্তোক্ত বিধি অনুসারে মন্ত্রগ্রহণ করাই দীক্ষা নতুবা নানামন্ত্রের অধ্যয়ন করা দীক্ষা নহে। যদিও নানামন্ত্র অধ্যয়ন করা থাকে তথাপি যথাবিধি মন্ত্রগ্রহণ দ্বারাই বৈষ্ণব হয় এবং যথাবিধিমন্ত্রগ্রহণে শৈব হয়। তথ্য ইহাও লিখিত আছে অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণেরা চাণ্ডাল হইতেও অধম ইত্যাদি বিশেষ বচন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা না হইলে পাতিতা জন্মে। তথ্য আবও লিখিত আছে সকল বৈষ্ণব ও শৈবদিগের স্ব স্ব দীক্ষামন্ত্র একমাত্র হয়। যাহাব যে দীক্ষামন্ত্র তাহার সেই মন্ত্র মূর্তি মুখ্য উপাস্য। অতএব স্বাধিকৃত একমাত্র বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষিত ব্রাহ্মণেরা শিব প্রভৃতির মন্ত্র অধ্যয়ন করিলেও বিষ্ণুই তাহাদিগের মুখ্য উপাস্য। অধিকাব অনুসারে শিব প্রভৃতি গোঁণ উপাস্য। অর্থাৎ আরোগ্য জ্ঞান প্রভৃতি কামনায় ভিন্ন ভিন্ন অধিকাবে স্বস্তায়নাদিব জন্ত শিব প্রভৃতি দেবতাব কখনও কখনও উপাসনা হইতে পারে। অতএব হরিভক্তিবিলাসে ৪ বি ৭২ শ্লোকাকল্পত-পাণ্ডে নাবদের উক্তি।

উর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীন হইয়া সন্ধ্যা কর্মাদি করিলে সে সমস্ত কর্মই রাক্ষসে প্রাপ্ত হয় এবং সেই কর্মকারি নরকে গমন করে।

তথ্য উত্তর খণ্ডে ৭৪ শ্লোকে।

বিপ্র শুভ্র মৃত্তিকা দ্বারা বেদোক্ত উর্দ্ধ পুণ্ড্র ধারণ করিবেক। বিদ্বান্ ব্যক্তি আপদ কালেও কখনও তির্ধ্যক পুণ্ড্র ধারণ করিবেক না। ইতি। তথ্য ইহাও লিখিত আছে।

ব্রহ্মবেত্তারা বলেন যে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণদিগের উর্দ্ধপুণ্ড্র ও অন্তের ত্রিপুণ্ড্র ইহাই বিহিত আছে। যে ক্রিণের

ত্রিগুণ আছে উর্দ্ধগুণ নাই, তাহাকে দেখিলে কিবা স্পর্শ করিলে সবস্ত্রে স্নান করিবেক। বৈষ্ণব উর্দ্ধগুণ করিবেক। তাহার। ত্রিগুণ করিবেক না। যেহেতু ত্রিগুণ তিলককারি ব্যক্তির কার্য হরির প্রীতিকর নহে। দ্বিজ উর্দ্ধগুণই করিবেক।

ইত্যাদি বচন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে বৈষ্ণবসাধারণ চিহ্ন উর্দ্ধগুণ তিলক ধারণের নিত্যতাবিধান দ্বারা বৈষ্ণব হওয়ারই সম্ভব ও আবশ্যক ইহাই প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু কজ্রির ত্রিগুণক এই বচনে ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবত্বের স্মার কজ্রিদিগের অবশ্য শৈবত্বাদি সূচিত হইল একথাও বাচ্য হইতে পারে না। হরিভক্তিবিলাসে ১ বি. ১০১ শ্লোকে। ক্রমদীপিকা ও বৃহদ্ব্যাসীয় প্রভৃতির সকল বর্ণ এবং স্ত্রী শূদ্র প্রভৃতি সকলেই যে স্থলে অধিকারী। ইত্যাদি বিশেষ বচন দ্বারা ব্রাহ্মণ বিশেষ দ্বারা কজ্রিদিগেরও সর্বপ্রাথমিক বিষ্ণুমন্ত্রে অধিকারের বিধান আছে।

আর দেখ বিজ্ঞাবান্ হউক বা বিজ্ঞাবিহীনই হউক ব্রাহ্মণ মাত্রেরই আমার শরীর ভগবানের এই বাক্য এবং ব্রাহ্মণ সমুদয় বর্ণেরই গুরু ইত্যাদি বচন অনুসারে বিষ্ণুর নিজের অধিকৃত অজিণয় প্রার্থনা যে ব্রাহ্মণের পক্ষে বিধান করিয়াছেন। বৈষ্ণবত্বই উহার কেবল একমাত্র নিদান। আর হরিভক্তি বিলাসের ১০ ম বিলাসীয় ৭৮ অঙ্কুরিত কন্দপুরাণীয় ব্রাহ্মণ উক্তি আছে যে ব্রাহ্মণ কজ্রির বৈশ্য শূদ্র কি ইত্যর যে কোনও নীচ জাতি হউক না কেন বিষ্ণুভক্তিবুদ্ধ হইলে সর্বোত্তমেরও উত্তম বুলিয়া জানিবেক। উক্তগ্রন্থের ১০ বিলাসে ১৭২ অঙ্কুরিত পদ্মপুরাণীয় শিববচন যে বৈষ্ণবদিগকে বিষ্ণুর মত পূজা করিবেক। বলিতে কি বৈষ্ণবের। আমার বিশেষতঃ মাত্ত। যেহেতু সকল আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনাই প্রার্থ। বৈষ্ণবের সম্যক অর্চনা তদপেক্ষারও প্রার্থতর। ইত্যাদি প্রমাণপ্রয়োগে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বৈষ্ণবতানিবন্ধনই ব্রাহ্মণ সর্বপ্রার্থ হই। অন্যথা অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে লীকিত ন। হইলে শাস্ত্রে ঐ ব্রাহ্মণদিগকে

সর্বাধম বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। যথা হরিভক্তিবিলাসীয় ১০ম বিলাসে ১৯ অঙ্কস্থত নারদপুরাণীয় ভগবদ্বাক্য ব্রাহ্মণ চতুর্কেদী হইলেও আমার প্রিয় নহে কিন্তু চাণাল প্রভৃতি অন্ত্যজ ব্যক্তি আমার ভক্ত হইলে আমার প্রিয় হয়। এবং উক্ত ঐশ্বর্যে ঐ স্থলে ১১২ অঙ্কে পদ্মপুরাণীয় মাধবাহাভ্যো উক্ত আছে যে লোকোতে চাণাল প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতীর ব্যক্তির কায় অবৈক্যব ব্রাহ্মণের মুখদর্শন করিবেক না। বৈক্যব, বর্ণবাহু হইলেও ত্রিভুবনকে পবিত্র করে। ঐ স্থলে ৬৮ অঙ্কে নারদীয় পুরাণের বচন এই যে হে মহীপাল চাণাল প্রভৃতি অন্ত্যজ ব্যক্তি বিমুত্তক্ত হইলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও উত্তম বলিয়া পরিগণিত আর বতিব্রাহ্মণ বিমুত্তক্তবিহীন হইলে চাণাল প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতি অপেক্ষাও অধম ॥ এই সকল শাস্ত্র দৃষ্টে একমাত্র বিমুত্তক্তিতেই যে প্রোক্ত বিধান করে তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। অধিক কি বলিব অবৈক্যব কর্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা নরক গমন হয়। যদি কাহারও অবৈক্যব মন্ত্রদাতা গুরু হইয়া থাকে তাহা হইলে বৈক্যব গুরুর নিকট হইতে সম্যক বিধি অনুসারে পুনর্ব্বার মন্ত্রগ্রহণ করিবেক ॥ এই আগমবচনে এবং হরিভক্তিবিলাসের ১৯ বিলাসে ২৩ শ্লোকস্থত হরশীর্ষপঞ্চরাত্রের, শৈব সৌর ও নৈষ্ঠিক প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কারণে অবৈক্যবতানিবন্ধন বর্জিত হওয়ায় ঐ সকল বর্জিত ব্যক্তি দ্বারা যদি কোথায়ও বিষ্ণুর মূর্ত্তি স্থাপন করা হয় উহা ভুক্তি ও মুক্তি সাধক নহে। বলিতে কি উহা নিফলই হয় ইহাতে আর সন্দেহ নাই। এই বচনে শৈব শাক্ত প্রভৃতির জীবিতপ্রতিমাস্থাপন প্রভৃতি কার্যে যে অধিকার নাই তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে। আর দেখ হরিভক্তিবিলাসের ৯ম বিলাসে ৬৮ অঙ্কে কুর্খপুরাণীয় বচনে উক্ত আছে যে বৈক্যবেরা সকল সময়ে আপৎকালেও বৈক্যবের নিকট প্রার্থনা করিয়া অন্ন ভোজন করিবেক আর অবৈক্যবের অন্ন অপবিত্র অথোহ স্রব্যের দ্বারা পরিবর্জন করিবেক ॥ ঐ স্থলে উক্ত পদ্মপুরাণীয়

ও বরাহপুরাণীয়।—বিচক্ষণ ব্যক্তি স্বীয় পাপ সমূহ সংশোধনের জন্ত বৈক্যের নিকট প্রযত্ন সহকারে অন্ন প্রার্থনা করিবেন। উহার অভাবে নিতান্ত পক্ষে প্রার্থনা করিয়া জল পান করিবেন। বলিতে কি যে ব্যক্তি অর্বেক্যের দ্বারা পাককরা অন্ন আমাকে নিবেদন করিয়া দেয় এবং অর্বেক্যের দৃষ্টির সম্মুখে যে ব্যক্তি আমার পূজা করে সে মহা অপরাধপ্রাপ্ত হয় ॥ এই ভগবদ্বাক্যে এবং অত্যান্ত অনেকানেক যে সকল বচন আছে তাহাতে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান যে অর্বেক্য গুরু দ্বারা উপদ্রষ্ট বিষ্ণুমন্ত্রে শিষ্যের নরক পাত হয়, অর্বেক্য ব্যক্তির বিষ্ণুমন্ত্র উচ্চারণেই অধিকার নাই, শৈব শাক্ত প্রভৃতির জীবিতপ্রতিমাস্থাপনে অধিকার নাই এবং অর্বেক্যদিগের দৃষ্টিগোচর হইতেছে এই অবস্থায় জীবিতর প্রতিমা প্রভৃতির পূজা করিলে অপরাধ হয় ॥ এই যথাশাস্ত্র বিধানে জীবদ্দাবনধামবাসি সকলেরই মত জানিবেন।

আর জীবিতপ্রতিমা প্রভৃতির পূজায় আমতগুলের নৈবেদ্য দেওয়া অত্যন্ত অসঙ্গত। যেহেতু হরিতত্ত্ববিলাসের ৮ বিলাসে ৫৫ শ্লোককে বিহিত আছে যে যাহা যাহা লোকের অভিলষিত ও যাহা যাহা নিজের অতিশয় প্রিয় সেই সেই দ্রব্য আমাকে নিবেদন করিলে অনন্ত ফল হয় ॥ এবং ঐ স্থলে উদ্ধৃত জীমস্তাগবতীর ষষ্ঠস্কন্ধবচন এই যে অধিক গুণশালী যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা এক জনের পরিতোষ জন্মে সেইরূপ নৈবেদ্য দিবেক। ঐরূপ বোধায়নশ্রুতিতেও বিহিত আছে যে মনোহর ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি নানাবিধ অন্ন পানাদি দ্বারা বিষ্ণুর নৈবেদ্য প্রস্তুত করিবেন তদভাবে কেবল পায়স দিবেক ॥ গণ্ডপুরণেও ঐ বিধান আছে যে অমৃততুল্য গুণশালী চতুর্দ্বিধ পবিত্র অন্ন স্বগৃহে প্রস্তুত করিয়া প্রজ্ঞা পূর্বক হরিকে অর্পণ করিবেন ॥ বিষ্ণুধর্মোত্তরেও এই বিধান আছে যে ভক্ষণের অযোগ্য অপ্রীতিকর কেশসংস্রষ্ট কীটদূষিত ও অবিহিত নৈবেদ্য নিবেদন

করিবেক না এবং আমতগুলের নৈবেদ্য হরিপূজায় পরিত্যাগ করিবেক। এবং অকত (কাঁচা আতপতণ্ডুল) দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিবেক না এই সকল প্রমাণবচন দ্বারা ত্রিবিষ্ণুপূজায় আমতগুলের নৈবেদ্য দেওয়া কদাচ কর্তব্য নহে। আর বিস্তরের আবশ্যকতা নাই ইতি

এই বিষয়ে ঐশ্বর্যধারমণ দেবালয়ের সেবাধিকারি সুবিখ্যাত নামা ত্রিগোপীলাল গোস্বামির সম্মতি এবং তাহার কনিষ্ঠ সহোদর ত্রিসখালাল গোস্বামিরও সম্মতি।

ত্রিমদবৈতবংশীয় ত্রিগোবিন্দনাথ গোস্বামিরও সম্মতি।

ঐশ্বর্যধাদামোদরদেবালয়ের সেবাধিকারী ত্রিকেশবলাল গোস্বামির সম্মতি।

ত্রিনীলমণি গোস্বামির সম্মতি আছে।

- কাঁটোয়ানিবাসী ত্রিমহাগবতের সুবিখ্যাতব্যাক্যাকর্তা অধুন।

৩ ত্রিবন্দাবনবাসী সুবিখ্যাতনামা ত্রিগৌরচন্দ্রদাস শিরোমণির ইহাতে সম্মতি আছে।

ত্রিবিহারীলাল ভট্টাচার্য্যেরও ইহাতে সম্মতি।

৪ রাধাকুণ্ডনিবাসী সুবিখ্যাতনামা ত্রিজগদানন্দ পণ্ডিত বাবাজীরও সম্মতি।

ইহাতে ত্রিহরিদাস পণ্ডিত বাবাজীরও সম্মতি।

ত্রিবৈষ্ণবচরণদাস পণ্ডিত বাবাজী প্রভৃতি ত্রিঐশ্বর্যধাকুণ্ডনিবাসী সমুদয়েরই ইহাতে সম্মতি আছে।

৫ম ব্যবস্থাকার পত্র।

প্রেমালিঙ্গমু পূর্বক বিজ্ঞাপনমিদম্—

মহাশয়ের কৃপাপত্র পাইয়া বাধিত হইলাম। বিষ্ণুকে অপক তণ্ডুল নিবেদন করার প্রথা আমাদের রাধাবল্লভী গোস্বামীদের

যে কোনও কালেই নাই। বর্জমানাধিপতি আমাদেরই সম্প্রদায়ী। তাঁহার এই প্রথা রহিত করা উত্তম কার্য্য হইয়াছে। আমাদের রাজবাণীতে এই চর্চার সুত্রপাত সময়ে আমাকে জনৈক রাজপণ্ডিত জিজ্ঞাসা করায় এই কথা আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, “আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে অপক তণ্ডুল নিবেদনের বাহুল্যতা এই বঙ্গদেশেই সমধিক প্রচলিত। এবং সম্প্রদায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এতদ্দেশে বিরল। কেবল রঘুনন্দনের স্মৃতিব্যবসায়ী অশ্বদেবীর পণ্ডিতগণ যে আপনাদের পূর্বপুরুষগণের ভ্রম স্বীকার করিয়া আমাদের মতে মত দিবেন ইহা সম্ভাবিত নহে।” অতএব আমার অভিপ্রায় যে মহাশয় উপযুক্ত বোধ করিলে সমাতন ধর্ম্মরক্ষণী সভায় এই বিষয়ে প্রস্তাব করেন। আমরা ভাল আছি। মহাশয়ের কুশল বার্তা। সতত প্রার্থনীয়।

মানকর

সন ১২৮২। ১১ই জ্যৈষ্ঠ }

শ্রীহিতলাল মিশ্র

গোশ্বামিনঃ

মুর্শিদাবাদপ্রদেশের সুপ্রসিদ্ধপণ্ডিতমহাশয়দিগের ব্যবস্থা।

সংখ্যা ৩।

যাহারা আমার ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়া ৬ ৬ ৭ সংখ্যক ব্যবস্থা লিখিয়া শ্রীযুক্ত বাবু পুলিনবিহারীসেন দ্বারা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীলগোশ্বামিপাদানুগামিনো বৈষ্ণবা অন্যে চ পূজকাঃ শ্রীবিষ্ণবে-
হৃদতনৈবেদ্যং নৈব দদ্যুরিতি মহতাং তত্ত্বিমতাং মতম্। অত্রানুকুল-
বচনানি বানি লিখিতানি সর্বাণ্যশ্বদত্তিমতানি কিঞ্চ গঙ্গামাল্যাক্ত-
অগ্নিধূপদীপোপহারকৈঃ। সাক্ষং সম্পূজা বিধিবৎ শুভৈঃ শুভা

নমোহরমিভ্যস্য চীকারাং শ্রীলস্বামিপাদৈরক্ষতদ্বারা শ্রীবিষ্ণোস্তিলকা-
লঙ্কারবিধানমেষোক্তং নতু পূজনং । তটীকা যথা অক্ষতাস্তিলকা-
লঙ্কারে নতু পূজায়াং প্রভূত নিবিক্তমেষ তৎ নাক্ষতৈরর্চয়েদ্বিকৃতং
ন কেতক্যা মহেশ্বরমিতি নিষেধাদিতি ॥ নচ নাক্ষতৈরর্চয়েদিত্যস্য
কতিপয়স্মার্তবাণীমবলম্ব্যাত্মা ব্যাখ্যানমেষ করণীয়মিতি বাচ্যং
শ্রীস্বামিপাদাতিপ্রায়বিরোধাদমূলকত্বাচ্চ । নাপি নৈবেদ্যদানস্য
পূজান্নত্বাভাব ইতি বাচ্যং নৈবেদ্যং বন্দনং তথেষতি বচনাং অলমতি-
বাহুল্যেন ।

শ্রীলগোস্বামিবটুকপাদশষট্‌পদায়মানমানসস্য শ্রীলস্বামিপদনী-
রজানুগামিনঃ ক্ষুদ্রবুদ্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রশর্মাগোস্বামিনো লিপিরিয়ম্ ।

৬ষ্ঠ ব্যবস্থার অনুবাদ ।

শ্রীল গোস্বামীদিগের পদানুগত বৈষ্ণবদিগের এবং অত্যাশ্র
পূজকদিগের শ্রীবিষ্ণুকে অক্ষতের (আতপতগুলের) নৈবেদ্য
দেওয়া কখনই কর্তব্য নহে ইহা মহন্তুক্তিমানুদিগের মতই
আছে এই বিষয়ে যে সকল অনুকূল বচন লিখিত হইয়াছে
সে সমুদয়ই আমাদিগের অতিমত । আরও কিছু বলিতেছি যে
“ গন্ধ পুষ্পসমূহ অক্ষত (আতপতগুল) মালা ধূপ দীপ ও
নৈবেদ্য দ্বারা যথাবিধি অজ্ঞদেবতা সহিত হরির পূজা করিয়া
স্তবোচ্চারণপূর্বক প্রণাম করিবেক’ এই জীমস্তাগবতীর শ্লোকের
চীকার শ্রীল স্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন
যে অক্ষত দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর তিলকালঙ্কার দেওয়াই বিহিত পূজন
করা বিধেয় নহে । উহার চীকা যথা “ অক্ষত (আতপতগুল) ব্যব-
হার তিলক রচনাস্থলে পূজাবিষয়ে নহে ” প্রভূত উহার নিষেধ
বিধানই সপ্রমাণ করিয়াছেন যথা “ অক্ষত (আতপতগুল)
দ্বারা বিষ্ণুপূজা ও কেতকী দ্বারা শিবপূজা করিবেক না ” এইরূপ
নিষেধ আছে ॥ কতিপয় স্মার্তের কথা অবলম্বন করিয়া উক্ত
অক্ষত দ্বারা পূজানিষেধক বচনের অমর্থ্য ব্যাখ্যান করা কর্তব্য

এই কথা যেন কেহ মুখেও আনিও না যেহেতু উহা অমূলক এবং
 আমিপাদের অতিপ্রারবিকক । নৈবেদ্যদান যে পূজার অঙ্গ নহে
 ইহাও বাচ্য নহে । যেহেতু সমুদয় প্রমাণ বচনেই নৈবেদ্য বন্দন
 প্রভৃতিকে পূজার উপচার মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে । আর অতি
 বাহুল্যে প্রয়োজন করে না ।

ঈশ রূপ সনাতন গোস্থামি প্রভৃতি ছয় গোস্থামির পাদপদ্মে
 ভ্রমরতুল্যমানস এবং ঈশ আমিপাদের ধূলির অনুগত এবং ক্ষুদ্র-
 বুদ্ধি ঈক্যচন্দ্র গোস্থামির এই লিখন ।

ব্যবস্থা সংখ্যা ৭ ।

ঈশ্বৰ্ণবর্ণো জয়তিতমাম্ ।

লিখিতবচনজালেপকতগুলনৈবেদ্যং বিষ্ণো ন দেয়ং বল্লিখিতং
 তদস্বংসম্বতং চিরপ্রসিদ্ধং তদ্রূপসদাচারো হি দৃশ্যতে প্রাচীনপর-
 ম্পরাতঃ ক্রিয়তেহস্মাভিরত্র বহুবাদিনাং বহুবিভাগাঃ কালে কালে জাতা
 জায়ন্তে জনিষ্যমানাস্তুতদাপি তগুলমামান্ননৈবেদ্যং ন দত্তমস্মাভিরিত্য-
 ত্রেদমেব প্রমাণং বলবৎ । গোতমীয়তন্ত্রস্য পঞ্চদশাধ্যায়ে ।

বিষ্ণোর্নিবেদিতায়ং যদ্রাক্তো ভুঞ্জেদমুং স্মরন্ ।

যদন্নং বিষ্ণবে দদ্যাৎ তদন্নং পুকষো ভবেৎ ॥

অতএব তদানীয়াশ্রমশ্রমেবারতমতঃ কেবলং রক্তাতগুলনিসিতাক্ষকা-
 মাত্নেন সাধকানাং দেহবাত্রানির্কাহাতাবঃ । কিন্তু । ত্রাক্তবৈবর্তীয়-
 জন্মখণ্ডে ইদমেব দৃশ্যতে ।

শূদ্রশ্চেচ্ছকরিত্তক্তশ্চ নৈবেদ্যভোজনোৎসুকঃ ।

আমাম্নং হরয়ে দত্ত্বা পাকং কৃত্বা তু খাদতীতি তু শূদ্রায়ৈ স্মরং
 নিবেদনস্যায়োক্তো নিত্যসেবায়াং ত্রাক্তগাঈদ্যবা তুগুলমাম্নং ন
 দাতব্যমিত্যাদ্যব্রব্যতিরেকাত্যাং বিবিধবচনজালৈর্লেখিতুং শক্তা
 বিদ্বাংসঃ । এবং হি ঈশ্বন্দাবনাদৌ তু ন দৃশ্যতে তদ্রূপনৈবেদ্যং

চতুঃসম্প্রদায়িকিঞ্চ. কুত্রচন ন দীয়তে চ শ্রীমন্তবদ্বক্তপ্রমাণাত্তেব.
প্রমাণীকিয়ন্তেহস্মাতিরিত্যত্র বহুবচা বাচালতয়া বাচালতয়া লমিতি ।

গোম্বাসিষট্‌কপ্রচারিতাচারবহুব্রীযুতবারুপুলিনবিহারিসেনাজ্ঞপ্তেন
শ্রীআনন্দনারায়ণমৈত্রেয়ৈণ ভার্গবতভূষণোপনারা ধান্মান্যাকোবি-
দেনাধমতমেন লিখিতেয়ং পত্নী জ্যৈষ্ঠস্য পংক্তিঃ সংখ্যকযত্নজেষুঃ ।

৭ম ব্যবহার অনুবাদ ।

লিখিত বচন সমুদয়ে পাক করা নহে এরূপ তণ্ডুলের
নৈবেদ্য বিষ্ণুবিষয়ে দেয় নহে ইহা যে লিখিত হইয়াছে তাহা
আমাদিগের সম্মত এবং ইহা চিরপ্রসিদ্ধই আছে। সদাচারও
এইরূপ দেখা যায় প্রাচীন পরম্পরায় আমরাও ঐ আচার কুরিয়া
থাকি। কিন্তু ইহাতে কালসহকারে নানাবাদিদিগের নানা-
বিতণ্ডা হইয়াছে হইতেছে ও হইবেক। তথাপি কখনও তণ্ডুল
আমাদের নৈবেদ্য আমাদের দেওয়া হয় নাই। ইহাই ইহাতে
প্রবল প্রমাণ জানিবে।

আর গৌতমীয় তন্ত্রের ১৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে
বিষ্ণুকে যে অন্ন দেওয়া যায় পুরুষের তদন্নতা হয় ইহা স্মরণপূর্বক
রাত্রিতে যে অন্ন বিষ্ণুকে নিবেদন করা হয় উহা ভোজন
করিবেক ॥

অতএব সেই দানীয় অন্নের ভোজনই প্রতিপন্ন হইতেছে
নতুবা কেবল রক্তা তণ্ডুল ও শর্করাময় আম অন্ন দ্বারা সাধকের
দেহযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে
জন্মখণ্ডে ইহাই দেখা যাইতেছে যে শূত্র যদি হরিতক্ক এবং
নৈবেদ্যভোজনে উৎসুক হইয়া হরিকে আমান্ন দিয়া পাক করিয়া
আহার করে। ইহা কেবল শূত্রবংশে অন্ন নিবেদন করিয়া দিবার
নিরামক ব্যতিরিক্ত ব্রাহ্মণাদি দ্বারা নিত্যসেবার তণ্ডুলরূপ
আম্নান দেওয়া বিধেয় নহে। এইরূপ অন্নব্যতিরেকহুল রক্ষা-

পূৰ্বক বিজ্ঞানের। বিবিধবচনবিজ্ঞাস দ্বারা লিখিতে পারেন। এবং জীৱন্দাবন প্রভৃতি স্থানে কোথায়ও এরূপ নৈবেদ্য দেখা যায় না ও উহা (আমতগুলের নৈবেদ্য) চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণবেরা কৃত্রাপি দেন না। আপনাত কথিত প্রমাণ সকলই আমাদিগের প্রমাণ করিয়া যাত্র করা হইল। আর বহু বাক্য প্রয়োগ দ্বারা বাচালতার প্রয়োজন নাই।

হুম গোস্বামির প্রচারিত আচারশালী জীমুক্ত পুলিনবিহারি সেনের আদেশে, ধামরহিত বেদানতিজ্ঞ ও অধমতম জীআনন্দ-নারায়ণ মৈত্রেয় ভাগবতভূষণ কর্তৃক এই পত্র জ্যৈষ্ঠমাসের ২৪শ দিবসে লিখিত হইল ॥

মানভুমেৱ রাজা ও তাঁহার সভাপণ্ডিতের ব্যবস্থা।

সংখ্যা ৮।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্।

স্বিন্নতগুলসিদ্ধাস্থমামান্নক ত্যজেম্মুনে।

গোবিন্দম্যার্চনে দক্ষং সৰ্বং কাঞ্চ উদারবীঃ ॥

ইত্যাদিবচনাদপক্কাং বিষ্ণবে ন দাতব্যমিতি সত্যাত্মম্।

শ্রীজয়নারায়ণশৰ্ম্মণঃ।

শ্রীশ্রীরাজকিশোরিপ্রসাদনারায়ণদেবম্যাপি।

৮ম ব্যবস্থার অনুবাদ।

উদারাত্মক বৈষ্ণব ব্যক্তি সিদ্ধ তগুলের অন্ন ও আমান্ন (কাচা চাউল) এবং যাবতীর দক্ষপদার্থ গোবিন্দপূজার ত্যাগ করিবেন। ইত্যাদি বচন হেতুক অপকারণ (আমতগুল) বিষ্ণুকে দেওয়া বিধেয় নহে। ইহা সন্যাসিদিগের অতিমত।

মানভূমের রাজার সভাপতিত্ব শ্রীজয়নারায়ণ বিজ্ঞানসভার
এবং রাজা শ্রীকিশোরীপ্রসাদ নারায়ণদেওর দত্ত ।

রাজকৃষ্ণ মিত্রের বাটীর সভাপতিত্ব ও বড়বাজারের
শ্রীহরিসভার আচার্য্যের ব্যবস্থা ।

সংখ্যা ৯ ।

শ্রীশ্রীহরিঃ

জয়তি

‘ দীক্ষিতবিষ্ণুমন্ত্রব্রাহ্মণেন ’ অসম্মিধানব্রাহ্মণতথাভূতকৃত্ত্বিক্রিয়ণ
অসম্মিধানব্রাহ্মণকৃত্ত্বিক্রিয়তাদৃশবৈশ্যেন তথাভূতশূদ্রপ্রতিনিষিদ্ধতপূজক-
ব্রাহ্মণেন চ প্রতিষ্ঠিতশ্রীভগবদ্বিষ্ণুবিগ্রহশালগ্রামশিলাচর্চনায়াং
আমাম্ননৈবেদ্যার্পণং ন কদাচিদপি কর্তব্যং নৈবেদ্যদানমন্ত্রে সিদ্ধান্ত-
বিধানাং শাস্ত্রে আমাম্নদানপ্রতিবেদদর্শনাচ্চেতি বিদুবাং পরামর্শঃ ।

অত্র প্রমাণং শ্রীভগবদ্বিষ্ণুনৈবেদ্যদানমন্ত্রঃ ।

নারদপঞ্চরাত্রে চতুর্থরাত্রে একাদশাধ্যায়ে ॥

সংপাত্রসিদ্ধং স্নহবিরিত্যাদি ।

পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডীয়শেষভাগে ।

স্মিততুলসিদ্ধান্তমামাম্নঞ্চ ত্যজেন্মুনে ।

গোবিন্দস্যাচর্চনে দক্ষঃ সর্বং কাঞ্চ উদারধীঃ ॥

তথাচামাম্ননৈবেদ্যং বর্জয়েদ্ধরিপূজনে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতীয়ৈকাদশস্কন্ধস্য তৃতীয়াধ্যায়ে

দ্বিপঞ্চাশচ্ছোকটীকারামকতান্ত্রিলকালকারেন তু পূজায়াং নাকটৈ
রর্চয়েদ্বিষ্ণুং ন কৃতক্যা মহেশ্বরমিতি নিষেধাৎ ॥

ইতি শ্রীধরস্বামিচরণৈক্যাখ্যাতং ।

শ্রীরামেশ্বরশর্মাণাম ।

৯ম ব্যবহার অনুবাদ।

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণের, ব্রাহ্মণ সন্নিধানে না থাকিতে ঐ প্রকার ক্ষত্রিয়ের, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বৈশ্যের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অসন্নিধানে এবং বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত শূদ্রের প্রতিনিধিভূতপূজক-ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠিত ঈভগবান্ বিষ্ণুবিগ্রহ কিম্বা শালগ্রামশিলার অর্চনায় কদাচিৎও আমার নৈবেদ্য অর্পণ করিবেক না, যেহেতু নৈবেদ্য অর্পণমন্ত্রে সিন্ধু অগ্নির বিধান আছে এবং শাস্ত্রে আম অগ্নির নৈবেদ্য দিবার নিষেধও দেখা যাইতেছে। ইহা বিদ্বান্-দিগের পরামর্শ।

এ স্থলে উপযোগিপ্রমাণ বচন যথা ঈভগবান্ বিষ্ণুকে নৈবেদ্য অর্পণ করিবার মন্ত্র নারদপঞ্চরাত্রের চতুর্থরাত্রে ১১ শ অধ্যায়ে।

হে দেবেশ উত্তম পাত্রে সিন্ধুকরা উত্তম হবিরস এবং নানাবিধ আহারীয় দ্রব্য সকল অনুচর সহ তোমার সমর্পণ করিতেছি গ্রহণ কর।

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে পূজাপ্রকরণাধ্যায়ে আমতগুল-নৈবেদ্যদানের নিষেধ বিষয়ে প্রমাণ বচন যথা।

হে মূনে উদারশয় বৈষ্ণব ব্যক্তি সিন্ধুতগুলের অন্ন ও আম্র (কাঁচা চাউল) এবং যাবতীয় দক্ষপদার্থ গোবিন্দপূজার ত্যাগ করিবেক ॥ আর ঈশস্তাগবতের একাদশ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে ৫২ অঙ্কের শ্লোকের টীকায় “অক্ষত (আতপতগুল) ব্যবহার তিলকালঙ্কার রচনাস্থলে পূজাবিষয়ে নহে যেহেতু “অক্ষত (আতপতগুল) দ্বারা বিষ্ণুপূজা ও কেতকী দ্বারা শিবপূজা করিবেক না” এরূপ নিষেধ আছে ঈশ্বরস্বামি চরণের এই ব্যাখ্যা ॥

ঈরামেশ্বর সার্কভৌম ভট্টাচার্যের অভিমত।

দিনাজপুরাধিব্রী মহারাণী শ্যামবোহিনীর সভা-
পণ্ডিতের ব্যবস্থা ।

সংখ্যা ১০ ।

ত্রিপুরাধিব্রী:

শরণম্ ।

কুলাচারানুরোধেনাপ্যামান্ননৈবেদ্যেন বিষ্ণুপূজা ন কার্য্যা ত্রিপুর-
স্বামিপাদলিখনেন পদ্মপুরাণবচনেন চ তন্নিবেদ্যাদিতি বিদ্বাং
পরামর্শঃ ।

ত্রিপুরনাথশরণাম্ ।

প্রমাণম্ ।

নাক্তৈরর্চয়েদ্বিষ্ণুমিতি স্বামিলিখনং
তথাচামান্ননৈবেদ্যং বর্জয়েদ্ধরিপূজন ইতি
স্বিন্নতগুলসিদ্ধামামান্নক ত্যজেন্মুনে

ইতি চ পদ্মপুরাণম্ ।

১০ম ব্যবস্থার অনুবাদ ।

কুলাচারের অনুরোধেও আমতগুলের নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা
করা কর্তব্য নহে, যেহেতু ত্রিপুরস্বামিপাদলিখনে এবং পদ্ম-
পুরাণীয় বচনে আমতগুলনৈবেদ্যদানের নিষেধ আছে ইহা
বিজ্ঞানদিগের পরামর্শ ।

প্রমাণ কথা

অক্ষত (আতপতগুল) দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবেক না এই স্বামি-
লিখন, আর হরিপূজায় আমতগুলের নৈবেদ্য বর্জন করিবেক,
ইহা-এবং হে মুনে সিদ্ধ তগুলের অন্ন ও আমান্ন (কাঁচা চাউল)
পরিত্যাগ করিবেক ইহাও পদ্মপুরাণের বচন ।

ত্রিপুরনাথ চূড়ামণির সম্মত

ত্রিহরিঃ

শরণম্।

বিষ্ণু নৈবেদ্যব্যবস্থাপত্রম্।

১১ সংখ্যাকম্।

তগুলরূপামান্নেন নৈবেদ্যেন শূদ্রেণাপি বিষ্ণুপূজনং ন কৰ্তব্যং
কিন্তু সৰ্ববৰ্গৈঃ আৰ্জ্জুদানাত্ম্যামান্নেন কলাদিনা চ তৎপূজনং কার্যং,
তথা দ্বিজৈঃ অদ্বিজৈঃ স্মিন্বেন স্বয়ংপকান্নেন শূদ্রেণ ব্রাহ্মণদ্বারা পকান্নেন
চ বিষ্ণুপূজনং কৰ্ত্ত্বং শক্যত ইতি বিদ্যম্যতম্।

অত্র প্রমাণম্।

“ নাক্ষতৈরর্চয়েদ্বিষ্ণুং ন কেতক্যা মহেশ্বরম্।

ন দুৰ্দ্ধরা যজেদ্দুৰ্গাং ন তুলস্যা বিনায়কমিতি ” ॥

তিথিতত্ত্বতজ্ঞানমালাবচনম্। ন চেনং পুস্ত্যাতাবে তৎস্থানীরা-
ক্ষতদাননিষেধপরমিতি বাচ্যম্ তথাসকোচে প্রমাণাতাবাৎ পুস্ত্যস্থানী-
রস্যেব নৈবেদ্যস্যাপি নিষেধস্য তত্র প্রতীয়মানত্বাৎ, বিষ্ণুপূজায়াং
নৈবেদ্যরূপস্যেব তগুলরূপামান্নস্য পান্নোত্তরখণ্ডে নিষেধাচ্চ। যথা

“ স্মিততুলসিক্লামমামান্নকৃত্যজেন্মুনে।

গোবিন্দস্যার্চনে সৰ্বং দক্ষং কার্ণ উদারধীঃ ”। ইতি।

“ তথা চামান্ননৈবেদ্যং বর্জ্যয়েদ্ধরিপূজনে ”। ইতি চ।

ন চ “ অন্নানি বিবিধানীহেতুপক্রম্য ” “ চণকত্রীহিগোধূমধান্য-
মুদ্যাস্তিলা যবা ” ইত্যাদি শাস্তোত্তরখণ্ডীয়েন মুদ্যাদীনামপি অন্নতা-
কীৰ্ত্তনেন মুদ্যাদীনামামত্যাং কথং ন দোষ ইতি বাচ্যম্। স্মিততুল-
সিক্লামমিতি তগুলপদসাহচর্য্যাৎ আমান্নপদস্য তগুলপরত্বাবধারণাৎ।
এতদেকবাক্যতয়েব চ “ নাক্ষতৈরর্চয়েদ্বিষ্ণুমিতি ” বচনে অক্ষতপদস্য
তগুলপরতা ন তু “ অক্ষতাস্ত যবাঃ প্রোক্তাঃ ” ইত্যুক্ত্যবপারত্বম্।
তস্য

শ্রাদ্ধপ্রকরণীয়তেন শ্রাদ্ধযাত্রাপরত্বাৎ ।

“ তস্যাং কার্য্যো যটবৈর্হোমো যটবর্কিষ্ণুং সমর্চয়েৎ ” ইতি ।

ত্রকপূরণবচনেন যবানাং বিষ্ণুপূজনে বিধানাং আমযবান্নদানেহপি ন দোষঃ । এবঞ্চ সর্বত্রামান্ননিষেধাকাং তণ্ডুলনিষেধপরমেব যানি তু আমান্নদানবিধায়কবচনানি তানি তণ্ডুলেতরামান্নবিশিষ্টাণি দেবতাস্তর-
বিষয়াণি বা কম্প্যানি সর্বসামঞ্জস্যাত্ । ন চ

“ গন্ধমাল্যাকৃতস্রগুভিধুপদীপোপহারকৈঃ ।

সান্নং সংপূজ্য বিধিবৎ স্তবৈঃ স্তত্বা নমোদ্ধারিম্ ” ইতি

(১১স্ক° ৩অ° ৫৩শ্লো°) ভাগবতবচনে অক্ষতানাং হরিপূজনা-
ক্ততরা বিধানাং বিকম্প ইতি বাচ্যম্ । তস্মা তিলকাস্তপরতারাঃ শ্রীধর-
স্বামিভিকৃতত্বাৎ যথা

“ অক্ষতান্তিলকালঙ্কারে ন তু পূজারাং নাক্ষতৈরর্চয়েদ্বিষ্ণুং ন
কেতক্যা মহেশ্বরমিতি নিষেধাৎ ” । গন্ধমাল্যসাহচর্যাচ্ছাত্র তিলক-
পরস্তোত্রবুজ্ঞানৈবেত্তপরত্রে ধূপাদ্যুপহারৈঃ সহ পাঠঃ স্মৃতাং ন
চ তথা পঠিতমিতি ন তস্মা পূজাক্ষতম্ । বস্তুতঃ অক্ষতাপদমযুক্তার্থকং
অশ্লিষ্যেযমিতি জীবগোশ্বামিনা ক্রমসন্দর্ভে তর্কৈব প্রতিপাদিত-
ত্বাৎ বিশ্বনাথচক্রবর্তিনা সারার্থদর্শিত্বামনুপহৃতার্থপরতরা ব্যাখ্যানাচ্চ
ন বিরোধাশঙ্কান্বীতি ।

“ যদুদ্রব্যং তু যথা তস্যং ততর্কৈব প্রদাপয়েদিতি ”

কালিকাপূরণবচনেন যথোপযোগ্যব্রহ্মদানবিধানাং আমতণ্ডুলস্ম
চোপযোগ্যাসত্তবেন

“ সাতক্যং নৈবেত্তার্থে তক্ষোষজামহিবীক্ষীরমিতি ”

বিষ্ণুনা অতক্যাস্ত নৈবেত্ত্বনিষেধাৎ,

“ যদন্নঃ পুংস্বা নুনং তদন্নাস্তস্ম দেবতাঃ ”

ইত্যন্বোধ্যাকাণ্ডে রাষোক্ত্যা “ অনেন অয়ংভোজ্যমন্নাদিদেয়মিত্যু-
ক্তম্ ” ইত্যাহিকতত্ত্বৈ রঘুনন্দনেন সিদ্ধান্তিততেন স্বতকর্ণযোগ্যতা-

পদ্মশ্ৰীষ দানবিধানাচ্চ ন তস্মৈ দেয়তা ॥ ন চাশ্বিন্দানোত্তরং পদ্মা
তোজ্যমিত্যপি কংপ্যন্তিভুং শক্যতে

“শূদ্রোহপি হরিতকশ্চেন্নৈবেত্ততোজনোৎসুকঃ ।

“আমাম্ হরয়ে দত্তা পক্ষং কৃত্বা ন খাদয়েৎ” ॥ ইতি

ব্রহ্মবৈবর্তবচনেন তন্নিবেদ্যং অপিনা বর্ণমাত্রসমুচ্চয়ঃ । তথাচ
ব্রাহ্মণদ্বারৈব পক্ষাদানেন নৈবেত্ততোজনসিদ্ধিরিত্যর্থাত্মকম্ । কিঞ্চ

“আমাম্ হরয়ে দত্তা পক্ষাম্ খাদয়েত্তদি ।

যতিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কুমিরিতি”

পদ্মপুরাণবচনেন হরয়ে আমাম্ দানে অস্বক পক্ষাদতোজনে
দোষোক্ত্যা বাদৃশাম্ভস্য অস্বং তোজ্যত্বা তাদৃশাম্ভশ্চৈব হরয়ে দেয়তেতি
প্রতীয়তে । বস্তু

“উপক্লেপেণ ধর্মেণ বস্তু পাচয়তে দ্বিজম্ ।

অতোজ্যং তত্তবেদমমিতি” কংপতকধৃতবচনম্

তৎ স্বতোজনার্থব্রাহ্মণকর্তৃকপাকনিবেদনম্”

“উপক্লেপেণ ধর্মেণ শূদ্রস্বামিকাম্ভস্য পাকার্থং ব্রাহ্মণগৃহে সতর্পণ-
রূপেণেতি” কংপতকব্যাখ্যানদর্শনাচ্চ নৈবেত্তার্থং অগৃহে পাকে
দোষাতাবপ্রতীতেঃ ।

ন চ শ্বিন্ততুলপক্ষাদনৈবেত্তস্য সর্বথা নিষেধে

“ দ্বিঃশ্বিন্তমব্রং পৃথুকং শুদ্ধং দেশবিশেষকে ।

নাত্যন্তশব্দং বিপ্রাণাং তোজনে চ নিবেদনে” ॥ ইতি

• ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণগণেশখণ্ডীত্নৈকবিংশতিতমোধ্যায়বচনস্য কা গতি-
রিত্যি বাচ্যম্ পূজানত্ননিবেদনপরমিতি গৃহাণ, দেশবিশেষে বন্ধাদৌ
বিপ্রাণামপি বহুনাং সিদ্ধান্ততুলপক্ষাদতোজনাচারাং স্বতোজ্য-
দ্রব্যস্য চ

“অনিবেত্ত ন ভুক্তীত যৎশ্রমাংসাদিকঞ্চ যৎ ।

অব্রং বিষ্ঠা পরো মুত্রং যৎ বিষ্ণোরনিবেদিতম্” ॥ ইতি বচনাৎ

“তৈর্দত্ত্বা ন প্রদাটৈভ্যো যো ভুঙ্ক্বে শুভেন এব স” ইতি গীতা-
বচনাচ্চ ভোজনকালে উপস্থিতস্য নিবেদনবিধানাৎ তৎপরত্বৈশ্চ-
বোচিত্যাৎ । পাছোত্তরখণ্ডবচনে গোবিন্দশ্রীচর্চনে ইত্যুক্তত্বাৎ বিষ্ণু-
ভিন্নদেবপূজান্ননৈবেদ্যপরত্বকল্পনা তু ন যুক্তা ।

“অর্দ্ধশ্বিন্নং প্রোতভক্যং স্তুশ্বিন্নং দেবসম্যতম্ ।

দ্বিঃশ্বিন্নস্তু নরৈর্ভক্যং ত্রিঃশ্বিন্নং ব্রহ্মগর্হিতমিতি”

বৃহদ্ধর্মোত্তরবচনে দ্বিঃশ্বিন্নঃপদসাহচর্যাৎ স্তুশ্বিন্নপদস্য সক্রংশ্বিন্নপ-
রত্বনিশ্চয়েন তট্টস্থব সর্গদেবপ্রিয়ত্বোক্তেঃ দ্বিঃশ্বিন্নট্টস্থব নরভক্যতো-
ক্তেচ্চ ব্যতিরেকমুখেন দেবানামভক্যত্বপ্রতীতের্দেবমাত্রেন ন দ্বিঃশ্বিন্নাশ্বঃ
নৈবেদ্যং দেয়মিতি প্রতীতেঃ । এবঞ্চ তাদৃশান্নভুদ্বিপ্রোণ ভোজন-
কালেহপি তাদৃশাশ্বঃ মৎস্তমাংসবৎ দেবেভ্যো নিবেদ্যেব ভোজ্যং
প্রাপ্তভবচনাৎ “দেবেভ্যো দট্টস্থব তত্রাশ্বং ভোক্তব্যমিতি” বদতা চ
রঘুনন্দনেন তথৈব স্বীকৃতত্বাচ্চ । অতএব রঘুনন্দনেন হবিষ্যনিরূপণে
“অহুত্র শ্বিন্নান্নে ন দোষ” ইতি বদতা ভোজন এব দোষাতাব ইতি
প্রতিপাদিতম্ ।

কিঞ্চ স্বদন্তনৈবেদ্যস্য স্বয়ংভোজ্যতাবিধানেন আঘাতনৈবেদ্যদানে
তস্য ভোজনাশস্তবাদপি ন দেয়ত ।

“নৈবেদ্যকোপভুঞ্জীত দত্ত্বা তন্তুক্তিশালিনে” ইত্যাহিকতত্ত্বত্বপূর-
শ্চরণচন্দ্রিকাবাক্যেন

“নিবেদিতং মন্তুকার দত্ত্বাদ্ভুঞ্জীত বা স্বয়ম্ ।৬

উদ্বাস্য দেবং স্বৈ বাসি তদ্বিবেদিতমগ্রতঃ ।

অজ্ঞাদাশ্ববিভুক্ত্যর্থং সর্বকামসমৃদ্ধয়ে”

ইত্যাহিকতত্ত্বত্বতৎপদবতবাক্যেন স্বদন্তস্য স্বভক্যতাবিধানেন

“অশ্বরীষ ! নবং বস্ত্রং ফলমশ্বং রসাদিকম্ ।

কৃত্বা কৃকোপভোগ্যাৎ তু সদা সেব্যং হি বৈষ্ণবৈঃ” ॥ ইতি

ব্রহ্মপুরাণে কৃকোপভোগ্যতাকীর্তনেন চ, ততুলস্য তথাহিসম্ভবা-

দপি ন দেয়তা, সদেহ্যুক্তে: তন্নৈবেত্তাত্ত্বকস্য নিত্যত্বম্। তেনাপ্যাম-
তগুলাদেন দেয়তা; দেয়তা চ আর্জমুদাদেত্তস্য তৎসাহিত্যাদিতি ॥ যন্তু

“বাবস্তত্তগুলান্তত্র নৈবেত্তার্থং প্রকল্পিতাঃ।

তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে” ॥

ইতি বচনম্, তদপি নৈবেত্তার্থমিত্যভিধানাং সিদ্ধান্তনৈবেত্তোপ-
কারকত্বা তগুলানাং কল্পনাপরং ন তু তগুলনৈবেদ্যপরমর্থপদ-
বৈয়র্থ্যাপত্তে:। ন চ

“আমং শূদ্রস্ত পকামং পকমুচ্ছিক্তমুচ্যতে”

ইতি দুর্গোৎসবতত্ত্বত্ববচনে শূদ্রস্বামিকামাম্নে পকামর্থ্যাতি-
দেশেন, শূদ্রেণ আমাম্নদানেহপি তস্য সিদ্ধান্তনানং সিধ্যৎ তথাচ
শূদ্রেণ সর্বথা আমাম্নদানাপত্তিরিতি বাচ্যম্, এতদ্বচনস্য শ্রাদ্ধস্থলে
আমাম্নে পকাম্নাতিদেশপরত্বকল্পনাং।

“আপজ্ঞনগ্নৌ তীর্থে চ গ্রহণে চত্বস্রহর্যায়োঃ।

আমশ্রাদ্ধং দ্বিজৈঃ কার্যং শূদ্রেণ তু নদেব হি” ॥

ইতি বচনে সদেহ্যুক্তে: পকাম্নেন কর্তব্যবার্ষিকাদিশ্রাদ্ধমাত্রেহপি
শূদ্রস্যামাম্নবিধানেন তদেকবাক্যতয়া এতদ্বচনস্য তৎপরত্বোচিত্যাৎ
তেন শূদ্রেণ বুঝোৎসর্গবৎ শ্রাদ্ধগহ্বরাহপি পকাম্নেন শ্রাদ্ধং ন কার্যম্
আমাম্নে পকাম্নাতিদেশাৎ পকাম্নশ্রাদ্ধসিদ্ধিরিতি মন্তব্যম্। সর্ব-
বিষয়পরত্বে শূদ্রামাম্নভোজনে তৎপকাম্নতৎকণপ্রারম্ভিক্যাপত্তে: বুঝোৎ-
সর্গে চ পাকং শিনাপি আমাম্নেন তদ্রাধিকারিতা স্যাদিত্যেবং বহু-
বিপ্লবাপত্তিঃ। কিঞ্চ বিষ্ণুপূজনে বোড়শাহুপচারমধ্যে নাক্ষত্রৈরর্চ-
য়েদিতি” অক্ষত সাধনত্বনিষেধাৎ পূর্ণপ্রতিনিধিত্বেনাপি ন তস্য তত্র
সাধনতা তেনার্যাদানেহপি যবা এব তৎপূজনে দেয়াঃ।

“আগচ্ছ নরসিংহেতি আবাহ্যাকতপুর্ণাকৈঃ” ইতি

আক্ষিকতত্ত্বত্বত্বনাদবাক্যাতু আবাহনার্থং তদগ্রহণে ন দোষ
ইতি ভেদঃ।

“পুষ্পাকতান্ সমাদার পৃথক্ দেবান্ সমাহ্বয়েৎ”

ইতি সেবাবাহনে হস্তেন পুষ্পাকতগ্রহণমাজ্জিবিধানেন তস্য পূজ-
নানস্বত্বাৎ ত্যাগবোধকমমজ্জাদিশকোচ্চারণেন তত্কেদেবতোদদেশেন
তাক্তদ্রব্যস্যৈব পূজাস্বত্বাৎ আবাহনার্থগৃহীতস্য চ তস্য অমজ্জাদিগদেন
ত্যাগাতাবান্ পূজাক্তেতি নানুশপতিঃ । বদপি

“অগ্নং পৰ্য্যাবিতং তাবদুতং সঙ্কল্পেখং পুনঃসিদ্ধমামমৃজীষপকং
কামমস্তুৰ্দ্ধা হুতেন বাহুতিষারিতং ভুঞ্জীতেতি”

বশিষ্ঠবচনম্ তৎ ভুঞ্জীতেত্বাক্তেঃ স্বভোজনবিষয়ং ন তু নৈবেদ্যপরং
তৎসূচকপদাতাবাৎ এতেন হুতদ্বিসংযোগরূপসংস্কারেণামায়স্য দেয়তে-
ত্ব্যক্তিঃ পরাস্তা নৈবেদ্যে দেয়ামায়স্য তৎসংযোগমাজ্জেন শুদ্ধতার্যাঃ
কুজাপ্যমুক্তেঃ প্রত্নাত উক্তপাশ্বোত্তরখণ্ডে বিষ্ণুপূজনে আমায়দান-
মিবেধ এব, তস্য নৈবেদ্যবিষয়ে হুতাদিসংযোগেন প্রতিপ্রসববোধক-
বচনাতাবাৎ ন সামান্ততক্যবিষয়কবচনেন প্রতিপ্রসবো ভবিতুমর্হতি
সমানবিষয়কত্বাতাবাৎ অন্তরতিষারিতমিত্বাক্তেচ্চ প্রত্যেকাবৃত্তেঃ সমু-
দায়বৃত্তিস্থানিরমেন প্রত্যেকমন্ত্রমণ্যে দধিহুতাপ্লাবনাতাবেনাতক্যত্বাদপি ন
দেয়তেতি স্বক্মমীক্ষণীয়ম্ । এবমামায়ে নিষিদ্ধে পকায়নৈবেদ্যবিধায়-
কানি তু সামান্তপ্রকরণীয়ানি বচনানি যথা । তত্র ভূর্গোৎসরতত্বে ।

“পরমায়ং পিষ্টকঞ্চ কুশরং যাবকং তথা ।*

মোদকং পৃথুকাদীনি কন্দুপকানি চোৎসৃজেৎ ॥

হবিঃশাল্যোদনং দিব্যমাজ্যযুক্তং সশর্করম্ ।

নিবেদয়েন্মহাদেবো সর্বাণি ব্যঞ্জনানি চ” ॥ ইতি

কালিকাপুরাণবচনম্ মহাদেব্যা ইত্যুপলক্ষণমাকঙ্করাস্ত্রল্যভা-
দিত্যান্যত্র রঘুনন্দনঃ

“অপর্য্যাবিতপকানি দাতব্যানি প্রবহুতঃ ।

ঋগ্বেদাদিকৃতং পঞ্চ নৈব পর্য্যবিত্তং তথা” ॥ বরাহপুরাণম্ ।

“হবিষা সংস্কৃতা য়ে চ যবগোধূমশালয়ঃ ॥

ভিলমূলাদয়ো মাষাঃ ত্রীহয়শ্চ প্রিয়া হরেঃ” ॥ বামনপুরাণম্ ।

“অগ্নেন স্তম্বনোভিশ্চ গন্ধধূপৈঃ প্রদীপকৈঃ ।

গৃহস্থঃ পূজয়েন্নিত্যং স্বেদে গৃহদেবতাঃ ॥ ইতি

আহিকতত্ত্বমুত্তং দেবলবচনঞ্চ । নিকপপদান্নশকস্য “স্বিন্নমন্নমুদা-
হতমিতি” পারিত্যাবিকস্বিন্নান্নপরিত্যাং “ভক্তমন্ধোহন্নমোদনোহস্ত্রী-
ত্যমরোক্তেচ্চ ওদনস্যৈব দেয়তা । কিঞ্চ “হবিষা সংস্কৃতা য়ে চ” ইতি
বচনে সংস্কারপদার্থঃ পাকরূপসংস্কার এব । “সংস্কৃতা চোপহতী
চে”ত্যানি স্থলে সংস্কারপদস্ত্য পাকার্থত্বপ্রসিদ্ধেঃ সংযোগমাত্রপরত্বে
হবিষা সংযুতা ইত্যেবাভিদধ্যাত্য ন চ তথাহত্যধারি ।

“শুভ্রাশুভ্রতানাক ভক্ষ্যাণাক নিবেদনে ।

যুতেন পাচিতানাক তেবাং শতগুণং কলম্” ॥ ইতি

আহিকতত্ত্বমুত্তশিবপুরাণবচনে যুতেন পাচিতানামিত্যুক্তেন্দেব-
বাক্যতয়েব যুতপকৃতাপরত্বোচিত্যাচ্চ অন্যথানানাপ্রতিপক্ষানা স্যাৎ

এবং সিদ্ধান্তং নৈবেদ্যং দেয়মিতি স্থিতে তত্র বর্ণবিশেষে বিশে-
ষতাবদতিহিতঃ দুর্গোৎসবতত্ত্বে “গন্ধাবাক্যাবল্যাম্ এবং ত্রৈবর্গিকেন
সিদ্ধান্তং নৈবেদ্যং দেয়ং দ্বিজগুপ্তধারতেন চেতি ব্যবস্থাপ্য “তত্র তৎ-
প্রমাণতয়োগান্তত্বম্ ।

“ত্রিষু বর্ণেষু কর্তব্যম্ পাকভোজনম্বেব চ ।

গুপ্তধারতিপন্নানাং শূদ্রাণাক বরাননে !” ॥ ইতি বরাহপুরাণম্ ।

এতচ্চ কলীতরপরমিতি বদতা দুর্গোৎসবতত্ত্বে রঘুনন্দনেন দ্বিজ-
গুপ্তধারতস্যাপি শূদ্রস্য স্বয়ম্পাকং নিষিধ্য তত্র চ প্রমাণমুপাত্তস্য
ব্রাহ্মণদ্বারা পাকম্ শূদ্রেণ ব্রাহ্মণদ্বারা নৈবেদ্যং দেয়মিতি ব্যবস্থাপি-
তম্ বখা

“ততশ্চ শূদ্রকর্তৃকব্রহ্মোৎসর্গাদৌ ব্রাহ্মণকর্তৃকচক্ৰপাকবৎ ব্রাহ্মণ-
দ্বারা পকায়নৈবেদ্যানি শূদ্রোহপি দাতুমৰ্হতি”

ন চ “আমং শূদ্রস্য পকায়ং পকমুচ্ছিতমুচ্যতে” ইতি বচনাৎ
শূদ্রপকস্যোচ্ছিতয়োক্তেন দেয়তেতি বাচ্যম্, রঘুনন্দনেন এতদ্বচন-
মুখ্যাপ্য “ইদং অন্নং পাকবিষয়মিতি” ব্যবস্থাপিতত্বাৎ । এতেন স্মার্ত-
শিরোমণিনা কেনচিছুক্তব্যাক্যস্য কন্ডুপকবিষয়তারা উক্তির্নিরস্তা ব্রাহ্মণ-
দ্বারেতি পর্য্যস্তানুধাবনস্য ব্যর্থত্বাপত্তেঃ কন্ডুপকাদীনাং শূদ্রেণ অন্ন-
মপি পকানাং দানস্য ব্যবস্থাপনাৎ । ন চ জলোপসেকং বিনা পাক-
বিষয়মিদমিতি বাচ্যং তথা সন্ধোচে প্রমাণ্যতাবাৎ দৃষ্টান্তে চক্ৰপাকে
জলোপসেকস্য বিধানেন দার্ক্যান্তিকেহপি জলোপসেকস্যার্থতঃ সিদ্ধ-
ত্বাৎ জলোপসেকং বিনা শূদ্রকর্তৃকপাকস্যাপি অনিষিদ্ধতয়া ব্রাহ্মণ-
দ্বারেতি পর্য্যস্তানুধাবনস্য ব্যর্থত্বাপত্তেঃ । ন চ বন্ধদেশে আচার-
তাবান্ন সিদ্ধান্তস্য শূদ্রেণ দেয়তা, দেয়তা চ সর্ববর্ণেরাচারস্যৈবেতি
বাচ্যম্ শাস্ত্রাবিক্ৰান্তারস্যৈব ধর্ম্যে প্রমাণতয়া তদ্বিকল্পন্যাচারস্য ধর্ম্যে
প্রমাণ্যতাবাৎ । সিদ্ধতগুণপকায়নৈবেদ্যদানান্ধরণবৎ তস্যানাচার-
ত্বস্যৈব কল্পনাৎ ।

তউপজীবনবদীপপ্রভৃতিপ্রসিদ্ধব্রাহ্মণসমাজেষু বিষ্ণুপূজনে তণ্ডুল-
নৈবেদ্যদানান্ধরণ্যতাবাচ্চ ন তস্য সকলশিষ্টানুমোদিতত্বম্ । অতঃ
তাদ্ধাচারস্যানাচারতর্ক্যেব শিষ্টৈর্ন গ্রাহ্যতা তথাচ প্রাপ্তবচননিচয়-
বিরোধিবিসয়ে আচারস্য ন প্রমাণ্যং তদলাভে ঐব তস্য প্রমাণ্যং
তথাচ শাস্ত্রালাভ এবাচারাদ্ব্যর্থনির্গমঃ কর্তব্যঃ যথাহ

“লোকে প্রেত্য বা বিহিতো ধর্ম্যঃ ।

তদলাভে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্” । ইতি কশিকাসংহিতারাম্

“ধর্ম্যং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রেষ্ঠিঃ ।

দ্বিতীয়ং ধর্ম্যশাস্ত্রমু তৃতীয়ং লোকসংগ্রহঃ” । ইতি মহাত্মন-
তীর্থানুশাসনপর্বণি ।

“ন যত্র সাক্ষাৎস্থিতো ন নিবেশাঃ প্রত্যন্তো স্মৃতির্ভো ।

দেশাচারকুলাচারৈস্তত্র ধর্মো নিরূপ্যতে” । ইতি স্কন্দপুরাণে ।

“স্মৃতের্বেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ ।

তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবোধে পরিত্যজেৎ” । ইতি বিধানপারিজাতধৃতস্মৃতির্ভো চ ।

এতিবচনৈঃ শাস্ত্রবিকল্পদেশাচারস্যানুষ্ঠানরূপা প্রামাণ্যম্ । অতশ্চতুর্বেদভাব্যকৃতির্মাধবাচার্য্যৈঃ অধিকরণমালায়াং “বিরোধে ত্বনপেক্ষমসি হনুমানমিতি” জৈমিনীয়ন্তায়মস্মৃত্য শাস্ত্রবিরোধে শিষ্টাচারস্যাপ্রামাণ্যমিতি ব্যবস্থাপ্য যাতুলকথাপরিণয়রূপদাক্ষিণাত্যশিষ্টাচারস্যাপ্রামাণ্যোদাহরণতয়া উপস্থাপ্য কৃতঃ । কিঞ্চ ব্রহ্মাবর্তাদিদেশমভিধায়

“তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ ।

বর্ণানাম্ সাক্ষরালানাম্ স সদাচার উচ্যতে” ॥ ইতি যনুনা তদেন্দ্রীয়পারম্পর্য্যক্রমাগতচারসৈব সদাচারত্বং প্রতিপাদিতম্ । ন চ তদেন্দ্রিযআমার্মনৈবেদ্যাচারঃ অণুযাত্রেণাস্তি যেন তদাচারদৃষ্ট্যা স্মৃতেরনুমেয়তাস্যাদতঃ বন্ধদেন্দ্রীয়ানাম্ কেবালিদীদৃশাচারঃ কেবলমনাচার এবৈতি চ ।

শ্রীহরিঃ শরণম্ ।

শ্রীতারানামধর্ম্মণাম্ ।

১১শ ব্যবস্থার অনুবাদ ।

তগুলরূপ আমায়ের নৈবেদ্য দিয়া শূদ্রেরও বিষ্ণুপূজা করা কর্তব্য নহে, কিন্তু সকলবর্ণেরই আর্জ মুদ্রা প্রভৃতি আমায়ের ও কল প্রভৃতির নৈবেদ্য দিয়া উক্ত পূজা করা কর্তব্য । এবং দ্বিজাতিমাত্রেই স্বয়ং পাককরা এবং শূদ্র ব্রাহ্মণস্বায় পাককরা (দুইবার সিদ্ধকরা ভিন্ন) আমায়ের নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা করিতে পারে ইহা জানবানের মত ।

অক্ষত (আতপতগুল) দ্বারা বিষ্ণুর এবং কেতকী দ্বারা শিবের অর্চনা করিবেক না। দুর্গা দ্বারা দুর্গার এবং তুলসী দ্বারা নগেশের পূজা করিবেক না।

তিথিতত্ত্বতত্ত্বজ্ঞানমালাতন্ত্রের এই বচন ইহার প্রমাণ। উক্ত বচন পুষ্পের অভাবে প্রতিনিধীভূত আতপতগুলের নিষেধ বিধারক বলিয়া প্রতিপাদন করা হইতে পারে না যেহেতু নৈবেদ্য প্রভৃতি পূজার যে কোনও উপচার কি অঙ্গ প্রাপ্ত তগুলের নিষেধ বিধারক এই বিধিবচনের অর্থে তথাবিধ সঙ্কোচ করার পক্ষে কোনও প্রমাণ নাই এবং পুষ্পস্থানীয় তগুলের যেমন নিষেধ, নৈবেদ্যে প্রাপ্ত তগুলের সেই নিষেধই স্পষ্ট প্রতীতমান হইতেছে। এবং বিষ্ণুপূজার নৈবেদ্যস্বরূপে তগুলরূপ আমায়ের নিষেধ পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে উক্ত আছে। যে,

উদারাম্বর বৈষ্ণব ব্যক্তি সিন্ধতগুলের অন্ন ও আমায় (কাঁচা চাউল) এবং যাবতীর দ্বন্দ্ব পদার্থ গোবিন্দ পূজার পরিত্যাগ করিবেক। হরিপূজনেও আমায় নৈবেদ্য বর্জন করিবেক ॥

ইহাতে অপর মুলা চণক প্রভৃতি আমায় মধ্যে পরিগণিত থাকাতে আমায় বর্জনে উছাদিগের বর্জন করার আপত্তি করা হইতে পারে না। শাস্ত্রপুরাণের উত্তরখণ্ডীয় বচনে “চণক ব্রীহি গোধূম ধাত্ত মুলা তিল ও যব প্রভৃতিকে বিবিধ অন্ন” বলিয়া যদিও নির্দিষ্ট আছে এবং উছাদিগের অপকতাদশায় উছাদিগকে আমায় বলিয়া নির্দেশ করা যায় বটে কিন্তু নৈবেদ্যে আমতগুলনিষেধবচনের স্থলে কি প্রকরণে “শ্মিততগুল-সিদ্ধান্ত” এই তগুলপদের সাহচর্যে এই স্থলে আমায়পদে আমতগুল অর্থই অবধারিত হইতেছে এবং ইহার সহিত এক-ব্যাক্যতা রক্ষা প্রযুক্ত “অক্ষত দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবেক না” এই বচনে অক্ষতশব্দে তগুলই বুঝাইতেছে নতুবা অক্ষত শব্দের শাস্ত্রসম্মত যব অর্থই প্রতীত হইত ॥ “অক্ষতপদে যব বুঝায়” এই বচন আঙ্গপ্রকরণের বলিয়া কেবল আঙ্গস্থলেই

অক্ষতপদে যব বুঝাইবেক “উহাতে যব দ্বারা ছোম করিবেক এবং যব দ্বারা বিষ্ণুর সম্যক অর্চনা করিবেক” ব্রহ্ম-পুরাণের এই বচনে যব দ্বারা বিষ্ণুপূজার বিধান আছে, সুতরাং আমি যবান্ন দেয়ার কোনও দোষ নাই, এইরূপ সর্বত্র আমান্ন-নিষেধবচনে আমান্নশব্দে আমতগুলি বুঝাইবেক। আর যে সকল বচনে আমান্ন প্রদানের বিধি আছে সে সকল বচন তগুল ব্যতিরিক্ত আমান্নবিষয়ক বা বিষ্ণুব্যতিরিক্ত অন্তদেবতার পূজা-বিষয়ক বলিয়া মীমাংসা করিলেই সকল সামঞ্জস্য হইবেক ॥

ঈমন্তাগবতের একাদশস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের ৫৩ অঙ্কিত ।

“গন্ধ পুষ্পসমূহ অক্ষত মালা ধূপ দীপ ও নৈবেদ্য দ্বারা যথাবিধি অঙ্গদেবতাসম্বিত হরির পূজা করিয়া স্তবোচ্চারণপূর্বক প্রণাম করিবেক” এই শ্লোকে অক্ষত দ্বারা হরিপূজার বিধান দেখিয়া কোনও দ্বৈধভাবের সম্ভাবনা নাই যেহেতু “অক্ষতের ব্যবহারতিলকরচনাহলে পূজাবিষয়ে নহে” এই ব্যাখ্যা দ্বারা ঈশ্বরস্বামী অক্ষতের (আতপতগুলের) তিলকাদিবিষয়তার স্পর্শ বিধান করিয়াছেন এবং অক্ষত দ্বারা পূজানিষেধের প্রমাণহলে “অক্ষত দ্বারা বিষ্ণুর এবং কেতকী দ্বারা শিবের পূজা করিবেক না” এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। গন্ধ মাল্যের সহিত অক্ষতপদ বিভ্রান্ত থাকার তিলকবিষয়ে ঐ অক্ষতের ব্যবহার বলিয়া সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিসঙ্গত। নৈবেদ্যবিষয়ে উহার ব্যবহার করা অভিপ্রেত হইলে ধূপ প্রভৃতি উপচারের মধ্যে গণিত হইত। যখন সেইরূপ পাঠ নাই তখন উহা পূজার অঙ্গ নহে। বস্তুতঃ অক্ষতপদে ঐ স্থলে অমৃষ্ট কিম্বা অনুপহৃত অর্থ করিয়া অক্লেশের বিশেষণ বলিয়া মীমাংসা করিলে কোনও বিরোধের আশঙ্কাই থাকে না। ক্রমসন্দর্ভে জীবগোশ্বামী এবং সারার্থদর্শিনীতে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঐ রূপ ব্যাখ্যা করিয়া উহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

“যে ভাবে প্রস্তুত করিয়া আহ্বান করিতে পারা যায় সেই রূপ ভাবে প্রস্তুত করিয়াই দ্রব্যসামগ্রী সকল দেবতা প্রভৃতিকে অর্পণ

করিবেক”। কালিকাপুরাণের এই বচনে আহার করিবার যোগ্য ভাবে প্রস্তুত করা ত্রব্যসামগ্রীর দান বিধান থাকার ভোজনের অবোধ্য আম তণ্ডুল দেয়া কর্তব্য নহে। আর “ভক্ষণের অবোধ্য ত্রব্যসামগ্রী নৈবেদ্যে দিবেক না এবং ছাগী ও মহিষীর ক্ষীর যদিও স্থলবিশেষে ভক্ষ্য বটে কিন্তু উহাও নৈবেদ্যে নিষিদ্ধ।” অতক্ষ্য বস্তু নৈবেদ্যে দেওয়ার বিষয় বিষ্ণু-সংহিতায় নিষেধ থাকার এবং “পূর্ববে যে ভাবে প্রস্তুত যে ত্রব্য ভোজন করে তাহাদিগের দেবতারাও ঐ ঐ ভাবে প্রস্তুত ঐ সকল ত্রব্য আহার করেন” অবোধ্যাকাণ্ডে জীরামচন্দ্রের এই বাক্যে এবং “ইহাতে স্বয়ং ভোজন করিতে পারা যায় এই রূপ অন্ন প্রভৃতি দেওয়া কর্তব্য” আত্মিকতত্ত্বে রঘুনন্দনের এই সিদ্ধান্তে আপন আপন আহার করিবার যোগ্যত্বাপন্ন ত্রব্যসামগ্রীরই দানের বিধান স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে ॥ আহারের অবোধ্য আম তণ্ডুল দেয়া সম্ভব হয় না ॥

দেবতাকে আম তণ্ডুল অর্পণ করিয়া অনন্তর উহা পাক করিয়া ভোজন করিবেক এই কল্পনা কোনও মতে স্ফার্যুগত হইতে পারে না যেহেতু ব্রহ্মবৈবর্তীর বচনে নিষেধ আছে যে “হরিতক শূদ্রও যদি প্রমাদী নৈবেদ্য ভোজনে উৎসুক হয় তবে তগবানকে আমান্ন দিয়া পাক করিয়া খাইবেক না”। এই বচনে “শূদ্রোহপি” অর্থাৎ শূদ্রও এই কথা বলাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহারাও আমান্ন অর্পণ করিয়া পাক করিয়া খাইবেক না। শূদ্রও হরিকে আম (কাঁচা) অন্ন (চাউল) অর্পণ পূর্বক পাক করিয়া খাইবেক না, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। সুতরাং হরিকে আমান্ন অর্পণ করিয়া পাক করিয়া স্বয়ং ভোজন করা কাহারও পক্ষে বিধের নহে। ফলতঃ ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্ন অর্পণ করিলে সকল জাতির পক্ষেই প্রমাদী নৈবেদ্য ভোজন সিদ্ধ হইতেছে। আর দেখ হরিকে আমান্ন দিয়া স্বয়ং পৃথক অন্ন পাক করিয়া বা করাইয়া আহার করিলে যে দোষ হয় তাহা পদ্মপুরাণ

বচনে “হরিকে আশ্রয় দিয়া অন্ন পাকান আহার করিলে
 বিষ্ঠার ক্রমিক্রমে বাটিছাজার বৎসর জন্ম পরিগ্রহ করিতে হই-
 বেক” এইরূপ দোষের উল্লেখ থাকায় অন্ন ভোজন করিবার
 কারণ বামূশ অন্ন প্রস্তুত করিবে তাদূশ অন্নই হরিকে অর্পণ করিতে
 হইবেক ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ কল্পতরুধৃত বচনে উল্লেখ
 আছে যে “পাক করাইবার কারণ ব্রাহ্মণকে সমর্পিত তণ্ডুল ঐ
 ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করান হইলে ঐ অন্ন ভোজনের অযোগ্য
 হয়”। ইহাতে আপনার ভোজনের কারণ ব্রাহ্মণ কর্তৃক পাক
 করার নিষেধই বুঝাইতেছে। বেহেতু কল্পতরুর ব্যাখ্যানে
 “উপক্কেপেণ ধর্মেণ” পদে “শূদ্রস্বামিক অন্নের পাক কারণ
 ব্রাহ্মণ গৃহে সমর্পণ” এই অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে অতএব নৈবে-
 দ্যের কারণ স্বগৃহে ঐ প্রকার পাক করাইতে কোনও দোষই
 নাই।

শ্মিন্ন তণ্ডুলের (সিদ্ধ চাউলের) পাক করা অন্নের নৈবেদ্য সর্ব-
 প্রকারে নিষিদ্ধ হইলে যদি বল যে “দেশবিশেষে শুদ্ধ বলিয়া
 পরিগৃহীত চিপিটক এবং হুইবার সিদ্ধ করা অন্ন অর্থাৎ সিদ্ধ
 তণ্ডুলার ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে ভোজন কি নিবেদনে অত্যন্ত
 প্রশস্ত নহে” ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণীয় মণ্ডনখণ্ডের ২১ অধ্যায়ের এই
 বচনের কি গতি হইবেক? ইহাতে বক্তব্য এই যে পূজা ব্যতিরিক্ত
 স্থলে নিবেদনবিষয়ক বলিয়া উহার অর্থগ্রহ কর। বদ্ধ প্রভৃতি
 দেশবিশেষে বহু বহু ব্রাহ্মণেরও সিদ্ধতণ্ডুলের পাক করা অন্নের
 ভোজন আচারে দেখা যায় এবং ভোজন কালে উপস্থিত
 ‘আপনার ভোজ্য জব্য নিবেদন করিবার বিধান আছে। “মৎস্য
 শাস্ত্র প্রভৃতি যে কিছু জব্য হউক নিবেদন না করিয়া ভোজন
 করিবেক না। বিষ্ণুকে অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠাসমান ও জল মূত্র-
 সমান হয়” এই বচনে এবং “তাহাদিগের দেওয়া জব্য উহা-
 দিগকে প্রদান না করিয়া যে ব্যক্তি আহার করে সে ব্যক্তি
 চোর” ॥ এই গীতাবচন দ্বারা ভোজন কালে উপস্থিত অন্নের

নিবেদন বিধান থাকার পূজাঙ্গ ব্যতিরিক্ত হলে নিবেদন-
পর বলিয়া উহার মীমাংসা করা বিধেয়। পদ্মপুরাণের উক্তর-
খণ্ডীয় বচনে “গৌরিন্দের পূজার” এই কথা উক্ত হওয়ার বিহু
ভিন্ন দেবতার পূজাঙ্গ হুত নৈবেদ্যবিষয়ক বলিয়া কল্পনা করা ও
জ্ঞানানুগত হইতে পারে না। যেহেতু

“অর্হসিদ্ধ করা অন্ন প্রেতভক্ষ্য, সুসিদ্ধ অন্ন দেবতাদিগের
সম্বৎ, হুইবার সিদ্ধ করা অন্ন মহুখ্যের ভক্ষণের যোগ্য, তিনবার
সিদ্ধ করা অন্ন ব্রাহ্মণের গর্হিত”। রহস্যসৌভার পুরাণের বচনে
হুইবার ও তিনবার সিদ্ধ এই পদের সাহচর্যে সুশ্লিষ্টপদে এক,
বার সিদ্ধ করা অন্নকেই নিঃসংশয় বুঝাইতেছে। ঐ অন্ন
সকল দেবতার প্রিয় বলার এবং ঈশ্বর অন্নকেই নরভক্ষ্য
বলার ব্যতিরেকমুখে ঈশ্বর অন্ন দেবতাদিগের অভক্ষ্য বলিয়া
প্রতীতি হওয়ার দেবতামাত্রকেই ঈশ্বর অন্ন দেওয়া বিধেয়
নহে ইহাই প্রতীত হইতেছে ॥ এবং ঐ ঈশ্বর অন্ন ভোজন-
কারী ব্রাহ্মণের ভোজন কালেও তাদৃশ অন্ন মৎস্য মাংসের
ভিন্ন দেবতাদিগকে নিবেদন করিয়াই ভোজন করা উচিত।
ইহার প্রমাণবচন পূর্বেই বলা হইয়াছে। “দেবতাদিগকে
দিয়াই অন্ন ভোজন করিবেক” রঘুনন্দনের এই কথা বলাতেই
উহা সেইরূপই স্বীকার করা হইয়াছে। অতএব “হবিষ্য ভিন্ন
স্থলে শ্বিন্ন তণ্ডুলের অন্ন দোষ নাই” এই কথা হবিষ্যানিরূপণ-
স্থলে বলিয়া সিদ্ধ তণ্ডুলারের ভোজন বিষয়ে কোনও দোষ নাই
ইহার রঘুনন্দন প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥

আর দেখ স্বদত্ত নৈবেদ্য আপনাকে ভোজন করিতে হয়
এই বিধান থাকার আশ্রয়ের নৈবেদ্য অর্পণ করিলে উহা কোনও
মতেই ভোজন করা যাইতে পারে না সুতরাং নৈবেদ্যে আমার
দেওয়া যাইতে পারে না ॥ আত্মিকতত্ত্বমত পুরুষচরিত্রিকাবাক্য
এই যে “ঐ নৈবেদ্য তাঁহার ভক্তিশালী ব্যক্তিকে দিয়া আপনি
উপভোগ করিবেক”। এবং ঐ আত্মিকতত্ত্বমত ভাগবতবাক্য

এই যে “আমাকে নিবেদিত দ্রব্যসামগ্রী আমার ভক্তকে দিবে কিম্বা স্বয়ং ভোজন করিবেক। পূজানন্তর দেবতাকে স্বধায়ে উদ্বাসিত করিয়া সকল কামনা সিদ্ধির কারণ ও আপনার শুদ্ধি কামনার সেই নিবেদিত দ্রব্যসামগ্রী অথবা আপনি ভোজন করিবেক” ॥

ইহাতে স্বদত্ত নৈবেদ্যের নিজে ভোজন করিবার বিধান থাকার এবং ব্রহ্মপুরাণে “হে অমরীষ! বৈষ্ণবেরা হুতন বস্ত্র কি কল কি অন্ন কিম্বা রস প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রী কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া আপনারা সর্বদা উপভোগ করিবেক”। কৃষ্ণোপভোগ্য বলিয়া এই নির্দেশ আছে তগুলের সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই অতএব উহা দেয় হইতে পারে না। আর সর্বদা এই কথা বলায় সেই নৈবেদ্য ভক্তগণের নিত্যতা বিধান করা হইয়াছে। ইহাতে এই প্রতিপন্ন হইল যে আমতগুল প্রভৃতি নিবেদন করিবার যোগ্য পদার্থ নহে আর্জ মুন্না প্রভৃতিই নিবেদন করিবার যোগ্য পদার্থ যেহেতু আর্জ মুন্না প্রভৃতি নিবেদন করিলে উহা ভোজন করিতে পারা যায় ॥ আর “নৈবেদ্যার্থ যতও পরিমাণে তগুল কল্পনা করা হয় তাবৎসংখ্যক সহস্র বৎসর বিজ্ঞলোকে সমৃদ্ধিশালী হয়”। এই বচনে নৈবেদ্যার্থ পদ থাকার সিদ্ধ করিয়া, অন্নের নৈবেদ্য বিষয়ে উপকারক বলিয়া তগুলের কল্পনা করার কথা বলা হইয়াছে। নতুবা তগুলনৈবেদ্য বলিবার অভিপ্রায় হইলে অর্থ পদের ব্যর্থ প্রয়োগ হইয়া পড়িত ॥

যদি বল দুর্জ্যোৎসবতত্ত্বত বচনে উল্লেখ আছে যে “শূদ্রের আমান্নকেই পকান্ন আর পকান্নকেই উচ্ছিক্ত বলা যায়”। অতএব শূদ্রস্বামিক আমান্ন পকান্ন বলিয়া অতিদ্রষ্ট হওয়া প্রযুক্ত শূদ্র আমান্নদান করিলেও উহার সিদ্ধান্নদানই সিদ্ধ হইতেছে সুতরাং শূদ্রের সর্ব্বধাই আমান্নদান কর্তব্য এই আপত্তি হইতে পারে। ইহাতে বক্তব্য এই যে উক্ত বচন দ্বারা শূদ্রের আচ্ছিক্তই আমান্নে পকান্নের অতিদেশ কল্পনা করা হইয়াছে।

“আপেক্ষাকালে অগ্নির অভাবে তীর্থস্থলে এবং চন্দের কি সূর্যের গ্রহণে ভিজ্জনিগের আমার দ্বারা আদ্য করা কর্তব্য আর শূদ্রের সর্বদাই আমপ্রাঙ্গ করা কর্তব্য” এই বচনে “সর্বদা” এই কথা বলার পকার দ্বারা কর্তব্য বার্ষিক প্রভৃতি প্রাঙ্গমাত্রেই শূদ্রের আমার বিধান থাকার পূর্বোক্ত পকারাতিদেশক বাক্যের সহিত একবাক্যভাৱ এই বচনকে পকারের অতিদেশ বলিয়া ব্যাখ্যান করাই উচিত হয়। তাহাতে স্বযোৎসর্গস্থলে শূদ্রে যেমন ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অগ্নে কার্য নিষ্পত্তি করিয়া থাকে সেই-রূপ ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অগ্নেও আদ্য করিবেক না যেহেতু শূদ্রের বিষয়ে আদ্য স্থলেই আমায়ে পকারের অতিদেশ বিধান আছে সুতরাং আমার দ্বারা পকারপ্রাঙ্গ সিদ্ধ হয় ইহাই মাত্র করা কর্তব্য ও বিধেয় ॥ শূদ্রের আমায়ে পকার অতিদেশ বিধি, সকল বিষয়ে স্বীকার করিলে, শূদ্রের আমার ভোজন করিলে উহার পকারই ভোজন করা হয় এবং ঐ আমার ভোজনে ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ যে শূদ্রপকার ভোজন তাহাই সিদ্ধ হইয়া পড়ে সুতরাং শূদ্রপকার ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। আর স্বযোৎসর্গেও পাক ব্যতিরেকে আমার দ্বারাই উহাতে অধিকার লাভ করিতে পারি এইরূপ অনেক বিপ্লব হয়। সুতরাং আদ্য স্থলেই শূদ্রের আমায়ে পকার অতিদেশ সর্বত্র নহে, এই স্থির-সিদ্ধান্ত অবলম্বন না করিলে ঐ সকল অনর্থ ও বিরোধের মীমাংসা হইবার আর উপায়ান্তর নাই ॥

কিঞ্চ অক্ষত (অতপ তণ্ডুল) দ্বারা পূজা করিবেক না এই নিষেধ থাকা প্রযুক্ত বিষ্ণুপূজার ষোড়শ উপচার মধ্যে অক্ষত দ্বারা পূজা সাধন একবারেই নিষিদ্ধ হইতেছে। অতএব পুষ্পপ্রতি-নিধি রূপেও অক্ষত দ্বারা বিষ্ণুপূজা হইতে পারে না। তন্নিবৃত্ত বিষ্ণুপূজার অর্ঘ্যদানে তণ্ডুল না দিয়া যবই দেয়া বিধেয়।

“হে নরসিংহ আগচ্ছ (আগমন ককন) এই বলিয়া অক্ষত ও পুষ্প দ্বারা আবাহন করিয়া” আত্মিকতত্ত্বত এই নারদবাক্য

দ্বারা বিষ্ণুর অবিহন কারণ অক্ষত গ্রহণে কোনও দোষ হয় না এই মাত্র ভেদ। “পুষ্প ও অক্ষত লইয়া দেবতাদিগকে পৃথক পৃথক আহ্বান করিবেক” এই বচন দ্বারা দেবতার আবাহনে হস্ত দ্বারা পুষ্প ও অক্ষত গ্রহণ মাত্রের কেবল বিধান থাকায় উহা পূজাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যেহেতু ভ্যাগার্থবোধক নমঃ প্রভৃতি শব্দোচ্চারণ পূর্বক সেই সেই দেবতার উদ্দেশে তাক্ত হ্রস্বই পূজাঙ্গ রূপে গ্রাহ্য হয়। আবাহনের কারণ গৃহীত অক্ষতের বিষয়ে নমঃ আদি শব্দ উচ্চারণ পূর্বক ভ্যাগ করা নাই সুতরাং আবাহনার্থ গৃহীত অক্ষত পূজাঙ্গ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। অতএব উহাতে কোনও আপত্তিও রহিল না ॥

আর বর্ণিতবাক্যে “পর্যাবৃত্ত, ভাবহৃষ্ট, বিচিকিৎসিত, পুনঃ সিক্ত, আম এবং ভর্জনপাত্রপক এই ছয় প্রকার অন্ন যথেষ্ট দধি কিম্বা ঘূতের দ্বারা অন্তরে প্রবেশ হয় এই মত প্রচুর রূপে সেচন করিয়া ভোজন করিবেক” এই বিধানে ভোজন করিবেক বলায় স্ত্রীর ভোজন বিষয়েই ঐ বিধি, নৈবেদ্য বিষয়ে নহে। নৈবেদ্যে দেয়া অর্ঘ্যের প্রতীতি হয় এইরূপ পদও নাই সুতরাং ঘূত দধি সংযোগ রূপ সংস্কার পূর্বক আমান্ন দেয়ার কথাই বলা বাইতে পারে না। নৈবেদ্যে দেয় আমান্নে যে ঘূত দধি সংযোগমাত্রেরই শুদ্ধ হইবেক কোথায়ও তাহার প্রমাণ বচন নাই। প্রভূত পশুপুরাণের উত্তরখণ্ডীয় বচনে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাতে বিষ্ণুপূজার আমান্ন দানের নিষেধই স্পষ্ট আছে। নৈবেদ্যবিষয়ক আমান্নে ঘূতাদি সংযোগ করিলে যে দেয় হইতে পারে এমন প্রতিপ্রসব বচনও নাই। সামান্ত ভক্ষ্যবিষয়ক বচন দ্বারা নৈবেদ্যে নিষিক্ত আমান্নের পুনর্বিধান হইতে পারে না যেহেতু ইহা ভোজনের যোগ্যতার প্রতিপাদক বিধি বচন, আর তাহা নৈবেদ্যে দেয় বিষয়ক নিষেধ বচন। নৈবেদ্যে দান ও স্ত্রীর ভোজন উভয় ভিন্ন বিষয়, সমান বিষয়ক হইলে প্রতিপ্রসবের সম্ভাবনাও হইত। আর অন্তরে

অভিযারিত (সিন্ধু) বলাতে প্রত্যেক ঐ আরাতি দ্বারা সমুদয় আরাতির নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক অন্নमध्ये দধি কিংবা ঘূতের সেচন ব্যতিরেকে তৎকণের অযোগ্য ইহা প্রতিপন্ন হইয়াতে দধি ঘূত সংযোগ মাত্রে তাহা তৎকণযোগ্য হইতে পারে না। ইহাতে এক্ষেপপ্রচলিত ইদানীন্তন নৈবেদ্যে আশায়জ্ঞা দধি যত দূর আশ্রয়িত না করাতে অভ্যর্থনাই রহিতেছে সুতরাং উহা নৈবেদ্যে দেয় বলিয়া মনেও কণনা করিতে পারা যায় না ইহা স্বাক্ষরপে বিবেচনা করা উচিত। এইরূপে আমার নিম্ন বলিয়া স্থির হইলে পাকায় নৈবেদ্য বিধায়ক সাধারণ প্রকরণীয় যে সকল বচন আছে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। তন্মধ্যে দুর্গোৎসবতত্ত্বস্থ কালিকাপুরাণের বচন “পরমায়, পিষ্টক, কুশর, (খিচরি) যবায়, মোদক, (মোরা) চিপিটক প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রী উৎসর্গ করিবেক”। উত্তম ঘূত শর্করা যুক্ত হৈমন্তিক তণ্ডুলের অন্ন, যবের পরমায় এবং পায়মায় এই হবিরন্ন সকল এবং সমস্ত ব্যঞ্জন মহাদেবীকে নিবেদন করিবেক”। ইহা মহাদেবীকে দিবে বলা উপলক্ষ মাত্র বিষ্ণু প্রভৃতির নিবেদনেও প্রতীতি হইবেক। রঘুনন্দন তট্টাচার্য্য আকাজকার তুল্যতা হেতু দিয়া অপর স্থলেও ঐ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আত্মিকতত্ত্বস্থ বরাহ-পুরাণ বামনপুরাণ ও দেবল বচন যথা—“অপর্য্যুষিত পাককরা দ্রব্য যত্পূর্ব্বক দেবতাকে অর্পণ করিবেক ঘূত শর্করা দ্বারা পাক-করা দ্রব্য কদাচ পর্য্যুষিত হয় না” ॥

বামনপুরাণে যথা

যব, গোমুখ, হৈমন্তিক দাত্ত, তিল, মুলা, উন্নদ ও শরঙ্গাত্ত, এবং চর্ণক প্রভৃতি দাত্ত এই সকলের ঘূতপাকায় হবির প্রিয়।

গৃহস্থ ব্যক্তি নিজগৃহে গৃহদেবতাকে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ এবং অন্ন দ্বারা নিত্য পূজা করিবেক।

এই শেষ বচনে অন্ন শব্দের পূর্বে কোন উপপাদ নাই “সিদ্ধ করিলে (তাত) অন্ন কথা যায়” এই পরিভাষা আছে এবং

“ভক্ত অন্ধঃ অন্ন ওদন” এই এক পর্যায় মধ্যে অন্নকোষ অভি-
ধানে উল্লিখিত আছে। সুতরাং সিদ্ধ করা ওদনই দেওয়া বিশেষ
হইতেছে ॥

কিঞ্চ “হবিষা সংস্কৃতা” এই বচনে সংস্কার পদে পাকরূপ
সংস্কার এই অর্থই প্রতীক হইবেক “সংস্কর্তা চোপহর্তা চ” ইত্যাদি-
স্থলে সংস্কার পদে পাকরূপ অর্থ প্রসিদ্ধই আছে, সংযোগরূপ
অর্থ অভিপ্রেত হইলে “সংযুতাঃ” এই পদ প্রয়োগ থাকিত
সংযোগ অর্থ অভিপ্রেত নহে। সুতরাং সংযুতাঃ পদ প্রয়োগ
না করিয়া সংস্কৃতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আত্মিকতত্ত্বমুখ
শিবপুরাণের

“গুড় খণ্ড স্নাত প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্যের নিবেদনে যে ফল।
স্নাত দ্বারা পাক করা দ্রব্য সকলের নিবেদনে তাহার শতগুণ
ফল” ॥

এই বচনে “পাচিত” (পাক করা) এই কথার সহিত এক
বাক্যতা প্রযুক্ত হবিষা সংস্কৃতা পদে স্নাত দ্বারা পাক করা এই
অর্থ গ্রহণ করাই উচিত অতথা নানা ক্রটি কল্পনা হইয়া উঠে ॥

একণে পাক করা অন্নের নৈবেদ্য দেওয়া স্থির হইলে বর্ণ
বিশেষে তাহার বিশেষ বিধান যথা দুর্গোৎসবতত্ত্বে গঙ্গাবাক্য-
বলীবচন যে “এইরূপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নিজের পাক
করা অন্নের এবং দ্বিজসেবাপরায়ণ শূদ্রও নিজের পাক করা
অন্নের নৈবেদ্য দিবেক”। এই ব্যবস্থার প্রমাণ স্বরূপে বরাহ-
পুরাণের এই বচন

“হে বরাননে! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের
পুরুষের পাক ভোজন এবং শুশ্রূষাপরায়ণ শূদ্রেরও পাক
ভোজন করা কর্তব্য” ॥

উদ্ধৃত করিয়া উহা কলীতর বিষয়ক বলিয়া নীমাংসা পূর্বক
ঐ দুর্গোৎসবতত্ত্বেই দ্বিজশুশ্রূষারত হইলেও শূদ্রের অন্ন পাক
নিষেধ করিয়া উহাতে প্রমাণ উপলব্ধি পূর্বক শূদ্র ব্রাহ্মণ

দ্বারা পাক করা অন্ন নৈবেদ্য ব্রাহ্মণ দ্বারা অর্পণ করিবেক এই ব্যবস্থা রঘুনন্দন নিজে স্থির করিয়া লিখিয়াছেন যথা,

“ইহাতে সিদ্ধান্ত এই, যেমন শূদ্রের হৃষোৎসর্গ প্রভৃতি ক্রিয়া-
স্থলে ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা চক, দেবতা প্রভৃতিকে অর্পণ করা
হয় সেইরূপ শূদ্রও ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্ন নৈবেদ্য দিতে
পারেন ” এবং “শূদ্রের আশ্রমকে পকায় ও পকায়কে উচ্ছিষ্ট
বলে ” এই বচন অনুসারে শূদ্রের পকায় উচ্ছিষ্ট বলিয়া নির্দিষ্ট
হওয়া নিবন্ধন উহা দেওয়া যাইতে পারে না এই আশঙ্কা রঘুনন্দন
নিজে উত্থাপন পূর্বক “ঐ বচনকে স্বয়ম্পাক বিবরে ” স্থির
করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন অর্থাৎ শূদ্রের স্বয়ং পাক করা অন্নই
উচ্ছিষ্টের মত হয়, আর শূদ্রের অভিলাষ হইলে নিজ গৃহে
নিজস্ব দ্রব্যসামগ্রী ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করাইয়া নৈবেদ্য দিতে
এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে ভোজন করাইতে পারিবেক । ইহাতে
কোনও স্মার্ত্ত শিরোমণি বলেন যে রঘুনন্দনের “ব্রাহ্মণ দ্বারা
পকায় নৈবেদ্যাদি শূদ্রোইপি দাতুমর্হতি” ঐ মীমাংসার পকায়
পদে কনুপক (জলোপসেক ব্যতিরেকে কড়া তাওয়া প্রভৃতি
পাত্রে ভূট, চাউল ভাজা প্রভৃতি) অর্থই সদর্থ । তাহাতে বক্তব্য
এই যে রঘুনন্দনের মীমাংসায় “ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা ” এই
পর্যন্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহার ঐ বাক্য অপসিদ্ধান্ত
ও অনর্থক বলিয়া অগ্রাহ্য হয়, শূদ্রের স্বয়ং পাক করা কনুপক
প্রভৃতি দ্রব্য দানের ব্যবস্থাই আছে তাহাতে ব্রাহ্মণ দ্বারা কনু-
পক করা পর্য্যন্ত বলা নিরর্থক হয় । এবং জলোপসেক ব্যতিরেকে
পাক অর্থবোধনে কোনও প্রমাণ নাই অথচ উহার দৃষ্টান্ত যে
চকপাক তাহাতে জলোপসেকের বিধান আছে দার্শনিকেরও
স্মরণে জলোপসেক সিদ্ধ হইতেছে । যেহেতু জলোপসেক ব্যতি-
রেকে শূদ্রকর্তৃক পাক করা দ্রব্যের গ্রহণ ও ভোজন প্রভৃতিতে
কোনও দোষ এবং শাস্ত্রে নিবেদন নাই । বরঞ্চ শাস্ত্রে শূদ্রের
কনুপকায় ভোজন ও দানের বিধান থাকায় “ব্রাহ্মণ দ্বারা ”

এই পর্য্যন্ত বলিবার আবশ্যকতা ছিল না। ব্রাহ্মণ দ্বারা পর্য্যন্ত বলা বার্থ হইয়া যায়। যদি বল যে এই বঙ্গদেশে শূত্রের শিকার দেওয়ার আচার নাই সকল বর্ণেই আমান দিয়া থাকে এই আপত্তিও কোনও রূপে উত্থাপিত হইতে পারে না, যেহেতু শাস্ত্রের অবিকল্প আচারই ধর্ম্ম প্রমাণ হইয়া থাকে শাস্ত্রের বিকল্প আচার ধর্ম্ম প্রমাণ হইতে পারে না। আর ভট্টপল্লী নব-দ্বীপ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণসমাজে বিষ্ণুপূজাস্থলে তগুল নৈবেদ্য দানের আচার ও ব্যবহার নাই। পুতরাং উহা সকল শিষ্টের অনুমোদিত নহে। অতএব তাদৃশ আচার অনাচার বলিয়া সকল শিষ্টের গ্রাহ্য হইতে পারে না। আর দেখ পুরোক্ত শাস্ত্রীয় বচন অনুদয়ের বিরোধি বিষয়ে আচারকে প্রমাণ বলিয়া কখনও পরিগ্রহ করা যাইতে পারে না, যেহেতু শাস্ত্রে কোনও প্রমাণ না পাইলেই শিষ্টাচার প্রমাণস্বরূপে পরিগণিত হয়। দেখ শাস্ত্রের অলংভেই আচার অনুসারে ধর্ম্ম নির্ণয় করা কর্তব্য ইহা বশিষ্ঠসংহিতায় উক্ত আছে যে—

“কি লৌকিক কি পারলৌকিক উভয় বিষয়েই শাস্ত্র বিহিত ধর্ম্ম অবলম্বনীয়। শাস্ত্রের বিধান না পাইলে শিষ্টাচার প্রমাণ” ॥

মহাতারতের অনুশাসন পর্বেও উক্ত আছে যে

“যাঁহারা ধর্ম্ম জানিতে বাসনা করেন তাঁহাদিগের পক্ষে বেদ সর্ব্ব প্রধান প্রমাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বিতীয় প্রমাণ, লোকাচার তৃতীয় প্রমাণ ॥

হৃন্দপুরাণেও উক্ত আছে যে

“যে স্থলে বেদে অথবা স্মৃতিতে স্পষ্ট বিধি অথচ স্পষ্ট নিষেধ না থাকে সেই স্থলে দেশাচার ও কুলাচার দেখিয়া ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে হয়”।

বিধান পারিজাত স্মৃতিতেও উক্ত আছে যে

“বেদের সহিত বিরোধ ঘটিলে যেমন স্মৃতি অগ্রাহ্য হয় সেই-রূপ স্মৃতির বিপরীত হইলে লোকাচার অগ্রাহ্য করিতে হইবেক ॥

এই সকল বচনে ইহাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ দেশাচার প্রমাণ করিয়া কোনও অনুষ্ঠান করা কর্তব্য নহে ॥ অতএব চারিবেদের ভাষাকার মাধবাচার্য্য অধিকরণ মালাতে “শিষ্টাচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলে অগ্রাহ্য করিতে হয়। এবং শিষ্টাচার দেখিয়া শাস্ত্রের অনুমান করিতে হয়” ॥ এই জৈমিনীর স্থায় অনুসারে শাস্ত্রবিরুদ্ধ শিষ্টাচারের অপ্রামাণ্যের বিষয় ব্যবস্থা করিয়া মাতুল কস্তার সহিত বিবাহ দেওয়ার প্রথা দক্ষিণ দেশে যে প্রচলিত আছে উহা অপ্রমাণ বলিয়া উদাহরণস্থলে প্রদর্শন করিয়াছেন। আর অনুসংহিতাতে ব্রহ্মাবর্ত আদি দেশের বিষয় উল্লেখিত হইয়া “ঐ দেশে ব্রাহ্মণ কজির বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের মধ্যবর্তি যে কোনও বর্ণের পারস্পর্য্য-ক্রমাগত যে আচার উহাকেই সদাচার বলা যায়” ঐ দেশীয় পারস্পর্য্যগত আচারকেই সদাচার বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সেই ব্রহ্মাবর্ত প্রভৃতি দেশে বিদ্যুন্মাত্রও আমার নৈবেদ্যের আচরণ নাই, যে তাহাদিগের আচার দেখিয়া স্মৃতির অনুমান করা যাইবেক। অতএব বঙ্গদেশীয় কতিপয় ব্যক্তির ঐরূপ আচার যে কেবল অনাচার, তাহাতে আর সন্দেহ কি। ইহা অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক সুবিখ্যাতনামা জীতারানাথ তর্কবাচস্পতির সম্মত ॥ ১৭৯৬ শকের ২৬ জ্যৈষ্ঠ দিবসে প্রাপ্ত)

বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত জীধামনবদ্বীপনিবাসী জীযুক্ত ব্রজনাথ বিহারত্ব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের, বিষ্ণুকে আমার নৈবেদ্য দেওয়ার নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থা পত্র এবং বিহারত্ব মহাশয় ৩০ এ জ্যৈষ্ঠের পত্রে আমাকে লিখিয়াছেন যে “নাকর্ষতৈরর্চয়ে-
দ্বিষ্ণুং এই বচন দ্বারা প্রতিনিহিত তণ্ডুল দ্বারা পূজা নিষেধ ইহা প্রাচীন মহাশয়েরা কহিয়া থাকিতেন কিন্তু অসম্বন্ধে
আমার নৈবেদ্য দেওয়ার ব্যবহার নাই এবং দিতেও দেখি নাই
একগুণে পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডীয় বচনে কাক গোবিন্দ পদশ্রবণে ঐ

বাবহার শাস্ত্রমূলক ইহা নিশ্চয় হওয়াতে নির্ভয়ে ব্যবস্থা দিখিলাম
দৃষ্টিগোচর করিবা।” ॥ ইত্যাদি।

ব্যবস্থা সংখ্যা ১২।

কুলাচারানুরোধেনাপি গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকেন শূদ্রেণাপি আমান্ন-
নৈবেদ্যং বিকবে ন দাতব্যমিতি বিদ্বাং পরামর্শঃ

অত্র প্রমাণম্। নাক্ষত্রৈরর্চয়েদ্বিষ্ণুমিতি। অক্ষতান্তিলকা-
লঙ্কারে ন তু পূজায়ামিতি ক্রীধরস্বামিব্যাখ্যানম্। শ্বিন্ততুলসিদ্ধাম-
মামান্নঞ্চ ত্যজেদ্ব্যুনে। গোবিন্দস্যার্চনে দক্ষং সর্বং কাক'উদারধী-
রিতি পুত্রপুত্রাণোত্তরখণ্ডীয়বচনে গোবিন্দস্যেতি কাক' ইতি চ বিশে-
ষোপাদানম্। ন চ অন্নং পর্য্যুষিতং ভাবহৃৎ সঙ্কল্পেণ পুনঃসিদ্ধা-
মামমৃজীষপকং কামমস্তদধ্বা দ্বুতেন বাতিঘারিতং ভুঞ্জীতেতি বিষ্ণুহৃতস্য
কম্পতকব্যাখ্যানেন ভোজ্যাস্তরাসস্তবে পর্য্যুষিতাদীনাং দ্বুতেন দধ্বা
বাতিঘারিতানাং ভোজ্যত্বপ্রতিপাদনাং অভক্ষ্যক্যাপ্যাহ্ন্যক্য নৈবেদ্যং
ন নিবেদয়েদিতি বিষ্ণুখ্যোত্তরতৃতীয়কাণ্ডীয়বচনে পূজায়ামত্ক্যানিষেধেন
চ তক্ষ্যবস্তুনো দেবদেয়ত্ববোধনাদৈক্যবৈরপি দেব্যাস্তরাসস্তবে দ্বুতেন
দধ্বা বাতিঘারিতমামান্নং বিকবেইপি দাতব্যমিতি বাচ্যম্। আমান্নস্য
স্বরূপতোইত্ক্যত্বেন দেবপূজামাত্রে অদেয়ত্বলাভাৎ প্রাপ্তবচনে
বিষ্ণুপূজায়াং বিশেষতো নিষেধদর্শনাচ্চ। অতএব হবিষা সংস্কৃত্য
ইত্যনেন পক্ষা ইতি দর্শিতম্। স্মৃতের্কেদবিরোধে তু পরিত্যাগো
ঐধা ভবেৎ। তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেদিতি চ।
৯ আষাঢ়দিবসীয়া। শক ১৭৯৬।

ত্রিহরিঃ।

শরণম্।

ত্রিভুজনাথশর্মাণাম্। ত্রিকৃষ্ণকান্তশিরোরত্নশর্মাণাম্। ত্রীপ্রসন্নচন্দ্র-
বিদ্যারত্নশর্মাণাম্।

১২ ব্যবহার অনুবাদ ।

বিষ্ণুমন্ত্রে নীক্ষা গ্রহণ করিয়া শূত্র ও আমান্ন নৈবেদ্য বিষ্ণুকে দিতে পারিবেক না। আমান্ন নৈবেদ্য দেওয়ার বিষয়ে যদি উহার কুলাচার থাকে তাহাও গ্রাহ্য করিবেক না ইহা বিদ্বান্দিগের পরামর্শ ।

“অক্ষত (আতপতগুল) দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবেক না” । এই বচন, এবং “অক্ষত (আতপতগুল) ব্যবহার তিলকরচনা স্থলে, পূজা বিষয়ে নহে” জীধরস্বামির এই ব্যাখ্যান, এবং “উদারশয়র কাঞ্চ (কৃষ্ণমস্ত্রদীক্ষিত) অর্থাৎ বৈষ্ণব ব্যক্তি সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্ন ও আমান্ন (কাঁচা চাউল) এবং যাবতীয় দ্রব্য পদার্থ গোবিন্দপূজায় ত্যাগ করিবেক” । পদ্মপুরাণীয় উত্তরখণ্ডের এই বচনে “কাঞ্চ-ব্যক্তি” এবং “গোবিন্দের পূজায়” এই বিশেষ উপাদানই উহাতে প্রমাণ ।

এই বিষয়ে এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে “পর্যুষিত, ভাষদুষ্ট, বিগাহিত, পুনঃসিদ্ধ, আম, (কাঁচা) এবং তর্জুন-পাত্রে পাক করা, অন্ন (তণ্ডুল প্রভৃতি) যথেষ্ট দধি কিম্বা স্নাত দ্বারা সন্তরতিষারিত করিয়া (বিশেষ মত ভিজাইয়া বা মাখাইয়া) ভোজন করিবেক” । এই বিষ্ণুমন্ত্রের কল্পতক ব্যাখ্যা দ্বারা ভোজনীয় অন্নাত্ত্র অব্যবহৃত অন্নস্তাবনার পর্যুষিত প্রভৃতি অন্ন, দধি স্নাত দ্বারা সন্তরতিষারিত করিলেই ভোজনীয় হইতে পারে ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে । এবং বিষ্ণুধর্মোক্তরের তৃতীয়কাণ্ডীয় বচনে “ভক্ষণের অযোগ্য এবং অপ্রীতিকর নৈবেদ্য নিবেদন করিবেক না” । পূজার অভক্ষ্য দ্রব্য দেওয়া নিষিদ্ধ ইহা প্রতিপাদিত আছে । ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভোজ্যদ্রব্যই দেবতা-দিগকে দিবেক স্মরণ্য দ্রব্যান্তরের অসম্ভাবে বৈষ্ণবেরাও স্নাত কিম্বা দধি দ্বারা সন্তরতিষারিত আমান্ন বিষ্ণুকে অর্পণ করিতে না পারিবেক কেন । তাহাতে বক্তব্য এই যে আমান্ন স্বরূপতঃই অভক্ষ্যবিধায় দেবপূজামাত্রেই অদেয় ইহা স্থির সিদ্ধান্ত তাহাতে

আবার পূর্বোক্ত বচনে বিষ্ণুপূজায় আমাদের বিশেষরূপে নিষেধ দেখা যাইতেছে। অতএব “হবিষা সংকুতা” এই পদে যত দ্বারা পাক করা এই অর্থও প্রদর্শিত আছে। “বেদের সহিত বিরোধে যেমন স্মৃতি অগ্রাহ্য হয় সেইরূপ স্মৃতির বিপরীত লোকাচারও অগ্রাহ্য করিতে হইবেক”। এই প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইল ॥
শ্রীভ্রজনাত্ম বিজ্ঞারত্ব শ্রীকৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র বিজ্ঞারত্ন ।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শক ১৭৯৬ ।

১২ আষাঢ়প্রাপ্ত

৮ বারাণসীক্ষেত্রনিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদিগের এবং পাঠশালার অধ্যাপকদিগের বিষ্ণুকে আমতগুল নৈবেদ্য প্রদানের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদক পত্র।

ব্যবস্থা সংখ্যা ১৩ ।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরো জয়তি ।

৮ বারাণসীক্ষেত্রনিবাসিপণ্ডিতবর্গাণাং ব্যবস্থাপত্রিকেষু ।

ত্রাক্ষণাদিতিঃ সর্গৈর্নৈব বর্ণেঃ কুলাচারানুরোধেনাপি আমতগুল-
নৈবেদ্যেন বিষ্ণুপূজনং ন কর্তব্যমিতি বিদ্বাং পরামর্শঃ । (ক)

অত্র প্রমাণম্

তথা চামান্ননৈবেদ্যং বর্জ্যয়েদ্ধরিপূজনে ।

স্বিন্নতুল্লসিদ্ধান্নমামান্নঞ্চ ত্যজেদ্ব্যুনে ॥

গোবিন্দস্যার্চনে দধ্ধং সর্ষং কার্ফ উদারবীঃ ॥

ইতি পদ্মপুরাণীয়াস্তরত্বাঙ্গীয়াবচনম্ ।

অকৃতান্তিলকালকারে ন তু পূজায়াম্ । নাকর্ষিতৈরর্চয়েদ্বিষ্ণুং ন
কেতক্যা মহেশ্বরমিতি নিবেদাদিতি শ্রীধরস্বামিলিখনম্ ।

স্মৃতের্ষেদ্বিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ ।

তথৈব লৌকিকং সর্ষং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেৎ ॥

ন যত্র সাক্ষাদ্বিধয়ো ন নিষেধাঃ প্রকৃতৌ স্মৃতে ।

দেশাচারকুলাচারৈস্তত্র ঋক্ষৌ নিরূপ্যতে ॥

ইতি ক্ষন্দপুরাণপ্রায়োগপারিজাতধৃতস্মৃতিবচনে চ ।

ত্ৰায়ালঙ্কারোপাধিকশ্রীদৈবচন্দ্রশর্মাণাম্ ।

শ্রীনবীননারায়ণশর্মাণাম্ ।

শিরোমণ্যুপাধিকশ্রীরামধনদেবশর্মাণাম্ ।

শ্রীমধুসূদনশর্মাণাম্ ।

সার্কভৌমোপাধিকশ্রীবেচারামদেবশর্মাণাম্ ।

বিভ্রারত্নোপনামকশ্রীআনন্দচন্দ্রশর্মাণাম্ ।

বাচস্পত্যুপনামকশ্রীকালীকুমারদেবশর্মাণাম্ ।

বিভ্রালঙ্কারোপাধিকশ্রীমহেশচন্দ্রশর্মাণাম্ ।

চূড়ামণ্যুপাধিকশ্রীরাজচন্দ্রদেবশর্মাণাম্ ।

* শ্রীশ্রীরামচন্দ্রজ্যোতিঃশিরোমণিভট্টাচার্য্যণাম্ ।

শ্রীদেবনারায়ণবাচস্পত্যুপাধিকশর্মাণাম্ ।

ন্যায়রত্নোপাধিকশ্রীক্ষেত্রনাথদেবশর্মাণাম্ ।

{ কালীধামসুদিনাজপুরাধিপরাঙ্গসভাসমাপ্রিত-
{ শ্রীহরিপ্রসাদদ্বিবেদশর্মাণোরাগিকানাং । }

শ্রীহরিকিশোরশর্মাণাম্ ।

শ্রীকালীধামসুন্দরমণদেবশর্মাণবৈদিকানাং ।

অত্র বিষয়ে বিশেষেতরত্রাধায়ের্বিকুপুজনং ন কর্তব্যমিতি সত্যং
মতম্ । (খ)

শ্রীশিবঃ শরণম্ ।

চূড়ামণ্যুপাধিকশ্রীরামকুমারদেবশর্মাণাম্ ।

শ্রীরামঃ শরণম্ ।

প্রতিস্মৃত্যবিকঙ্ককুলাচারাজিহীর্ষুণা ব্রাহ্মণাদিনা বিধবে ততুলে-
তরনৈবেদ্যং দেয়মিতি বিদ্যামতম্ । (গ)

ছায়রপঞ্চাননোপনামকশ্রীঠাকুরদাসদেবশর্মাণাম্ ।

শিরোমণ্যুপনামকশ্রীকালীপ্রসাদশর্মাণাম্ ।

শ্রীধরস্বামিনোহপি প্রমাণাঙ্কিতবে তগুলনৈবেদ্যং ন দেয়মিতি । (ঘ)

শ্রীহুগাচরণদেবশর্মাণাম্ ছায়রছোপনামকানাং ।

শিরোমণ্যুপনামকশ্রীকৈলাসচন্দ্রশর্মাণাম্ ।

বিদ্যাবাগীশোপনামকশ্রীভগবতীচরণশর্মাণাম্ ।

১৩শ ব্যবস্থার অনুবাদ ।

আমতগুল নৈবেদ্য দেওয়া কুলাচার হইলেও উহা পরিত্যাগ করিবেক অর্থাৎ কোনও মতেই আমতগুল নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণু-পূজা করা কর্তব্য নহে ইহা বিদ্বান্দিগের পরামর্শ । (ক)

এই বিষয়ে প্রমাণ—যথা

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডীয় বচন “উদারশায় বৈকব ব্যক্তি সিন্ধ তগুলের অন্ন ও আমান্ন (কাঁচা চাউল) এবং যাবতীয় দক্ষ পদার্থ গোবিন্দপূজায় ত্যাগ করিবেক । হরিপূজনেও আমান্ন (কাঁচা চাউল) নৈবেদ্য পরিত্যাগ করিবেক” ॥ এবং “অকৃত (আতপ তগুল) ব্যবহার তিলকরচনাহুলে পূজাবিষয়ে নহে । যেহেতু অকৃত দ্বারা বিষ্ণুপূজা ও কেতকী দ্বারা শিবপূজা করিবেক না এরূপ নিষেধ আছে” শ্রীধরস্বামির এই লিখন এবং “যে বিষয়ে বেদ অথবা স্মৃতিতে স্পষ্ট বিধি অথবা স্পষ্ট নিষেধ না থাকে । সেই বিষয়ে দেশাচার ও কুলাচার দেখিয়া ধর্ম নিরূপণ করিতে হয়” । “বেদের সহিত বিরোধ হইলে যেমন স্মৃতি অগ্রাহ্য হয় সেইরূপ স্মৃতির বিরুদ্ধ হইলে লোকাচারও অগ্রাহ্য করিতে হইবেক” ॥ এই ব্রহ্মপুরাণ এবং প্রয়োগপারিজাতভূত স্মৃতিবচন ॥

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার ।

শ্রীরাজচন্দ্র চূড়ামণি ।

শ্রীনবীননারায়ণ শর্মভট্টাচার্য্য ।

শ্রীরামচন্দ্র জ্যোতিঃশিরোমণি ভট্টাচার্য্য ।

শ্রীরামধন শিরোমণি ।

শ্রীদেবনারায়ণ বাঁচস্পতি ।

ঐযধুসুন্দর হারবাণীশ।

ঐশ্বেতদাস হাররত্ন।

ঐবেচারাম সার্বভৌম।

ঐহরিপ্রসাদ দ্বিবেদশর্মা পৌৰাণিক।

ঐআনন্দচন্দ্র বিজ্ঞানরত্ন।

ঐহরিকিশোর শর্মাভট্ট।

ঐকালীকুমার বাচস্পতি।

ঐলক্ষ্যণ দেবশর্মা বৈদিক।

ঐমহেশচন্দ্র বিজ্ঞানস্বার।

এই সকলেরই বাস কাশী।

এই বিষয়ে নবান্ন প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থান ব্যতিবেকে
আমায় দ্বারা বিষ্ণুপূজা করা অবিহিত (খ)।

ঐরামকুমার চূড়ামণি।

বেদ ও স্মৃতির বিরুদ্ধ নহে এমন কুলাচার পরিত্যাগ করিতে
অনিচ্ছু যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কি শূদ্র সকলেই তগুল ভিন্ন
দ্রব্যের নৈবেদ্য বিষ্ণুকে দিবেক ইত্যাদি জ্ঞানিব সম্মত ॥ (গ)

ঐঠাকুরদাস হারপঞ্চানন।

ঐ কালীপ্রসাদ শিরোমণি।

ঐধরস্বামিরও প্রমাণবচন আছে অতএব বিষ্ণুকে তগুলনৈবেদ্য
দেওয়া কর্তব্য নহে। (ঘ)

ঐকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি।

ঐভগবতীচরণ বিজ্ঞানবাণীশ।

ঐভূর্গাচরণ হাররত্ন ভট্টাচার্য।

✓ কাশীনিবাসী মহামহোপাধ্যায়ের সুবিখ্যাত অশেষশাস্ত্রা

ধ্যাপক ভারতবর্ষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয়

অদ্বিতীয়পণ্ডিত মহাশয়দিগের

ব্যবস্থা সংখ্যা ১৪।

ঐঃ

ব্রাহ্মবাদিত্তিচতুর্ভির্কর্গৈর্কর্ণান্তরৈশ্চ তগুলরূপায়াগ্নেন নৈবেদ্যেন
বিষ্ণুপূজনং ন কর্তব্যম্। আর্জুনকান্ত্রায়াগ্নেন ফলাদিনা চ তংপূজ-
নকার্যস্বখা দ্বিজৈরহিঃস্বিন্নেন স্বয়ম্পকাগ্নেন শূদ্রেণ ব্রাহ্মণদ্বারা পকা-
গ্নেন চ বিষ্ণুপূজনকর্ত্ত্বং শক্যত ইতি বিদ্যাত্তম্ ॥

অত্র প্রমাণম্ । নাকটৈরর্চয়েদ্বিষ্ণুং কেতক্য মহেশ্বরম্ ।^১ ন দুর্করায়
যজেন্দুর্গায় তুলস্য বিনায়কমিতি শ্রীধরস্বামিধৃতজ্ঞানমালাবচনম্ ।
শালগ্রামশিলামাত্রমাকটৈরর্চয়েৎ স্মরীরিতি হেমাদ্রিধৃতস্মৃতিবচনম্ ।
বদম্বা চ হবির্ভক্ষ্যন্তকয়েচ্চ স্মরমরঃ । কৃদ্ধা দেবে তথা দেয়ং নৈবেদ্য-
ন্তদনুতমম্ । নৈবেদ্যং যোহিত্রাখ্য দত্তাশূলযুক্তক্রমাদ্বিহিঃ । ব্রহ্মহত্যা-
সমম্পাপকৃতস্তেন ন সংশয় ইতি গঙ্গাবাক্যাবলীধৃতলিঙ্গপুরাণবচনম্ ।
অকৃতানকধৃষ্মতুরৌ বিকৌ নৈবার্পয়েৎ স্মরীরিতি যন্ত্রমহোদধিবচনম্ ।
অকৃতান্ তণ্ডুলাদীন্ তিলকার্পণে ন দোষ ইতি মৌকাব্যাক্যান্কেতি
দিক্ ।

নাকটৈরর্চয়েদ্বিষ্ণুমিতি বচনেন স্মিততণ্ডুলসিদ্ধান্তমাম্রমক ভাজে-
শ্বুনে । গোবিন্দস্মার্তচর্চনে সর্কং দক্ষং কাক্য উদারবীরিতি পাদ্যবচনেন
শির্কাচারাক্ষ তণ্ডুলাকটনৈবেদ্যে বিধানাদৃতে বিষ্ণুপূজনম্ কার্যমিতি
বিমর্শো ।

রাজারামশাস্ত্রিণঃ । সম্মতিরত্রে ভট্টসখারামশর্মণঃ ।
বালশাস্ত্রিণশ্চ । সম্মতিরত্রে ভট্টানন্তরামশর্মণঃ ।
বামনচার্য্যাণাঞ্চ । সম্মতিরত্রে দক্ষকরণঙ্গধরশাস্ত্রিণঃ ।
বাপুদেবশাস্ত্রিণশ্চ । পণ্ডিতবেচনরামশর্মণঃ সম্মতিরত্রে ।
পণ্ডিতবিত্তবরামশর্মণঃ । কৃতসম্মতিকোহত্র দ্বিবেদপণ্ডিতবক্সীরামশর্মণা ।
সম্মতিরত্রে ত্রিপাঠিশীতলপ্রসাদশর্মণঃ । সম্মতিরত্রার্থে দেবকৃষ্ণশর্মণঃ ।
কৈলাসচন্দ্রশর্মণশ্চ । { এবোধর্থঃ সম্মতো বিদ্বচ্চন্দ্রশেখরশর্মণঃ । }
{ তণ্ডুলবর্জ্যনৈবেদ্যমুক্তভক্তাদিকং বহু ॥ }
শেখোপাখ্যাতিক্ষুপহুশর্মণশ্চ । কৃতসম্মতিকোহত্র রামমিশ্রশাস্ত্রী ।
সম্মতিরত্রে বাগেশ্বরশর্মণঃ । সম্মতিরত্রাধিকাদত্তশর্মণঃ ।
সম্মতিরত্রার্থে দেবকৃষ্ণশর্মণঃ । সম্মতিরত্রার্থে প্রয়াগদত্তশর্মণঃ ।
সম্মতিরত্রার্থে র্যাসহরিকৃষ্ণশর্মণঃ ।
সম্মতিরত্রে তারাকরণশর্মণঃ । দ্বারকানাথশর্মণপণ্ডিতেনার্যার্থে কৃতসম্মতিঃ ।

১৪শ ব্যবস্থার অনুবাদ ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারিবিধ কিম্বা যে কোনও জাতি হউক ততুল রূপ আমাদের নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা করিবেক না । অর্জ মুদ্রা কিম্বা ফল প্রভৃতির নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা করা কর্তব্য এবং বিজাতি মাত্রেই স্বয়ং পাককরা এবং শূদ্র ব্রাহ্মণ দ্বারা পাককরা (দুইবার সিদ্ধকরা তিন্ন) অন্নের নৈবেদ্যও দিতে পারিবেক । ইহা জ্ঞানিদিগের মত ।

এ বিষয়ে প্রমাণ । “ অক্ষত (আতপততুল) দ্বারা বিষ্ণুর কেতকী দ্বারা মহেশের পূজা করিবেক না । দুর্বা দ্বারা দুর্গা দেবীর এবং তুলসী দ্বারা গণেশ দেবের অর্চনা করিবেক না ” জীধরস্বামি-স্বতজ্ঞানমালার এই বচন “ শালগ্রামশিলামাত্রকেই অক্ষত (আতপততুল) দ্বারা পূজা করিবেক না ” ইহা হেমোজিস্বতস্মৃতি-বচন ॥ “ মনুষ্য ভোজনীর হবিঃ (হব্যভব্য) যথারূপ প্রস্তুত করিয়া স্বয়ং ভোজন করিয়া থাকে সেইরূপভাবে প্রস্তুত করিয়া ঐ সকল (হবিষ্যন্নগণপঠিত) ত্রব্যের অত্যাংকুর্ত নৈবেদ্য দিবেক । যে ব্যক্তি উক্ত রীতির বিপরীতে অকৃত্য করিয়া মূল নৈবেদ্য দেয়, তাহার ব্রহ্মহত্যা সমান পাপ হয় । তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই ” ইহা গঙ্গাবাক্যাবলীস্বত সিদ্ধ-পুরাণবচন । “ অক্ষত এবং অর্ক-ও ধূতুর পুষ্প বিষ্ণুবিষয়ে অর্পণ করিবেক না ” ইহা মন্ত্রমহোদধির বচন এবং মন্ত্রমহোদধির নৌকানামক টীকায় ব্যাখ্যা যথা “ অক্ষত অর্থাৎ ততুল প্রভৃতি উহা দ্বারা তিলকরচনায় দোষ নাই ” এই মাত্র দিগদর্শন করা গেল ॥ আর “ অক্ষত (আতপততুল) দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিবেক না ” ইহা ভূরোভূয়ঃ নিবেদ্য বচন আছে এবং “ উদারাগর বৈষ্ণব ব্যক্তি সিদ্ধততুলের অন্ন ও আম্র (কাঁচা চাউল) এবং যাবতীর দক্ষ পদার্থ গোবিন্দপূজায় ত্যাগ করিবেক ” ॥ পদ্ম-পুরাণের এই বচনে স্পষ্ট নিবেদ্য আছে । এবং ততুলনৈবেদ্য দেওয়ার বিষয়ে শিষ্টাচারও নাই স্তরাং কোনও বিধান ব্যতি-

রেকে অক্ষত তণ্ডুলের (কাঁচা আতপতণ্ডুলের) নৈবেদ্য দিয়া
বিস্মপূজা করা কর্তব্য নহে। ইহা যুক্তিসংকুল শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ॥

মহারাত্রীদেশীয় পণ্ডিতাশ্রমণ্য জীযুত সখারাম ভট্টের সম্বত।

সংস্কৃতবিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক জীযুত রাজারাম শাস্ত্রীর

ঐ ঐ ঐ জীযুত বাল শাস্ত্রীর

ঐ ঐ ঐ জীযুত বাপুদেব শাস্ত্রীর

মহারাত্রীর স্মরণসিদ্ধ প্রধান অধ্যাপক জীযুত অনন্তরাম ভট্টের

রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ের অধ্যাপক জীযুত বামনাচার্যের

মহারাত্রীর স্মরণাতি পণ্ডিত জীযুত গঙ্গাধর শাস্ত্রীর

রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ের অধ্যাপক জীযুক্ত বস্তীরাম দ্বিবেদপণ্ডিতের

রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ের অধ্যাপক জীযুত বেচনরামপণ্ডিতের

ঐ ঐ জীযুত দেবকৃষ্ণপণ্ডিতের

ঐ ঐ জীযুত নীতলপ্রসাদত্রিপাঠীপণ্ডিতের

পঞ্চগৌড়দেশীয় পণ্ডিতাশ্রমণ্য অতিপ্রাচীন জীযুত চন্দ্রশেখর পণ্ডিতের

ঐ ঐ „ বিভবরাম পণ্ডিতের

ঐ ঐ „ হরিকৃষ্ণ বাসের

ঐ ঐ „ যোগেশ্বর পণ্ডিতের

ঐ ঐ „ রামমিশ্র শাস্ত্রীর

ঐ ঐ „ অম্বিকাদত্ত পণ্ডিতের

ঐ ঐ „ দেবকৃষ্ণ শাস্ত্রীর

ঐ ঐ „ প্রমোদদত্ত পণ্ডিতের

মহারাত্রীদেশীয় প্রধান পণ্ডিত „ তিসুপন্থশেখর

• ভট্টপল্লীর পণ্ডিতবর „ তারাকরণ তর্করত্নভট্টাচার্যের

বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতবর „ কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্যের

এবং মহারাজা মানসিংহের সভাপণ্ডিত „ স্বারকানাথ পণ্ডিতের

সম্বত ॥

এতদেশীয় প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের মন্ত্রদাতা দীক্ষা
গুরু ভাটপাড়ার ঠাকুর বলিয়া প্রসিদ্ধ সদাচারপূত
অশেষশাস্ত্রদর্শী মহামান্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়-
দিগের ব্যবস্থা সংখ্যা ১৫ ।

১৭৯৬ শকের ১২ই ভাদ্রে লব্ধ ।

শ্রীরামঃ

শরণম্

ভটপল্লীনিবাসিনাং পণ্ডিতানাং ব্যবস্থাপত্রমেতৎ ।

তগুলনৈবেদ্যেন সর্ববর্ণেরপি বিষ্ণুপূজনং ন কর্তব্যমিতি সত্যমতম ॥

অত্র প্রমাণম্ । নাকটৈরর্চয়েন্নিষ্ণুং ন কেতক্যা মহেশ্বরম্ । ন
দুর্করা মজ্জেন্দুর্গাং ন তুলস্যা বিনায়কমিত্যাহিকতত্ত্বে স্মার্তভট্টাচার্য্য-
ধৃতজ্ঞানমালাবচনম্ । শ্বিন্নতগুলসিদ্ধারমায়ান্নক ত্যজৈষ্মুনে । গোবিন্দ-
স্যার্চনে সর্বং দক্ষং কাঞ্চ উদারধীরিতি পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডী-
রৈকসংপ্রতিভমাধ্যায়ীরবচনক । তথাচমাহনৈবেদ্যং বর্জ্যৈরদ্ধরিপূজনে ।
ইত্যপি পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডীরদ্বিসংপ্রতিভমাধ্যায়ীরবচনম্ ॥ অশ্মৎপূর্ব-
পূকবপারম্পর্য্যক্রমাগতাচার এবায়ম্ ।

শ্রীরামঃ শরণং বিজ্ঞারত্নোপাধিকশ্রীকৈলাসচন্দ্রদেবশর্ম্মণাম্ ।

“ “ বিজ্ঞারত্নোপাধিকশ্রীচন্দ্রনাথদেবশর্ম্মণাম্ ।

“ “ তর্করত্নোপাধিকশ্রীবাদবচন্দ্রদেবশর্ম্মণাম্ ।

“ “ চূড়ামণিশ্রীচন্দ্রনাথদেবশর্ম্মণাম্ ।

“ “ শিরোমণ্যুপাধিকশ্রীমৃত্যুঞ্জয়দেবশর্ম্মণাম্ ।

“ “ বিজ্ঞাভূষণোপাধিকশ্রীরঘুশিবেবশর্ম্মণাম্ ।

“ “ শিরোমণ্যুপাধিকশ্রীজানন্দচন্দ্রদেবশর্ম্মণাম্ ।

“ “ স্মৃতিরত্নোপাধিকশ্রীমধুসূদনদেবশর্ম্মণাম্ ।

“ “ স্থায়ভূষণোপাধিকশ্রীজয়রামদেবশর্ম্মণাম্ ।

- ” ” স্থায়রত্নোপাধিকশ্রীরাখানচন্দ্রদেবশর্মণাম্ ।
 ” ” তর্কশঙ্কাননোপাধিকশ্রীনীতারামদেবশর্মণাম্ ।
 ” ” শার্কভৌমোপাধিকশ্রীশিবচন্দ্রদেবশর্মণাম্ ।
 ” ” বিজ্ঞারত্নোপাধিকশ্রীঅভয়াচরণদেবশর্মণাম্ ।
 ” ” তর্কসিদ্ধান্তোপাধিকশ্রীদিগম্বরদেবশর্মণাম্ ।

১৫শ ব্যবস্থার অনুবাদ

ব্রাহ্মণ কল্পিত বৈষ্ণৱ শূত্র প্রভৃতি সকল বর্ণেরই তত্ত্ব নৈবেজ্য দ্বারা বিষ্ণুপূজা করা কর্তব্য নহে ইহা সদাচারিদিগের মত। এই বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ যথা আদিকতত্ত্বে স্মার্তভট্টাচার্য্যদত্তজ্ঞান-মালাবচন। “অক্ষত (আতপতগুল) দ্বারা বিষ্ণুর কেতকী দ্বারা শিবের পূজা করিবেক না। দুর্গা দ্বারা দুর্গাদেবীর এবং তুলসী দ্বারা গণেশদেবের অর্চনা করিবেক না” ইতি এবং পদ্মপুরাণীয় উত্তরখণ্ডের ৭১ অধ্যায়ের বচন যথা “উদারাম্বর বৈষ্ণব ব্যক্তি সিদ্ধতগুলের অন্ন ও আমান্ন (কাঁচা চাউল) এবং যাবতীয় দক্ষ পদার্থ গোবিন্দপূজায় পরিত্যাগ করিবেক” ইতি। আর ঐ পুরাণের ঐ খণ্ডের ৭২ অধ্যায়ের বচন যে “হরিপূজনেও আমান্ন (কাঁচা চাউল) নৈবেজ্য বর্জন করিবেক” ইতি ॥ আমা-দিগের পূর্ব পুরুষ পরম্পরার সদাচারও এই।

শ্রীযুক্তকৈলাসচন্দ্রবিজ্ঞারত্নভট্টাচার্য্য	শ্রীযুক্তরাখালচন্দ্রজ্যোতিরত্নভট্টাচার্য্য
„ চন্দ্রনাথবিজ্ঞারত্নভট্টাচার্য্য	„ সীতারামতর্কপঞ্চাননভট্টাচার্য্য
„ যাদবচন্দ্রতর্করত্নভট্টাচার্য্য	„ শিবচন্দ্রস্বর্কভৌমভট্টাচার্য্য
„ চন্দ্রনাথচূড়ামণিভট্টাচার্য্য	„ অভয়াচরণবিজ্ঞারত্নভট্টাচার্য্য
„ হৃত্যঙ্কয়শিরোমণিভট্টাচার্য্য	„ দিগম্বরতর্কসিদ্ধান্তভট্টাচার্য্য
„ রঘুমণিবিজ্ঞাভূষণভট্টাচার্য্য	„ মধুসূদনস্মৃতিরত্নভট্টাচার্য্য
„ আনন্দচন্দ্রশিরোমণিভট্টাচার্য্য	„ জয়রামজ্যোত্বম্ভট্টাচার্য্য

কলিকাতার দক্ষিণ যজ্ঞলপুর, বারুইপুর, লাক্কলবেড়, হরি-
নাভি প্রভৃতি গ্রামের সুবিখ্যাতনামা মহামহোপাধ্যায়
পণ্ডিত মহাশয়দিগের ব্যবস্থা সংখ্যা ১৬।

১৭৯৬ শকের আশ্বিন মাসে প্রাপ্ত।

শ্রীহরির্জয়তি

গৃহীতবিষ্ণুমন্ত্ৰৈত্রাক্ষাদিভিঃ সৰ্বৈরেব বর্ণৈঃ কুলাচারানুরোধে-
নাপি বিশেষতরত্র বিষ্ণুপূজায়াং ততুলরূপামান্ননৈবেদ্যার্ণগং কদা-
চিদপি ন কর্তব্যমিতি সত্যতম্।

অত্র প্রমাণং তিথিতত্ত্বতত্ত্বজ্ঞানমালাবচনং নাক্টৈতরচ্চয়েদ্বিষ্ণু-
মিত্যাদি। পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডীয়বচনং। স্থিতততুলসিদ্ধামমামান্নঞ্চ
ত্যজ্যমুনে। গোবিন্দসার্বচনে সৰ্বং দক্ষং কার্য উদারধীঃ॥ তথা-
চামান্ননৈবেদ্যং ন দত্তাকুরিপূজনে। আমান্নং হরয়ে দত্তা পকান্নং
খাদয়েদখদি। বর্ষবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥ অকৃতান্তিল-
কালঙ্কারে ন তু পূজায়াং নাক্টৈতরচ্চয়েদ্বিষ্ণুমিতি নিষেধাদিতি ভাগ-
বতীরেকাদশস্কন্ধীয়তৃতীয়াধ্যায়দ্বিপঞ্চাশচ্ছ্লোকটীকায়াং শ্রীধরস্বামি-
চরণৈর্ব্যাখ্যাতঞ্চ।

স্মারালঙ্কারোপাধিকশ্রীরামনারায়ণশর্মণাম্।

শ্রীরামো জয়তি। শ্রীরামসেবকশর্মণাম্।

বিষ্ণুসাংগরোপাধিকশ্রীশিবচন্দ্রশর্মণাম্।

ওঁ নমঃ। শ্রীসীতানাথদেবশর্মণাম্।

শ্রীবনমালিশর্মণাম্।

তর্কালঙ্কারোপাধিকশ্রীজয়চন্দ্রশর্মণাম্।

শ্রীশুকর্জয়তি শ্রীধুদিরামশর্মণাম্।

শ্রীরামকমলশর্মণাম্।

শ্রীরামো জয়তি। শ্রীগোবর্দ্ধনশর্মণাম্।

শ্রীদেবচন্দ্রশর্মাণাম্ ।

শ্রীপার্বতীচরণশর্মাণাম্ ।

শ্রীরাধাকান্তশর্মাণাম্ ।

শ্রীহরিঃ শরণম্ । শ্রীমদ্রোপাধিক শ্রীকালীদাসশর্মাণাম্ ।

১৬শ ব্যবস্থার অনুবাদ ।

বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল বর্ণই, নবান্ন প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থলে যে বিশেষ বিশেষ বিধি আছে তদ্ব্যতিরিক্ত-স্থলে বিষ্ণুপূজার আমার নৈবেদ্য অর্পণ কদাচিৎ করিবেক না । আমার নৈবেদ্য দেওয়া কাহারও কুলাচার হইলে ঐরূপ কুলা-চারেরও অনুরোধ রাখিবেক না, ইহা সদাচারিদিগের মত ।

এই বিষয়ে প্রমাণ যথা “অক্ষত (আতপতগুল) দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিবেক না” ইত্যাদি তিথিতত্ত্বজ্ঞানমালার বচন । এবং পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের বচন এই যে “উদারশর বৈষ্ণব ব্যক্তি সিদ্ধতগুলের অন্ন ও আমান্ন (কাঁচা চাউল) এবং যাবতীর দক্ষ পদার্থ গোবিন্দপূজায় ত্যাগ করিবেক । হরি-পূজনেও আমান্ন নৈবেদ্য বর্জন করিবেক ॥ হরিকে আমান্ন (কাঁচা চাউল) দিয়া পাককরা অন্ন নিজে ভোজন করিলে বিষ্ঠাতে বক্তি সহস্র বৎসর ক্রমরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়” ॥ ইতি ॥ এবং “অক্ষত” (আতপতগুল ব্যবহার তিলকরচনা স্থলে পূজা-বিষয়ে নহে । যেহেতু “অক্ষত (আতপতগুল দ্বারা) বিষ্ণুর পূজা করিবেক না ঐরূপ নিষেধ আছে” ঐভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধের তৃতীয়াধ্যায়ের ৫২ শ্লোকের টীকায় ঐধরশ্বামিপাদেয় ব্যাখ্যাও ইহাতে প্রমাণ ॥

ঐযুত বনমালী বিদ্যালগার সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক সাং মজীলপুর ।

ঐযুত পার্বতীচরণ বিদ্যাবাচস্পতি সুপ্রসিদ্ধশ্রী সাং মজীলপুর ।

ঐযুত সীতানাথ বিদ্যাবূষণ শ্রী আর্ন্ত এবং সভাবাদ্যের রাজগুরুদিগের মধ্যে একগণকার সর্বপ্রাচীন এবং শাস্ত্রব্যবসায়ী । সাং মজীলপুর ।

শ্রীযুত রামসেবক তর্কালঙ্কার প্রধান স্মার্ত । মজলীপুরের দত্তবাবুদিগের
সভাপতিত্ব ।

শ্রীযুত খুদিরাম বিদ্যালঙ্কার সাং মজলীপুর হাতিবাগানে চতুষ্পাঠী ।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র জায়রত্ন প্রসিদ্ধস্মার্ত এবং ইটালির ৮ দেবনারায়ণ দেব গুরু ।

শ্রীযুত গোবর্দ্ধন তর্কবাগীশ প্রসিদ্ধস্মার্ত ভবানীপুরে চতুষ্পাঠী ।

শ্রীযুত রামকমল শিরোমণি বাকইপুরে রারচৌধুরিদিগের সভাপতিত্ব ।

শ্রীযুত রাধাকান্ত তর্কবাগীশ পৌরাণিক । সাং লাদলবেড় ।

শ্রীযুত কালীদাস জায়রত্ন প্রধানস্মার্ত সাং ঐ এবং গোবিন্দপুরের
বিশ্বাসবাবুদিগের পুরোহিত ।

শ্রীযুত শিবচন্দ্র বিদ্যাসাগর । স্মার্ত, হরিনাভির ঘোষবাবুদিগের
পুরোহিত ।

শ্রীযুত রামনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার প্রাচীনস্মার্ত সাং হরিনাভি ।

শ্রীযুত জরচন্দ্র তর্কালঙ্কার স্মার্ত ভবানীপুরে চতুষ্পাঠী নিবাস রাজপুর ।

শান্তিপুরনিবাসী ৮ শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুবংশীয় প্রধান
প্রধান গোস্বামি মহাশয়দিগের স্বাক্ষরিত ব্যবস্থা
সংখ্যা ১৭ ।

যাহা সুবিখ্যাতনামা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মদনগোপাল
গোস্বামি মহাশয় দ্বারা ১৭৯৬ শকের ৯ই কার্তিক লঙ্ক ।

শ্রীকৃষ্ণঃ

শরণম্

আমতগুলনৈবেদ্যদ্বারা ভগবদর্চনা ন কৰ্তব্য নাকটৈরর্চয়েদ্বিযুৎ
ন কেতক্যা মহেশ্বরমিতি ভাবার্থদীপিকাধৃতবচনেন সুস্পষ্টাক্তদান-
নিবেদ্যং প্রাচীনসমাক্তিষু সম্বতেরদৃষ্টত্বাচ্চ । যানি চামামতগুল-
প্রদানপরাণি বচনান্যাবুনিকস্মার্তস্বত্বৈঃ প্রদর্শ্যন্তে তানি নৈমিত্তিক-

দানবিষয়কাণি । তথাহি সৰ্বেষামেব নবান্নান্দীমুখশ্রাদ্ধাদিস্থ পাক-
নিষেধাৎ । বিষ্ণোৰ্নিবেদিতাত্নেন যচ্চব্যাং দেবতান্তরং । পিতৃভ্যশ্চাপি
তদেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে । ইতি ভাবার্থদীপিকাৱরিতক্তিবিলাস-
ধৃতবচনেন বিশেষতো গৃহস্থবৈষ্ণবানাং ভগবন্নিবেদিতদ্বারা শ্রাদ্ধাত্ম-
দেবার্চনাদীনাং বিহিতত্বাচ্চ তদঙ্গামতগুলনৈবেদ্যপাৰ্ণে ন কোহপি
দোষগন্ধঃ । অপিচ সৰ্ব্বত্ৰৈবামতগুলদাননিষেধকবচনেষ্চৰ্চনাদিপদ-
বিভ্রমানত্বাহুপচারাঙ্গকাষতগুলনৈবেদ্যাদিকদামেব নিষিধ্যতে ন তু
যাদৃচ্ছিকং অত্থথা “অক্ষতান্তিলকালঙ্কারে ন তু পূজারামিত্যপি স্বামি-
পাদলিখনমসঙ্গতং স্খ্যাৎ । অতএব নবান্নাশনাদৌ ক্ষীরমারাত্ম্যপাদেয়-
দ্রব্যসংযুক্তামতগুলদানপ্রথা গোড়োৎকলমধ্যদেশাদিস্থ স্ত্বপ্রসিদ্ধং
বিরাজতে । অন্যানি আমতগুলনিষেধকবচনান্যাকরগ্রন্থতোহিবগম্যব্যানি
বিস্তরতিয়া নোদ্ধতানি । কিমধিকং সৰ্ব্বসমাদৃতসদাচারপরায়ণ-
নবদ্বীপশান্তিপুৰাষিকাদিনগরীষু কুজাপ্যামতগুলদানপ্রথা নাস্তিতমাং
গোস্বামিসম্প্রদায়ানাং বার্তা তাবদাস্তাং সাক্ষাদ্ৰঘুনন্দনসম্প্রদায়ে-
ষপি ন কেনচিদামতগুলনৈবেদ্যং শ্রীবিষ্ণবে প্রদীয়তে । ইত্যলমতি-
বিস্তরেণ ইতি শ্রীহরিতক্তিবিলাসাদিস্মৃতিবিদাং বিদাম্যতম্ ।

শ্রীমন্তগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবমতানুধারিণাং কলিযুগপাবন্যাবতার-

শ্রীমদ্বৈভবংশসঙ্কতানাম্ ।

শ্রীআনন্দকিশোরশৰ্ম্মণাম্ । শ্রীজয়গোপালশৰ্ম্মগোস্বামিনাম্ ।
গোস্বামিশ্রীকৃষ্ণময়শৰ্ম্মণাম্ । শ্রীরামকানাইগোস্বামিনাম্ ।
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রশৰ্ম্মগোস্বামিনাম্ । শ্রীরামগোপালগোস্বামিনাম্ ।
শ্রীকৃষ্ণগোপালশৰ্ম্মগোস্বামিনাম্ । শ্রীমধুহৃদনশৰ্ম্মগোস্বামিনাম্ ।

শ্রীমদ্বদনগোপালপাদপদ্মানুজীবিনাং

শ্রীমদ্বদনগোপালশৰ্ম্মগোস্বামিনাম্যতম্ ॥

সম্মতিরক্ত সৰ্বেষামেব শান্তিপুৰুষগোস্বামিনাম্ ॥

১৭ শ ব্যবহার অনুবাদ ॥

“অকৃত দ্বারা বিষ্ণুর এবং কেতকী দ্বারা মহেশ্বরের পূজা করিবেক না” ভাবার্থদীপিকাধৃত এই বচনে অকৃত (আতপতগুল) দেওয়ার সুম্পর্কে নিষেধ থাকায় এবং প্রাচীন সংগ্রহে তদ্বিষয়ে সম্মতিও দৃষ্ট না হওয়ার আমতগুল নৈবেদ্য দ্বারা ভগবানের অর্চনা কর্তব্য নহে। আপনাকে স্মার্ত বলিয়া পরিচয় দেন এমন আধুনিকেরা আমাতগুল প্রদান বিষয়ে যে সকল বচন প্রদর্শন করেন সে সমুদয়ই নৈমিত্তিক দান বিষয়ক। দেখ সকলের পক্ষেই নবান্ন নান্দীমুখ আন্ধ প্রভৃতিতে পাকের নিষেধ থাকা বিধান এবং “বিষ্ণুকে নিবেদিত অন্ন দ্বারা অন্ন দেবতার পূজা করিবেক ও পিতৃলোককেও সেই অন্ন দিবেক” ভাবার্থদীপিকা ও হরিভক্তিবিলাসধৃত বচনে বিশেষতঃ গৃহস্থ, বৈষ্ণবদিগের পক্ষে আন্ধ বিষয়ে অন্ন দেবতার পূজা আদিতে ভগবান্নিবেদিত দ্রব্যই দিবেক এই বিধান থাকায় ঐ ঐ আন্ধাদ আমতগুল নৈবেদ্য অর্পণে দোষের কোনও গন্ধ রহিল না। আর সর্বত্রই আমতগুল দানের সকল নিষেধবচনে অর্চনা প্রভৃতি পদ প্রয়োগ থাকায় পূজার উপচার নৈবেদ্য প্রভৃতিতেই আমাত দান নিষেধ বুঝাইবেক যাদৃচ্ছিকদানের নিষেধ নহে অথবা “আতপ-তগুল ব্যবহার তিলকরচনাস্থলে পূজাবিষয়ে নহে” আমিপাদের এই লিখনও অসঙ্গত হইয়া পড়ে। অতএব নবান্ন ভোজন প্রভৃতি স্থলে ক্ষীর সার প্রভৃতি উপাদেয় দ্রব্যসংযুক্ত আম-তগুলদানের প্রথা গোড় উৎকল ও মধ্যদেশ প্রভৃতিতে সুপ্রসিদ্ধরূপে বিরাজমান আছে। এতস্তিন্ন যে সকল আম-তগুলদাননিষেধক বচন আছে তাহা সেই সেই মূল গ্রন্থ হইতে অবগত হইবে। বাহুল্যভয়ে উহা উদ্ধৃত করা গেল না ॥ অধিক কি? সর্বসমাদৃত সদাচারের পরম আদর্শস্থান নবদ্বীপ শান্তিপুর ও অরিকা প্রভৃতি নগরে কোথাও আমতগুলদানের

প্রথা একবারেই নাই। গোস্বামিসম্প্রদায়ের কথা দূরে থাকুক
সাক্ষাৎ রঘুনন্দনসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহই বিষ্ণুকে তণ্ডুল নৈবেদ্য
প্রদান করেন না। আর বাহুল্য করা বার্থ ॥ ইহা ত্রিহরিভক্তি-
বিলাস প্রভৃতি স্মৃতিবেত্তা বিদ্বান্দিগের মত। ত্রিমংকরচৈতন্য-
দেবের মতানুযায়ি এবং কলিযুগপাবনাবতার ত্রিমদদ্বৈতবংশোদ্ভব
ত্রিযুত আনন্দকিশোর গোস্বামির ত্রিযুত জয়গোপাল গোস্বামির
,, কৃষ্ণময় গোস্বামির ,, রামকানাই গোস্বামির
,, অদ্বৈতচন্দ্র গোস্বামির ,, রামগোপাল গোস্বামির
,, কৃষ্ণগোপাল গোস্বামির ,, মধুসূদন গোস্বামির
এবং ত্রিমদনগোপালদেবের পাদপদ্মানুজীবী ত্রিযুত মদনগোপাল
গোস্বামির সম্মত। ইহাতে শান্তিপুত্রস্ব নমুদয় গোস্বামির মত।

৮ বিনোদীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র নানা-
লাভদর্শী ধর্মপরায়ণ সন্যাসাশীল পণ্ডিত ত্রিযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র—সংখ্যা ১৮।

ত্রিহরিঃ

ত্রিচরণকমনেষু

আপনকার পত্র পাইয়া বিস্তারিত অবগত হইলাম আমতণ্ডুল
নৈবেদ্য বিষয়ে ব্যবস্থা তাহা পাঠাইয়াছিলেন তাহা দৃষ্ট করিয়া
সন্তোষ হইলাম। আমরাদিগের নিজে কি শিষ্যসাধারণে আম-
তণ্ডুল নৈবেদ্য দেওয়া রীতি নাই কেবল আমত্ৰাহের অগ্রভাগ
এবং নবাবের দিবস দেয়া হয় অতএব আপনি যে ব্যবস্থা
পাঠাইয়াছেন তাহা আমার অভিপ্রেত কিন্তু এ বিষয়ের প্রতিকূল
যে করেকটি বচন পাঠাই তাহা দৃষ্ট করিয়া বিবেচনা করিবেন
এখানকার আর আর সমস্ত কুশল আগতে আপনকারদিগের

শারীরিক স্বচ্ছন্দ সহাদ লিখিবেন। ইহা ত্রীতীচরণে নিবেদন
ইতি সন১২৮১। ১৩ আব্দ।

প্রণাম পত্র ত্রীপ্রাণকৃষ্ণ দেবশর্মাণ্য

ব্যবস্থাসংখ্যা ১৯।

ত্রীত্রীহরিজয়তি

কুলাচারানুরোধেনাপি গৃহীতবিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষাকেনামান্ননৈবেদ্যেন
বিষ্ণুপূজা ন কৰ্ত্তব্যোতি সতাং যতম্ ॥

অত্র প্রমাণানি পদ্মপুরাণীয়োত্তরখণ্ডবামনপুরাণস্কন্দপুরাণ-
জ্ঞানমাল্যবচনানি। যথা

শ্বিততগুলসিদ্ধান্তমামান্নক ত্যজেশ্বনে।

গোবিন্দস্যাচর্চনে সর্বং দক্ষং কাঞ্চ উদারধীঃ ॥

সুগন্ধিকুম্ভমৈষূপদীপৈর্নানোপহারকৈঃ।

তগুলেভরনৈবেদ্যৈর্বিষ্ণুং বামনকং যজেৎ ॥

তগুলেন বিনা দেবি নৈবেদ্যেন সমচর্চয়েৎ।

সুগন্ধিপুষ্পমাল্যেন দেবদেবং জনাৰ্দ্ধনম্ ॥

নাক্ষত্ৰচর্চয়েদ্বিষ্ণুং ন তুলস্যা বিনায়কম্।

ন দুর্বরা যজেদ্গুর্গাং নোদ্যত্ৰৈর্দৈবাকরম্ ॥

ত্রীহরিঃ

বিদ্যাবাচস্পত্যপাধিক-

ত্রীহরসুন্দরশর্মাণ্য

হস্ত্যুদ্যাননিবাসিনাম্

ত্রীশুকঃ

শিরোমণ্যপাধিক-

ত্রীরামভারলশর্মাণ্য

ইটালীমঠানাম্

ত্রীরামঃ শরণম্

ত্রীরামগোপালদেবশর্মাণ্য

ষাঁপডদহনিবাসিনাম্

ত্রীত্রীরামঃ শরণম্

বিজ্ঞানত্নোপাধিকত্রীহরচন্দ্রশর্মাণ্য

তন্ত্রসালনিবাসিনাম্

শিরোমণ্যপাধিকত্রীপার্বতীচরণ-

দেবশর্মাণ্য জগদ্ধলনিবাসিনাম্

শ্রীরামঃ শরণম্
 তর্করত্নোপাধিকশ্রীসীতানাথদেব-
 বিদ্যাবাগীশভট্টাচার্যোপাধিক-
 শর্মণাম্ রাজপুরনিবাসিনাম্ ।
 শ্রীবিশ্বস্তরশর্মণাম্
 শ্রীরামঃ শরণম্
 ইটালীনিবাসিনাম্
 চূড়ামণ্যুপাধিকশ্রীরামতারণশর্মণাম্
 শ্রীরামঃ শরণম্
 কলুটোলানিবাসিনাম্
 সার্কভোমোপাধিকশ্রীকালীনাথদেবশর্মণাম্ বহুবিপণিমঠানাম্

১৯শ ব্যবস্থার অনুবাদ ।

কুলাচারের অনুরোধেও বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তির আমান্ন নৈবেদ্য দ্বারা বিষ্ণুপূজা করা কর্তব্য নহে ইহা সাধুদিগের মত । এ বিষয়ে পদ্মপুরাণীয় উত্তরখণ্ডের বামনপুরাণের স্কন্দপুরাণের এবং জ্ঞানমালাতন্ত্রের এই বচন সকলই প্রমাণ । যথা,

“উদয়াশয় বৈষ্ণব ব্যক্তি শিব তণ্ডুলের অন্ন ও আমান্ন (কাঁচা চাউল) এবং বাবতীর দক্ষপদার্থ গোবিন্দপূজায় ত্যাগ করিবেক ॥”

“সুগন্ধি পুষ্প, ধূপ, দীপ এবং তণ্ডুলব্যতিরিক্ত দ্রব্যের নৈবেদ্য নানা উপকরণ যুক্ত করিয়া বামনাবতারী বিষ্ণুর পূজা করিবেক ॥”

“তণ্ডুল ভিন্ন দ্রব্যের নৈবেদ্য এবং সুগন্ধি পুষ্প মালা দ্বারা দেব-দেব জনার্দনের সম্যক্ অর্চনা করিবেক ॥”

“অক্ষত (আতপতণ্ডুল) দ্বারা বিষ্ণুর এবং তুলসী দ্বারা গণেশের অর্চনা করিবেক না দুর্বা দ্বারা ভূগীর এবং অর্কপুষ্প দ্বারা সূর্যের পূজা করিবেক না ॥”

শ্রীযুত হরসুন্দর বিজ্ঞাবাচস্পতি

শ্রীযুত রামগোপাল ভট্টাচার্য

নৈয়ায়িক এবং স্মার্ত সাং হাতির বাগান ।

সাং ঝাঁপড়দহ ।

শ্রীযুক্ত রামতারণ শিরোমণি

শ্রীযুত হরচন্দ্র বিজ্ঞারত্ন । সাং

স্মার্ত এবং পৌরাণিক ইনি ইটালীর

ককনগরের নিকট তত্ত্বমাল ।

দে বাবুদিগের সভাপণ্ডিত সাং

শ্রীযুত পার্শ্বভীচরণ শিরোমণি

বোলসিদ্ধি পং মুড়োগাছা ।

স্মার্ত সাং জগদল ।

শ্রীযুত বিশ্বস্তর বিজ্ঞাবাগীশ ভট্টাচার্য

ইহার বহুবাজারে চতুষ্পাঠী ।

স্মার্ত এবং শুঁড়ার মিত্র বাবুদিগের
সভাপতিত ইটালীতে ইহার চতুষ্পাণী।
শ্রীযুত কালীনাথ সার্কভৌম স্মার্ত
৫রামতনু তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র।
সাং বহুবাজার।

শ্রীযুত সীতানাথ তর্করত্ন
স্মার্ত সাং রাজপুর।
শ্রীযুত রামতারণ চূড়ামণি
স্মার্ত কলুটোলার চতুষ্পাণী।

শুঁড়ার ৮মহারাজ পীতাম্বর মিত্র বাহাদুরের পৌত্র অশেষ
শাস্ত্রদর্শী বিবিধবিদ্যাবিনোদী শাস্ত্রমর্মজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু
রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের পত্র—সংখ্যা ২০।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণং।

সপ্রণামনিবেদনমেতৎ

আপনকার প্রেরিত পুস্তক পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করি-
রাছি আপনি বাহ্য ব্যবস্থা লিখিয়াছেন উহা যথাসাধ্য হইয়াছে
আমাদের বাটীতে ৮ বলদেবজী ও ৮ গোপালজীর পূজাতে
আমার নৈবেদ্য দেওয়া-রীতি নাই আমি ইতঃপূর্বে পীড়িত হইয়া
ছিলাম অতাপি সম্পূর্ণ শ্রুত হইতে পারি নাই এজন্য এ বিষয়ে
আমি অধিক কিছু লিখিতে পারিলাম না ইতি তাং ২৬ আশ্বিন

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র

ইতঃপূর্বে ১৭৩৩ শকে ২১ আষাঢ় দেবনাগর অক্ষরে যে এই বিষয়ক
ব্যবস্থানকল প্রকাশ হইয়াছিল তাহাতে ১৪শ, ১৫শ, ১৬শ ও ১৭শ ও ১৯শ
ব্যবস্থাপত্র এবং ১৮শ ও ২০শ পত্র প্রকাশ করা হয় নাই যেহেতু এই
পাঁচখানি ব্যবস্থাপত্র এবং এই দুইখানি পত্র এই পুস্তক প্রকাশের পরে পাওয়া
গিয়াছে।

উপসংহার

বিষ্ণুপূজার আম তণ্ডুল নৈবেদ্য ব্যবহার যত্নসহ প্ররক্ত, কোন ধর্মশাস্ত্র সম্মত নহে। উহা ধর্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ হওয়াতে ধার্মিক ব্যক্তি মাত্রেই অবলম্বনীয় নহে। ত্রিধাম নবদ্বীপ ত্রিধাম বৃন্দাবন ৮ বারাণসী ৮ শান্তি-পুর ৮ অম্বিকা বিষ্ণুপুর মৌরভঞ্জ ভট্টপালী প্রভৃতি প্রধান প্রধান সকল সমাজেই বিষ্ণুপূজার আম তণ্ডুল নৈবেদ্যের আচার ব্যবহার নাই। সুতরাং বিষ্ণুপূজার আম তণ্ডুল নৈবেদ্য দেওয়ার সন্যাসের মধ্যে গণ্য না হইয়া অধর্ম ও অনাচার মধ্যেই গণ্য হইল। কিন্তু তথাপি এরূপ কতকগুলি লোক আছেন যে আম তণ্ডুল নৈবেদ্যের দোষকীর্তন বা নিবারণ কথা উপস্থাপন করিলে তাঁহারা ঋজাহন্ত হইয়া উঠেন। তাঁহাদিগের এরূপ সংস্কার হইরাছে কিম্বা প্রয়োজনবশতঃ করিয়া রাখিয়াছেন যে আম তণ্ডুল নৈবেদ্য কাণ্ড শাস্ত্রানুমত ও ধর্মানুগত ব্যাপার। যাহারা নৈবেদ্যে আম তণ্ডুল দেওয়ার বিষয়ে বিরাগ বা বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন তাঁহাদের মতে তাদৃশ ব্যক্তি শাস্ত্রদ্রোহী নরাধম পাবণ বলিয়া পরিগণিত। জীবিকার হানি, লভ্যের কিরদংশব্যাঘাত এবং অনেক বিষয়ে অনেক প্রকারে অশু-বিধা বশতঃ তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন আম তণ্ডুল নৈবেদ্য-দানপ্রথা নিবারণিত হইলে শাস্ত্রের অবমাননা ও ধর্মলোপ ঘটবেক। এই অকিঞ্চিৎকর অনর্থকর উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহারা শাস্ত্র, ধর্ম ও আচারের দোহাই দিয়া বিবাদ ও বাদানুবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু এবিষয়ে শাস্ত্রেই কত দূর পর্যন্ত বিধান কি নিষেধ আছে এবং এদেশে কতকগুলি আর্থবর্ষন শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খল যাদৃচ্ছিক ব্যবহার দ্বারা বা কত দূর পর্যন্ত অনর্থ ও বিগর্হিত আচরণ ঘটিয়া উঠিয়াছে তাঁহা সর্বিশেষ অবগত নছেন। এদেশে সকল ধর্মই শাস্ত্রমূলক শাস্ত্রে যে বিষয়ের বিধি আছে তাহাই ধর্মানুগত বলিয়া পরিগৃহীত। আর শাস্ত্রে

যাহা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাই ধর্মবহির্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমতগুলনৈবেদ্যদানবিষয়ে শাস্ত্রকারদিগের যে সমস্ত বিধি অথবা নিষেধ আছে তাহা পরীক্ষিত হইলেই আমতগুলনৈবেদ্যদানকাণ্ড শাস্ত্রানুসৃত ও ধর্ম্যানুগত ব্যাপার কি না এবং আমতগুলনৈবেদ্যদানপ্রথা নিবারিত হইলে শাস্ত্রের অবমাননা ও ধর্মলোপের শঙ্কা আছে কি না অবদারিত হইতে পারিবেক এই স্থির করিয়া যে সকল শাস্ত্র প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শিত হইল তাহাতে আমতগুলনৈবেদ্য দেওরা অত্যন্ত নিষিদ্ধ এমন কি আমতগুলনৈবেদ্য দিলে বিশেষ বিশেষ পাপে লিপ্ত হইতে হয় শাস্ত্রে এরূপ ভূরি ভূরি প্রত্যবার প্রদর্শিত হইয়াছে এবং এতদ্ব্যতীত আচারপুত ধর্মপরায়ণ প্রায় সকল মহাশয়ের যেরূপ আচারও প্রদর্শিত হইল তাহাতে যদৃচ্ছাপ্ররত্ত আমতগুলনৈবেদ্যদানকাণ্ড যদৃচ্ছাপ্ররত্ত ব্যবহারমূলক মাত্র। এই অতি জঘন্য অনার্থ স্বার্থনিবন্ধন ব্যাপার শাস্ত্রানুসৃত বা ধর্ম্যানুগত বা সদাচারসমর্থিত ব্যাপার নহে, ইহা নিবারিত হইলে শাস্ত্রের অবমাননা বা ধর্মলোপ অথবা সদাচারবাদের অনুমাত্র সম্ভাবনা নাই, বরঞ্চ আমতগুলনৈবেদ্যদানপ্রথা নিবারিত হইলে শাস্ত্রের সম্মান করা হয় ধর্মের রক্ষা হয় এবং সদাচারের অনুসরণ করা হয়। এমন স্থলে কোন্ ব্যক্তি ধার্মিক বলিয়া জনসমাজে পরিচয় দিতে গিয়া বিষ্ণুপূজার আমতগুলনের নৈবেদ্য দিয়া সজ্জন সমাজে অধার্মিক ও অনাচারী বলিয়া পরিগণিত ও হুণাম্পদ হইতে সাহসী হইবেন। ধার্মিক বলিয়া পরিচয় দিতে হইলেও আর্জ মুকাদির নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা করার সদাচার অবলম্বন করিয়া আচরণ করা উচিত। অসৎ ও অধর্ম আচরণকে কৌলিক বলিয়া বোধ হয় কেহই অবিহত রাধিব্যার চেষ্টা করিতে ব্যগ্রতা বা সাহস প্রকাশ করিবেন না।

একগে বিষ্ণুপূজার আমতগুলনৈবেদ্যদানরূপ অসৎ ও অধর্ম আচার পরিভ্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা পাককরা অন্নের কিম্বা কলাদি উপকরণের সহিত আর্জ মুকদের নৈবেদ্য দিয়া পূজাকরা ধর্মশাস্ত্রীয় বিধি ও সদাচার বাহা আছে তাহাই অবলম্বন করা উচিত। দণ্ড, অহংকার,

স্বার্থপরতা, মাৎস্য ও অসারল্য এবং কুটর্ধর্মিতা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতাদিগের নির্ণীত প্রণালী ও পদ্ধতি অনুসারে নানাবিধ ফল প্রভৃতি উপকরণের সহিত আর্জ মন্দির নৈবেদ্য কিস্তি ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতির নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা করা সর্বতোভাবে বিধেয়।

“আমার নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা হইতে পারে কি না” এতদ্বিষয়ক বিচারের ১ম পুস্তক প্রকাশিত হইলে যখন এই বিষয়ের বিশেষ বাদানুবাদ ও আলোচন হইয়া একটা ছল স্কুল ব্যাপার হইতে লাগিল তখন হোগলকুড়নিবাসী ধর্মপরায়ণ শ্রীমান্ গোবিন্দচন্দ্র ভট্ট আমার অনুমতি ও সাহায্য লইয়া নিজব্যয়ে শ্রী ৩ রুন্দাবনধামের শ্রী ৩ কানীধামের শ্রী ৩ নবদ্বীপধামের এবং অস্তান্ত স্থানের ধর্মশাস্ত্রব্যবসারী সদাচারী ধার্মিক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের নিকট হইতে ঐ সকল ব্যবস্থা আনাইরা দেন তাহাতে নিম্ন লিখিত—

শ্রীরুন্দাবনধামস্থ

শ্রীযুত গোপীলাল দেবশর্মা গোস্বামী } ৩ রাধারমণ ঠাউ
শ্রীযুত সখালাল দেবশর্মা গোস্বামী } দেবালয়ের সেবাধিকারী।

শ্রীমদ্বৈতবংশোদ্ভূত শ্রীযুত গোবিন্দনাথ শর্মা গোস্বামী।

শ্রীযুত কেশবলাল দেবশর্মা গোস্বামী ৩ রাধাদামোদর দেবালয়ের
সেবাধিকারী।

শ্রীযুত বেহারিলাল ভট্টাচার্য্য আমূলীতলা।

শ্রীযুত গৌরচন্দ্রদাস দেবশর্মা শিরোমণি ৩ রাধাবাগের নিকট।

শ্রীযুত নীলমণি শর্মা গোস্বামী ৩ গোপীনাথের বাজার।

শ্রীযুত জগদানন্দ দাস পণ্ডিত

শ্রীযুত হরিদাস পণ্ডিত

শ্রীযুত বৈষ্ণবচরণ দাস পণ্ডিত

} ৩ রাধাকুণ্ড।

প্রভৃতি রাধাকুণ্ডবাসী অনেক বৈষ্ণব পণ্ডিতের স্বাক্ষর আছে।

ক্ৰীডামনবদ্বীপসমাজস্থ সদাচারশীল ধৰ্মপাঠ্য
ধৰ্মশাস্ত্ৰব্যবসায়ী মহামহোপাধ্যায়

ক্ৰীযুত ব্ৰজনাথ বিজ্ঞানতত্ত্ব ভট্টাচাৰ্য্য ক্ৰীযুত হৰিনাথ তৰ্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচাৰ্য্য
ক্ৰীযুত ক্ৰীনাথ শিৰোমণি ভট্টাচাৰ্য্য ক্ৰীযুত প্ৰসন্নকুমাৰ বিজ্ঞানতত্ত্ব ভট্টাচাৰ্য্য
ক্ৰীযুত প্ৰসন্নচন্দ্ৰ তৰ্করত্ন ভট্টাচাৰ্য্য ক্ৰীযুত হৰ্যাকান্ত বিজ্ঞানকাৰ ভট্টাচাৰ্য্য
ক্ৰীযুত যত্ননাথ সার্কৰ্ভৌম ভট্টাচাৰ্য্য ক্ৰীযুত রাজকৃষ্ণ তৰ্কপঞ্চানন ভট্টাচাৰ্য্য
ক্ৰীযুত কৃষ্ণকান্ত শিৰোমণি ভট্টাচাৰ্য্য ক্ৰীযুত ক্ৰীকানীনাথ শাস্ত্ৰী দক্ষিণদেশীয়
ক্ৰীযুত লালমোহনবিজ্ঞানবাসীশতভট্টাচাৰ্য্য ক্ৰীযুত লক্ষ্মীকান্তজ্ঞানভূষণভট্টাচাৰ্য্য
ক্ৰীযুত শিবনারায়ণ শিৰোমণি ভট্টাচাৰ্য্য ক্ৰীযুত বিষ্ণুচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য
ক্ৰীযুত ক্ষেত্ৰনাথ বিজ্ঞানভূষণ ভট্টাচাৰ্য্য ক্ৰীযুত ত্ৰৈলোক্যনাথ ভট্টাচাৰ্য্য
ক্ৰীযুত অজিতনাথ জ্ঞানরত্ন ভট্টাচাৰ্য্য প্ৰভৃতি মহাশয়গণ ।

✓ বারাণসীক্ষেত্ৰস্থ বঙ্গদেশীয়

ক্ৰীযুত তাৰাচরণ তৰ্করত্ন ভট্টাচাৰ্য্য ক্ৰীযুত কৈলাসচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য
ক্ৰীযুত ঈশ্বরচন্দ্ৰ জ্ঞানালঙ্কাৰভট্টাচাৰ্য্য ক্ৰীযুত দেবনারায়ণ বাচস্পতিভট্টাচাৰ্য্য
ক্ৰীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচাৰ্য্য ক্ৰীযুত ক্ষেত্ৰনাথ জ্ঞানরত্ন ভট্টাচাৰ্য্য
ক্ৰীযুত রাজচন্দ্ৰ চূড়ামণি ভট্টাচাৰ্য্য ক্ৰীযুত রামকুমাৰ চূড়ামণি ভট্টাচাৰ্য্য
ক্ৰীযুত রামধন শিৰোমণি ভট্টাচাৰ্য্য ক্ৰীযুত হৰিকিশোর ভট্টাচাৰ্য্য
ক্ৰীযুত আনন্দচন্দ্ৰ বিজ্ঞানতত্ত্বভট্টাচাৰ্য্য ক্ৰীযুত কালীপ্ৰসাদ শিৰোমণি ভট্টাচাৰ্য্য
ক্ৰীযুত বেচাৰাম সার্কৰ্ভৌম ভট্টাচাৰ্য্য ক্ৰীযুত কালীকুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্য
ক্ৰীযুত রামচন্দ্ৰজ্যোতিঃশিৰোমণিভট্টাচাৰ্য্য ক্ৰীযুত দুৰ্গাচরণজ্ঞানরত্নভট্টাচাৰ্য্য
ক্ৰীযুত মধুসূদন ভট্টাচাৰ্য্য ক্ৰীযুত চাকুৰদাস জ্ঞানপঞ্চানন ভট্টাচাৰ্য্য

✓ বারাণসীক্ষেত্ৰস্থ অন্যান্যদেশীয় সৰ্ব্বপ্ৰধান ও অশেষ-

শাস্ত্ৰাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায়

ক্ৰীযুত অনন্তৰাধ ভট্ট

ক্ৰীযুত বামনাচাৰ্য্য

ক্ৰীযুত গঙ্গাধৰ শাস্ত্ৰী

ক্ৰীযুত বসন্তীৰাম দ্বিবেদিপণ্ডিত

শ্রীযুত বেচনরাম পণ্ডিত	শ্রীযুত দেবকৃষ্ণ পণ্ডিত
শ্রীযুত শীতলপ্রসাদ ত্রিপাঠী পণ্ডিত	শ্রীযুত চন্দ্রশেখর পণ্ডিত
শ্রীযুত বিভবরাম পণ্ডিত	শ্রীযুত হরিকৃষ্ণ ব্যাস
শ্রীযুত যোগেশ্বর পণ্ডিত	শ্রীযুত রামমিশ্র শাস্ত্রী
শ্রীযুত অধিকাদিত পণ্ডিত	শ্রীযুত দেবকৃষ্ণ শাস্ত্রী
শ্রীযুত প্রয়াগদত্ত পণ্ডিত	শ্রীযুত তিসুপন্থ শেখ
শ্রীযুত হরিপ্রসাদ দ্বিবেদশর্মা পৌরাণিক	শ্রীযুত লক্ষ্মণ দেবশর্মা বৈদিক
শ্রীযুত দ্বারকানাথ পণ্ডিত	

এবং শৈয়দাবাদ সমাজের

শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

মুর্শিদাবাদসমাজস্থ

শ্রীযুত পুলিনবিহারী সেন বাবুর সভাসদ

শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র শর্মা গোস্বামী

শ্রীযুত আনন্দনারায়ণ মৈত্রের ভাগবতভূষণ

✓ শান্তিপুরসমাজস্থ ✓ শ্রীমদদ্বৈতবংশীয়

শ্রীযুত আনন্দকিশোর গোস্বামী

শ্রীযুত জয়গোপাল গোস্বামী

শ্রীযুত কৃষ্ণময় গোস্বামী

শ্রীযুত রামকানাই গোস্বামী

শ্রীযুত অদ্বৈতচন্দ্র গোস্বামী

শ্রীযুত রামগোপাল গোস্বামী

শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী

শ্রীযুত মধুসূদন গোস্বামী

এবং শ্রীযুত মদনগোপাল গোস্বামী প্রভৃতি সমুদয় গোস্বামী মহাশয় ।

মানকরের ভূম্যধিকারী নানাশাস্ত্রদর্শী

শ্রীযুত হিতলাল মিশ্র গোস্বামী

মানভূমের রাজা

শ্রীযুত কিশোরীপ্রসাদ নারায়ণ দেও ও তাহার সভাপণ্ডিত

শ্রীযুত জয়নারায়ণ শর্মা বিভ্রালঙ্কার

দিনাজপুরের মহারাজী শ্রীমতী শ্যামমোহিনীর
সভাপণ্ডিত

শ্রীযুত হরনাথ চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য

ভট্টপল্লীসমাজের যাবতীয় ভট্টাচার্য্য ঠাকুর মহাশয়

শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্রবিজ্ঞারত্নভট্টাচার্য্য শ্রীযুত রাখালচন্দ্রজ্ঞারত্নভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত চন্দ্রনাথবিজ্ঞারত্নভট্টাচার্য্য - শ্রীযুত সীতারামতর্কপঞ্চাননভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত যাদবচন্দ্রতর্করত্নভট্টাচার্য্য শ্রীযুত শিবচন্দ্রসার্কভৌমভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত চন্দ্রনাথচূড়ামণিভট্টাচার্য্য শ্রীযুত অভয়াচরণবিজ্ঞারত্নভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয়শিরোমণিভট্টাচার্য্য শ্রীযুত দ্বিগম্বরতর্কসিদ্ধান্তভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত রমুমণিবিজ্ঞাভূষণভট্টাচার্য্য শ্রীযুত মধুসূদনশ্রুতিরত্নভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত আনন্দচন্দ্রশিরোমণিভট্টাচার্য্য শ্রীযুত জয়রাম জ্ঞানভূষণ ভট্টাচার্য্য
কলিকাতার বড় বাজারের উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয়

সমাজস্থ

শ্রীযুত হরিরাম পণ্ডিত	শ্রীযুত রামেশ্বর মিশ্র
শ্রীযুত জগন্নাথ ত্রিপাঠী	শ্রীযুত উমাপতি পণ্ডিত
শ্রীযুত রামলাল পণ্ডিত	শ্রীযুত লক্ষ্মীকান্ত পণ্ডিত
শ্রীযুত ভগবতীনন্দন পণ্ডিত	শ্রীযুত জয়শ্রী শর্মা মিশ্র
শ্রীযুত লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিতরাজ	শ্রীযুত মঙ্গল মিশ্র পণ্ডিত
শ্রীযুত ভীম শাস্ত্রী পণ্ডিতবর	শ্রীযুত বলদেব শর্মা জ্যোতিষিক
শ্রীযুত পৃথ্বীধর মিশ্র পণ্ডিতবর	শ্রীযুত দেবীদত্ত পণ্ডিত
শ্রীযুত হর্গাদত্ত পণ্ডিত	শ্রীযুত নন্দকিশোর পণ্ডিত

কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের ।

শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য । পটলডাঙ্গা
শ্রীযুত মহেশ্রনাথ শর্মা গোস্বামী ভট্টাচার্য্য । সিমুলিয়া
শ্রীযুত কৃষ্ণকমল জ্ঞানরত্ন ভট্টাচার্য্য । আড়িয়াদহ

শ্রীযুত নবরত্নক বিজ্ঞানস্বাক্ষর ভট্টাচার্য্য । বড়বাজারে ৬ দেওয়ান
কাশীনাথ বাবুর বাটীর সভাপতিত্ব ।

শ্রীযুত রামেশ্বর সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য । ৬ রাজরত্ন মিত্রের
বাটীর সভাপতিত্ব ও বড়বাজারের বরিসভার অধ্যক্ষ ।

শ্রীযুত চণ্ডীচরণ স্মারানন্দার ভট্টাচার্য্য সাং রাজপুর

শ্রীযুত রামতারণ তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য সাং নিশিড়ানড়ি

শ্রীযুত রামশাণিক্য বিজ্ঞানস্বাক্ষর ভট্টাচার্য্য সাং বাগবাজার

শ্রীযুত শঙ্করান চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য ইটালির দে বাবুদিগের
সভাপতিত্ব ।

কলিকাতার দক্ষিণ মঞ্জুলপুর বারুইপুর হরিনাতি রাজপুর
জগদল বাঁপড়দহ ও লাজলবেড় প্রভৃতি সমাজস্থ ।

শ্রীযুত বনমালী বিজ্ঞানাগর

শ্রীযুত পার্শ্বতীচরণ বিজ্ঞানচম্পতি

শ্রীযুত নীতানাথ বিজ্ঞানভূষণ

শ্রীযুত রামসেবক তর্কালঙ্কার

শ্রীযুত খুদিরাম বিজ্ঞানস্বাক্ষর

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র স্মারকরত্ন

শ্রীযুত গোবর্দ্ধন তর্কবাগীশ

শ্রীযুত রামকমল শিরোমণি

শ্রীযুত রাধাকান্ত তর্কবাগীশ

শ্রীযুত কালীদাস স্মারকরত্ন

শ্রীযুত শিবচন্দ্র বিজ্ঞানাগর

শ্রীযুত রামনারায়ণ স্মারানন্দার

শ্রীযুত জয়চন্দ্র তর্কালঙ্কার

শ্রীযুত হরচন্দ্র বিজ্ঞানচম্পতি

শ্রীযুত পার্শ্বতীচরণ শিরোমণি

শ্রীযুত নীতানাথ তর্করত্ন

শ্রীযুত রামতারণ শিরোমণি

শ্রীযুত বিশ্বম্ভর বিজ্ঞানবাগীশ

শ্রীযুত কালীনাথ সার্বভৌম

শ্রীযুত হরচন্দ্র বিজ্ঞানরত্ন

শ্রীযুত রামতারণ চূড়ামণি

শ্রীযুত রামগোপাল ভট্টাচার্য্য

প্রভৃতি নানাশাস্ত্রদর্শী সদাচারশীল মহামহোপাধ্যায় মহাশয়-
গণ বিষ্ণুপূজার আম তওল নৈবেদ্য ব্যবহার কাছারও কৌলিক
হইলেও অশাস্ত্রীয় অন্যায় অধর্ম অন্যায় বোধে পুরিত্যাগ
করিয়া, নানাবিধ ফল প্রভৃতি উপকরণের সহিত আর্জ মুদোর
নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা করিবেক এবং তাঁহাদিগের নিজের

আচরণও এই প্রকার ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া ব্যবস্থাপত্র স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছেন।

বঙ্গদেশের সর্বপ্রধান স্বাৰ্থ মহামহোপাধ্যায় শ্রীজ্ঞাননাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীজ্ঞাননাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং নানা শাস্ত্রাধ্যাপক ধর্মোৎসাহী শ্রীভারতানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রভৃতি, এবং স্বাৰ্থনিরোমণি শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় প্রভৃতি অনেকানেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ঠক-গোষ্ঠী ভট্টপল্লীর চাকুর মহাশয় প্রভৃতি মহাশয়গণকে বাহারা নির্যোয ও অপদার্থ এবং অশাস্ত্রজ্ঞ অনাচারী জ্ঞান করেন এবং ধর্মশাস্ত্র গ্রাহ্য করেন না, তাহাদিগের প্রতি আমার কিছু বলিবার অতিসম্মি নাই। আমি এইমাত্র বলিতে পারি, যে পূর্বের বহুচ্ছাত্র প্রস্তুত এই আম তগুল নৈবেদ্য ব্যবহার যে শাস্ত্রবহির্ভূত ও ধর্ম-বিগর্হিত কর্ম বলিয়া যে আমার প্রত্যয় ও সংস্কার ছিল। সাতিশয় অতিনিবেশ সহকারে ধর্মশাস্ত্রসমূহের সবিশেষ অনুশীলন করিতে এবং উল্লিখিত দ্বিতীয় শাস্ত্রবেত্তা মহামহোপাধ্যায়দিগের এইরূপ ব্যবস্থাপত্র দৃষ্টি করাতে সেই সংস্কার সর্বতোভাবে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ক্রমাগত কিছুকাল এই সকলের আলোচনা করিয়া আমার এত দূর বিশ্বাস হইয়াছে যে বহুচ্ছাত্রপ্রস্তুত আম-তগুল নৈবেদ্য ব্যবহার যে শাস্ত্রীয় ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। এরূপ নির্দেশ করিতে আমার ভয়, সংশয় বা সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে না। ফলতঃ আমার সামান্য বুদ্ধি ও বিবেচনার বিহুপূজার আমতগুল নৈবেদ্যব্যবহার ধর্মশাস্ত্র-সম্মত বলিয়া সমর্থিত হওয়া সম্ভব নহে।

কলিকাতা, বেণেটোলা ষ্ট্রীট।

শকাব্দ ১৭৯৬। ২১ অগ্রহায়ণ।

} জীনবদ্বীপচন্দ্র শর্ম্ম গোস্বামী।

আমতগুল নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা হইতে পারে কি না ? এতদ্বিষয়ক তৃতীয় পুস্তক ।

আমতগুল নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা হইতে পারে কি না ?
এতদ্বিষয়ক প্রস্তাবে আমতগুল নৈবেদ্যের অবিধেয়তা ও
নিষিদ্ধতা প্রতিপাদক শাস্ত্রপ্রমাণ দৃষ্টে কেবল কতিপয় মহা-
শয়কেই প্রতিবাদরঙ্গভূমিতে বিতণ্ডা উপহাস ও কটুক্তি রূপ
খড়গ হস্তে করিয়া প্রকাশ হইতে দেখা গেল । সন ১২৮১
সালের (১৭৯৬ শকের) ১৬ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ঐ শকের ২৬এ
আশ্বিনের মধ্যে ক্রমশঃ প্রকাশিত ৪ খানি পুস্তক দেখিতে
পাইলাম । তাহাতে এই বিবেচনা হইয়াছিল, যখন ৪ মাস দশ
দিনের মধ্যেই ৪ খানি প্রতিবাদ পুস্তক প্রকাশ হইল তখন
প্রতীক্ষা করিলে আরও প্রতিবাদ পুস্তক প্রকাশ হইতে পারে ।
এই সম্ভাবনায় এক বারে সকল প্রতিবাদ পুস্তকের মীমাংসা
করা যাইবেক, এই আশায় আকৃষ্ট হইয়া প্রায় দুই বৎসর
কাল ঐ সকল প্রতিবাদের মীমাংসা প্রকাশ করা হয় নাই ।
এক্ষণে ঐ বিষয়ে হতাশ হইয়া এবং আমার কতিপয় আত্মীয়
বন্ধুদিগের তিরস্কার সহকৃত অনুরোধ বাক্যে প্রোৎসাহিত
হইয়া, বিতণ্ডাদিপরিপূর্ণ ঐ সকল প্রতিবাদ পুস্তকের যে যে
অংশে কটুক্তি শ্লেষোক্তি এবং উপহাস বাক্য প্রয়োগ
আছে, ঐ সকল আমার অংশ প্রস্তাবিত বিষয়ের অকিঞ্চিৎ-
কর বোধে পরিত্যাগ করিয়া, যে যে অংশে শাস্ত্রার্থ লইয়া
বিতণ্ডা করা হইয়াছে, ঐ সকল বিষয়ের মীমাংসা পূর্বক

হির সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে এই তৃতীয় পুস্তক প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার দৃঢ় সংস্কার এই এ দেশে যে আমতগুলনৈবেদ্যপ্রথা প্রচলিত আছে তাহা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত ব্যবহারমূলক, শাস্ত্রানুগত ব্যবহার নহে। তদনুসারে আমতগুল নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা হইতে পারে কি না? এতদ্বিষয়ক বিচার পুস্তকে আমতগুল নৈবেদ্য কাণ্ড শাস্ত্রনিবদ্ধ বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। উহার প্রতিবাদ কামনায় প্রতিপক্ষ মহাশয়েরা স্বপক্ষ সমর্থনে সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া উচিতানুচিত বিবেচনায় এককালে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত আমতগুলনৈবেদ্যকাণ্ড শাস্ত্রিকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য ইহা প্রতিপন্ন করা তাঁহাদিগের নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, এবং তজ্জন্য অদ্ভুত যুক্তি অবলম্বন ও অদ্ভুত শাস্ত্রার্থ উদ্ভাবিত করিয়াছেন। প্রতিবাদী মহাশয়দিগের সংখ্যা অধিক নহে। সমুদয়ে চারি ব্যক্তি প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পুস্তক প্রচারের পৌৰ্ব্বাপর্য্য অনুসারে, তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

প্রথম শ্রীমান গোকুলচন্দ্র গোস্বামী। ইনি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুবংশীয়, অতিশয় ধীরস্বভাব, দেখিলে উদ্ধত ও অহমিকা-পূর্ণ বিবেচনা হয় না। কলিকাতার মধ্যে প্রধান প্রধান ধনী স্বর্ণবণিকজাতীয় কতকগুলি লক্ষ্মীবান লোক ইহার শিষ্য আছে। তাঁহাদিগের শিষ্য কি যজ্ঞমান সূত্রে বা যে কোনও বিশেষ সূত্রে হউক লক্ষ্মীবান দিগের সহিত সবিশেষ সম্পর্ক থাকে, তাঁহাদিগের প্রায় সরস্বতীর সহিত সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, ইনি যুদ্ধবোধ ব্যাকরণ,

ভটি ও রঘুবংশ প্রভৃতি করে কথানি কাব্য প্রায় রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছেন। ইহা সামান্য বিস্ময়কর নহে। এবং শুনিয়াছি অল্প কাল হইল অলঙ্কার ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের কিছু কিছু অনুশীলন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি রীতিমত ধর্মশাস্ত্রের কিছু মাত্র চর্চা কি অনুশীলন করিয়াছেন, তদীয় প্রতিবাদ পুস্তক পাঠে কোনও ক্রমেই তদ্রূপ প্রতীতি জন্মে না। তাঁহার বয়সে যত দূর শোভা পায় তদীয় ঔদ্ধত্য তদপেক্ষা অনেক অধিক এবং তাঁহার বিদ্যা ও বুদ্ধিতে যত দূর শোভা পায় অহঙ্কার ও গর্ব তদপেক্ষা অনেক অধিক। বলিতে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইতেছে, তিনি “বিষ্ণুপূজায় আমতগুলদান ধর্মশাস্ত্রবিধেয়” এই পুস্তক প্রচার দ্বারা ঐ সকল কথা বিলক্ষণ সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় বরীসালের অন্তঃপাতী জলাবাড়ি নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকুমার ন্যায়রত্ন। শুনিয়াছি এই মহাশয় বহুকাল নব্য ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। ধর্মশাস্ত্র মধ্যে জীমূতবাহনপ্রণীত দায়ভাগ ব্যতীত অন্য কোনও গ্রন্থের তাদৃশ অনুশীলন করেন নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন এই মহাশয়ের বিলক্ষণ কবিত্ব-শক্তি এবং অতিশয় সূক্ষ্মবুদ্ধি আছে। কিন্তু সৎ আশয় নাই এবং বুদ্ধির স্থিরতা নাই। ইনি দায়ভাগ এবং নব্য ন্যায়শাস্ত্রীয় রীতি অনুসারে যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত ব্যবহারমূলক আমতগুল-নৈবেদ্য কাণ্ডের শাস্ত্রীয়তাপক্ষ আশ্রয় করিয়া “তত্ত্বনির্ণয়” করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অনুমানপ্রমাণবলে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ভাবন করিতে ইতঃপূর্বের কখনও দেখিতে বা শুনিতে পাই নাই। যাহা হউক ধর্মশাস্ত্রসংক্রান্ত তদীয় আচরণের

পূর্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ১২৮০ সালে কলিকাতা চোরবাগান নিউ সরকার্স প্রেসে মুদ্রিত, গৌরভক্তিবিলাসিনী গ্রন্থে উদ্ধার্য তন্ত্র, অগ্নিসংহিতা, ব্রহ্মসামল ও রুদ্রসামল প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থের প্রমাণপ্রয়োগ পূর্বক সংস্কৃত শ্লোকে ও বাঙ্গলা ভাষার ত্রিপদীতে শ্রীগৌরানন্দ মহাপ্রভুর পূর্ণব্রহ্মত্ব সংস্থাপনে কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়া “শ্রীগৌরানন্দদেবের ঈশ্বরত্ববিষয়ে আর তর্ক করা কৃতবিদ্য লোকের উচিত হয় না” (৯ পৃষ্ঠায় ও পংক্তিতে) পরে “অতএব হে সজ্জনগণ আপনারা আদর পূর্বক শাস্ত্রীয় প্রমাণের প্রতি বিশ্বাস করুন এবং দ্বেষভাব পরিত্যাগ পূর্বক পুরুষোত্তম চৈতন্যদেবের প্রতি দৃঢ়ভক্তি রাখুন তবেই ঐহিক পারত্রিক সুখসম্ভোগ করিতে পারিবেন। (১৪ পৃষ্ঠায় ও পংক্তিতে) এই বলিয়া সিদ্ধান্ত নিগয় পূর্বক “চৈতন্য দেবের উপাসনার অঙ্গুর সাধুজনের হৃদয়রূপ উর্বরা ভূমিতে অবশ্য উদ্ভব হইলে অবশ্য পুণ্যফল প্রকাশ পাইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই” এই নির্দেশ দ্বারা ধর্মশাস্ত্রীয় বুদ্ধির পরিচয় দিয়া শ্রীগৌরানন্দ মহাপ্রভুর পূর্ণব্রহ্মত্বসংস্থাপন পক্ষে বিলক্ষণ উৎসাহ ও অনুরাগ প্রদর্শনপূর্বক স্বতঃপ্রসূত হইয়া সাতিশয় আগ্রহ সহকারে ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই রাজকুমার ন্যায়রত্ন মহাশয় শ্রীগৌরানন্দ মহাপ্রভুর পূর্ণব্রহ্মত্ব খণ্ডনপক্ষ অবলম্বন করিয়া উল্লিখিত সিদ্ধান্তের অশাস্ত্রীয়তা অনুমান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তদীয় এতাদৃশ চরিত্রবৈচিত্রের কারণ তিনিই জানেন। বুদ্ধির স্থিরতা থাকিলে এতাদৃক ভাব লক্ষিত হইত না। যাহা

হউক ইহার আমতগুলনৈবেদ্য কাণ্ডের তত্ত্বনির্ণয় এত্বে কেবল কতকগুলি উপহাসবাক্য, শ্লেষবাক্য এবং বিতণ্ডা আছে। তৃতীয় শ্রীযুত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন। স্মৃতিরত্ন মহাশয় অতিশয় ধীরস্বভাব হইয়া অতিশয় ঔদ্ধত্য ও অহমিকা পূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। অনেকে কহিয়া থাকেন, ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন মহাশয় বিষয়ীলোক, শাস্ত্রাবাসায় ইহার পৈতৃক ধর্ম নহে। এক্ষণে পাট ব্যবসায়ী হইয়াছেন। বলিতে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইতেছে “বিষ্ণু-নৈবেদ্যমীমাংসা” পুস্তক প্রচার দ্বারা ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে তাদৃশ অনভিজ্ঞতার বিষয় পরিচয় দিয়া অনেক অংশে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক আমতগুলনৈবেদ্য কাণ্ড সমর্থন বিষয়ক প্রমাণ প্রয়োগে তদীয় আচরণ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি “গুপ্ত-পল্লীনিবাসী শ্রীযুত রামধন বিদ্যালঙ্কার, কলিকাতানিবাসী শ্রীযুত রামপ্রাণ শিরোমণি মহাশয়দিগের ব্যবহার প্রমাণ-রূপে উদ্ধৃত মন্ত্রমুক্তাবলীধৃত প্রপঞ্চসার বচন বলিয়া যে

“যুবতীস্তনবৎ কৃত্বা কালিতং শালিতগুলং ।

কম্পয়িত্ব তু নৈবেদ্যং বিষ্ণবে তন্নিবেদয়েৎ” ॥

“কালিত অর্থাৎ জলদ্বারা ধৌত আতপতগুলকে যুবতী স্ত্রীর স্তনের আকৃতির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট করিয়া নৈবেদ্য কম্পনা করতঃ শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিবে” ।

এই অমূলক অশাস্ত্রীয় বচনকে প্রমাণস্থলে বিন্যাস করিয়া রামধন বিদ্যালঙ্কার ও রামপ্রাণ শিরোমণির স্বন্ধে উহার সমূলকতা ও শাস্ত্রীয়তা পক্ষ সপ্রমাণ করিবার ভারের

সঙ্গে অধর্মকল ভোগের ভার অর্পণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। রাজসভাসদ ঐ বচনের তথ্যাতথ্য নির্ণয় করিতে প্রপঞ্চমার মন্ত্রমুক্তাবলী প্রভৃতি অনেকানেক গ্রন্থ অধ্যয়নপাত্ত পর্যালোচন করিয়া প্রপঞ্চমধ্যে দেখিতে না পাওয়ায় অমূলক ও অশাস্ত্রীয় বোধে যে অগ্রাহ করিয়াছেন, এক জন প্রধান রাজসভাসদ স্মৃতিরত্ন মহাশয়, তাহা বিশেষরূপে অবগত হইয়া, ধর্মশাস্ত্র বিচারে ছল ও কৌশল অবলম্বন পূর্বক অধর্মকলভোগী রামপ্রাণশিরোমণি মহাশয় প্রভৃতির ক্ষম্ভে যে তাদৃশ ভার নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা কি তাঁহার মত উদারশয় মহাশয়ের পক্ষে ন্যায্য কার্য্য হইয়াছে।

শ্রীমান গোকুলচন্দ্র গোস্বামী ও শ্রীযুত রাজকুমার ন্যায়রত্ন স্ব স্ব গ্রন্থ মধ্যে ঐ বচনকে প্রমাণস্থলে গণ্য করিয়া যে মহাডঙ্ঘর করিয়াছেন তাহা তাদৃশ দোষাবহ হইতে পারে না, যেহেতু অনভিজ্ঞতাবশতঃ ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন ও পূর্বাপর পর্যালোচনা শূন্য ব্যক্তিদিগকে অপরের বাক্যে নির্ভর করিয়া কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই যে বিষম প্রমাদগ্রস্ত হইতে হয় তাহা বড় ছরুহ কিম্বা তাদৃশ দুষণীয় ব্যাপার নহে।

সুবোধ স্মৃতিরত্ন মহাশয় তাঁহার প্রুতি আরোপ্যমাণ দোষের পরিহারবাসনায় সমুদয়ে ৪৬ পৃষ্ঠা পুস্তকের ১৬ পৃষ্ঠায় তিনি সাত খানি ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন; তন্মধ্যে “প্রথম সংখ্যা” ব্যবস্থায় যাঁহার নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই সংস্কৃত ভাষার সহিত কিছুমাত্র পরিচয় নাই। কতকগুলি মহাশয় মুদ্রবোধ ব্যাকরণ ও ভট্টির ক্রিয়দংশ অবগত আছেন, বলিতে আক্ষেপ হই-

তেছে যে দুই এক ব্যক্তি ভিন্ন প্রায় অনেকেই ধর্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ী নহেন এবং কখনও রীতিমত ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন করেন নাই। তবে দুই এক জন যে ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ মহাশয়ের নাম স্বাক্ষর, আছে তন্মধ্যে যিনি সর্বপ্রধান এবং রাজসভাসদের অনুমোদনকারীর অগ্রগণ্য তাঁহার এতাদৃক অধিক বয়স হইয়াছে যে লোকে ঐ বয়সে প্রায়ই ভীমরতি (ভ্রান্ত) হয়। ঐ ব্যবস্থার উপসংহারে (সর্বশেষে) “লোকবিদ্বিষ্ট-ত্মাচরনীয়ং, অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্মমপ্যাচরেন্নীতি বচনাদিতি চ” লোকবিদ্বিষ্ট বলিয়া ঐরূপ আচরণ কর্তব্য নহে, যেহেতু ঐরূপ বচন আছে যদি ধর্মকর্মও হয় তথাপি লোকবিদ্বিষ্ট হইলে উহাতে স্বর্গ হয় না সুতরাং ঐ লোকবিদ্বিষ্ট ধর্মকর্মও আচরণ করিবেক না ইহাও আছে। এই নির্দেশ দ্বারা উহা অনেক অংশে সপ্রমাণ হইয়াছে। দ্বিতীয়-সংখ্যক ব্যবস্থাদাতা শ্রীযুক্ত হরমোহন চূড়ামনি ভট্টাচার্য মহাশয় ইনি নবদ্বীপের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক সুতরাং আম-তণ্ডুলনৈবেদ্যদানের বিধেয়তাপক্ষ এবং শূদ্রের ব্রাহ্মণ দ্বারা পঞ্চান্ননৈবেদ্যদানের অবিধেয়তাপক্ষ অবলম্বন পূর্বক বচনা-ভাব এবং ব্যবহারাতাব হেতু নির্দেশ করিয়া স্নাতাদি যুক্ত আম্রান্ননৈবেদ্যাদি দ্বারা সর্ববর্ণেরই বিষ্ণুপূজা করা কর্তব্য, এই সাধ্যনির্ণয়ের নির্দেশ দ্বারা অনুমান কাণ্ডের পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। চতুর্থসংখ্যক ব্যবস্থাদাতা শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনাথ ন্যায়বাগীশ, শুনীলাম ভট্টপল্লীর ভট্টাচার্য্যবংশে কেবল এই এক মহাশয়ই একমাত্র ন্যায়শাস্ত্রব্যবসায়ী। পঞ্চমসংখ্যক ব্যবস্থাদাতা শ্রীযুক্ত কালীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ইনি

কাঁঠালপাড়ার মধ্যে এক জন বিখ্যাত নৈরায়ক । উল্লিখিত
 তিন মহাশয়েই ন্যায়শাস্ত্র বলে আমতগুলনৈবেদ্যদানবিধির
 এবং শূদ্রের ব্রাহ্মণ দ্বারা পক্ষান্নৈবেদ্যদাননিষেধের শাস্ত্রী-
 রতা অনুমান করিতে উদ্যত হইয়াছেন । বচসংখ্যক ব্যবহা-
 দাতা “ রক্তচন্দনতিলকামোদি ছাগমহিমরুধিরাক্তকলেবর
 শক্তিমন্ত্রচরণপদ্মপরায়ণ নিত্যশ্রুতিস্মৃত্যদিতবিধিনিষেধপ্রতি-
 পালনানুরত কামরূপনিবাসি তর্ককেশরী শ্রীমান ” তারিণী-
 তনয়শর্মা, ইনি “শ্রীমভারার্চন প্রফুল্লমানস শক্তিমন্ত্রপরায়ণ
 চরণানুগামি শাক্ত এবং তদনুগামি বৈষ্ণবের বিষ্ণুপূজার
 স্মিততগুলনৈবেদ্যই দেওয়া কর্তব্য এই সাধুসম্মতা ব্যবস্থা”
 এই কথা লিখিয়া স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের কামরূপবিবরণী বিদ্যার
 পরিচয় দিয়াছেন । আক্ষেপের বিষয় এই যে ধর্মশাস্ত্র-
 নীমাংসা করিতে উদ্যত হইয়া শ্লেষোক্তি ও কটুক্তি প্রয়োগ
 পূর্বক উপহাসরসিকতা প্রদর্শনের সময় স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের
 অনভিমত ও বিদ্বিষ্ট মতও ব্যবস্থা সহকারে প্রচার হইয়া
 গেল । বাহা হউক ন্যায়শাস্ত্রামোদি ব্যবস্থার পর কাব্য-
 রসামোদি ব্যবস্থা প্রকাশ করা অলঙ্কার শাস্ত্র অনুসারে
 পর্যায়ক্রমভঙ্গদোষে দূষিত হইয়া কাব্যরসের নিত্যদোষ মধ্যে
 গণ্য হওয়াতে স্মৃতিরত্ন মহাশয় অনেক অংশে অর্কাচীনের
 মত কার্য্য করিয়াছেন । তৃতীয়সংখ্যক ব্যবহাদাতা শ্রীযুক্ত
 রামধন বিদ্যালঙ্কার ইনি গুপ্তিপাড়ার এক বিখ্যাত মহাশয়
 এবং সপ্তমসংখ্যক ব্যবহাদাতা শ্রীযুত রামপ্রাণ শিরোমণি
 ইনি গুরাবাগানে বিখ্যাতনামা ব্যক্তি, এই দুই মহাশয়ই
 উল্লিখিত অমূলক বচনকে মন্ত্রযুক্তাবলিগ্নত প্রপঞ্চসারীয়

নির্দেশ করিয়া মহা আড়ম্বর করিয়াছেন। স্মৃতিরত্ন মহাশয় ধর্মশাস্ত্রবিচারে উদ্যত হইয়া ছিল, কৌশল ও কপটভাব অবলম্বন পূর্বক, ধর্মশাস্ত্রের বিপরীত মত লিখিয়া সর্বসাধারণের গোচরার্থে অনার্যাসে ও অক্ষুদ্রচিত্তে প্রচার করিয়াছেন, অপরিহার্য্য এতাদৃশ দোষ, ঐ সকল ব্যবস্থা প্রকাশ করা দ্বারা যে কত দূর পরিহার হইবেক তাহা সাধারণে অনার্যাসেই অনুভব করিয়া লইতে পারিবেন। চতুর্থ সভাবাজারীয় রাজসভাসদ, ইহার প্রকাশিত “বিষ্ণু নৈবেদ্য বিচার” পুস্তকে কোনও স্থলে কোনও স্থলে অন্যান্য প্রতিবাদি মহাশয়দিগের মত তাদৃশ শুদ্ধত্ব প্রদর্শন বা তাদৃশ গর্ভিত বাক্য প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং অমূলক বা অপ্রামাণিক বচন বিন্যাস করিতে দেখা যায় না। ইনি দেশাচারের অনুবর্তী হইয়া শাস্ত্রার্থ সংস্থাপনে যত দূর সাধ্য যত্ন ও প্রয়াস পাইয়াছেন।

একগুণে রাজসভাসদদের “সমিদ্ধান্তে বিষ্ণুনৈবেদ্য বিচার” পুস্তকে অনুমোদন বা সাহায্যকারী এবং স্মৃতিরত্নের পুস্তকের প্রথম সংখ্যক ব্যবস্থাদাতা অধ্যাপকগণের মধ্যে অনেকেই পূর্বাপর চরিত্রের বিষয় সাধারণের স্তুগোচর কারণ ত্রিযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহতাব্টাদ বাহাদুরের মন্তব্য সহিত প্রকাশিত প্রশ্নোত্তমালার (বর্দ্ধমান মত্যপ্রকাশ যন্ত্রে ১৭৯৫ শকে অগ্রহায়ণ মাসে মুদ্রিত) ৪৪ সংখ্যক প্রশ্নকতকগুলি অধ্যাপকের উত্তর এবং মহারাজাধিরাজের স্বীয় সভাসদপণ্ডিতগণ দ্বারা সংশোধিত নিজ মন্তব্য প্রকাশ

করা যাইতেছে, “বিষ্ণু আদি দেব দেবীর পূজা সময়ে তগুল নৈবেদ্য প্রদান বিষয়ে কোন কোন শাস্ত্রে বিধি এবং নিষেধ উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায় অতএব উক্ত পূজা সময়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ নৈবেদ্য প্রদানস্থলে পকান্নাদি অন্ন ব্যঞ্জন প্রদান করিবেন অথবা পাত্র মধ্যে মন্দিরাকৃতি তগুলোপরি লড্ডুক স্থাপন পূর্বক তলতুর্দিকে ফল মূলাদি বিন্যস্ত তগুল নৈবেদ্য প্রদান করিবেন ?” ইহাতে বর্ধমানের শ্রীযুক্ত ব্রজ-কুমার বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত রামতনু তর্কসিদ্ধান্তের এই উত্তর যে তগুল নৈবেদ্য এবং পকান্ন নৈবেদ্য উভয়ই দিতে পারেন। বর্ধমানের শ্রীযুক্ত তারকনাথ তর্করত্নের মতে আমান্ন নৈবেদ্যও দিতে পারে।

ভাটপাড়ার শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় শিরোমণির মতে পকান্ন নৈবেদ্যই প্রশস্ত অভাবে আমান্ন নৈবেদ্য দিবেন। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র শিরোমণির মতে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল স্থতিরত্নের বিষ্ণুনৈবেদ্য মীমাংসায় চতুর্থ ব্যবস্থাদাতা হইয়া বোধ করি ইনি ন্যায়বাগীশ বলিয়া এক্ষণে পরিচয় দেন। তগুলনৈবেদ্য এবং পকান্ননৈবেদ্য উভয়ই দেওয়া যায়।

✓ স্বন্দাবনধামের শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ ত্রিপাঠীর মতে উভয় নৈবেদ্যই দিতে পারা যায়।

মুরশিদাবাদের অন্তঃপাতি খাগড়ার শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত রামলাল শিরোমণি, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র তর্ক-রত্ন এবং শ্রীযুক্ত রামমাদব সিদ্ধান্তবাগীশের মতে, তগুল নৈবেদ্য এবং পকান্ন নৈবেদ্য উভয়ই দিতে পারা যায়।

বিলুপ্তকরিণীর শ্রীযুক্ত হর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন এবং অর্দ্ধচন্দ্র

বিদ্যারত্নের মতে তগুল নৈবেদ্য এবং পক্কান নৈবেদ্য উভয়ই দিতে পারা যায়।

সমুদ্রগোড়ের শ্রীযুক্ত অনঙ্গপ্রসাদ তর্করত্নের মতে উভয় নৈবেদ্যই দিতে পারা যায়।

পূর্বস্থলীর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের মতে তগুল নৈবেদ্য এবং পক্কান নৈবেদ্য উভয়ই দিতে পারা যায়।

গুপ্তিপাড়ার দণ্ডির সভাপণ্ডিতগণ শ্রীযুক্ত রামধন বিদ্যালঙ্কার শ্রীযুক্ত শঙ্কুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত রঘুশনি ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত তারাশ্রম তর্করত্ন শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ন্যায়ভূষণ শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন এবং শ্রীযুক্ত নীলকমল ভট্টাচার্য্যের মতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সকলেই পক্কান নৈবেদ্যই দিবেন, কিন্তু আপৎকালে আমার নৈবেদ্যও দেয়া যায়।

দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত হরনাথ চূড়ামণি এবং শ্রীযুক্ত যদুনাথ ন্যায়ভূষণের মতে তগুল নৈবেদ্য এবং পক্কান নৈবেদ্য উভয়ই দিতে পারা যায় কিন্তু বিষ্ণুকে তগুল নৈবেদ্য দিতে পারা যায় না।

দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত রুদ্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য্যের মতে উভয় নৈবেদ্যই দিতে পারা যায়।

বহির্গাছির শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত তর্কালঙ্কার অম্বিকার শ্রীযুক্ত দীননাথ ন্যায়রত্ন শ্রীযুক্ত ভবনাথ তর্কালঙ্কার শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র তর্কবাচস্পতি শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার শ্রীযুক্ত বিশ্বস্তর ন্যায়বাগীশ এবং শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র তর্কভূষণের মতে উভয় নৈবেদ্যই দিতে পারা যায়।

নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত শিবনাথ বিদ্যাভাটম্পতির মতে স্তম্ভ দ্বি যোগ ব্যতিরেকে আমার নৈবেদ্য দিবে না কিন্তু আমার নৈবেদ্য অপ্রশস্ত নহে ।

নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত হরমোহন চুড়ামণি এবং শ্রীযুক্ত যশু-
সুদন ন্যায়রত্নের (এক্ষণে স্মৃতিরত্ন) মতে পক্ষীর নৈবেদ্যই
মুখ্য কিন্তু পরপক্ষীর ভোজন নিষেধ হেতু এবং ব্রাহ্মণ
প্রতিপত্তি নিমিত্ত আমার নৈবেদ্যও দেওয়া যায় ।

কলিকাতার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্নের মতে উভয়
নৈবেদ্যই দিতে পারা যায় ।

শ্রীম্মহারাজাধিরাজের মন্তব্য ।

বিষ্ণু আদি দেব দেবীর পূজা সময়ে নৈবেদ্য প্রদান স্থলে
তগুল নৈবেদ্য প্রদান যদিও সৰ্ব্বশাস্ত্রনিবদ্ধ না হউক এবং
যদিও তদ্বিষয়ে অধিকাংশ পণ্ডিত মহাশয়ই বিধি দিয়াছেন
তথাপি তাহা কর্তব্য নহে ।

কারণ যখন দেবতাকে আত্মবৎ সেবা করিবার বিধি সকল
শাস্ত্রেই ক্রম হইয়া থাকে তখন আমরা স্বয়ং যে বস্তু ভক্ষণ
করি সেই বস্তুই দেবতাকে দেওয়া বিধেয় । আর আমরা
যে বস্তু অখাদ্য বিবেচনায় নিজে আহার করি না সেই দ্রব্য
দেবতাকে দেওয়া কোন মতেই কর্তব্য নহে । যেহেতু
আমরা কেহ আমতগুল ভক্ষণ করি না তবে কিরূপে তাহা
দেবনৈবেদ্যীয় হইবে ? যদি দেবদ্রব্য ব্রাহ্মণসাৎ করিবার
জন্য তগুল নৈবেদ্য, প্রদানের বিশেষ আবশ্যক হয় তাহাও
অমূলক কারণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষ অন্ত আবশ্য্যই

ব্রাহ্মণভক্ষ্য। যদিও তদনু সাধারণ ব্রাহ্মণ ভোজ্য না হউক কিন্তু যে সকল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সহিত পরস্পর অন্নব্যবহার আছে তাঁহারা অবশ্য তদনু ভক্ষণ করিতে পারেন এরূপ স্থলে কেবল বঙ্গদেশীয় ব্যবহারের বশীভূত হইয়া তগুল নৈবেদ্য প্রদানের আবশ্যক কি ?”

একণে ১২৮২ সালে আশ্বিন মাসে প্রকাশিত ত্রীকেন্দ্র-পাল স্মৃতিরত্নের প্রণীত বিষ্ণুনৈবেদ্য মীমাংসায় প্রথম ব্যবহার প্রশ্ন এবং তাহার উত্তরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সম্মত উত্তর প্রকাশ করা যাইতেছে।

“প্রশ্ন ১ম বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষিত ব্রাহ্মণভিন্ন ব্রাহ্মণের বিষ্ণু-প্রতিমা পূজার অধিকার আছে কি না ?

উত্তর। সৌর শাক্ত গাণপত্য শৈব এবং বৈষ্ণব আচার-শালী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈষ্ণব ও শূদ্র এবং ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ, এবং ভিক্ষু (চারি আশ্রমী চারি বর্ণের) সকলের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের বিষ্ণুপ্রতিমাদির পূজার অধিকারই শাস্ত্রার্থ। যেহেতু অকরণে প্রত্যবায় বাহুল্য শোনা যায় বলিয়া উহা সম্বাদির যত নিত্য কর্তব্য কর্তব্য। কিন্তু বিষ্ণু-মন্ত্রদীক্ষিত বৈষ্ণবাচারশীল ব্রাহ্মণ মাত্রেই যে উহাতে অধিকার তাহা নহে। যেহেতু দ্বিজ মাত্রে পরমাকরী সাবিত্রী দেবীর উপাসনা করা প্রযুক্ত সকলেই শাক্ত, উহার শৈব নহে বৈষ্ণবও নহে নির্বাণতত্ত্বের এই বচন অনুসারে ব্রাহ্মণ মাত্রেই শাক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণমাত্রেই বিষ্ণুপূজার অনধিকার বলা হয় সুতরাং উহা কাহারও সম্মত নহে। ইহাতে এবং

২য় প্রশ্ন। বিষ্ণুপূজার আতপতগুল নৈবেদ্যদান বিষয়ে বিধি আছে কি না ?

উত্তর। বিষ্ণুর আতপত প্রায় একই অন্য নৈবেদ্য অপেক্ষা অতি প্রশস্ত বলিয়া শাস্ত্রে আতপতগুলের নৈবেদ্যের বিধান আছে অতএব বিষ্ণুপূজার আতপতগুলের নৈবেদ্য দেওয়া কর্তব্য”। ইহাতে কলিকাতার শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত মধুসূদন ন্যায়রত্ন বা এক্ষণে স্থতিরত্ন, গুপ্তিপাড়ার শ্রীযুক্ত রামধন বিদ্যালঙ্কার, কলিকাতার শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস চুড়ামণি, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, খড়দহের শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দপ্রভুবংশীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন শর্মা গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র শর্মা গোস্বামী এবং জিরাটের ৮ গঙ্গাবংশীয় শ্রীযুক্ত জগদানন্দ শর্মা গোস্বামী প্রভৃতি একাদশ মহাশয়ের নাম স্বাক্ষর আছে।

ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় এই গুপ্তিপাড়ার রামধন বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি পূর্বেই কি বুঝিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শূদ্রের বিষ্ণু আদি দেবতার পূজার পকান্ননৈবেদ্যই দিবেক বলিয়া এবং নবদ্বীপের মধুসূদন ন্যায়রত্ন (এক্ষণে স্থতিরত্ন) প্রভৃতি পকান্ননৈবেদ্যই মুখ্য বলিয়া এবং এই “ক্ষেত্রপাল স্থতিরত্ন পকান্ন ও আমার উভয় নৈবেদ্যই দিতে পারা যায় বলিয়া শাস্ত্রসম্মতিনির্দেশে ব্যবস্থাপত্রে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়া বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজকে দিয়াছিলেন আর এক্ষণেই বা কি বুঝিয়া আমতগুলনৈবেদ্যের বিষয় পক্ষপাতি হইয়া উঠিয়াছেন এবং বিষ্ণুপূজার আমতগুলনৈবেদ্য দেয়াই শাস্ত্রীয় ইহা প্রতিপন্ন করিয়া দিবার

নানাবিধ প্রয়াস পাইতেছেন। তাহার নিগূঢ় বর্ষ্য তাহারাই
জ্ঞানেন। ইচ্ছাময় মহাশয়েরা যখন যাহাই হয় তাহাই (কেবল
বলিয়া নহে) ব্যবস্থা লিখিয়া স্বাক্ষরিত করিয়া দেন। আর
বোধ করি খড়দহের নিত্যানন্দ প্রভুর কুলতিলক উক্ত দুই
মহাপুরুষ দ্বারা শ্যামসুন্দরের নৈমিত্তিক পূজায় আমতগুলের
নৈবেদ্যবিষয় অবগত হইয়া আমার পরমহিতৈষী পরমদয়ালু
কর্ণদর্শী রাজসভাসদ “অগ্রে আমার নিজ গৃহের আমদোষ
নিবারণ করিতে” উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ
আমি নিজ ঘরের বিষয় জ্ঞাত থাকিলেও রাজসভাসদের
উপদেশবশতঃ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কোনও আমদোষ
দেখিতে পাইলাম না। বোধ হয়, অথবা বোধ হয় কেন
নিশ্চয়ই বসন্তকালীন দোলযাত্রা পর্ব উপলক্ষেই আতপ-
তগুলনৈবেদ্য মেট্রকের প্রীতিকর এমন কি দেখিলেই মুখ-
মণ্ড্তিকর বলিয়া প্রবাদ আছে সুতরাং উহা মেট্রকাস্থরকে
উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। যে যাহার ভক্ত সে
তাহার নৈবেদ্য ভক্ষক বিধায় তৎকালীন উপস্থিত যে কেহ
তাহার ভক্ত থাকে ঐ আম প্রসাদ তাহারই উদরগত হইয়া ঐ
আশয় মুখে প্রকাশ হইয়া থাকিবেক। কলতঃ আমাদিগের
পূর্বপুরুষ প্রভু বীরচন্দ্রপ্রকাশিত গোস্বামী ৮ শ্যামসুন্দরের
নৈমিত্তিকাদি কোনও পূজা উপলক্ষে নিজ গৃহে আমদোষ
না থাকা প্রযুক্ত লক্ষিত না হওয়ার রাজসভাসদের তাদৃশ
নিরূপণ উপদেশ পালন করা হইল না তজ্জন্য আমি অতিশয়
‘চিন্তিত দুঃখিত লজ্জিত কুণ্ঠিত ও শঙ্কিত হইতেছি, দয়াময়
কর্ণদর্শী রাজসভাসদ’য়েরূপ দয়া করিয়া আমার উপদেশ

দিয়াছেন যেন সেই রূপ দয়া করিয়া আমার এই অপরাধ
মার্জনা করেন। সে যাহা হউক উল্লিখিত মহামহোপাধ্যায়
মহাজন দিগেয় বথেষ্টাচার দর্শনে হতবুদ্ধি হইয়াছি। বিতণ্ডা-
পিশাচী কিম্বা উপরোধ অনুরোধের ভায় স্কন্ধ আরোহণ
করিলে কি ঐ মহাপুরুষদিগের দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না ?
কথিতই আছে,

উপরোধোহনুরোধশ্চ বিরোধো ব্যাধিরেব চ।

অপরাধ ইতি পঞ্চ দাস্তাঃ স্যুর্ধর্মানাশকাঃ ॥

আক্ষেপের বিষয় এই যে যাঁহাদের এইরূপ রীতি ও
আচরণ সেই মহাপুরুষেরাই এদেশে অনেক লোকের ধর্ম-
শাস্ত্রের মীমাংসাকর্তা এবং অনেককেই তাঁহাদের বাক্যে ও
ব্যবহারে আস্থা করিয়া চলিয়া থাকিতে হইতেছে।

যদি আমতগুলনৈবেদ্য দেওয়ার প্রথা বাস্তবিক শাস্ত্রীয়
বলিয়া তাঁহাদের বোধ থাকে অথচ কেবল বর্দ্ধমানরাজাধি-
রাজের উপরোধ বশতঃ বা তৈলবটের লোভে অশাস্ত্রীয় বা
অপ্রশস্ত কল্প বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে তাহা
হইলে কি যথার্থ ভদ্রের কার্য করা হইয়াছে ? আর যদি
আমতগুলনৈবেদ্য দেওয়ার প্রথা বাস্তবিক অশাস্ত্রীয় বলিয়া
বোধ থাকে এবং সেই বোধানুসারে আর দেশের কতক
গুলি লোকের আচার ও তদবলয়নে কতকগুলি ত্রাঙ্গণের
যে রীতি আছে, সে সকল রক্ষার উপরোধে, আপৎকালে
আমারও দেওয়া যায় ইত্যাদি নির্দেশ দ্বারা আমার নৈবেদ্য
দেওয়াকে অপ্রশস্ত কল্প বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে
তাহা হইলে এক্ষণে আমতগুলনৈবেদ্য দেওয়াই প্রশস্তকল্প

এবং উহাই শাস্ত্রীয় বলিয়া পূর্ব বিষয়ে বিশেষ বিদ্যেয় প্রদর্শন করাও কি যথার্থ ভক্তের কার্য্য করা হইতেছে ?

উল্লিখিত চারিখানি পুস্তকেই আমার প্রকাশিত প্রস্তাব এবং ব্যবস্থাপুস্তক এই উভয় পুস্তকের প্রতিবাদ করার বিশেষ উদ্যম করা হইয়াছে। প্রতিবাদি মহাশয়েরা আমার লিখিত প্রস্তাবকে অশাস্ত্রীয় ও অনাচার বলিয়া সপ্রমাণ করিয়া দিবার নিমিত্ত, যে কিছু প্রমাণ প্রয়োগ পাওয়া যাইতে পারে, সবিশেষ পরিশ্রম ও সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, স্ব স্ব পুস্তকে সে সমস্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। যখন নানা প্রতিপক্ষ ব্যক্তিতে নানা প্রণালীতে যত দূর পারেন চেষ্টা করিয়া প্রতিবাদ বিষয়ে এক এক প্রস্তাব লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; তখন আমতগুল নৈবেদ্যের অশাস্ত্রীয়তা ঋগুন পক্ষে যাহা কিছু বলা যাইতে পারে তাহার এক প্রকার শেষ হইয়াছে, বলিতে হইবেক। এক্ষণে ঐ চারি পুস্তকের যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগের মীমাংসা করা হইলে, বোধ হয়, আমতগুলের নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা করা বৈধ বলিয়া আর কাহারও বোধ হইবার সম্ভাবনাও হইবেক না।

আমি, বিষ্ণুকে আমতগুলনৈবেদ্য দেওয়া অবৈধ এবং ক্ষুদ্রাশ্রয়ত ব্যবহারমূলক ইহাই শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া “আমান্ননৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা হইতে পারে কি না ? এতদ্বিবরক বিচার” এই পুস্তক খানি প্রচার করিয়াছি। ঐ পুস্তকের উদ্দেশ্য বিষয়ে অনুমোদন প্রকাশ করিয়া নানাস্থানীয় নৈয়ারিক, স্বাক্ষর, পৌরানিক প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকগণ নিজ নিজ স্বাক্ষরিত

ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই যে দেশপূজা, কৃতবিদ্যা, দূরদর্শী, অধর্মভীরু এবং অপক্ষপাতী তাহা ঐতদ্দেশীয় আপামর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। ঐ সমুদয় যথাআগণ অকিঞ্চিৎকর অর্থদর্শনে মুগ্ধ হইয়া বৈধ কার্যকে অবৈধ এবং অবৈধকে বৈধ বলিয়া যে স্বীকার করিয়াছেন অথবা সকলেই যুগপৎ ত্রমাস্ককারে পতিত হইয়াছেন ঐদৃশ অযুক্ত ও অশ্রদ্ধের সিদ্ধান্তপক্ষ অবলম্বন করার প্ররুতি বঙ্গদেশীয় জলাবাতীনিবাসী সুকুমার-মতি রাজকুমার ব্যতীত অন্য কাহারও চিত্তে সহসা উদয় হওয়া হ্রস্ব ব্যাপার। কলতঃ আমি, বৈধই হউক বা অবৈধই হউক একটা যে কোনও কার্য সম্পাদন করিয়া সমাজ মধ্যে এক জন মতপ্রচারক বলিয়া পরিগণিত হইব এই উদ্দেশে যে আমান্ননৈবেদ্যদান নিষিদ্ধ বলিতেছি তাহা নহে, আমার দৃঢ় সংস্কার এই এ দেশে যে কোনও কোনও স্থানে আমতগুল নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা যদৃচ্ছাপ্ররুত ব্যবহারমূলক, শাস্ত্রানুগত ব্যবহার নহে। তদনুসারে আমান্ন নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা হইতে পারে কি না? ঐতদ্বিবরক বিচার পুস্তকে তাদৃশ নৈবেদ্য ব্যবহার অশাস্ত্রীয় এবং অবৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া সাধারণের অবগতি নিমিত্ত প্রচার করিয়াছি। বলিতে কি আমি এখনও মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিতেছি যদি কেহ বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থের সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা বিষ্ণুকে আমান্ন নৈবেদ্য দান শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়েন, তাহা হইলে আমি নিঃসন্দেহ তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিতে পারি

এবং এতৎপক্ষীয়স্বাক্ষরকারী সমুদয়কেই ভ্রান্ত বোধ করিতে পারি। নতুবা যাঁহারা শাস্ত্রার্থ তত্ত্বানুসন্ধানে অন্ধবৎ হইয়া অকারণ আমার প্রতি কোণ প্রকাশ করিয়া ইহার বিরুদ্ধে এক এক খানি ক্ষুদ্রাকার পুস্তক প্রচার করত প্রতি পঙক্তি-তেই আমার প্রতি কটুক্তি ও শ্লেষ করিয়া স্ব স্ব প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন, আমি অকপটচিত্তে তাঁহাদিগকে অভয়দান দিতেছি যে, তাঁহারা এজন্য অনর্থক অর্থব্যয় ও কারিক শ্রম স্বীকার না করিয়া যদি সাক্ষাৎকারে আমাকে ইচ্ছামত কটু-বাক্য বলিতেন তাহা হইলে বিশেষ হানিকর হইত না।

ধর্মশাস্ত্র যে অপারজলধিস্বরূপ এবং ধর্মতত্ত্ব যে অতি নিগূঢ় ইহা অনেকেই কেবল মৌখিক ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে অতি অস্পন্দলোকে দেখিতে পাওয়া যায়। যে মহাপুরুষেরা স্ব স্ব পুস্তকে ধর্মশাস্ত্রের ঐরূপ অপরিচ্ছিন্নতা এবং দুর্বগাহতা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া-ছেন, আবার তাঁহারাই গণ্ডুযমাত্রজলে সক্রীর ন্যায় এরূপ ভয়ঙ্কর আশ্ফালন করিয়াছেন যে তাহা ভাবিতে হইলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কি আশ্চর্য আপাততঃ বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান ধর্মশাস্ত্রের পরস্পর সামঞ্জস্য করিতে হইলে ধর্মশাস্ত্র ও বীমাংসাশাস্ত্র এই উভয় শাস্ত্রেই নৈপুণ্য থাকা আবশ্যক ইহাই পূর্ব হইতে জানিতাম। কিন্তু এত দিনের পর প্রতীতি হইল যে উপহাস কটুক্তি এবং শ্লেষপটুতাই ধর্ম-শাস্ত্র বিচারের প্রধান উপকরণ। অন্যথা কতিপয় অবচ্ছেদ-কতামাত্রোপজীবী অনাস্বাদিতধর্মশাস্ত্র ব্যক্তি কোন সাহসে অন্যায়সে এই অনধিকার চর্চায় প্রবৃত্ত হইলেন।

তৎপ্রণীত পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে কেবল জিগীষা, ঈর্ষ্যা, বাচালতা ও অনভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট প্রতিমূর্তি ব্যতীত অন্য সারাংশ কিছুই লক্ষিত হয় না। তবে যে ষড়কিঞ্চিৎ শাস্ত্রার্থ লইয়া কিয়ৎ পরিমাণে চর্চিত চর্চণ করিয়াছেন, তাহার কোনও অংশই বিচার্য বলিয়া প্রতিবক্তব্য স্থলে গ্রাহ্য নহে। আরও আশ্চর্য্য বোধ হইল যে আমাদিগের তরুণবয়স্ক ন্যায়রত্ন অর্থপ্রাপ্ত হইলেন নাই বলিয়া অনিবিদ্ধ কার্য্যকে নিবিদ্ধ বলিতে ভীত হইয়াছেন। কিন্তু যে গুণধাম চাটুলক অশেষক্লেশোপার্জিত প্রাণসম অর্থকে কায়িক পরিশ্রমের সহিত ব্যয় করিয়া সর্বসম্মত নিবিদ্ধ কর্ম্মকে অনা-
 রাসে অনিবিদ্ধ বোধ করিতে সমর্থ হইলেন, তাহার পক্ষে ঈদৃশ অবৈধ কার্য্যে তত দূর সন্নিহিত হওয়া সুসঙ্গত বোধ হয় না। কবিত্বাভিমাত্রী চপলমতি রাজকুমার প্রকৃতিসিদ্ধ চাপল্য পর-
 বশ হইয়া সকল বিষয়েই বিজ্ঞতাপ্রদর্শন করিতে ব্যগ্র হইয়া থাকেন। যাহা হউক সকলের প্রযুক্তি এক প্রকার নহে, সুতরাং সকলে এক প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। প্রকৃতি-
 বৈলক্ষণ্য প্রযুক্তিভেদের প্রধান কারণ। কিন্তু এরূপ গুরুতর বিষয়ে স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে প্রণালী ভেদ অবলম্বন না করিয়া, যেরূপ বিষয় তদনুরূপ প্রণালী অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকম্প ছিল।

বিষ্ণুর্নৈবেদ্যবিচারপ্রণেতা রাজসভাসদ স্বাক্ষরস্থলে “এম্-
 কাশাণাং” এইরূপ বহুবচন প্রয়োগ করিয়া বোধ করি দলপুষ্টি
 অথবা স্বীয় গৌরব প্রদর্শন করিয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু
 স্বীয় গৌরব প্রদর্শনই যদি বহুবচন প্রয়োগের প্রকৃত কারণ

হইল, ঐ গৌরব কি আশ্রয়গৌরব অথবা পাণ্ডিত্যগৌরব ?
 যদি বাস্তবিকই আশ্রয়গৌরব তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া
 থাকে তাহা হইলে আমরা এই ভাবিয়া উৎকর্ষা দূর করিব
 যে প্রভুর পরিতোষার্থ অনন্যশরণ আশ্রিত তাদৃশ লোক
 দিগের উচ্চ নীচ ভাব অনুকরণ ও অনুসরণ করার প্রথা
 বহু দিন হইতেই প্রচলিত আছে। তজ্জন্য আমরা তাঁহা-
 দিগকে অনভিজ্ঞ বলিয়া নিন্দা করিতে পারি না। প্রভুবিশেষ
 যে অকারণ আমাদের মতের প্রতিকূলতাচরণ করিয়া
 অশাস্ত্রীয় ব্যবহার অপ্রতিহত রাবিতে সমর্থ হইতেছেন ইহা
 ভাবিয়াও বিশেষ ক্ষতি বোধ করিব না। কারণ “ স্বদেশে
 পূজাতে ” ইত্যাদি চানক্যের শ্লোক আমাদের সে উৎকর্ষা দূর
 করিবেক। অথবা নিজ গৌরবপ্রদর্শন অনেকের স্বভাবসিদ্ধ।
 কেহ বা উচিতপক্ষ কেহ বা অনুচিতপক্ষ আশ্রয় করিয়া
 পদে পদে গৌরব দেখাইয়া থাকেন। ইহারাও কি সেই
 প্রকৃতিপরতন্ত্র হইয়া ঐরূপ বহুবচনে অবিকল প্রতিবিম্বিত
 হইয়াছেন ? আশ্চর্য্য কি ! স্বভাব অনুল্লঙ্ঘনীয়। যাহা
 হউক এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে রাজসভাসদ কোন পক্ষ
 আশ্রয় করিয়া ঐরূপ গৌরবের পথে পদার্পণ করিয়াছেন।

• ইতি পূর্বে রাজসভাসদের উপর বিশ্বাস ছিল যে রাজ-
 সভাসদ নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহেন, বিবেচনা না করিয়া সহসা
 কোনও অনুচিতপক্ষ আশ্রয় করেন না; কোনও বিষয়ের
 মীমাংসা করিতে গিয়া একান্ত অপটুতারও পরিচয় দেন না।
 কিন্তু সংপ্রতি সে বিশ্বাস অনেকাংশে শিথিল হইল। মান-
 নীয় রাজসভাসদ আমাদের নৈবেদ্যের মীমাংসাকালে অকারণ

অতীত রোষপরবশ হইয়া ছিলেন। যেহেতু তৎপ্রণীত পুস্তকখানি সবিশেষ পর্যালোচনা করিলে সুস্পষ্টই বোধ হয় যে, তিনি বাদী নিরস্ত করিয়া স্বপক্ষ সমর্থনে সাদৃশ্য ব্যগ্র হইয়া, উচিতানুচিত বিবেচনায় এক কালে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। যাহা হউক আক্ষেপের বিষয় এই যে এত বিতণ্ডা করিয়াও কিছুমাত্র কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন নাই। উপরোধের পদ্ধতিই এই। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে পরমদয়ালু রাজসভাসদ আমারনৈবেদ্যো-পজীবী কতকগুলি দেবল ব্রাহ্মণের উপজীব্য হানি হয় বলিয়া এইরূপ অধর্মযুদ্ধের পৃষ্ঠপোষক হইয়া আমার উপর অগত্যা ঋণগ্রহস্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা এরূপ অযুক্ত কথায় সহসা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। এই পুস্তকে অনুমোদনকারি মহাশয়দিগের এবং ত্রীযুক্ত ক্ষেত্রপালস্মৃতিরত্নকে ষাঁহার বাবস্থা দিয়াছেন। সেই সকল মহাশয়ের মধ্যে অনেকেরই কিছু কিছু পরিচয় মথান্থলে দেওয়া হইয়াছে।

গোকুলচন্দ্র গোস্বামীর পক্ষে আমার প্রতিবাদে একখানি পুস্তক প্রকাশ করা ব্যর্থ হইয়াছে। অধ্যয়ন অধ্যাপনাসূত্রে তাঁহার সহিত আমার যে প্রকার সম্বন্ধ তাহাতে তাঁহার অকারণ এরূপ অর্থব্যয় করিবার কোনও আবশ্যক ছিল না। তিনি স্বীয় পুস্তকে যে দুই একটি কথা লিখিয়া আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন, ঐ কথা গুলি সাক্ষাৎকারে আমাকে বলিলে তাঁহাকে আর এরূপ অর্থব্যয় ও কারিক পরিগ্রহ স্বীকার করিতে হইত না। তালই হউক বা মন্দই হউক কোনও না কোনও একখান পুস্তক প্রচার করিয়া

জনসমাজে পরিচিত হই এই বাসনায় যদি এরূপ ব্যাপারে প্ররত্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে আমার দুঃখের বিষয় এই যে সুংসারে এত অসংখ্য বিষয় সত্ত্বে কোন অপরাধে এই ধর্মশাস্ত্রমীমাংসায় আমিই অথো তাঁহার লক্ষ্য হইলাম।

গোকুলের জ্ঞানশলাকানামক পুস্তক প্রণেতার প্রতি আমার রক্তব্য এই যে তিনি গোকুলের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার নিমিত্ত কেন অকারণ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। যেহেতু কথিতই আছে যে

গোকুলে কন্দুশালায়াং তৈলযন্ত্রে ক্ষুদ্রমুদ্রয়োঃ ।

অমীমাংস্থানি শৌচানি স্ত্রীষু বালাতুরেষু চ ॥

গোকুলে অশুদ্ধিবিষয়ক মীমাংসা কর্তব্য নহে।

এক্ষণে আমি প্রতিবাদী মহাশয়দিগের মধ্যে রাজসভাসদেব নিকটে আমাকে যৎপরোনাস্তি উপকৃত স্বীকার করিতেছি, এবং তাঁহাদের সকলকেই যুক্তকণ্ঠে সহস্র সাধুবাদ দিতেছি। তিনি পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া উত্তর দানে প্ররত্ত না হইলে স্মার্তবাগীশমতানুসারে আচরণকারি মহাশয়দিগের সকল সমাজেই ইহা প্রতীয়মান হইত যে এতদ্দেশীয় স্মার্তমতানুযায়ী প্রধান মহাশয়েরা আমার প্রস্তাবিত বিষয় অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাঁহাদিগের উত্তরদান দ্বারা আমার প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রতিবাদ করায় অন্ততঃ ইহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে যে এই প্রস্তাব এরূপ নহে যে একবারেই উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি বাইতে পারে। তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়া উত্তর না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে আমি কত ক্ষোভ পাইতাম বলিতে পারি না। তাঁহারা

আমার লিখিত আমতগুল নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা করায়
অবৈধ বিষয়ক লিখিত প্রস্তাবকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া সপ্রমাণ
করিবার নিমিত্ত যে কিছু প্রমাণ প্রয়োগ পাওয়া যাইতে
পারে, সবিশেষ পরিশ্রম ও সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া স্বীয়
পুস্তকে সেই সমস্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। এক্ষণে সেই সকলের
যথাশক্তি যীমাংসা করিয়া প্রত্যুত্তরদানে প্রবৃত্ত হইলাম ;
তাহা হইলে বিষ্ণুপূজায় আমতগুল নৈবেদ্য দেওয়ার নিষেধ
এবং শূদ্রের বিষ্ণুপূজাশূলে ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্ন
নৈবেদ্য দেওয়ার বিধি শাস্ত্রীয় কি না সে বিষয়ে সকল
সংশয় নিরাকৃত হইতে পারিবেক। আমি এই প্রত্যুত্তর
প্রদান বিষয়ে বিস্তর যত্ন ও বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছি।
পাঠকবর্গের নিকট বিনয় বাক্যে প্রার্থনা এই তাঁহারা যেন,
অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্বক, নিবিষ্টচিত্তে এই প্রত্যুত্তর পুস্তক
অন্ততঃ একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, তাহা হইলেই
আমার সকল যত্ন ও সকল শ্রম সফল হইবেক।

অক্ষত অর্থাৎ পাতপতগুলের নৈবেদ্য দ্বারা যে বিষ্ণুপূজা
করিবে না ইহা কাহারও স্বকপোলকল্পিত অশাস্ত্রীয় অভিনব
ব্যবস্থা নহে। যাহারা পুরাণবাক্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন,
যাহারা সদসম্বিবেচনা না করিয়া যে কোনও রূপে স্বমত স্ফ-
ূত্বাপন করিতে পারিলেই চরিতার্থ হইব এই বোধে বদ্ধপরি-
কর হইয়া তিলকে তাল করত ব্যাপকতার পথে পদার্পণ না
করেন এবং যাহারা ঈর্ষ্যা দাত্তিকতা প্রভৃতি নীচরুভিবিহীন
হইয়া মরল চক্ষে যীমাংসার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন,
তাঁহারা মৎসংগৃহীত বচনগুলি এবং তৎসমুদয়ের তাৎ-

পর্যায়ার্থ্য অবগত হইয়া বিষ্ণুপূজার আমতগুলের নৈবেদ্য দেওয়া বদৃচ্ছাপ্ররক্ত-ব্যবহার-মূলক সুতরাং অবৈধ, কোনও মতেই শাস্ত্রানুমোদিত নহে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই।

বিষ্ণুপূজার আমতগুল দান নিবেদ্য পরিচ্ছেদ।

বিষ্ণুনৈবেদ্যে আমতগুল দান যে, নিষিদ্ধ তাহা বামন-পুরাণের

অগ্নিকুসুমৈধুঁ পৈদীপৈর্নানোপহারকৈঃ ।

তগুলেতরনৈবেদ্যৈর্বিষ্ণুং বামনকং বজেৎ ॥

অগ্নিকু পুষ্প, ধূপ, দীপ, এবং নানাবিধ উপকরণের সহিত তগুলেতর নৈবেদ্য (অর্থাৎ তগুলভিন্ন অনিষিদ্ধ পদার্থের নৈবেদ্য) দিয়া বামনরূপী বিষ্ণুকে পূজা করিবেক।

এই বচন এবং স্কন্দপুরাণের

তগুলেন বিনা দেবি নৈবেদ্যেন সমর্চয়েৎ ।

অগ্নিকুপুষ্পমাল্যেন দেবদেবং জনার্দনং ॥

অগ্নিকু পুষ্পের মালা এবং তগুল ব্যতিরিক্ত ভক্ষ্য বস্তুর নৈবেদ্য দ্বারা দেবদেব জনার্দনকে সম্যক্ অর্চনা করিবেক।

এই বচন দৃষ্টে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে সুতরাং বিষ্ণুপূজায় আমান্ন নৈবেদ্য দেওয়া কদাচ কর্তব্য নহে।

আমতগুলের নিষেধবিধায়ক

শিষ্যতগুলসিদ্ধান্তমামান্নকং ত্যজেদ্যুনে ।

গোবিন্দশ্যার্চনে দক্ষং সর্বং কার্য উদারবীঃ ॥

রাজমাংসমহরকং দধ্মান্নকং কলঙ্কিকং ।

তথা চামান্ননৈবেদ্যং বর্জয়েদ্ধরিপূজনে ॥

শিষ্যান্নং রক্তশাকঞ্চ বার্তাকুং কুন্দমগ্নিতাং ।

মুকুন্দশ্রীচর্চনে জহাৎ বহুতঃ সাহসতো ভুবি ॥

উদারাপন্ন বৈকব ব্যক্তি মিত্রতগুলের সিদ্ধার ও আমান অর্থাৎ কাঁচা চাউল এবং যাবতীর দ্বন্দ্ব বহু গোবিন্দপূজার ত্যাগ করিবেক। রাজরাস, মহুর, দল্ল অন্ন, কলসিকা এবং আমায়ের (অর্থাৎ কাঁচা চাউলের) নৈবেদ্য হরিপূজার পরিবর্জন করিবেক। সাহসত ব্যক্তিগণকে মিত্রতগুলের অন্ন, রক্তশাক এবং কুন্দপুষ্পদ্রব্য খেতবার্তাহ মুকুন্দপূজার পরিভাগ করিতে বহু করা কর্তব্য।

পদ্মপুরাণীয় এই বচনে বিষ্ণুকে আমতগুল দেওয়া অবৈধ এইমাত্র বলিয়াই কান্ত হয়েন নাই, তদ্বিবরে সর্বতোভাবে নিবর্তন নিমিত্ত বিশেষরূপ প্রত্যবারেরও উল্লেখ করিয়াছেন।
যথা পদ্মপুরাণে

আমান্নং হরয়ে'দত্বা পকান্নং খাদয়েত্তদি।

বর্জিবর্বনহত্মানি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥

হরিকে আমান্ন দিয়া, আপনি পকান্ন আহার করিলে বর্জিবর্বনহত্মানি বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া জন্মাইতে হয়।

আর বিষ্ণুপূজার আমতগুলদান নিবেদক ভুরি ভুরি প্রমাণবচন আছে, তন্মধ্যে জ্ঞানমালাতন্ত্ৰের

নাক্ষত্রৈরর্চয়েদ্বিষ্ণুং ন তুলশ্চা বিনায়কং।

ন দুর্কর্যা যজেদুর্গাং মালুর্নৈর্ন দিবাকরং ॥

অক্ষত অর্থাৎ আতপতগুল দ্বারা বিষ্ণুপূজা, তুলসী দ্বারা গণেশপূজা, দুর্কী দ্বারা দুর্গাপূজা এবং বিদ্বপত্র দ্বারা সূর্য্যের পূজা করিবেক না।

এই বচনে, পিচ্ছিলাতন্ত্রী

ন তুলশ্চা যজেৎ কালীং নাক্ষত্রৈর্বিষ্ণুমর্চয়েৎ।

তুলসী দ্বারা কালীপূজা এবং অক্ষত অর্থাৎ আতপতগুল দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবেক না।

এই বচনে, হেমাঙ্গিষ্ঠত স্মৃতির

শালগ্রামশিলামাত্রং নাকর্তৈরর্চয়েৎ সুধীরিতি ।

অর্কত অর্থাৎ আতপতগুল দ্বারা শালগ্রাম শিলামাত্রেরই পূজা করিবেক না ।

এই বচনে এবং মন্ত্রমহোদধির বচন ও উহার নৌকা-
নামকটীকার

অক্ষতানর্কবৃন্তুরো বিমো নৈবার্পয়েৎ সুধীরিতি ।

অর্কত অর্থাৎ আতপতগুল এবং অর্ক (আকন্দ) ও বৃন্তুর পুষ্প
বিষ্ণু বিষয়ে কদাচ অর্পণ করিবেক না ।

অক্ষতান্ তুলাদীন্ তিলকার্পণে ন দোষঃ ইতি ।

অর্কত অর্থাৎ আতপতগুল প্রভৃতি অর্পণ করিবেক না কিন্তু
উহা তিলকরচনা বিষয়ে অর্পিত হইলে দুষণীয় নহে ।

এই ব্যাখ্যানে বিষ্ণুপূজাবিষয়ে আমতগুলদান স্পষ্টাক্ষরে
নিবদ্ধ হইতেছে । এবং গঙ্গাবাক্যাবলীস্থত লিঙ্গপুরাণের

ষদধা চ হবির্ভক্ষ্যস্তক্ষরেচ স্বয়ং নরঃ ।

কৃত্বা দেবে তথা দেয়ং নৈবেদ্যন্তদুত্তমং ॥

নৈবেদ্যং যোহুত্বা দত্তান্মূলমুক্তক্রমাবহিঃ ।

ব্রহ্মহত্যাসমম্পাপং কৃত্বং তেন ন সংশয় ইতি ॥

মহুযোর্য হক্লিষ্যাকে (১) যেরূপ নিজের ভোজনের যোগ্য
করিয়া প্রস্তুত করতঃ স্বয়ং ভোজন করিয়া থাকে, সেইরূপ ভাবে
প্রস্তুত করা হবির্জ্যেবোর অভ্যাংকৃত নৈবেদ্য দেবতাকে দিবেক । যে

(১) মুত্তরানি পরঃ সোমো মাংসং দত্তান্মূলকৃতং ।

অক্ষারলবণকৈব প্রকৃত্য হবিকচ্যতে ॥

গোক্ষীরং গোহৃতকৈব দত্তান্মূলকৃত্যং ॥

লবণে লৈক্ষ্যবস্তুভ্যে অক্ষারলবণং মতং । মনু

জন এই প্রকার অন্তথা করিয়া উক্ত ক্রমের বিপরীতমতে প্রদান
নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া দেয়, সেই অতিক্রমকারি জনের উহাতে
যে ব্রহ্মহত্যা সমান পাপকর্ম করা হয় তাহাতে আর সংশয় নাই।

এই বচনে, কালিকাপুরাণের

যদদ্রব্যান্তু যথা তস্যং তন্ত্বেব প্রদাপয়েৎ ।

যে দ্রব্য যেরূপ ভাবে প্রস্তুত করিলে আহ্বার করিবার যোগ্য
হয় সেই দ্রব্য সেইরূপ ভাবে প্রস্তুত করিয়া দেবতাদিগকে প্রদান
করিবেক ।

এই বচনে, বাম্পীকীয় রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে

যদন্নঃ পুরুষো নুনং তদন্নান্তস্য দেবতাঃ ।

যে ভাবে প্রস্তুত করা যে দ্রব্য যে পুরুষ আহ্বার করিয়া থাকে
তাহার দেবতাকেও সেই ভাবে প্রস্তুত করা সেই দ্রব্য দিতে হয় ।

এই বচনে এবং স্মার্তভট্টাচার্য্যের একাদশীতত্ত্ব ও
আত্মিকতত্ত্ব দ্বিত বিষ্ণুস্মৃত্তে ও কম্পতরুব্যাখ্যাণে এবং স্মার্ত-
ভট্টাচার্য্যের নিজ শীমাংসার্চুর্গকে

“নাতক্যং নৈবেদ্যার্থে ইত্যাদি” বিষ্ণুস্মৃত্তে “আমং তণ্ডুলাদি স্বরূ-
পতো অতক্যং ।” অনেন স্বয়ং ভোজ্যমন্নাদি দেয়মিত্যুক্তং ॥

“আম অর্থাৎ তণ্ডুলাদি স্বরূপতঃ অতক্য ” “নৈবেদ্য বিষয়ে
অতক্য দিবেক না ” স্মৃত্তাং নিজের ভোজনের যোগ্য যে
অন্নাদি তাহাই দিবেক ।

এইরূপ স্পষ্ট লেখায় এবং অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্রীয় ভুরি
ভুরি প্রমাণ বচনে বিষ্ণুপূজার আমতণ্ডুল দানের ভুরোভূয়ঃ
নিবেধ দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বিষ্ণুপূজাবিষয়ে
আমতণ্ডুল দেওয়া কদাচ কোনও মতেই কর্তব্য নহে ।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে বামনপুরাণ,

স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ, হেমাদ্রিস্ততস্মৃতি, মন্ত্রমহোদধি ও তাহার নৌকানাথক টীকা, লিঙ্গপুরাণ, কালিকাপুরাণ, জ্ঞান-মালাতন্ত্র, পিচ্ছিলাতন্ত্র, বিষ্ণুসংহিতা ও তাহার কম্পতরু-নামক টীকা এবং স্মার্তভট্টাচার্যের আঙ্কিততন্ত্র, একাদশী-তন্ত্র প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থের ভুরি ভুরি বচনে, পরস্পর ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুকে আমান্ন দেওয়া বিষয়ে যখন স্পষ্টাক্ষরে মুক্তকণ্ঠে নিবেদন প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে, তখন কতিপয় অতিশুদ্ধমতি কৃতবিদ্য মহাপুরুষেরা স্বীয় বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শনার্থ কতকগুলি বচনের যথাক্রমার্থ একটানে পরাছুষ হইয়া পরমদয়ালু সংস্কৃতভাষার সাহায্যে অদ্ভুত অর্থ উদ্ভা-বন পূর্বক মহাসমারোহে যে বাগাড়ম্বর করিয়াছেন বোধ করি ধর্মতত্ত্বানুসন্ধারী ধার্মিকগণের নিকট তাহা কখনই আদর-ণীয় বা গ্রাহ্য হওয়া সম্ভবপর নহে।

একগে যাহারা শাস্ত্রীয় কতকগুলি বচনের চিরপ্রচলিত যথাক্রমার্থ গোপন এবং স্বমতপোষক অন্যান্য কম্পনা করিয়া অনর্থক অর্থব্যয় ও জনসমাজে মহাকোলাহল করিয়া-ছেন তাঁহাদিগের ঐ অর্থের বলে উদ্ভাবিত নুতন মীমাংসা গুলির যে কত দূর পর্য্যন্ত সারবত্তা তাহারই পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

অনেকেই কহিয়াছেন। যে

“শ্রিততগুলিসিদ্ধান্তমামান্নং ত্যজেন্মুনে। ইত্যাদি বচনে এবং এইরূপ স্থলে আমান্নং এই আমান্নপদোত্তরবর্তী সমুচ্চয়ার্থবাচক চকারদ্বারা শ্রিততগুলের সমুচ্চর বোধ হওয়াতে আমান্নপদ স্তবরাং শ্রিততগুলের আমান্নবোধক বুঝিতে হইবে। অতএব এতদন দ্বারা বিষ্ণুপূজার যে আতপতগুলের আমান্ন নিষিদ্ধ ইহা

কোনও রূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে না।” “এই বচন কোন সংগ্রহকর্তা কর্তৃক দ্রুত বা ব্যাখ্যাত দৃষ্ট হয় না। সুতরাং গোপালবিন্দু ইহাকে স্বয়ং প্রধান প্রমাণ স্বরূপে প্রতিপন্ন করণার্থ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছানুযায়িনী ব্যাখ্যা করিবার সুযোগ পাইতে পারেন।”

ইহাতে প্রতিবাদী মহাশয়দিগের এই রূপ অর্থ কম্পনা দ্বারা আমতগুলের স্পষ্ট নিবেদন বাক্যকে অন্যথা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করা অসাধ্যসাধন প্রায়শঃ প্রকাশ হইয়াছে। সে বাহা ইউক প্রতিবাদী মহাশয়েরা আমার প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহাতে বক্তব্য এই যে আমি উল্লিখিত পদ্যপূরণ বচনের ব্যাকরণরীতি অনুসারেই ব্যাখ্যা করিয়াছি, স্বপক্ষ রক্ষার জন্য বাওঁতায় একান্ত আকৃষ্ট হইয়া সংস্কৃত ভাষার অর্থ করিবার চিরপরিগৃহীত ও চিরপ্রচলিত পাণিনিমুনির ব্যাকরণনিয়ম এবং “একত্র বিশেষণভ্রুণাশ্রিত-স্থান্যত্র বিশেষণভ্রুণাযোগ ইতি ন্যায়ঃ” এই ন্যায় উল্লেখন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে অর্থ করিয়া কোনও অন্যায় কার্য্য করি নাই সুতরাং এ উপলক্ষে আমার বিষয়কারিতা ব্যাঘাতের কোনও আশঙ্কা সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না। প্রতিবাদী মহাশয়দের অন্তঃকরণে অকস্মাৎ ঈদৃশী ‘আশঙ্কা উপস্থিত হইল কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। বাহা ইউক আশ্চর্য্যের অথবা কৌতূহলের বিষয় এই প্রতিবাদী মহাশয়েরা অন্যের বা আমার বিষয়কারিতা রক্ষার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন কিন্তু নিজের বিষয়কারিতা রক্ষা পক্ষে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই।

“শিক্ষাকম্পো ব্যাকরণং নিকটং হনো জ্যোতিষমিতি বট বেদান্তিনি”।

শিক্ষাশাস্ত্র, ব্যাকরণশাস্ত্র, নিকরুশাস্ত্র, চন্দ্রশাস্ত্র এবং
জ্যোতিঃশাস্ত্র এই ছয়টি বেদের অঙ্গ ।

বেদের এক প্রধান অঙ্গ ব্যাকরণ শাস্ত্রের

“বৃত্তিশদৈকদেশস্য সম্বন্ধস্তেন নেষ্যতে ॥”

সমস্তপদের এক দেশের সহিত অসমস্ত পদের অঙ্গ হইবেক না ।

এই নিয়ম, ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশরুশ্র, পিশলী, শাকটায়ন,
পাণিনি, অমর এবং জৈনেন্দ্র এই আট জন আদিশাস্ত্রিক
ঋষির সম্মত এবং তত্ত্বতানুযায়ী প্রায় সকল বৈয়াকরণ-
দিগের অবলম্বিত । প্রতিবাদী মহাশয়েরা সেই বিধি নিয়ম
উল্লঙ্ঘন পূর্বক এই বচনের স্বার্থসাধক অন্যার্থ স্বেচ্ছানু-
সারে কল্পনা করিবার জন্য যখন লেখনী ধারণ করিয়া-
ছিলেন বোধ হয় তৎকালে জিগীষা, ঈর্ষ্যা, প্রভৃতি পাপ-
প্ররতি সমুদয় অবশ্যই তাঁহাদের চিত্তক্ষেত্র অধিকার করিয়া-
ছিল; নতুবা তাঁহাদিগের তাদৃশ নির্দোষচিত্তে এরূপ স্কুল
দোষ কখনই অলক্ষিত থাকিবার নহে । সকলে বিবেচনা
করিয়া দেখুন যে অপরিহার্য্য বিশেষ কারণ ব্যতীত বেদের
কিছা বেদাঙ্গ ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া
মুনিবচনের সঙ্কোচ করিতে সাহসী হওয়া ভ্রূঃসাহসিকের এবং
অবিম্বশ্চকারির কার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে কি না ।

বৈয়াকরণেরা “বৃত্তিশদৈকদেশস্য সম্বন্ধস্তেন নেষ্যতে”
(অর্থাৎ) সমস্ত পদের একদেশের সহিত অসমস্ত পদের
অঙ্গ হয় না এরূপ নিয়ম না করিলে প্রতিবাদী মহাশয়দের
কথঞ্চিৎ অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা হইত । কিন্তু বৈয়াকরণেরাই
তাদৃশ বুদ্ধির যুলে কুঠায়াঘাত করিয়া দিয়াছেন । “স্বিন্নতগুল-

সিদ্ধান্ত” এই পদের সমান “স্বিন্নতগুলেন” অর্থাৎ সিদ্ধ
 চাউল উপাদান করণে অথবা “স্বিন্নতগুলস্য” অর্থাৎ সিদ্ধ
 চাউল সম্পর্কে “সিদ্ধং” সিদ্ধ করা “অন্নং” অন্ন এইরূপে
 তৃতীয়া ক্রিয়া ষষ্ঠী তৎপুরুষ এই উভয় সমাসের অন্যতর
 দ্বারা এই স্বিন্নতগুলসিদ্ধান্ত পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে সুতরাং স্বিন্ন-
 তগুল পদটী তৃতীয়া ক্রিয়া ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদ, উহার সহিত
 আমান্নং এই পদের কিরূপে অন্নয় হইতে পারে অন্নয় করি-
 লেই বা কিরূপ অর্থ ফলিত হইবেক তাহা তাঁহারাই জানেন।
 তথাপি প্রতিবাদী মহাশয়েরা সংস্কৃতজ্ঞ হইয়া যখন ‘স্বিন্ন-
 তগুলসিদ্ধান্ত’ এই সমস্ত পদের একদেশবর্তি স্বিন্নতগুলের
 সহিত ‘আমান্নং’ এই অসমস্ত পদের অন্নয় করিয়া মহাকোলা-
 হল করিয়াছেন তখন বোধ হইতেছে যে তাঁহাদের চিত্ত তৎ-
 কালে কখনই প্রকৃতিস্থ ছিল না অবশ্যই কোনও না কোনও
 কারণে বিশেষ কলুষিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। আর
 বিবেচনা করিয়া দেখুন প্রতিবাদী মহাশয়েরা “তথা চামান্ন-
 নৈবেদ্যং বর্জয়েদ্ধরিপূজনে” এই বচনের স্বেচ্ছানুসারে
 ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আমান্নপদের সঙ্কোচ করত “স্বিন্নতগুলের
 আমান্ন” বলিয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার এই কারণ
 নির্দেশ করিয়াছেন যে উল্লিখিত বচনের “আমান্নপদে
 স্বিন্নতগুল এবং আতপতগুল এই উভয়ের আমান্নবোধক
 হইলে তৎপরবর্তী “সিদ্ধান্তং রক্তশাকঞ্চ” এই বচনের সিদ্ধান্ত-
 পদও পূর্বোক্ত দ্বিবিধ তগুলেরই সিদ্ধান্তবাচক হইয়া উঠে
 তাহাতে কি আতপতগুল কি সিদ্ধ তগুল ইহার কোনও
 তগুলই পাক করিয়া বিষ্ণুকে দিতে না পারার বিষমশ্লিষ্টদোষ

বিবিধ ভাবে, বাক্যে, পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে, আশ্রয়িত্য বিশেষ-
 করে, আশ্রয়িত্যক, বা, বিশেষ, আর উপাধারিত্য বাই এই
 আশ্রয়, প্রতিবাদী বহাশয়ের উল্লিখিত বচনের আশ্রয়-
 শব্দের প্রত্যয় সকলের সহিত ভাবিয়াছেন যে বাধ্যতায়
 অনেক কৃতকাৰ্য্য হইবার। কিন্তু আশ্রয়িত্য-বিষয় এই যে,
 বচনের সঙ্কোচ করিতে পারিতে প্রতিবাদী বহাশয়ের দৃষ্টিও
 অনেক পরিমাণে সঙ্কোচিত হইয়াছে নতুবা সমাধাশয়ের দৃষ্টি-
 গোচর বিষয়গুলি যে তাঁহাদের দ্বারা দূরদর্শিত্বের
 দৃষ্টিপথের অজীত হয় ইহা অল্প বিদ্যরকর ব্যাপার নহে।
 এক্ষণে পুরাণবচনের বিবিধ অর্থ উপস্থিত; প্রথম চিত্র-
 প্রচলিত, দ্বিতীয় রাজসভাসম্ প্রভৃতি কল্পিত। যেহেতু দর্শিত
 হইল তদনুসারে চিত্রপ্রচলিত অর্থে কোনও অমর্থ ঘটি-
 তেছে না এবং সমুদয় বচন পরস্পর সম্যক্ মঙ্গল হইতেছে ;
 রাজসভাসম্ প্রভৃতি কল্পিত অর্থে চ্যুতসংস্কৃতি প্রভৃতি উৎ-
 কট উৎকট দোষ ঘটিতেছে এবং এই অর্থ সম্যক্ মঙ্গল হই-
 তেছে না। এমন স্থলে কোন অর্থ প্রকৃত অর্থ বলিয়া অব-
 লম্বিত হওয়া উচিত তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন,
 কল কদা এই, তাঁহাদের অবলম্বিত অর্থ বচনের অন্তর্গত
 পদ সমূহ দ্বারা প্রতিপন্ন হওয়া কোনও মতেই সম্ভব নহে।
 সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন অশ্রয়িত্যের ব্যবহৃত শক্তি-
 লতা অর্থ গ্রহণ করা হইলে শুকরান্য-তত্ত্ববিশিষ্ট বিশেষকে
 অশ্রয় বলা বাহিত্য পারে, আর্জিত্যাদিও কলমাত্রে
 অশ্রয়িত্যের অশ্রয় আশ্রয়িত্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অশ্রয়
 শুকরান্যতত্ত্ববিশিষ্ট বিশেষের অর্থ। তত্ত্ব পার করিলে

যে একজন বিজ্ঞান পদার্থ হয়, তার সঙ্গে তাহারই উপস্থিতি
 হয় কিন্তু কোনও কোনও স্থলে অন্যান্য পদার্থেরাধীন
 সাধারণ সাধারণত্ব হইয়া থাকে যথা বিদ্যুৎ ইত্যাদি, যাহা
 হউক অল্পবহুর মতস্য যে তত্ত্ববিকার বিশেষ ইহা শব্দ-
 শাস্ত্র শিশু প্রকৃতি স্বাতন্ত্র্যর প্রবিরোধের আশঙ্কায় এবং
 শিশু ব্যবহার সকল ক্ষেত্রেই প্রতিপন্ন হইতেছে, ইহার ইচ্ছায়ত
 অন্য অর্থও কোনও ক্ষেত্রেই প্রতিপাদিত হইতে পারে না।
 আর দেখুন 'সিদ্ধান্ত রত্নশাকল', এই বচনস্থিত সিদ্ধান্ত পদে
 কর্মধারের সম্বন্ধ করিলে সিদ্ধ বিশেষণের বৈয়র্থ্য হয় যেহেতু
 বহুর্থ লাভের নিমিত্ত বিশেষণ বিধায় সিদ্ধ পদের প্রয়োগ
 করা হইতেছে, কেবল আর বলিলে অন্যাসেই সেই অর্থের
 উপলব্ধি হইয়া থাকে, (ইহার অন্যান্য বিবরণ আমার লিখিত
 প্রস্তাবের প্রথম পৃষ্ঠাকে ১৫ নং পৃষ্ঠার প্রদর্শিত হইয়াছে,)
 সুতরাং পূর্বোক্ত বচনের সিদ্ধান্ত পদে কর্মধারের সম্বন্ধ না
 করিয়া বহুত্বপুরুষ সম্বন্ধ করাই শব্দশাস্ত্রসম্মত সঙ্গত ও
 স্মারাহিত; এই বিচার দ্বিতীয় অর্থাৎ সিদ্ধতত্ত্বের আর
 কিছুকে দেওয়া অর্থাৎ ইহাই এই বচনের প্রকৃতার্থ এবং এই
 ব্যাখ্যা যে সর্বত্রই নির্দোষ ভাবিয়া অণুমাত্র সংশয় হইতে
 পারে না। আর ভাষ্যকারেরই বচনে এই বচনস্থিত আহার
 পদের সঙ্কোচ না করিলে তৎপরেবর্তী "সিদ্ধান্ত রত্নশাকল"
 এই বচনের সিদ্ধান্ত পদে পূর্বোক্ত বিবিধ আহারের সিদ্ধান্ত
 বোধক হয়, বলিয়া কি আতপ তত্ত্বল কি সিদ্ধ তত্ত্বল এ
 উভয়ের কোনও তত্ত্বই পাক করিয়া কিছুকে দেওয়া বৈধ
 হইবে না এই বিরোধ দর্শাইয়া দ্বার পর নাই প্রকৃষ্টিক

হইয়াছেন এবং ধর্মশাস্ত্র, পুরাণশাস্ত্র প্রভৃতিতে সন্নিবেশ
 দৃষ্টি না থাকিতে পুরাণবচনের সর্বমুখ্যত চিত্রপ্রচলিত সম্বন্ধ
 অবশ্যে আহার্য কপোলকল্পিত অভিনব অপ্রামাণিক অর্থ
 স্থির করিয়া প্রতিবাদী মহাশয়েরা যে আফ্রাদে পদাদ হইয়া
 ধর্মশাস্ত্র বিবরে ঘীর পরিদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন এক্ষণে
 এই বীমাংসাতে তাঁহাদের সে বিরোধী আশঙ্কা যে সমূলে
 দূরীকৃত হইল তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। অতুনা
 যোধ করি সর্বশাস্ত্রবেত্তা প্রতিবাদী মহাশয়েরা অঙ্গীকার
 করিতে পারেন এই বীমাংসিত সিদ্ধান্ত অর্থ প্রাচীন ও চিত্র-
 প্রচলিত, আহার্য কপোলকল্পিত বা লোক প্রভারগাধ বুদ্ধি-
 বলে উদ্ভাবিত অভিনব পদার্থ নহে।

বিষ্ণুপূজার আহারদান বিবয়ক তুম্পক্ট প্রমাণ বলিয়া
 প্রতিবাদী মহাশয়েরা যে বচনগুলি অভিপ্রায়মতে উদ্ধৃত
 করিয়াছেন এক্ষণে সেই সেই বচনের প্রকৃত তাৎপর্যার্থ
 ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইতেছে।

“ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণীর জন্মধণ্ডের বচন যথা—

‘বৃহৎসেনে হরিতকম্ভ নৈবেদ্যভোজমোৎসুকঃ।’

আহার্য হরসে দত্তা (১) পাকং কৃত্বা চ খাদতি ॥”

(১) পাকং কৃত্বা ন খাদয়েৎ। ইত্যেব পাঠঃ।

পাক করিয়া আহার করিবেন না। ইহাই সম্বন্ধ ও মূলত
 পাঠ কিন্তু যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়া বিচার করা বাইতেছে
 বেহেতু উহা পাককল্পকল্পিত বলিয়া সকল প্রতিবাদী মহা-
 শয়েরই সম্মতিক। আর এ লোকের পাঠ প্রতিবাদী মহা-
 শরদের ইচ্ছানুসরণ আকারেও ঘীর পুত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে

হরিভক্ত শূদ্র নৈবেদ্য ভোজন করিতে উৎসুক হইয়া বিষ্ণুকে
যদি আমান্ন নিবেদন পূর্বক পাক করিয়া ভোজন করে

প্রতিবাদী মহাশয়েরা কি ভাবিয়া হর্ষ পূর্বক এই রচনা-
টিকে যে স্বমতপোষক বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা
তঁাহারাই জামেন। কিঞ্চিৎ অনুধাবন পূর্বক বিবেচনা
করিয়া দেখিলে অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারিবেক
যে ইহা দ্বারা আমান্ন দানের বৈষম্য প্রতিপাদন করা
দূরে থাকুক প্রত্যুত শূদ্রান্তর্ভাবে অবৈধত্বই সুস্পষ্ট প্রতীত-
মান হইতেছে। প্রথমতঃ উক্তবচনের প্রকৃতার্থ অনুসারে
হরিভক্ত শূদ্র নৈবেদ্যভোজনাৎসুক হইয়া হরিকে আমান্ন
নিবেদন পূর্বক যদি পাক করিয়া আহাৰ করে এই অর্থে
তাহা হইলে কি ফল হইবেক? এই আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত
হইতে পারে এবং তদন্তরে পরকালে নাট হাজার বৎসর
ক্লমিজন্য পরিগ্রহরূপ সে প্রত্যাবায় কীৰ্ত্তিত হইয়াছে তাহার
উপস্থিতি হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ প্রতিবাদী মহাশয়দের মতে
অর্থ এই যে “নৈবেদ্য ভোজনেচ্ছুক হরিভক্ত যদি শূদ্র
হয় তাহা হইলে বিষ্ণুকে আমান্ন নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ
ঐ আমান্ন পাক করিয়া ভোজন করিবেক”। এই অর্থ
তঁাহাদের অবলম্বিত ঐরূপ পাঠের শ্লোকস্ব পদ দ্বারাও
কোনও মতে প্রতিপাদিত হইতে পারে না। যাহাদিগের

কেত্রপাল স্মৃতিরত্নের পুস্তকের ৭ পৃষ্ঠার ১ পংক্তি শূদ্র
শ্বেতকৃষ্ণসংস্কৃতময়ং খাদিতুমিচ্ছতি। আমান্নং হরবে দত্ত।
পাকং কুয়া চ ভক্তয়েৎ ইচ্ছাম্যস মহাশয় দিগেব যখন নাহ।
উদ্ধা হয় সেত পাঠ লিখিয়া দিতেছেন।

অসম্প্রমাণ ও সংস্কৃত ভাষার সহিত পরিচয় তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন, যে ঐরূপ লিখনের অর্থ ও কোনও মতে সংলগ্ন হয় না। আর ঐরূপ অসংলগ্ন অর্থেও প্রতিবাদী মহাশয়দের অভিপ্রেত নিবেদন প্রতিপাদন কোনও মতে সম্ভব বা ন্যায্যগত বা স্বর্গশাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিদিগের অভিপ্রেত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। বোধ হয় তাঁহারা ইহার তাৎপর্য অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। এক্ষণে প্রতিবাদী মহাশয়দের অবলম্বিত পাঠ ও অর্থের অনুযায়ী তাৎপর্যের পর্যালোচনা করা যাইতেছে। তাঁহাদের অবলম্বিত পাঠ ও অর্থ অনুযায়ী তাৎপর্য এই যে

অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত মৎস্যমাংসাদিকঞ্চ যৎ ।

অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং বহ্নিকোরনিবেদিতম্ ॥

মৎস্য মাংসাদি কিছুই নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবেক না ।

নিষ্কর অনিবেদিত যে অন্ন তাহা বিষ্ঠাতুল্য এবং জল মূত্রতুল্য ।

এই মৎস্যশূক্রে বচন দ্বারা অনিবেদিত বস্তু ভক্ষণের নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু অভক্ত শূদ্রেরা স্বয়ং পাক করিয়া পক্কান্ন দান করিতে অনধিকারী। অতএব অভক্ত শূদ্র কর্তৃক স্বয়ং পাক স্থলে অগত্যা পূর্বে আশ্রয় নিবেদন করিয়া পরে ঐ নিবেদিত আশ্রয় পাক করত ভোজন করিবেক। ইহাই উল্লিখিত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণীয় জন্মখণ্ডবচনের প্রতিবাদী মহাশয়দের অবলম্বিত পাঠের প্রকৃত তাৎপর্যার্থ। কিন্তু বৈকবসমাজে উহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া অবিহিত ও নিষিদ্ধ।

এই স্থলে কেহ কেহ এরূপ বিবেচনা করিতে পারেন যে, যদি আশ্রয় দান নিষিদ্ধ হইল, তবে নিষিদ্ধ বস্তু কিরূপে

বিষ্ণুকে নিবেদন করিবেক? তাহাতে বক্তব্য এই যে অনিবেদিত বস্তু ভক্শে দোষ প্রতীতি আছে বলিয়া ভক্ত্যত্মকে নিবিদ্ধ বস্তুও নিবেদন করা স্বাভাবিক নহে। এই মীমাংসা কেবল আমার স্বকপোলকল্পিত বা বুদ্ধিবলে নবোদ্ভাবিত নহে, স্মার্ত ভট্টাচার্য্য একাদশীতত্ত্বে ও আত্মিকতত্ত্বে অবিকল এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যে,

অনিবেদ্য ন তোকব্যং মৎস্মাংসাদিককং বৎ ।

অন্নং বিষ্ঠা শরো মূত্রং বহ্নিকোরনিবেদিতম্ ॥

অনেন স্বভোজ্যং মৎস্মাদি দেহমিত্যুক্তং “নাতক্যং নৈবেদ্যার্থে ভক্ত্যত্মজামহিবীক্ষীরং বর্জয়েৎ পঞ্চনখমৎস্মবরাহমাংসানি চেতি” প্রাপ্তক বিষ্ণুবচনে নানাবৎবিধং নিবিদ্ধমিত্যবিরোধঃ। নাতক্যমিতি বহ্নিগন্ধাদিভ্যস্তস্য স্বরূপতোলশূন্যাদি তন্তেন ন দেয়ং নতু ব্রাহ্মোদগাদি।”

মৎস্ম মাংসাদি কিছুই বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবেক না। বিষ্ণুর অনিবেদিত যে অন্ন তাহা বিষ্ঠাভুল্য এবং জল মূত্রভুল্য। মৎস্মাত্মক ও বিষ্ণুপূরণের এই বচন এবং স্বরূপতঃ অতক্য স্রব্য নৈবেদ্যে দিবেক না। ভক্ত্য স্রব্যের মধ্যে অজ, মহিষের, হুঙ্ক দিবেক না। পঞ্চনখের মাংস মৎস্ম ও শূকরের মাংস দিবেক না। পূর্বোক্ত এই বিষ্ণুসংহিতাবচনে যে মৎস্ম মাংসাদি বিষ্ণুকে নিবিদ্ধ বলিয়াছেন তাহা স্বভোজ্য ভিন্ন স্থলে অর্থাৎ নিষিদ্ধিত বিষ্ণুপূজার। অতএব পূর্বোক্ত ‘বিষ্ণুসংহিতা’ ও মৎস্মপুবাণবচনের পরস্পর বিরোধ হইল না। অতক্যপদে যে বর্ণের যে বস্তু স্বরূপতঃ অতক্য অর্থাৎ লশুন প্রভৃতি নতুবা ঋত্বিকালে দধি প্রভৃতি নহে।

শূক্রেণ, ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক ও নিবেদন করাইয়া ভোজন করিবার সম্ভাবনা আছে তাদৃশ শূক্রে এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইহারা যে আমাদি নিবেদন করিয়া পাক

ভোজন করিবেক, নিরুক্তবচনের এই রূপ স্বাভিপ্রায় ২ত
জাঃপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইলে যে কেবল অনভিজ্ঞ-
তার পরিচয় দেওয়া হয় এমন নহে অধিকন্তু অনভিজ্ঞ হইয়া
ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া নিবন্ধন ঘোরতর পাপে
লিপ্ত হইতে হয়। আর বিবেচনা করিয়া দেখুন যে পূর্বোক্ত
ব্রহ্মপুরাণ ও পদ্মপুরাণ বচনে আমতগুল দান জন্য প্রত্যাবায়
স্পষ্টাক্ষরে কথিত হইয়াছে। যে

“আমাত্বং করয়ে দত্ত্বা পকাম্বং খাদয়েদযদি।

যক্ষিবৎসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥

হরিকে আমান্ন দিয়া, অরং পকান্ন আহার করিলে বক্ষিবৎসহ-
স্রকাল বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া জন্মাইতে হয়।

হিঃকে আমান্ন নিবেদিয়া পাক করা অন্ন খাইলে বিষ্ঠায়
কৃমিজন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, এবস্থিধায় বিষ্ণুপূজায় আম-
তগুল ভাগের বিধান এবং তদতিক্রমে তাদৃক্ দোষ দেখিয়া
শুনিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রীর নিত্যবিধি ও নিবেদনের প্রকারজ্ঞ কোনও
ব্যক্তিও সেই নিত্যবিধি কিম্বা নিষেধ উল্লঙ্ঘন করিবার অভি-
প্রায় প্রকাশে সাহসী হইবেন না সুতরাং শূদ্রশ্চেদ্ধরিভক্তশ্চ
এই বচনের যে রূপ পাঠ ও তদনুসারী ব্যাখ্যা করিয়া প্রতি-
বাদী মহাশয়েরা অনর্থক আশ্ফালন করিয়াছেন তাহা নিতান্ত
অকিঞ্চিৎকর ও স্মৃণিত, এবং জিগীষার পরিচায়ক বিতণ্ডা
করা যাত্র। ফলতঃ প্রতিবাদী মহাশয়দের অবলম্বিত পাঠ
ব্রহ্মবৈবর্তবচনের প্রকৃত পাঠ নহে তাহা এক প্রকার প্রদ-
র্শিত হইল।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা স্বমতপোষক বোধে বামনপুরাণীয়

হবিষ্য সংস্কৃত। যে চ ধ্বংসগোধুমশালয়ঃ ।

তিলমুগাদিরো ধান্য। ত্রীহস্ক প্রিয়া হরয়েঃ ॥

যব, গোধুম, ত্রৈমাসিক ধাত্ত, তিল, মুগা, উরিদ ও শরৎধাত্ত,
ত্রীহিকনাই এবং চনক প্রভৃতি ধাত্ত এই সকলের স্ততপাক্য হরির
প্রিয়।

এই বচন দ্বারা বিকৃত আমান দান বিধের বলিয়া যে
কি রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না।
বোধ করি উক্ত বচনে স্তত সংস্কৃত এই মাত্র দেখিয়াই
প্রতিবাদী মহাশয়েরা উক্ত ও অবিস্ময়াকারির মত ভয়ানক
আক্ষালন করিয়া থাকিবেন নতুবা ঐ বচনে এইরূপ কিছুই
কথিত হয় নাই বাহাতে বিকৃত আমান দান বৈধ বলিয়া
প্রতীতি হয়। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বোধগম্য
হইবেক যে ত্রৈমাসিক ও শরৎপক্ক ধান্য স্ততসংস্কৃত করিয়া
বিকৃত নিবেদন করিবেক ইহা নিতান্ত অযুক্ত অতএব উক্ত
দ্বিবিধ ধান্যের তণ্ডুল স্ততসহযোগে পাক করিয়া নিবেদন
করিলে বিকৃত প্রীতিকর হয় ইহাই বচনের প্রকৃতার্থ। প্রতি-
বাদী মহাশয়েরা যদি বিতণ্ডাপরবশ হইয়া এইরূপ আপত্তি
করেন যে শালি ও ত্রীহিসক্রে তত্তৎ ধান্যের তণ্ডুল পাক
করিয়া নিবেদন করিবেক এইরূপ অর্থের উপস্থিতি হইতে
পারে না। ইহাতে বক্তব্য এই যে ধান্য শব্দের প্রয়োগে
সেই ধান্যের তণ্ডুল পর্য্যন্তের যদি উপস্থিতি হইতে পারে তবে
“সংস্কৃত” এই বিশেষণ পদ সহকারে সেই তণ্ডুলের পাক্য
বোধ হওয়াতে প্রতিবন্ধক কি? আরও বিবেচনা করিয়া
দেখা উচিত হবিষ্যপ্রকরণে ত্রৈমাসিক ধান্যের বিধি বাক্যে

হৈমন্তিক ধান্য বা তাহার তণ্ডুল ভক্ষণ করিবেক এইরূপ বচনের তাৎপর্য্য নহে বলিয়াই সেইরূপ ব্যবহারও নাই। হবিষ্যাম্ হৈমন্তিক ধান্যবিধায়ক এই

হৈমন্তিকং সিতাশ্চিন্নঃ ধান্যং মুদগাভিলা যবা ইত্যাদি।

অগ্নির শুকবর্ণ হৈমন্তিক ধান্য এবং মুদগা, তিল, যব প্রভৃতি হবিষ্যাম্।

বচনে যেরূপ হৈমন্তিক ধান্যের তণ্ডুল পাক করিয়া ভক্ষণ করাই শাস্ত্র ও ব্যবহার সংঙ্গত, সাংদৃষ্টিক ন্যায় অনুসারে বামনপুরাণীয় বচনে পক্ষ অন্তরূপ অর্থ গ্রহণ করা এবং তদনুসারে আচরণ করাই শাস্ত্রসঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত। তবে হবিষ্যাম্ হৈমন্তিক ধান্যের সহিত বিশেষ এই যে হৈমন্তিক ধান্যে আমান্ন ও পকান্ন উভয় ভোজনেই হবিষ্যাম্ ভোজন সিদ্ধি হইবেক কিন্তু বিষ্ণুনৈবেদ্যে অন্যান্য ভুরি ভুরি বচনে আমান্ন দানের ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ আছে বলিয়া এবং বামনপুরাণবচনে সংস্কৃত এই বিশেষণ পদ সাহচর্য্যে শালি ও ত্রীহি শব্দে তন্তু-দ্ধান্যের আমান্ন না বুঝাইয়া কেবল পকান্ন মাত্র বুঝাইবেক। ফলতঃ “হবিষা সংস্কৃত্য যে চ” এই বচনস্থিত শালি ও ত্রীহি শব্দে যেমন তন্তুদ্ধান্যের আমান্ন বুঝাইতে পারে সেইরূপই পকান্নও বুঝাইতে পারে, কিন্তু আমান্ননিষেধক অন্যান্য বচনের সহিত একবাক্যতা করিলে পকান্ন ব্যতীত কখনই আমান্নবাচক বলা যাইতে পারে না। কিঞ্চিৎ “হবিষা সংস্কৃত্য যে চ” এই বচনে সংস্কার পদে পাকরূপ সংস্কার অর্থই প্রকৃত অর্থ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, সংস্কৃত্য চোপহর্তা চ ইত্যাদি স্থলে সংস্কার পদে পাকরূপ অর্থই প্রসিদ্ধ সর্ব-

দ্ব্যন্তর্যাত, সংযোগরূপ অর্থের প্রতীতি অভিপ্রেত হইলে; সংযুতা পদের প্রয়োগ থাকিত, ফলতঃ সংযোগ অর্থ অভিপ্রেত নহে বলিয়াই সংস্কৃত পদ প্রয়োগ দ্বারা “পকাঃ” এই অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন।

আর, আক্ষিকতব্ধত শিবপুরাণের এই

গুডখণ্ডতানাক্ত ভক্ষ্যাণাঙ্কানিবেদনে।

স্বতেন পাচিগানাক্ত তেবাং শতগুণং কলম্॥

গুড় খণ্ড (খাঁড়) স্বত প্রকৃতি ভক্ষ্য অর্থাৎ নিবেদনে যে কল, স্বত দ্বারা পাচিত ভক্ষ্য অর্থাৎ নিবেদনে তাহার শতগুণ কল।

বচনে “পাচিগানাক্ত” পাক করান এই পদের প্রয়োগে প্রতীত অর্থের লোপক বাক্যের সহিত উল্লিখিত বামনপুরাণ-বচনের একবাক্যতা প্রযুক্ত “হবিনা সংস্কৃত” পদে স্বত দ্বারা পাক করা এই অর্থ গ্রহণ করা উচিত ও কর্তব্য অন্যথা নানাস্থতিকম্পনাদোষ ঘটিয়া উঠে। তাৎপৰ্য্য পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে লোপ হয় প্রতিবাদী মহাশয়েরা কখনই বামনবচনকে আমান্ননৈবেদ্যবিধায়ক সম্পক-বচন বলিয়া নির্দেশ করতঃ আক্লাদে গদগদ হইতেন না। বাহা দর্শিত হইল তাহাতে বোধ হয় আর প্রতিবাদী মহাশয়েরা তাঁহাদিগের উদ্ভাবিত অথকে বামনপুরাণবচনের প্রকৃতার্থ বলিয়া লোপ করিবেন না।

একণে প্রতিবাদী মহাশয়েরা আমান্নবিধায়ক সম্পক বচনের দলপুষ্টি করিবার জন্য চতুরতা করিয়া প্রকরণানুপ-সোগী ও অকিঞ্চিৎকর যে বচনগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে

ঈশ্বরের পরিচয় দিতেছি, তাহার বলাবল সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডের

পূজোপযুক্ত নৈবেদ্যং বহুদেবে নিৰূপিতং ।

বক্ষ্যামি সাম্প্রতং কিকিদধাধীতং যথাগমম্ ॥

নবনীতং দধি ক্ষীরং লাজক তিললডুদকম্ ।

ইক্ষুমিক্ষুরসং শুক্লবর্ণপকং গুড়ং মধু ॥

স্বস্তিকং শর্করা শুক্লধাত্তস্যাক্তমক্ষতম্ ।

অম্বিনশুক্লধাত্তস্য পৃথুকং শুক্লমোদকম্ ॥

বেদে পূজোপযুক্ত নিবেদনের যোগ। যে সকল দ্রব্য নিৰূপিত আছে, এক্ষণে আগমশাস্ত্রানুযায়ী শিক্ষার অনুসারে তাহাব কিঞ্চিৎ বলিতেছি। নবনীত, দধি, ক্ষীর, কঁচ, তিলের লাড়ু, ইক্ষু, ইক্ষুরসপক শুক্লবর্ণ গুড়, মধু, পিষ্টক, শর্করা, অক্ষত (জীর্ণতাদিন্দাবহীন) অক্ষত, আতপতণ্ডুল অম্বিনশুক্লধাত্তের চিড়া, এবং শুক্ল মোদা প্রভৃতি।

এই ভগবদ্ভজনে সাধারণ্যে দেবদেয় বস্তু সকল বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে অক্ষতকেও নৈবেদ্য মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে। ইহাতে প্রতিবাদীগণের প্রকৃত পক্ষে কি উপকার দর্শিল। অক্ষত অর্থাৎ আতপ চাউল যে সাধারণতঃ অনৈবেদ্য নহে ইহা আমরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, তবে বিষ্ণু-বিষয়ে বিশেষ বাঁধক বচন আছে বলিয়া বিষ্ণুপূজার আনন্দ-নৈবেদ্য অদেয়, ইহাই প্রতিপন্ন করা আমাদের অভিপ্রেত। উল্লিখিত প্রকৃতিখণ্ডের ভগবদ্ভজনে তৎপক্ষে কোনও প্রতিবাদ করিতেছে না, বেহেতু উক্ত বচনে বিষ্ণুবিষয়ের নাম গন্ধও উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি প্রতিবাদী মহাশয়েরা স্বপক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া যে কি জন্য উক্ত বচনটি প্রমাণস্থলে

উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা আমাদের সামান্য বুদ্ধিবলে হিরণ্য
নির্ণয় করিয়া উঠা অতি দুঃসাধ্য।

আর প্রতিবাদী মহাশয়েরা গৌতমীর তন্ত্রে ঐন্-
বিংশাধ্যায়ের,

শঙ্খাদিনিধিনা যুক্তং দ্বারকামধ্যগং হরিম্ ।

ধ্যাত্বা তণ্ডুলদূর্বাভিহৃত্বা শান্তিমবাপুনাং ॥

শঙ্খচক্রগদাযুক্তং বসন্তং দ্বারকাং পুরীম্ ।

ধ্যাত্বা তিলাজ্যকরণাজ্জুহুৱাং সিততণ্ডুলান্ ॥

শঙ্খাদিনিধিযুক্ত দ্বারকাবাসী হরিকে ধ্যান করিয়া তণ্ডুল ও
দূর্বা দ্বারা হোম করিলে শান্তি প্রাপ্ত হয়। শঙ্খচক্রগদাযুক্ত ও
দ্বারকাপুৰীতে বিরাজিত এই ধ্যান করিয়া তিল ও যত দ্বারা
আতপতণ্ডুলের হোম করিবেক।

এই বচন এবং শিলার্চনচন্দ্রিকাধৃত

বহাবত্যাৰ্চ্য গোবিন্দং মপুষ্্পৈঃ সিততণ্ডুলৈঃ ।

আজ্যাতৈরযুতং হৃত্বা তন্ম তন্মুর্দ্ধি ধারয়েৎ ॥

কুণ্ডল অগ্নিতে গোবিন্দের অর্চনা করত যতাক্ত পুষ্প ও শুক্ল
তণ্ডুল দ্বারা হোম করিয়া যন্তকে উহার তন্ম দ্বারা তিলক ধারণ
করিবেক।

এই বচন দ্বারা আমতণ্ডুল নৈবেদ্য দেয় এই বিধিবাক্য
বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে গিয়াছেন। হায় !” কি আক্ষেপের
বিষয় প্রতিবাদী মহাশয়েরা বিষ্ণুপূজার আমান্ননৈবেদ্য বৈধ
বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে কতই প্রয়াস পাইয়াছেন
তাহার লীলা নাই। অধিক কি পরিশেষে আতপ তণ্ডুল
দ্বারা হোম বিধারক উল্লিখিত এবং আরও কতকগুলি বচন
লইয়া স্ব স্ব পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু

তদ্বারা যে তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির অতি নিগূঢ় ভাণ্ড সাধারণের নিকট প্রকটিত হইতেছে তৎপক্ষে অগুমাত্রও অন্ধেপ করেন নাই। দুঃখের বিষয় এই কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

একণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে প্রতিবাদী মহাশয়েরা গোঁতমীয় তত্ত্ব ও শিলার্চনচন্দ্রিকাদ্বিত্যে যে বচন লইয়া এই অর্থ্য কার্য্য অপ্রতিহত রাখিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন তদ্বারা কি প্রতিপাদিত হইতেছে। উক্ত দুই বচনে আতপতগুল দ্বারা বিষ্ণুর হোম করিবার বিধি আছে, নৈবেদ্যে যে আতপতগুল দিবেক তাহার প্রসঙ্গও নাই। নৈবেদ্য ভিন্ন অর্থ্য ও আবাহন প্রভৃতি কার্য্যে আতপ তগুল বৈধ ইহা কোনও কোনও শাস্ত্রে আছে কিন্তু ত্রীভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার সর্বমান্য পূজ্যপাদ ত্রীধরস্বামী তাহাতেও সম্মত নহেন বলিয়া যখন আমরাই স্বীকার করিতেছি তখন আতপ তগুল দ্বারা হোম করিতে পারে ইহার প্রমাণ প্রচারিত করায় যে কিরূপ বাদিনিরাস করা হইল তাহা বোধ হয় কেহই বুঝিতে পারিবেন না। ফলতঃ অর্থ্য, আবাহন ও হোমাদিতে যে আতপ তগুল বৈধ তাহা আমরাও অবগত আছি, তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত কাহারও প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন হইতেছে না, কেবল নিমিত্ত বিশেষ ব্যতীত নৈবেদ্যে উহা অবৈধ ও নিষিদ্ধ এবং ঐ সকল শাস্ত্রে কেবল অর্থ্য প্রভৃতি স্থলে যে আতপতগুল ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে ত্রীভাগবতের অতি প্রসিদ্ধ টীকাকার সর্বদেলে সর্বমান্য পূজ্যপাদ ত্রীধরস্বামী তাহাতেও সম্মত নহেন।

ত্রিভাগবতে একাদশ স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে ৫৫ শ্লোকে চীকার
পুষ্পের সহিত আতপতগুল ব্যবহারের যে বিধি আছে,
তিনি তাহার প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা করিয়া পূজাশ্লে তাদৃশ
ব্যবহারের স্পষ্ট নিষেধ প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন তদনুসারে
উহার ক্রমসন্দর্ভকার পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী এবং সারার্থ-
দর্শিনীনামকটীকাকার শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী মহাশয় ঐ শ্লে
ষাল্যের বিশেষণ বিধার অক্ষত পদে অযুক্ত কিম্বা অনুপহত
অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া বিরোধ উত্থাপনের কারণ নিবারণ
করিয়া দিয়াছেন ইহাই আমাদের অভিপ্রেত । কিন্তু ইহা
তত্ত্বসারকার প্রভৃতির মতবিরুদ্ধ হওয়াতে তত্ত্বসারকারের
অতিরিক্তপ্রাপিতামহের মান্য শ্রীধরস্বামিপাদের লেখাকে
অপ্রমাণ বলিতে প্রতিবাদী মহাশয়দিগের ভয়, সংশয় বা
সঙ্কোচ হয় নাই । শাস্ত্রে সর্বিশেষ দৃষ্টি না থাকিলেই ঐরূপ
হয় । তাঁহারা পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে ১০৭ অধ্যায়ে

কোরকং রক্তপুষ্পঞ্চ রক্তচন্দনমক্ষতম্ ।

নির্গন্ধকুম্ভমং পথ্যা বিলুপ্য চন্দনং দলম্ ॥

মৃত্তিকাতাত্রপাত্রঞ্চ সৌবর্ণং রাজতং বিনা ।

দর্ভাংশ্চাপরপাত্রাণি গোবিন্দার্থো পরিত্যজেৎ ॥

গোবিন্দের অর্থ, বিষয়ে কোরক, রক্তবর্ণপুষ্প, রক্তচন্দন, আত-
পতগুল, নির্গন্ধ পুষ্প, হরিতকীফল, বিল্বের চন্দন ও পত্র, মৃৎ-
পাত্র, তাত্রপাত্র ও স্বর্ণ রৌপ্য বাতিরিক্ত অপর ধাতুপাত্র এবং
কুণ্ঠ এই সকল জব্য পরিত্যাগ করিবেক ।

এই ঘটন দৃষ্টিগোচর থাকিলে বোধ হয় সর্বমান্য
পূজ্যপাদ মহাশয়দিগের লিখিত সিদ্ধান্তের উপর সংশয়াপন্ন

হইয়া আর প্রমাণের অনুসন্ধান করিতে আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া ঐ সকল বাক্যকে অপ্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করিতেন না।

কোনও কোনও মহাত্মা হোমবিষয়ক উক্ত বচন মাত্র উদ্ধৃত করিয়া কান্ড করেন নাই, উহার স্বাভিপ্রায় মত তাৎপর্য-ব্যাখ্যা করিয়া জনসমাজে স্থায়ী বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ের পূর্ণাঙ্গ দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যে যে দেবতার হোমে যে যে বস্তু বৈধ, সেই সেই দ্রব্য সেই সেই দেবতার অতিপ্রিয়। অতএব বিষ্ণুর হোমে যখন আতপ তণ্ডুলের বিধি আছে তখন নিষ্কুনৈবেদ্যে যে আতপ তণ্ডুল অবশ্যদেয় ইহাতে আর সন্দেহ কি ? আমরা এই বিস্ময়কর অভিনব সিদ্ধান্ত তাৎপর্য পরীক্ষা দেখিয়া বড়ই চিন্তিত ও বিম্মিত হইলাম, কারণ ধর্ম-তত্ত্বনীমাংসায় যদি এবিধ মহাত্মারা লেখনী ধারণে অধিকারী হইলেন, তবে এই শত্রুপুরীর মধ্যে দুর্বল আর্থ্যধর্ম আর কত কাল জীবিত থাকিলেক। বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে যে দেবতার হোমে যে যে বস্তুর বিধি আছে তাহাই যদি সেই সেই দেবতার প্রিয় বলিয়া নৈবেদ্য দেয় হয় তাহা হইলে কলিযুগে যদিচ দেবতারা স্পষ্টাক্ষরে কিছুই বলেন না বটে কিন্তু প্রসাদ ভিক্ষণে ভক্তের পক্ষে বড়ই প্রমাদ ঘটিতে পারে ; কারণ শ্বেত সর্ষপ, পদ্ম, দুর্বা, পলাশপুষ্প, ধান্য, কাকের পাখা ও মরীচ প্রভৃতিও হোমে বৈধ বলিয়া উক্ত আছে। সারদাতিলকে দুর্গাহোমপ্রকরণে—

বশয়েত্তিলহোমেন নরান্নরণতীনিপি।

সিদ্ধার্থেদুর্গাহোমস্ত্রী রোগান্নুচ্যোত তৎকর্মাং ॥

পটৌহুঁতা জরেচ্ছত্ৰম্ দুৰ্বাতিঃ শান্তিমাশ্রুয়াৎ ।

পলাশকুহুমৈঃ পুষ্টিং দাটৌৰ্হাশ্চশ্রিয়ৎ লভেৎ ॥

কাকপন্থৈঃ ক্লতো হোমো দ্বেষং বিতৰুতে নৃণাং ।

মরীচহোমাস্মরণং রিপুৰাপোতি সৰ্বথা ॥

তিল দ্বারা হোম করিলে নর ও নরপাতিগণ বশীভূত হয়, সিদ্ধার্থ অর্থাৎ ধ্বংস সর্প দ্বারা হোম করিলে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ হয়। পদ্ম পুষ্প দ্বারা হোম করিলে শত্রুজয় ও দুৰ্ব্বা দ্বারা হোমে শান্তি হয়। পলাশপুষ্প দ্বারা হোমে পুষ্টি হয়। ধান্য দ্বারা হোম করিলে ধাত্ত সম্পত্তি পাওয়া যায়। কাক-পক্ষ অর্থাৎ কাকের পাখা দ্বারা হোম করিলে মনুষ্যদিগের পদম্পর্ষ বিধেব তাব জমাইয়া দেয়। মরীচ দ্বারা হোম করিলে শত্রু বিনাশ হয়।

এই বচন অনুসারে দুৰ্ব্বা ও কাকের পাখা পর্যন্তও হোমে বৈধ হইতেছে, এবং হোমে বৈধ বস্তু নৈসেদ্যে অবশ্য দেয় সুতরাং ঐ সকল নিবেদিত দ্রব্য তদুক্তদিগের অবশ্য ভক্ষ্য এই অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত মীমাংসাকরণ শক্তি সহকারে প্রতিবাদী মহাশয়দিগের স্বপক্ষ সমর্পনে সাতিশয় ব্যাঘ্রতা-নিবন্ধন উচিতাচিত নিবেচনায় এক কালে জলাঞ্জলি দেওয়ার মীমাংসা ও সাধারণের বিলক্ষণ হৃদয়কম্ব হইল।

গৌতমীর তন্ত্র ও পদ্মপুরাণের নিম্নলিখিত দুই বচনের উপর নির্ভর করিয়াই বোধ করি প্রতিবাদী মহাশয়েরা অকারণ-এরূপ অর্থব্যয় ও মানসিক কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকিবেন। কিন্তু কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিবেচনা করিয়া দেখিলে উক্ত বচন-দ্বয় কখনই তাঁহাদিগকে প্রলোভিত বা বিমোহিত করিতে পারিত না। গৌতমীর তন্ত্রের বচন যথা—

মাঘে মাসি যজ্ঞেৎ কৃষ্ণযজ্ঞতৈঃ সূর্য্যতৈঃ সিতৈঃ ।

দুষ্কামঃ শকরাশিঃশ্চ মিত্রান্নক নিবেদয়েৎ ॥

মাঘ মাসে অতি উৎকৃষ্ট শুক্রবর্ণ আতপ তণ্ডুল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবেক, এবং শকরায়ুক্ত দুষ্কাম ও মিত্রান্ন নিবেদন করিবেক ।

পদ্মপুরাণীয় বচন যথা

সংক্রান্ত্যাঃ মাঘমাসস্য সাধিবাসিততণ্ডুলান্ ।

নিবেদ্য দিগ্ধবে ভক্ত্যা ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥

মাঘমাসের সংক্রান্তিতে অধিবাসিত তণ্ডুল বিষ্ণুকে ভক্তিপূৰ্ব্বক নিবেদন করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেক ।

এক্কেণে পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে প্রতিবাদী মহাশয়েরা কি বিবম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । উল্লিখিত গোতমীয় তন্ত্রের ও পদ্মপুরাণের বচনে বিষ্ণুর নিত্য পূজায় আতপ তণ্ডুলের সামান্যতঃ বিধান নাই, তবে কাল বিশেষে অর্থাৎ মাঘমাস ও মাঘমাসের সংক্রান্তিতে দুষ্কামী প্রভৃতিতে অভিষারিত আমান্ন বিষ্ণুর্নৈবেদ্যে বিহিত ইহাই নির্দিষ্ট আছে । কিঞ্চিৎ আভিনিবেশ পূর্ব্বক অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বোধ হইবেক যে উহা দ্বারা বিষ্ণুর সাধারণতঃ নিত্য-পূজায় আমান্ন দান যে বিহিত ইহা কোনও রূপেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না । উক্ত দুই বচনের তাৎপর্য্য এই যে সামান্যতঃ বিষ্ণুপূজায় নিবিদ্ধ আতপ তণ্ডুল কেবল মাঘমাস ও মাঘমাসের সংক্রান্তিতে বৈধ । মাঘমাসে মকর চাউল বলিয়া প্রসিদ্ধ, বাহা ইক্ষু সমা প্রভৃতি অন্যান্য উপকরণের সহিত তিল ও শকরা সহযোগে প্রস্তুত দুষ্কামী কীয়ে অভিষারিত আতপতণ্ডুল নৈবেদ্য উহাই বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া

দেওয়ার বিধান করা হইয়াছে এবং এবং ঐরূপ প্রণীত
প্রায় বঙ্গদেশের সর্বত্র প্রচলিত আছে। সামান্যতঃ নিবিদ্ধ
বস্ত্রও যে কাল বিশেষে বৈধ হয় ইহা আমরাও অস্বীকার
করি না তাহার বিশিষ্ট প্রমাণও আছে শিবপূজার সাধা-
রণতঃ কুন্দপুষ্পের নিবেদন আছে কিন্তু মাঘমাসে তাহার
প্রাশস্ত্য কীর্তন করিয়া বিশেষ বৈধত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।
যথা যোগিনীতন্ত্রে।

শিবো বিবর্জয়েৎ কুন্দং মাঘে মাসি প্রশস্যতে।

শিবকে কুন্দপুষ্প দিবেক না কিন্তু মাঘমাসে শিবপূজায়
কুন্দপুষ্প প্রশস্ত।

অতএব পূর্বোক্ত গৌতমীয়তন্ত্র ও পদ্মপুরাণ বচন দ্বারা
প্রতিবাদী মহাশয়েরা বিষ্ণুর নিত্যপূজায় আমাদের নৈবেদ্যত্ব
প্রতিপাদনের নিমিত্ত যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা বিফল
হইল, যেহেতু উক্ত বচনদ্বয় কেবল নিবিদ্ধ বস্ত্রের কাল
বিশেষে বিধানের বোধক মাত্র।

সামান্য বিশেষ বিধি নিবেদন স্থলে সচরাচর এইরূপ
ব্যবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায়। যথা “অহরহঃ সঙ্ক্যা-
নুপাসীত”। প্রতিদিন সঙ্ক্যা উপাসনা করিবেক। এ স্থলে
বেদে সামান্যতঃ প্রত্যহ সঙ্ক্যা বন্দনের স্পষ্ট বিধি আছে।
কিন্তু শুদ্ধিতত্ত্বগত জাবালি মুনির

সঙ্ক্যাং পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ নৈতিকং স্মৃতিকর্ম চ।

তন্মধ্যে হাপরেত্তেযাং দশাহান্তে পুনঃ ক্রিয়া ॥

অশৌচ মধ্যে সঙ্ক্যাবন্দন, পঞ্চ মহাযজ্ঞ ও স্মৃতিবিহিত নৈতিকর্ম
করিবেক না। দশাহের অর্থাৎ অশৌচের অন্তে পুনরায় করিবেক ॥

এই বচনে অশৌচকালে সন্ধ্যা বন্দন করার স্পষ্ট নিবেদ্য আছে। দেখে বেদে সামান্যকারে প্রত্যহ সন্ধ্যা বন্দনের বিধি থাকিলেও জাবালির বিশেষ নিবেদ্য দ্বারা অশৌচকালে দশ-দিবস সন্ধ্যাবন্দন রহিত হইতেছে। অর্থাৎ জাবালির বিশেষ নিবেদ্য অনুসারে অশৌচকালীন দশ দিবস ব্যতিরিক্ত স্থলে বেদোক্ত প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনের সামান্য বিধি খাটিতেছে।

আরও দেখে মনুসংহিতার

ন তিষ্ঠতি তু বঃ পূর্বাঃ নোপাস্তে বশ্চ পশ্চিমাঃ ।

স শূদ্রবৎ বহিষ্কার্যঃ সর্বস্মাদ্বিজকর্ষণঃ ॥ মনু । ২ অধ্যায় ১৩ শ্লোক

যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা না করে তাহাকে শূদ্রের স্থান সকল দ্বিজকর্ম হইতে বহিষ্কৃত করিবেক ॥

এই বচনে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দনের নিত্যবিধি ও তদতিক্রমে প্রত্যহার স্মরণ থাকিলেও তিথিতত্ত্ব-স্বত ব্যাসের

সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরস্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে ।

সায়ংসন্ধ্যাং ন কুর্কীত কুতে চ পিতৃহা ভবেৎ ॥

সংক্রান্তি পূর্ণিমা অমাবাস্য ও শ্রাদ্ধদিনে সায়ংকালে সন্ধ্যা-বন্দন করিবেক না, করিলে পিতৃহত্যার পাতক হয় ॥

এই বচনে বিশেষ নিবেদ্য দ্বারা সংক্রান্তি প্রভৃতিতে সায়ংসন্ধ্যা রহিত হইতেছে অর্থাৎ ব্যাসের বিশেষ নিবেদ্য অনুসারে সংক্রান্তি প্রভৃতি ব্যতিরিক্ত দিনে সায়ংসন্ধ্যার সামান্য বিধি খাটিতেছে।

বেদে নিবেদ্য আছে যে “মা হিংস্তাৎ সর্বভূতানি” । কোনও প্রাণির প্রাণহিংসা করিবেক না। কিন্তু বেদের

অন্যান্য স্থলে বিধি আছে “অশ্বমেধেন যজ্ঞেত” । অশ্ব বধ করিয়া যজ্ঞ করিবেক । “পশুনা রুদ্রং যজ্ঞেত” । পশু বধ করিয়া রুদ্রযাগ করিবেক । “অগ্নিসোমীয়ং পশুমালভেত” । পশু বধ করিয়া অগ্নি ও সোমদেবতার যাগ করিবেক । “বায়ব্যং শ্বেতমালভেত” । শ্বেতবর্ণ ছাগল বধ করিয়া বায়ুদেবতার যাগ করিবেক ।

দেখ বেদে সামান্যাকারে জীবহিংসার স্পষ্ট নিবেদ্য থাকিলেও অন্যান্যস্থলের বিশেষ বিধি দ্বারা যজ্ঞে পশুহিংসা বিহিত হইতেছে অর্থাৎ বিশেষ বিধিবলে অশ্বমেধ রুদ্রযাগ প্রভৃতি ব্যতিরিক্ত স্থলে জীবহিংসার সামান্য নিবেদ্য খাটিতেছে । এই নিমিত্তই মনু কহিয়াছেন যে

মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদেবতকর্মণি ।

অত্রৈব পশবো হিংস্ত্যা নাত্তত্রৈত্রবীমনুঃ ॥

মনুসংহিতা ৫ অ । ৪১ শ্লো ।

মধুপর্ক, যজ্ঞ, পিতৃকর্ম ও দেবকর্ম, এই কয়েক বিষয়েই পশু-হিংসার বিশেষ বিধি আছে, অতএব এই কয়েক বিষয়ে পশু-হিংসা করিবেক, এতদতিরিক্ত স্থলে জীবহিংসার সামান্য নিবেদ্যশাস্ত্র অনুসারে পশুহিংসা করিবেক না ।

দেখ যেমন এই সকল স্থলে সামান্যাকারে স্পষ্ট বিধি ও স্পষ্ট নিবেদ্য থাকিলেও বিশেষ বিধি ও বিশেষ নিবেদ্য অনুসারে স্থলবিশেষে চলিতে হইতেছে এবং তদতিরিক্ত স্থলে সামান্য বিধি ও সামান্য নিবেদ্য খাটিতেছে, সেইরূপ সামান্যাকারে বিষ্ণুপূজা বিষয়ে আমতগুল দানের নিবেদ্য থাকিলেও গৌতমীয় তন্ত্রের বচন অনুসারে মাঘমাসে মকরতুল ও নবান্ন প্রভৃতি স্থলে দধি দুধ কিম্বা ঘৃতাদি অভিধারিত

আমতগুলের দান বিহিত হইতেছে। স্কন্ধপুরাণ বামনপুরাণ কালিকাপুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যাকারে এক বারেই স্পষ্ট নিষেধ আছে, অন্যান্য স্থল বিশেষ বা সময় বিশেষ ধরিয়া বিশেষ বিধি আছে সুতরাং ঐ স্থল বিশেষ বা কাল বিশেষ ব্যতিরিক্ত স্থলে আমতগুল দানের সম্পূর্ণ নিষেধ খাটিবেক। ঐ বিষয়ে সকল বচনের ঐক্য ও অবিরোধ করিতে হইলে এইরূপ মীমাংসা করাই সর্ব্বাংশে সঙ্গত ও বিচারসিদ্ধ বোধ হইতেছে।

আর প্রতিবাদী মহাশয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ

“যুবতীস্তুনবং কৃদ্ধা কালিতং শালিতগুলং।

কম্পয়িত্বা তু নৈবেদ্যং বিষ্ণবে তন্নিবেদয়েৎ॥”

কালিত শালিতগুলের দ্বারা যুবতীস্তুনাকার নৈবেদ্য করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিবেক।

এই অমূলক অপ্রামাণিক বচনকে নিজপ্রমাণ স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাব্য ও ন্যায় শাস্ত্র ব্যবহারী মহোদয়েরাই বোধ করি ইহাকে অভিধাশক্তি বিরত করিয়া ব্যঞ্জনারূপে বলে ও অনুমান প্রমাণ বলে প্রামাণিক বোধ করিয়া থাকিবেন। অনুমান করিবার পূর্বে একবার সেই প্রপঞ্চনার গ্রন্থ খানি প্রত্যক্ষ করা উচিত ছিল। অথবা যে রাজনভাসদ মহাশয়েরা ঐ বচনকে অমূলক বলিয়া অপ্রামাণিক বোধে নিজ গ্রন্থে ধরেন নাই, তাঁহাদের নিকট পরামর্শ ও যুক্তি লওয়া উচিত ছিল, এবং উপদেশ লওয়া কর্তব্য ছিল।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা যে আগমতত্ত্ববিলাস ও তত্ত্বসারকারের লিখিত মীমাংসার উপর নির্ভর করিয়া এই অধ্যয়ন

প্ররত্ত হইরাছেন সেই আগমতত্ত্ববিলাস ও তত্ত্বসার য়ে আত্ম-
পরিচয়ে তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ প্রতারিত করিয়াছে, তাহা
কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই ; কেমন করিয়াই বা বুঝিবেন
ঈর্ষ্যা ও কোপ পরবশ হইলে অতি পরিণত বুদ্ধিও কলুষিত
ও বিপর্যাস্ত হইয়া যায়। এক্ষণে আগমতত্ত্ববিলাসকার ও
তত্ত্বসারকার উভয়ে অক্ষত উপলক্ষে যে প্রকার অবিকল
একরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, সকলে তাহা বিবেচনা করিয়া
দেখুন

“নাক্তৈরচরৈঃ দ্বিফুগমিতি পুষ্পাভাবে অতিদেশপ্রাপ্ততণ্ডুলনিবেধ-
পরম্। তথাচ পুষ্পাভাবে জলেনাপি দূর্ব্বা তণ্ডুলেন চ। নিত্যপূজা
প্রকর্তব্য। ভক্তিতাবেন স্তুন্দরি। নত্বর্যাদিনিবেধপরং তথাচ গন্ধ-
পুষ্পাক্তবকুশাগ্রতিলসর্ষপৈঃ। সদৃকৈঃ সর্বদেবানামেতদর্য্যমুদী-
রিতমিতি”

অক্ষত অর্থাৎ আতপ তণ্ডুল দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবেক না এই
নিষেধ পুষ্পাভাবে অতিদেশপ্রাপ্ত তণ্ডুলের নিষেধপর বলিতে
হইবেক হে স্তুন্দরি পুষ্পাভাবে জল দূর্ব্বা এবং আতপ তণ্ডুল দ্বারা
নিত্যপূজা করিবেক এই শিববাক্যে পুষ্পাদির অভাবস্থলে কেবল
তণ্ডুল দ্বারা পূজার বিধি আছে। অর্ঘ্যাদিতে তণ্ডুলদান নিষেধ
নহে যেহেতু গন্ধ পুষ্প অক্ষত অর্থাৎ আতপ তণ্ডুল যব কুশাগ্র
তিল সর্ষপ এবং দূর্ব্বা এই দ্রব্য দ্বারা সমস্ত দেবতার অর্ঘ্য কথিত
হইরাছে।

আগমতত্ত্ববিলাসকার ও তত্ত্বসারকারের লিখিত এই
মীমাংসা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বোধ হইতে
পারিবেক যে উক্ত দুই গ্রন্থকার পূর্ব্বোক্ত বামনপুরাণ নৃসিংহ-
পুরাণ ও পদ্মপুরাণ প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থের স্পষ্ট ভ্রূরি

ভুরি প্রমাণ বচন অনুসারে বিষ্ণুনৈবেদ্যে যে আতপ তণ্ডুল নিষিদ্ধ ইহা বিশেষরূপ অবগত ছিলেন সূত্রাং বিষ্ণুপূজায় নিষিদ্ধ অঙ্কতের মীমাংসা করিতে গিয়া নৈবেদ্যের নামোল্লেখও করেন নাই কেবল “গন্ধপুষ্পাক্তযব” এই বচনস্থিত সর্বপদের সঙ্কোচ করিতে ভীত হইয়া নাক্ততৈরর্কচরেদ্বিষ্ণুঃ এই বচনকে পুষ্পাভাবে অতিদেশপ্রাপ্ত তণ্ডুলের নিষেধপর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারা বিষ্ণুপূজায় কেবল অর্ঘ্য ও আবাহনে আতপতণ্ডুল বৈধ ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে তবে যে কেহ কেহ “নত্ৰ্যাদিনিষেধপরঃ” এইরূপ লিখিত আছে বলিয়া অর্ঘ্যপদোত্তরবর্ত্তি আদি পদে নৈবেদ্য পর্য্যন্তের উপস্থিতি করাইয়া নৈবেদ্যেও আতপ তণ্ডুল বৈধ বলিয়াছেন, সে তাঁহাদিগের অসাধারণ হুঃসাহসের পরিচয় মাত্র, অন্যথা যে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সহস্রাঙ্কের বংশ নবদ্বীপে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত ও আগমবাগীশ প্রভৃতির তুল্যমান্য তাঁহাদিগের আচারবিরুদ্ধে এবং ঐ আধুনিক আগমতত্ত্ব-বিলাসকার ও তত্ত্বসারকারের লিখিত ভাষায় আদিশব্দের প্রতি নির্ভর করিয়া স্বাভিপ্রায় মত অর্থ প্রকাশের অনুরোধে, বামনপুরাণ নৃসিংহপুরাণ এবং পদ্মপুরাণ প্রভৃতি ভুরি ভুরি প্রামাণিক গ্রন্থের অনাদর করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। ফলতঃ তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে অর্ঘ্যাদি এই আদিপদে অগত্যা কেবল আবাহনেরই উপস্থিতি হইবেক।

সকলে ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখুন যে পুঙ্খবিলম্বিত বচনে, কেবল অতিদেশপ্রাপ্ত তণ্ডুল নিষিদ্ধ ইহা তত্ত্বসারকার ও

আগমতত্ত্ববিলাসকারের অভিপ্রত হইলে “অতিদেশপ্রাপ্ত্য ততুলস্ব নিষেধপরং” এইমাত্র লিখিলেই সম্পন্ন হইত পুনর্বার “নত্বর্ঘ্যাদিনিষেধপরং” এইরূপ যে লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য এই যে অর্ঘ্য, ও আদিপদপ্রাপ্ত আবাহন, এই দুই স্থল ব্যতীত যে যে স্থলে পূজায় অক্ষত দেওয়ার বিধি আছে সেই সমস্ত স্থলেই বিষ্ণুকে অক্ষতদান নিষিদ্ধ। অতএব অতিদেশপ্রাপ্ত বিষয়ে এবং নৈবেদ্যে অক্ষতদান সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ, ইহাই বিচারসঙ্গত ও শাস্ত্রসম্মত।

এইরূপস্থলে মহামহোপাধ্যায় স্মার্তভট্টাচার্য্যও এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, যথা “যুগ্মাদরস্ত দেবকৃত্য এব ন পিতৃকৃত্যে” অর্থাৎ যুগ্মাদর দেবকার্য্যেই পিতৃকার্য্যে নহে, স্মার্তভট্টাচার্য্যের এই বাক্যের কেবল দেবকার্য্যেই যুগ্মতিথির আদর এই অভিপ্রায় হইলে “যুগ্মাদরস্ত দেবকৃত্য এব” এইমাত্র লিখিলেই সম্পন্ন হইত। তবে যে পুনর্বার “ন পিতৃকৃত্যে” এইরূপ লিখিয়াছেন। তাহার অভিপ্রায় এই যে পিতৃকার্য্য ভিন্ন সমস্ত কার্য্যে অর্থাৎ ত্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভৃতি সমুদয় মনুব্যকৃত্য ও পূজাদি সমস্ত দেবকৃত্যে যুগ্মাদর গ্রাহ্য।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা এইরূপ মীমাংসা করিয়া মুখে বলিয়া থাকেন কি না বলিতে পারি না। কিন্তু এই মীমাংসানুসারে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ১২৮২ সালের সমস্ত পঞ্জিকাতেই মনুব্যকৃত্য ত্রাতৃদ্বিতীয়া কার্য্য যুগ্মাদরপ্রযুক্ত পরদিনে লিখিত ছিল। প্রতিবাদী মহাশয়েরাও তদনুসারে ব্যবহার করিয়াছেন। যাহা হউক বিজ্ঞ বলিয়া খ্যাত ব্যক্তি দিগের ধর্ম্মশাস্ত্র

বিচারে স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য এতাদৃক উদ্ধতভাবাপন্ন হইয়া যে বিষয়াকারিতার একবারে জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাহা আমি ইতঃপূর্বে জানিতাম না। ফলতঃ অগ্র পশ্চাৎ বিশেষ-রূপে বিবেচনা না করিয়া কোনও কার্যে প্রয়ত্ত হইলে পরিণামে যে, কিরূপ ও কত কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা দূরদর্শী অথবা ভুক্তভোগী বাতীত অন্যে সহসা অনুভব করিতে পারেন না। বোধ করি ভূর্তাগ্যবশতঃ প্রতিবাদী মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেরই ঈর্ষ্যা দাস্তিকতা প্রভৃতি নীচরুত্তি সমুদয় সতেজ হইয়া দূরদর্শিতাদি গুণকে এককালে দূরীভূত করিয়া দিয়াছে ; সুতরাং তাঁহারা পূর্কপন্ন বিবেচনা শূন্য হইয়া একদা যথেষ্টাচারে প্রয়ত্ত হইয়াছেন ; সাধারণের নিকট স্ব স্ব মান রক্ষা করিবার জন্য যে কতই প্রয়াস পাইয়াছেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বলিতে কি পাচ সাত দশ বৎসরের অনধিক পূর্ককালে কোঁচবেহারাদ্বিপতি রাজার মন্ত্রী ৮ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক আক্লিকাচার-তত্ত্বাবশিষ্ট নামক যে অভিনব আধুনিক গ্রন্থ সঙ্কলিত ও প্রস্তুত হইয়াছে, প্রতিবাদী মহাশয়েরা তাহারও শরণাপন্ন হইয়া প্রামাণ্য বলিয়া নির্দেশ পূর্কক দোহাই দিতে কিছু-মাত্র ক্ষুদ্র হয়েন নাই। যাহা হউক ঋষিবাক্য ও তাদৃশ প্রামাণিক বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া, অবিজ্ঞ অদূরদর্শী আধুনিক সংগ্রহকার বা টীকাকারের কপোলকম্পিত ব্যবহার আস্থা প্রদর্শন করা বুদ্ধিরুত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির দুর্ববস্থা প্রদর্শন মাত্র। তাঁহারা আক্লিকাচারতত্ত্বাবশিষ্টকে আক্লিকাচার-

পরিশিষ্ট এইরূপ নাম দিয়া অক্ষত সম্বন্ধে তদীর যীমাংসাকে
স্ব স্ব প্রমাণ স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা

“অথ পুষ্পপ্রতিনিধিঃ জ্ঞানমালায়াম্

পুষ্পাতাবে জলেনাপি দুর্করা তণ্ডুলেন চ ।

নিত্যপূজা প্রকর্তব্য্য ভক্তিভাবেন সুন্দরি ॥

নাক্ষতৈরচর্চয়েদ্বিষ্ণুং ন তুলস্যা বিনায়কম্ ।

ন দুর্করা বজ্রদুর্গাং মালূরৈর্ন দিবাকরম্ ॥

অত্র প্রতিনিধাবেব তণ্ডুলবর্জকং নত্বম্যনৈবেজ্যাদৌ আমত্রাজ্জে
অপ্রদানবাধপ্রসক্তেঃ । ইত্যাহ্নিকাচারপরিশিষ্টলিখনং ।”

জ্ঞানমালাগ্রন্থে পুষ্প অভাবে জল, দুর্করা এবং আতপতণ্ডুল
দ্বারা নিত্যপূজা করিবেক অক্ষত অর্থাৎ আতপতণ্ডুল দ্বারা
বিষ্ণুপূজা করিবেক না। দুর্করা দ্বারা দুর্গাপূজা, তুলসী দ্বারা
গণেশপূজা, এবং বিষ্ণুপাত্র দ্বারা সূর্য্যপূজা করিবেক না। এই
বচনে প্রতিনিধি স্থলেই তণ্ডুলত্যাগ করিবেক। অর্ঘ্য ও নৈবেজ্য
প্রভৃতিতে তণ্ডুল ত্যাজ্য নহে। যেহেতু আমার দ্বারা প্রাক্ষস্থলে
ত্রিবিষ্ণুকে অগ্রভাগ দিবার যে বিধান আছে তাহার বিপ্রতি-
পত্তি হইয়া যায়।”

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন প্রতিবাদী মহা-
শয়েরা ধর্ম্মশাস্ত্রের তাদৃশ সবিশেষ অনুশীলন যেন কখনও
করেন নাই ইহা প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়েই বোধ হয় এত
আড়ম্বর করিয়া ঐ আধুনিক ও অপ্রামাণিক বচনের দোহাই
দিরাছেন, নতুবা পূর্ব্বোক্ত বামনপুরাণ নৃসিংহপুরাণ পদ্মপুরাণ
যন্ত্রমহোদধি ও তাহার নৌকানামক টীকা প্রভৃতি স্মৃতি স্মৃতি
প্রামাণিক গ্রন্থে যখন আমারদানের সুস্পষ্ট নিষেধ রহিয়াছে,
তখন তৎসমুদয় মুনিবাক্যের বিরোধী ঐ অপ্রামাণিক আধু-

নিক মন্ত্রী মহাশয়ের অমূলক বাক্যকে কিরূপে শিরোধার্য করা যাইতে পারে। প্রতিবাদী মহাশয়েরা যদি ঐ অমূলক অপ্রামাণিক আধুনিক মন্ত্রী বাক্যেই কেবল নির্ভর করিয়া আমতগুল নৈবেদ্য কাণ্ডকে বৈধ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহারা কিছুমাত্র অনুধাবন না করিয়াই ঐ রূপ নির্দেশ করিয়াছেন। যেহেতু কোনও বিষয়ের নিষেধ বা বিধি অবগত হইতে হইলে তদ্বিষয়ে সুস্পষ্ট মুনিবচন সত্ত্বে তাহা অপ্রমাণ করিয়া ঐরূপ আধুনিক বাক্যকে তৎপ্রতিকূলপক্ষে দণ্ডায়মান করা নিতান্ত অকৰ্ব্বাচীনের মত কার্য ব্যতিরেকে আর কি বলা যাইতে পারে? ইহা তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত আছেন।

এক্কেণে প্রতিবাদী মহাশয়েরা মহা আড়হরে ষাঁহার দোহাই দিয়াছেন, তাঁহার আপত্তির মীমাংসা হইলেই বিষ্ণুপূজার আমতগুলের নৈবেদ্য নিষেধ ধর্মশাস্ত্রীয় কি না এই বিষয়ে তাঁহাদের সকল সংশয়ই নিরাকৃত হইতে পারিবেক। ঐ আত্মিকাচারতত্ত্বাবশিষ্টীয় চূর্ণকের মর্গ অনুসারে বোধ হয় মন্ত্রী মহাশয়ের প্রধান আপত্তি ও যুক্তি এই যে আমপ্রাদ্ধে অপ্রভাগ আমান্ন বিষ্ণুকে দেওয়া হইয়া থাকে সুতরাং বিষ্ণু-নৈবেদ্যে আমান্ন বিধেয়। ইহাতে বক্তব্য এই যে মৎস্য মাংসাদি নিষিদ্ধ হইলেও স্বভৌজ্য স্থলে বিষ্ণুকে দেওয়ার যে রূপ কাদাচিৎক কথঞ্চিৎ বিধি পাওয়া যায় সেইরূপ পিতৃভক্ষ্য বলিয়া আমপ্রাদ্ধেও বিষ্ণুকে আমান্ন দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে আতপতগুল যে স্বরূপতঃ বিষ্ণু নৈবেদ্য ইহা ঐ হেতুবাদে কোনও রূপেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

ফলতঃ আত্মিকাচারতত্ত্বাবশিষ্ট হইতে উদ্ধৃত চূর্ণকের মধ্য অনুসারে বিষ্ণুপূজায় আমতগুল নৈবেদ্যের বিধান সাধনে উদ্যত হওয়া বিড়ম্বনামাত্র, ঐ বচনের প্রকৃত অর্থ ও মথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন করিয়া দেখিলে তদ্বারা বিষ্ণুপূজায় আম-তগুল নৈবেদ্য বিহিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া উঠে না (১)। আর, অমূলক ও অপ্রামাণিক এবং আধুনিক ঐ চূর্ণকবচন দ্বারা যদিই কথঞ্চিৎ বিষ্ণুবিষয়ে আমতগুলনৈবেদ্যবিধি প্রতি-পন্ন হইত, তাহা হইলেও কোনও ক্ষতি হইতে পারিত না ; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ ঐ আধুনিক লেখায় অভিপ্রায়মত অর্থও সঙ্গত হয় না, এমন স্থলে অমূলক ও অপ্রামাণিক এবং আধুনিক ঐ বচন অবলম্বন করিয়া সর্বসম্মত প্রামাণিক মুনি-বচনকে অগ্রাহ করা শাস্ত্রদর্শী ধার্মিক বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে কোনও ক্রমেই বিচারসিদ্ধ ও ন্যায়ানুগত এবং সঙ্গত বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে না।

এক্ষণে প্রতিবাদী মহাশয়দিগের উদ্ধৃত সংবৎসরকৌমু-দীর বচনের মীমাংসা করিতে আমাকে আর স্বতন্ত্র প্রয়াস পাইতে হইল না। যেহেতু ১৫০, ১৫১ এবং ১৫২ পৃষ্ঠায় আগমতত্ত্ববিলাস ও তত্ত্বসারকারের পাঠের যেৰূপ মীমাংসা করা হইয়াছে, গোবিন্দানন্দকৃত সংবৎসরকৌমুদীর “নাক্ষতৈশ্চ স্ববীকেশমিতি । কেবলাক্ষতপূজাবিসয়ং অর্ঘ্যাদৌ তু বিহিতা এবাক্ষতাঃ” “অক্ষত দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবেক না। ইহা কেবল অক্ষত দ্বারা পূজাবিসয়ে নতুবা অর্ঘ্যপ্রভৃতিস্থলে অক্ষত বিহিত আছে” এই পাঠেরও অবিকল সেই মীমাংসা।

(১) ১৩৩ ও ১৩৪ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ের মীমাংসা করা হইয়াছে।

সুতরাং উহাতেও বিষ্ণুপূজার আমতগুলনৈবেদ্য বিহিত বলিয়া
কোনও মতেই প্রতিপন্ন হইয়া উঠিল না দেখিয়া ভাবিয়া
চিন্তিয়া এবং আশঙ্কার উৎকর্ষিত হইয়া প্রতিবাদী মহা-
শয়ের স্বপক্ষ সমর্থনে ব্যাখ্যানিবন্ধন ত্রিহরিভক্তিবিলাসধৃত
পদ্মপুরাণের গৌতমাস্বরীর সম্বাদীয়

দূর্ধ্বাকুরৈঃ পূজয়িত্বা পূজান্তে মধুহৃদনম্ ।

অকৃতৈর্বৃশাদূল কিমর্চয়সি কেশবম্ ॥

গৌতম অস্বরীর রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, হে
হৃদয়র দূর্ধ্বাকুর দ্বারা মধুহৃদন পূজা করিয়া সেই পূজার
অবসানে অকৃত অর্থাৎ আতপতগুল দ্বারা কি কেশবের অর্চনা
করিয়া থাকেন ?

এই বচন এবং পদ্মপুরাণীয় ক্রিয়াযোগসারের ১৮ অধ্যায়ে

একদা কুলভদ্রাখ্যো ব্রাহ্মণঃ সর্বতত্ত্ববিৎ ।

পূজয়ামাস মাং তন্ত্যা নৈবেদ্যাদৈর্নদীতটে ॥

মামভ্যর্চ্য স বিপ্রেন্দ্রো মম নৈবেদ্যতগুলং ।

যথো তত্রৈব বিক্ষিপ্য ভূমি এব নিজং গৃহম্ ॥ ইত্যাদি

কুলভদ্রনামে সর্বতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ একদা নদীতীরে আমাকে
ভক্তি সহকারে নৈবেদ্যাদি দিয়া পূজা করিয়াছিলেন। অনন্তর
সেই বিপ্রবর আমার নৈবেদ্য সম্বন্ধীর তগুল সেই স্থানেই নিক্ষেপ
করিয়াই পুনর্বার নিজ গৃহে গমন করিয়াছিলেন।

এই ভগবদ্ভাষ্য এবং ব্রহ্মারদীয় পুরাণের

প্রাতঃ শুক্লাশ্বরধরো দন্তধাবনপূর্বকম্ ।

গন্ধপুষ্পাকটৈঃ সম্যগর্চয়েদ্বাগ্ধ্যতো হরিং ॥

প্রাতঃকালে দন্তধাবন পূর্বক শুভবস্ত্র পরিধান করিয়া বাঁকা
সংযম করতঃ গন্ধ পুষ্প ও অকৃত অর্থাৎ আতপ তগুল দ্বারা
হরির অর্চনা সম্পূর্ণ করিবেক।

এই বচনকে আমতুল্লননৈবেদ্য বিধায়ক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অত্র পশ্চাৎ না দেখিয়াই যে ঐরূপ নির্দেশ করা হইরাছে, তাহা স্পষ্ট ও বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। যেহেতু উহা বৈষ্ণববলিবিধানের প্রমাণবচন ঐ সকল বচনকে বিষ্ণু-নৈবেদ্যবিধায়ক বলা কোনও ক্রমেই বিচারসম্মত ও ন্যায়ানু-গত হইতে পারে না। যখন গৌতমমুনিবচনে পূজাবসানে অক্ষত সহযোগে পূজার বিধান আছে, তখন ঐ ত্রিহরিভক্তি-বিলাসে ঐ উদ্বীলনী প্রকরণে ১২০ অঙ্কিত শ্লোকের অব্যব-হিত পরের পদ্যপুরাণীয়

নৈবেদ্যং দেবদেবস্ত সর্বোপস্করসংযুতম্।

বিশ্বক্সেনায় দত্ত্বা ত্বং ভুঞ্জসে বৈষ্ণবৈঃ সহ ॥

টীকা। উপস্করাঃ ব্যঞ্জনাদীনি।

দেবদেব ভগবানকে নিবেদিত সর্বপ্রকার ব্যঞ্জনাদি সহকৃত নৈবেদ্য বিশ্বক্সেনকে দিয়া বৈষ্ণবদিগের সহিত তুমি ভোজন করিয়া থাক কি ?

এই বচন অনুধাবন করিয়া দেখা উচিত ছিল, যেহেতু কোনও বিষয়ে যত প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, তদ্বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না হইয়া সেই যত প্রকাশ করা পরামর্শসিদ্ধ নহে। সবিশেষ অনুসন্ধান ব্যতিরেকে কেহ কোনও বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইতে পারে না। বিশেষজ্ঞ নী হইয়া কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে অনধিকারচর্চার ফল লাভ হয়। ফল কথা এই, কোনও ব্যক্তি সদভিপ্রায়প্রবর্তিত হইয়া কার্য বিশেষের অনুষ্ঠানকে শাস্ত্রীয় বলিয়া নির্দেশ করিলে উক্ত-বিধ ব্যক্তির ঐ অনুষ্ঠানকে অসদভিপ্রায়প্রণোদিত বলিয়া অগ্নান মুখে নির্দেশ করেন। কিন্তু আপনারা যে জিগীষাপর-

বশ হইয়া অতথ্য নির্দেশ দ্বারা পরের চক্ষে মূলি প্রক্ষেপ করিতেছেন তাহা একবারও ভাবিয়া দেখেন না। আমতগুল-নৈবেদ্যের শাস্ত্রীয়তাপক্ষ রক্ষা বিষয়ে ব্যগ্র হইয়া শাস্ত্র ও দেশাচার সবিশেষ অনুসন্ধান করিলে ঐ প্রথাকে শাস্ত্রীয় ও অবিগীতশিষ্টাচারানুমোদিত, পরপ্রত্যয়না যাঁহার উদ্দেশ্য নহে তাদৃশ ব্যক্তি কদাচ এরূপ নির্দেশ করিতে পারেন না। ঈর্ষ্যার পরতন্ত্র বা বিদ্বেষবুদ্ধির অধীন অথবা স্বীয় পিতৃপিতামহের স্থাপিত দেবদেবার আমতগুলনৈবেদ্য ব্যবহার আছে বলিয়া কুসংস্কার বিশেষের বশবর্তী হইয়া আমতগুলনৈবেদ্যনিবারণ বিষয়ের প্রতিপক্ষতা করা মাত্র যাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য তিনি তদ্বিষয়ের বিশেষজ্ঞই হউন, আর অনভিজ্ঞই হউন, শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকলের যে কোনও অংশ স্বপক্ষ সমর্থনের বা পরপক্ষ খণ্ডনের উপযোগী বলিয়া নিজে বোধ করিবেন, তাহা সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় ও অবিহিত হইলেও সেই সেই অংশকেই তদ্বিষয়ের শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও বিধি বলিয়া কীর্তন করিতে কিঞ্চিৎশ্রান্তও সঙ্কুচিত হন না।

প্রতিবাদী মহাশয়দিগের উদ্ধৃত ঐ কয়েকটি প্রমাণ দর্শনে অনেকের অন্তঃকরণে আমতগুলনৈবেদ্যকাণ্ড শাস্ত্রা-নুগত ব্যাপার বলিয়া প্রতীতি জন্মিতে পারে এজন্য এতদ্বিষয়ে যে সকল অংশ পরিত্যাগ করিয়া প্রতিবাদী মহাশয়েরা বচনগুলি প্রকাশ করিয়াছেন সেই সকল অংশ প্রকাশ করিয়া দেওয়া যাইতেছে। এবং নরসিংহপুরাণোক্ত বৈষ্ণববলিদানপ্রকার যাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ৮ বিলাসে নির্দিষ্ট আছে তাহাও প্রচার করা যাইতেছে।

ততো যবনিকাং বিদ্বানপসার্য যথাবিধি ।

বিষকুসেনায় ভগবন্তৈবেত্তাংশং নিবেদয়েৎ ॥

ইত্যাদি ॥ নারসিংহে ।

ততস্তদন্নশেষেণ পার্শ্বদেভ্যঃ সমস্ততঃ ।

পুষ্পাক্ষতৈর্বিমিশ্রেণ বলিং বস্ত প্রযচ্ছতি ॥

বলিনা বৈকবেনাথ তৃপ্তাঃ সন্তো দিবৌকসঃ ।

শান্তিং তস্ম প্রযচ্ছন্তি প্রিয়হারোগ্যমেব চ ॥

টীকা। বৈকবেন বিকুসম্বন্ধিনা তদুচ্ছিষ্টমহাপ্রসাদারেন দত্তত্বাৎ দিবৌকসঃ পার্শ্বদা এব । যদ্বা অন্তোহপি দেবোঃ ॥

সর্বপ্রকার বাঞ্ছনাদি সহকৃত উপাদেয় বস্তু সকল ভগবানকে নিবেদন করিয়া হোমাদিকার্য সমাধানান্তে, যবনিকা (পরদা) যথাবিধি অপসারিত করিয়া ভগবৎপ্রসাদারেন কিয়দংশ বিষকুসেনকে নিবেদন করিবেক । হুসিংহপুরাণে । ভগবানকে অন্ন নিবেদন করিয়া সেই অন্নশেষ, মহাপ্রসাদ পুষ্প ও অক্ষত (আতপ চাউল) মিশ্রিত করিয়া যে ব্যক্তি পার্শ্বদদিগকে বলিপ্রদান করে । খেচর কিম্বা স্বর্গবাসী পার্শ্বদদেবতারা ঐ বৈকববলি দ্বারা তৃপ্ত হইয়া তাহার সর্বাংশ শান্তিপূর্বক আরোগ্য ও সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকেন ।

এক্ষণে বিবেচনা করা কর্তব্য যে সর্বতত্ত্বজ্ঞ কুলভদ্র ব্রাহ্মণ অক্ষতমিশ্র পার্শ্বদবলিদান উপলক্ষ ব্যতিরেকে অত্যাভ্য ও অবশ্য ভোজ্য ভগবৎপ্রসাদার যে ভূমিতে নিষ্কেপ করিয়াছেন, তাহা কোনও ক্রমেই সম্ভবে না । ইহা দ্বারা ঐ সকল বচন পার্শ্বদদেবতাবলিপন্ন তাহা সপ্রমাণ হইল । সুতরাং উহা দ্বারা বিষ্ণুপূজার আশ্রিতগুলনৈবেদ্যদান বৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা বিফল হইল ।

এ স্থলে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়া লিখিয়াছেন যে “আম

নৈবেদ্যে স্নতপ্রক্ষেপের নিয়ম বিশেষরূপে প্রচলিত আছে
বচনান্তরে ইহার কর্তব্যতাও দেখা যাইতেছে যথা শিবপুরাণে

নৈবেদ্যং স্নতসংযুক্তং মধুপর্কং নিবেদয়েৎ ।

অগ্নিস্তোমস্য যজ্ঞস্য কলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ”

যে মনুষ্য, নিবেদনের বোধ্য স্নতসংযুক্ত মধুপর্ক নিবেদন করি-
বেক, সে ব্যক্তি অগ্নিস্তোম যজ্ঞের কল পাইবেক ॥

এই বচনে রাজস-ভাস-দ মহাশয় “যে ব্যক্তি স্নত-
সংযুক্ত নৈবেদ্য ও মধুপর্ক প্রদান করেন” এই যে এক
অদ্ভুত অর্থ উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা ব্যাকরণ কি কোনও
শব্দশাস্ত্রে কিছুতেই ঐ অর্থ প্রতিপাদিত হয় না এবং ঐ
শিবপুরাণের ঐ প্রকরণের পূর্বাপর বচন অনুধাবন করিয়া
দেখিলে উহা কেবল মধুপর্কপর বলিয়াই স্পষ্ট প্রতীত হয়,
ভোজ্যান্তর বোধক বলিয়া কোনও মতেই প্রতীয়মান হয়
না । বোধ করি রাজস-ভাস-দ মহাশয়েরা এ প্রকরণ বিষয়ক
সমুদয় ভাব এবং তাৎপর্য অবগত ছিলেন যেহেতু তৎপরেই
ভবিষ্যপুরাণের তাদৃশ অন্য একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন
কিন্তু উহার ভাবার্থ দেখিলে সাধারণের উপহাসকর হইবেক
বলিয়া অনুবাদ লেখেন নাই শ্লোক যথা “ভবিষ্যে চ,—

দেবদাকসুমেতক সর্জজীবাসকুন্দুকং ।

ত্রিকলকাজ্যসংমিশ্রং দত্তাপ্নোতি পরাং গতিং ॥

দেবদাককান্থ সমেত সর্জ (ধূনা) জীবাস (টার্গিন) কুন্দুক
(কুন্দুক খোটিগন্ধদ্রব্য) এবং ত্রিকল (রাজাদনীগন্ধদ্রব্য) এই
সকল দ্রব্য গব্যায়ুত মিশ্রিত করিয়া (অর্থাৎ ধূপ) দিলে পরম
গতি পায় ।

উক্ত দুই বচনে, কিম্বা সেই প্রকরণে কিছুবিষয়ক কিম্বা

আমতগুল বিবয়ক বলিয়া কোনও নাম গন্ধও নাই তথাপিও
স্বক্ষম বিবেচক রাজস-ভাস-দ মহাশয়েরা যে কি বুঝিয়া
ঐ প্রমাণে আম নৈবেদ্যে যত প্রক্ষেপের নিয়ম কর্তব্যতা
দর্শাইয়াছেন তাহা সাধারণে বিলক্ষণ বুঝিয়া লইবেন ।

আর প্রতিবাদী মহাশয়েরা “বিষ্ণুপূজার আমার নৈবেদ্য
দানের প্রমাণ অহেবণ করিতে গিয়া যে শ্লোকে অক্ষত পদ
দেখিয়াছেন কাণ্ডাকাও বিবেচনা শূন্য হইয়া সেই শ্লোকটিকেই
প্রমাণস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন যথা

নারদপঞ্চরাত্রে তৃতীয় রাত্রে—

“গন্ধাক্তপ্রহ্নৈশ্চ মূলেনাত্যর্চ্য পূর্ববৎ ।

প্রাণৈর্দধিখণ্ডাজ্যমিশ্রণ তু পরোহস্তমা ॥”

গন্ধ ও অক্ষত অর্থাৎ কীটনিষ্কুমিতাদি দোষ রহিত বা অবিশৃঙ্খল
পুষ্প দ্বারা মূলমন্ত্র সহকারে পূর্ববৎ পূজা করিয়া দধি গুড় ও
হৃত মিশ্রিত, হুঙ্ক ও জল দ্বারা প্রীত করিবেক ।

গৌতমীয় তন্ত্রে চতুর্থপটলেঃপি

গন্ধাক্তানাং ধূপানাং দীপানাং বলিভিঃ পৃথক্ ।

কামবীজেন সংপূজ্য নৈবেদ্যং হি সমর্পয়েৎ ॥

গন্ধ ও অক্ষত অর্থাৎ পুষ্প প্রতিনিধি আতপতগুল (বাহ্যার
নিষেধ সর্গবাদিসম্মত) ধূপ, ও দীপ এই সকল পদার্থের উপহার
দ্বারা কামবীজ সহকারে সম্যক পূজা করিয়া নৈবেদ্য সমর্পণ
করিবেক ।

এবং ত্রিভাগবতের ১১ একাদশ স্কন্ধে সপ্তবিংশতি
অধ্যায়ের সটীক এই কয়েকটী

বস্ত্রোপকীৰ্ত্তাভরণপত্রঅঙ্গগন্ধলেপনৈঃ । অলঙ্কৃত সপ্রেম
যন্তজ্ঞো মাং যথোচিতং ॥৩০॥ পাণ্ডুমাচমনীয়ঞ্চ গন্ধং স্মরনমোহকতান্ ।

ধূপদীপোপহার্যাণি দত্ত্বাত্তে শ্রদ্ধার্যচ্চকঃ ॥ ৩১ ॥ গুড়পারসদর্পীংবি
শঙ্কুল্যাপূপমোদকান্ । সংসারদধিশূপাংশ্চ নৈবেদ্যং সতি কম্প-
য়েৎ ॥ ৩২ ॥ অভ্যঙ্গোমর্দনাদর্শদন্তুধাবাভিবেচনম্ । অন্নাত্তগীতনৃত্যানি
পর্বণি স্মৃকৃতাবহম্ ॥ ৩৩ ॥

স্বামিপাদটীকা ॥ বস্ত্রাদ্যুপচারেষু অলঙ্কারলক্ষণং গুণং বিষতে
পত্রাণি কপোলবক্ষঃস্থলাদিসু লিখিত্বা পত্রভঙ্গা মন্তুক্তশ্চেৎ সঃপ্রম
বথা ভবতি তথা বথোচিতমনংকুর্য্যত ॥ ৩০ ॥ উক্তার্থে সর্বনাথারণং
শ্রদ্ধালক্ষণং গুণং বিষতে পাত্তমিতি ॥ ৩১ ॥ নৈবেদ্যে বৈভবলক্ষণং গুণং
বিষতে গুড়পারসেতি । শঙ্কুল্যাঃ তৈলপক্ববিশেষাঃ । আপূপা অপূ-
পানাং মণ্ডকাদীনাং সমূহাঃ সুপা ব্যঞ্জনানি । সতি বিভব ইতি শেবঃ
॥ ৩২ ॥ কালভেদেন গুণান্ বিষতে অভ্যঙ্গোতি অভিবেচনং পঞ্চামৃতস্নানং
অন্নাত্তোতি অন্নং ভোজ্যং আত্মং তক্ষ্যং পর্বণ্যেকাদশ্যাদৌ অবহং
প্রত্যহং বা বিভবে সতীতি ॥ ৩৩ ॥

বস্ত্র, উপবীত, আভরণ, কপোল ও বক্ষঃস্থল প্রভৃতিতে আতপ-
তগুলচূর্ণ দ্বারা পত্রভঙ্গ লেখা নানা এবং গন্ধলেপন দ্বারা আমার
ভক্ত ব্যক্তি প্রেমসহকারে আমাকে বথোচিত অলঙ্কৃত করিবেক
॥ ৩০ ॥ অর্চক ব্যক্তি পাত্ত আচমনীয় পান ও অঙ্কত অর্থাৎ
কাঁটনিষ্কুণ্ঠিতাদি দোষ রহিত বা অবিমুক্ত পুষ্প এবং ধূপ দীপ ও
নিবেদনীয় পদার্থ শ্রদ্ধাপূর্বক আমাকে দিবেক ॥ ৩১ ॥ গুড়,
পারস, স্বত, তৈলপক্ব শঙ্কুলা, নানাবিধ পিষ্টক, মোদক, ক্ষীরের
মালপোয়া, দধি ও নানাবিধ ব্যঞ্জনের নৈবেদ্য ক্ষমতাশালীরা
প্রস্তুত করিবেক ॥ ৩২ ॥ অভ্যঙ্গ, উষ্মর্দন, আদর্শপ্রদান, দন্তুধাবন,
পঞ্চামৃতস্নান, তক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতির নৈবেদ্য, নৃত্য এবং গীত এই
সকল, আমার পর্বদিবসে অর্থাৎ একাদশী প্রভৃতি উৎসব দিনে
আর ক্ষমতাশালীর পক্ষে প্রতিদিনে দেওয়া কর্তব্য ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকের মধ্যে ৩১ অঙ্কিত শ্লোকে অঙ্কতাষ্ এই পদ
দেখিয়া নির্ভয়ে অসঙ্কচিতচিত্তে ও পরমানন্দে একটি অদ্ভুত

কাণ্ড করিয়া আমার প্রতি দোষারোপপূর্বক লিখিয়াছেন যে “আমানবিবাদী গোস্বামী সাধারণনৈবেদ্য বর্ণিত প্রথম বচনে সাধারণনৈবেদ্যমধ্যে আমানের উল্লেখ থাকাতে নিজ পুস্তকে তাহার নামমাত্র গ্রহণ করেন নাই। কেবল সঙ্কম-দিগের পক্ষে বিশেষ বিধি নিরূপক দ্বিতীয়বচনমাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাগবতের সহিত তাঁহার পরিচয় না থাকিলে উহা কথঞ্চিৎ উপেক্ষণীয় হইতে পারিত, জ্ঞাত বিষয়কে এক্রুপে পরিত্যাগ করা ধর্মবিচারে কদাচ নির্দোষ বলা যায় না ইত্যাদি”।

আমি স্বরূপাখ্যানে নির্দেশ করিতেছি যে চন্দ্রনৌশীর-কপূর ইত্যাদি শ্লোক হইতে অভ্যঙ্গোন্মর্দ ইত্যাদি শ্লোক পর্যন্ত, এই ছয়টি শ্লোক মধ্যে কোনও শ্লোকেই আমান নৈবেদ্য বোধক এমন কোনও পদ নাই এবং ত্রীধরস্বামী, ত্রীমধুসূদন সরস্বতী, ত্রীজীবগোস্বামী, ত্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী, ত্রীবিজয়ধ্বজ এবং দীপকদীপিকানাথক টিপ্পনীকার ত্রীরাধা-রমণ দাস গোস্বামী প্রভৃতি মহামান্য মহাশয়দিগের ঐ সকল শ্লোক ব্যাখ্যায় এমন কোনও লেখা নাই বাহাতে “সাধারণ নৈবেদ্য মধ্যে আমানের উল্লেখ থাকা” দেখিতে পাইব বা অনুমানে ঐরূপ তাৎপর্য বুঝিয়া লইব। *

আর গন্ধ ও পুষ্পের পর, এবং ধূপ দীপ ও নৈবেদ্যের পূর্ব, “অক্ষতান্” এই পদ দেখিয়া রাজস-ভান-দ মহাশয়দের অভিলষিত ভাবার্থের অনুসারে কিরূপেই বা “অক্ষতান্” পদে আতপতঙ্গুল ব্যাখ্যা করিতে পারি এবং মহামান্য ছয় জন টীকাকারসম্মত “পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ গন্ধং স্তম্বনসোঃক্ষতান্”

এই পাঠের পরিবর্তে “পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ গন্ধঞ্চ সূমনো-
 ঙ্গতান্” এই নবোদ্ভাবিত পাঠই বা কি রূপে গ্রাহ্য করিতে
 পারি। বোধ করি রাজস-ভাস-দ মহাশয়েরা ঐ স্কন্ধের ঐ
 অধ্যায়ে “গন্ধং সূমনসো ধূপো দীপোহ্নাদ্যঞ্চ কিং পুনঃ” এই
 অষ্টাদশ শ্লোকে সূমনস্ শব্দের পুংলিঙ্গে প্রয়োগ আছে তাহা
 না দেখিয়াই উক্ত একত্রিংশৎ শ্লোকে সূমনসোংগতান্
 পাঠে “সূমনসঃ” এই পদকে অশুদ্ধ প্রয়োগ বোধে এবং
 যাহাতে “অঙ্কতান্” এই পদটি বিশেষণ পদ না হইয়া
 বিশেষ্য পদ হইয়া আতপতগুল অর্থ প্রতিপাদন পূর্বক সং-
 কল্পিত অর্থ সিদ্ধ হয় এই দুর্ভিসন্ধি প্রণোদনে আবিষ্ট
 হইয়া প্রাচীনটীকাকারসম্মত ও অস্বদেশীয় প্রায় সমস্ত গ্রন্থে
 লিখিত এবং বোম্বাই প্রদেশে মুদ্রিত বিজয়ধ্বজীটীকাসম্মত
 শ্রীভাগবতীয় ঐ শ্লোকের উল্লিখিত পাঠের পরিবর্তে ঐ
 নূতন উদ্ভাবিত পাঠ উদ্ধৃত করিয়া স্বার্থসাধন চেষ্টা করিয়া
 থাকিবেন অথবা শ্রীভাগবতের অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ঐরূপ
 অমথা উপদেশ দ্বারা প্রতারিত হইয়া থাকিবেন। নতুবা
 তাদৃশ অসম্বদ্ধ অন্যায্য অপ্রাসঙ্গিক অযৌক্তিক অপ্রামাণিক
 এবং প্রায় সমস্তটীকাকারের অসম্মত উল্লিখিত “সূমনো-
 ঙ্গতান্” এই পাঠের দোহাই দিয়া বিকূর্নবেদ্যে আমতগুল-
 বিধান শ্রীভাগবত বচনে প্রতিপন্ন হইল ভাবিয়া আমার প্রতি
 তাদৃশ দোষারোপ করিতেন না। ফলতঃ পূজ্যপাদ শ্রীধর-
 স্বামী যখন শ্রীভাগবতের ঐ একাদশ স্কন্ধের পূর্ব বচনের
 টীকার আতপতগুল ব্যবহার তিলকরচনাশ্লে পূজাবিষয়ে
 নহে এই সিদ্ধান্ত নির্ণয় পূর্বক ব্যবস্থা করিয়া, বিকূপূজাশ্লে

তাদৃশ ব্যবহারের স্পষ্ট নিষেধ প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন ।
তখন আবার তদ্বিরুদ্ধে ত্রিভাগবতের শ্লোকে অদ্ভুতপূর্ব
এক অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড করিয়া ইষ্ট সিদ্ধিকর। কোনও
ক্রমে সম্ভব বলিয়া বিবেচনা হয় না । কল কথা এই রাজস-
ভাস-দ মহাশয়ের। ত্রিভাগবত প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ একাদশ শব্দের ঐ সকল বচনের উদ্দেশ্য
কি তাহা জানেন না ভবিষ্যপুর্বাণীয় দেবদারুসম্মেতঞ্চ প্রভৃতি
ধূপ ও হোম কাণ্ডীয় বচন সকলের অর্থ ও তাৎপর্য্য
কি তাহাও জানেন না ; এজন্যই এরূপ অসঙ্গত ও অশ্রুত-
পূর্ব ব্যবস্থা বিষ্ণুনৈবেদ্যবিচারপুস্তকে প্রচার করিয়াছেন ।
যাঁহাদের যে শাস্ত্রে বোধ বা অধিকার না থাকে নিতান্ত
অকর্ম্মাণীন না হইলে তাঁহারা সাহস করিয়া সে শাস্ত্রের
মীমাংসার হস্তক্ষেপ করেন না । রাজস-ভাস-দ মহাশয়
প্রাচীন ধার্মিক ও বহুদর্শী বিজ্ঞ হইয়া কি বিবেচনায় অনধীত
অননুশীলিত ধর্মশাস্ত্রের মীমাংসার হস্তক্ষেপ করিলেন
বুঝিতে পারা যায় না । যাহা হউক প্রতিবাদী মহাশয়দিগের
আমতগুল নৈবেদ্যদানের প্রমাণস্থলে উদ্ধৃত শিবপুরাণের
মধুপর্কসম্পর্কীয় বচন ভবিষ্যপুর্বাণের ধূপসম্পর্কীয় বচন এবং
গৌতমতন্ত্রীর ও শিলার্চনচন্দ্রিকান্নত হোমবিষয়ক বচন
সকল এবং অন্যান্য তন্ত্র পুরাণের এরূপ অন্যান্য বিষয়ক
বচন নির্ভর করিয়া যে অদ্ভুত ব্যবস্থা প্রচার করিয়া দিয়াছেন ।
ঐ অদ্ভুত ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে একটি সামান্য উপা-
খ্যাত স্মৃতিশব্দে আরুঢ় হইল তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া
ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না ।

“যার যে শাস্ত্র কিক্ষিৎস্বাত্ত্ব অধীত নয় সে শাস্ত্রেতে
তাহার উপদেশ গ্রাহ্য করিবে না ইহার কথা ।

এক রাজার নিকটে বিপ্রাভাব নামে এক বৈষ্ণু থাকে সে
চিকিৎসাতে উত্তম তাহার পঞ্চদশ প্রাপ্তি হইলে পর ঐ রাজা
রামকুমার নামে তাহার পুত্রকে তাহার পিতৃপদে স্থাপিত
করিলেন । ঐ ভিষকপুত্র রামকুমার ব্যাকরণ সাহিত্য কিক্ষিৎ
পড়িয়ারুৎপন্ন ছিল কিন্তু বৈষ্ণুকাদি শাস্ত্র তাহার কিক্ষিৎস্বাত্ত্ব
পাঠিত ছিল না ।

রাজ্যগ্রহে স্বপিতৃপদাভিষিক্ত হওয়ারে রোগীরা চিকিৎসা-
সার্থে তাহার সন্নিধানে যাওয়া আসা করিতে লাগিল । পরে
এক দিবস এক নেত্ররোগী ঐ রামকুমার নামক বৈষ্ণুপুত্রের নিকটে
আসিয়া কহিল, হে বৈষ্ণুপুত্র ! অক্ষিপীড়ার অতিশয় পীড়িত
আছি, দেখ আমাকে এমন কোন ঔষধ দেও যাহাতে আমার
নয়নব্যাদি শীঘ্র উপশম পায় । কল্পনেত্রের এই বাক্য শ্রবণ
করিয়া ঐ চিকিৎসকমুত অতি বড় এক পুস্তক আনিয়া খুলিয়া
একবচনার্ক দেখিতে পাইল সে বচনার্ক এই—“নেত্ররোগে সমুৎ-
পন্নে কণৌচ্ছিন্না কটিং দহেৎ” ইহার অর্থ, নেত্ররোগ হইলে
নেত্ররোগীর কর্ণদ্বয় ছেদন করিয়া লৌহ তণ্ডুল করিয়া তাহার কটিতে
দাগ দিবে এই বচনার্ক পাইয়া ঐ ভিষকনন্দন নেত্ররোগীকে
কহিল, হে কপাল ! এই প্রতীকারে তোমার ব্যাদি শীঘ্র শান্তি
হইবে যে হেতুক প্রমু মুকুলিত করামাত্রেই এ ব্যাদির ঔষধের
প্রমাণ পাওয়া যায়, এ বড় সুলক্ষণ । রোগী কহিল সে কি ঔষধ,
ভিষকসন্তান কহিল তুমি শীঘ্র বাটী গিয়া এই প্ররোগ কর
তীক্ষ্ণধার শাণিত এক ছুর আনিয়া স্বকীয় দুই কর্ণ কাটিয়া সন্তপ্ত
লোহেতে দুই পাছাতে দুই দাগ দেও ; তবে তোমার চক্ষুঃপীড়া
আশু শান্ত হইবে । ইহা শুনিয়া ঐ লোচনরোগী আতঁতা প্রযুক্ত
কিক্ষিৎস্বাত্ত্ব বিবেচনা না করিয়া তাহাই করিল ।

অনন্তর রোগী এক পীড়োপশমনার্থ চেন্টাতে অধিক পীড়ার

অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ঐ বৈজ্ঞের নিকটে পুনর্ব্বার গেল ও তাহাকে কহিল, হে বৈজ্ঞপুত্র ! নেত্রের জ্বালা যেমন তেমনি পৈদের জ্বালার মরি। বৈজ্ঞপুত্র কহিল তাই কি করিবে রোগ হইলে সহিষ্ণুতা করিতে হয়, আমি শাস্ত্রানুসারে তোমাকে ঔষধ দিয়াছি আতুর হইনে কি হইবে “নহি স্মৃৎং দুঃখৈর্বিনা লভাতে”। এই রূপে রোগী ও বৈজ্ঞেতে ‘কথোপকথন হইতেছে ইতিমধ্যে অত্যন্তম এক চিকিৎসক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ যমসহোদর রামকুমার নামে মুখ্য বৈজ্ঞতনয়ের পল্লবপ্রাণি পাণ্ডিত্য প্রযুক্ত সাহসের বিষয় বিশেষ অবগত হইয়া কহিল ওরে বালীক সর্ব্বনাশ করিয়াছিস এ রোগীটাকে খুন করিলি, এ বচনাক্ষি অশ্ব চিকিৎসার মনুষ্যপর নয়। দেশ কাল পাত্র অবস্থা ভেদে চিকিৎসার বিশেষ আছে। তোর প্রকরণ জ্ঞান নাই এ শাস্ত্র তোর পড়া নয় কুব্যুৎপত্তিমাত্র বলে অপঠিত শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিস। যা যা উত্তম গুণের স্থানে বৈজ্ঞকশাস্ত্রের অধ্যয়ন কর। “সম্ভেতবিজ্ঞা গুণবত্ত্বগম্যা” ইহা কি তুই কখন শুনিস নাই। এই রূপে ঐ চিকিৎসকবৎসকে পবিত্র ভৎসন করিয়া ঐ ক্লিন্নাক্ষ রোগীকে যথাসাধ্য ঔষধ প্রদান করিয়া নীরোগ করিল”॥ এই উপাখ্যানটি প্রবোধচন্দ্রিকা দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় কুসুম হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

শ্রীযুক্ত রামকুমারকবিরাজের মনুষ্যের নেত্ররোগ চিকিৎসা বিষয়ে কণ্ঠচ্ছেদ পূর্ব্বক কটিদাহ ব্যবস্থা এবং প্রতিবাদী মহাশয়দিগের বিষ্ণুপূজাবিষয়ে পূজাপাদ শ্রীধরস্বামী প্রভৃতির মত খণ্ডন পূর্ব্বক আমতগুলনৈবেদ্যদান ব্যবস্থা এ উভয়ের অনেক অংশে সৌমাদৃশ্য আছে কি না, সকলে অনুধাবন করিয়া দেখিবেন।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা ধর্ম্মশাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বুদ্ধির যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন ইতিপূর্বে তাহার অনেকাংশ

সবিস্তর দর্শিত হইয়াছে। অতএব “বিষ্ণুপূজার আদিতুল দেওয়ার প্রথা শাস্ত্রসিদ্ধ অশাস্ত্রিক নহে” ইহা, তাঁহাদের বুদ্ধিসিদ্ধ, জড়ীয় এই নির্দেশ কতদূর আদরণীয় হওয়া উচিত তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। “গোম্বাষী মহাশয় কেবল বিদ্যাবলি ও বুদ্ধিকৌশল অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুপূজার চিরপ্রচলিত তুলনামূলক ব্যবহারের বশে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে অনভিজ্ঞতার পরাক্রান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন” বিনি কোনও কালে ধর্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেন নাই; সুতরাং ঋষিবাক্যের অর্থবোধে ও তাৎপর্যাগ্রেহে সম্পূর্ণ অসমর্থ; তাদৃশ ব্যক্তির মুখে ঈদৃশ বিসদৃশ অস্বতব্যাক্য শুনিলে শরীর পুলকিত হয়। অনন্য-মনাঃ ও অনন্যকর্মা হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলনে অতিবাহিত করিলেও, তাঁহাদের ঈদৃশ নির্দেশ করিবার অধিকার জন্মিবে কি না সন্দেহ স্থল; এমন স্থলে অর্থগ্ৰহ ব্যতিরেকে দুই চারিটি বচন অবলম্বন করিয়া ধর্মশাস্ত্রে আমি সর্বজ্ঞ হইয়াছি এই ভাবিয়া “ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক বচনের অবলম্বন পরিত্যাগ করুন” অন্ত্রানমুখে এতাদৃশ উপদেশ দেওয়া কিয়া দিতে উদ্যত হওয়া সত্যিগত আশ্চর্য্যের ও নিরতিশয় কৌতূহলের বিষয় বলিতে হইবেক। আর যদি একুশ রাজাজ্ঞা প্রচারিত থাকিত, পূর্বে বঙ্গদেশের জলাবাড়ি বাসী একগণে সভাবাজার স্থানপুকুর নিবাসী সর্বশাস্ত্রদর্শী অবচ্ছেদক দ্বাত্র ব্যবসায়ী শ্রীল শ্রীমন্ত রাজকুমার ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহামহোদয় ভায়া কবিরত্ন চুড়াশ্রমি প্রভৃতি প্রতিবাদী রায় বাহাল বাহাদুর এবং স্বভাবস্বাব্যস্ত ব্যস্ত বাহাদুরেরা স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ও আগম বচনের যে পাঠ কিয়া যে অর্থ কিয়া যে অভিপ্রায় যথার্থ বা অযথার্থ

নিম্নে মনুস্মৃতিপ্রবৃত্ত ব্যবহারমূলক আশ্বত্থুল নৈবেদ্যকাণ্ড যে শাস্ত্র ধর্ম ও মনোচার বহির্ভূত কর্তব্য এবং সাধুবিগাহিত ব্যবহার ইহা আমান্ননৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা ইহাতে পারে কিনা? এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে এতদেশীয় ও অন্যান্য দেশীয় ঋতুজ্ঞ প্রায় সমুদয় মহামহোপাধায় পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্র দ্বারা উহা সমর্থিত হইয়াছে। তদদর্শনে কতিপয় ব্যক্তি অতিশয় অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট হইয়া তাদৃশ আশ্বত্থুল নৈবেদ্য ব্যবহার সর্বতোভাবে শাস্ত্রানুমোদিত কর্তব্য কর্তব্য এবং সকলকার পরিগৃহীত বিলম্বাচার, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত আপত্তি উত্থাপন করিয়া আমার প্রস্তাবিত বিষয় খণ্ডন করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন এবং বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন। সে সমুদয়ই ধর্মশাস্ত্রানুসারে এক প্রকার স্বাসাধ্য বীমাংসিত হওয়ার্তে একবারেই বিকল হইয়া গেল। এক্ষণে প্রতিবাদী বিরোধী প্রায় সকল মহাশয়েরই একটি প্রধান আপত্তি এই যে, এতদ্ব্যবস্থায় আশ্বত্থুলনৈবেদ্য ব্যবহার আবহমানকাল প্রচলিত আছে এবং শূদ্র প্রভৃতির সেবার কোথাও পক্ষ কি আর্জ্যমুগাদির নৈবেদ্য দেওয়ার রীতি নাই, শাস্ত্রানুমোদিত না হইলে কি প্রধান প্রধান বিজ্ঞ লোকেরা বিষ্ণুপূজাবিষয়ে আশ্বত্থুল নৈবেদ্য ব্যবহার অবিহত রূপ প্রচলিত রাখিতেন। অবশ্যই তাঁহার। শাস্ত্রপক্ষালোচনাপূর্বক একটা বীমাংসা করিয়া উহার অন্যথাচরণ করিতেন। এ বিষয়ে রুগ্না বিতণ্ডা না করিয়া অতি পূর্ব পূর্ব কালে এতদেশীয় শূদ্রদিগের স্থাপিত বিষ্ণুসেবার কিরূপ নৈবেদ্য অর্পণ করা হইয়া থাকে, তাহার নাম, জাতি, বাসস্থান ও ভোগের প্রকার এই সমুদয়ের পরিচয় দেওয়া বাইতেছে।

জিনা বন্ধমান।

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
ঐচ্ছিকগোবিন্দ	অন্ন	ঐরাধালালাস চৌধুরী.	উগ্রাক্ষত্রি	কামারকিতে বওল
ঐচ্ছিকরাধাবল্লভ	অন্ন	ঐবিধুত্তর বসু মুন্সি	কারহু	কাইয়া
ঐ	অন্ন	ঐগোবিন্দ চন্দ্রবসু মুন্সি	কারহু	কাইয়া
ঐ	অন্ন	ঐছরিতরণ বসু মুন্সি	কারহু	কাইয়া
ঐচ্ছিকজগন্নাথ ও ঐচ্ছিকগোপীনাথ	অন্ন	ঐনিতাইন্দ্রলর চৌধুরী	তেলি	বাকপুর
ঐচ্ছিকরাধাকান্ত	অন্ন	ঐমধুসূদন নন্দী	কারহু	বৈষ্ণুপুর
ঐচ্ছিকরাধাধব	অন্ন	ঐনীলকণ্ঠ ঘোষ	কারহু	বহুড়ানু
ঐ	অন্ন	ঐগোপালকৃষ্ণ ঘোষ	কারহু	বহুড়ানু
ঐচ্ছিকরাধাগোবিন্দ	অন্ন	ঐবৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ	কারহু	পিপলানু
ঐ	অন্ন	ঐদীননাথ ঘোষ	কারহু	পিপলানু
ঐচ্ছিকমদনমোহন	অন্ন	ঐনদীয়াবাসী দালাল	তন্তুবায়	বামুনাতি
ঐ	অন্ন	ঐরাজচন্দ্র দে দালাল	তন্তুবায়	বামুনাতি
ঐ	অন্ন	ঐমাধবচন্দ্র দে দালাল	তন্তুবায়	বামুনাতি
ঐচ্ছিকগোপীনাথ	অন্ন	ঐরমধুয়ার দে দালাল	তন্তুবায়	বামুনাতি
ঐ	অন্ন	ঐশ্যামলাল দে দালাল	তন্তুবায়	বামুনাতি
ঐচ্ছিকগোপীনাথ	অন্ন	ঐজিধর সামন্ত,	কৈবর্ত	ঘোড়াদহ
ঐ	অন্ন	ঐকালান্টিস সামন্ত	কৈবর্ত	ঘোড়াদহ
ঐ	অন্ন	ঐবৈষ্ণবলাল সামন্ত	কৈবর্ত	ঘোড়াদহ

দেবতার নাম ।

শ্রীশ্রীঃ রাধাবিনোদ

শ্রীশ্রীঃ নন্দভুলাল

শ্রীশ্রীঃ রাধাগোবিন্দ

ও

শ্রীশ্রীঃ রাধামোহন

ও

শ্রীশ্রীঃ লক্ষ্মীনারায়ণ

ও

শ্রীশ্রীঃ রাধাবরভ

শ্রীশ্রীঃ রাধাকান্ত

শ্রীশ্রীঃ মদনমোহন

শ্রীশ্রীঃ লক্ষ্মীনারায়ণ

শ্রীশ্রীঃ রাধাগোবিন্দ

ও

ও

শ্রীশ্রীঃ রাধাধাম

ও

শ্রীশ্রীঃ রাধাগোবিন্দ

ও

শ্রীশ্রীঃ রাধাবিনোদ

নৈবেদ্যের বিষয় ।

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

সেবাস্থিকারির নাম ।

শ্রীরাধাবিনোদ বসু

শ্রীতিতুরায় নরকার

শ্রীজগদীশ্বর মজুমদার

শ্রীভুবনমোহন মজুমদার

শ্রীমদনমোহন ঘোষ

শ্রীমধুরামোহন ঘোষ

শ্রীশ্রীনারায়ণ মিত্র

শ্রীকুরুচন্দ্র মিত্র

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ রায়

শ্রীরাজবরভ মজুমদার

শ্রীমনিমোহন মজুমদার

শ্রীবলকৃষ্ণ রায়

শ্রীপুরুষোত্তম ঘোষ

শ্রীবলহারি ঘোষ

শ্রীজীরাম ঘোষ

শ্রীনাথ দাস

শ্রীমতী সর্বস্বম্বরী দাসী

শ্রীরাধাশুম্বর দাস

শ্রীগৌরনাথায়ণ দাস

শ্রীমধুবরভ মিত্র

জাতি ।

কার্য

কার্য

কার্য

কার্য

কার্য

কার্য

কার্য

কার্য

কার্য

কার্য

কার্য

কার্য

কার্য

কার্য

কার্য

কার্য

কার্য

কার্য

কার্য

কার্য

কার্য

আমের নাম ।

নান্দাইপাণ্ডুর

গুড়প

বীকমপুর

বীকমপুর

মাহাতা রামচন্দ্র পুর

মাহাতা রামচন্দ্র পুর

মাহাতা রামচন্দ্র পুর

মাহাতা রামচন্দ্র পুর

জামালপুর

শিলাকোট

বমণীসামোহনপুর

বমণীসামোহনপুর

জবীদানন্দপুর

জবীদানন্দপুর

জবীদানন্দপুর

বহুভাস

বহুভাস

বহুভাস

বহুভাস

নাথুরা

নৈবেদ্যের বিষয় ।

দেবতার নাম ।

ক্রীঃরামাঃগোবিন্দ

ক্রীঃবলরাম

ক্রীঃরামাঃমোহন

ক্রীঃরামঃমোহন

ঐ

ক্রীঃরামাঃগোবিন্দ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ক্রীঃরামাঃমধব

ক্রীঃরামাঃবনবিহারী

ঐ

ঐ

সেবাধিকারির নাম ।

কৈলাসনাথ দ্বারের পত্নী

বনরনায়াগ মিত্রের পত্নী

ক্রীমতী গয়ামণি দাসী

ক্রীপুলিনবিহারী ঘোষ

ক্রীনীলমণি ঘোষ

ক্রীগিরিদ্বারী দ্বার

ক্রীসীতানাথ দ্বার

ক্রীসারদাবল্লভ দ্বার

ক্রীমতী রাতুলমণি দাসী

ক্রীকীর্তিচন্দ্র ঘোষ

ক্রীবিপিনবিহারী ঘোষ

ক্রীরসিকলাল মিত্র

ক্রীকীর্তিচন্দ্র বঙ্গী

জিলা মেদিনীপুর ।

ক্রীমধুসূদন দাস

ক্রীঠাকুরদাস দাস

ক্রীকীনাথ দাস

জাতি ।

কায়স্থ

কায়স্থ

কায়স্থ

কায়স্থ

কায়স্থ

কায়স্থ

কায়স্থ

কায়স্থ

কায়স্থ

কায়স্থ

কায়স্থ

কায়স্থ

কৈবর্ত

কৈবর্ত

কৈবর্ত

আমের নাম ।

বগোমাই

মাহাতা

নাথুরা

নাথুরা

মোস্তাবাপুর

মোস্তাবাপুর

মোস্তাবাপুর

মোস্তাবাপুর

বউসা

বউসা

বউসা

খালড়া

এয়েটা

এয়েটা

এয়েটা

দেবতার নাম ।

নৈবেদ্যের বিষয় ।

সেবাধিকারির নাম ।

জাতি ।

আমের নাম ।

ঐঐঐঐঐঐঐঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐঐঐঐঐঐঐঐ

ঐ

ঐঐঐঐঐঐঐঐ

ঐ

ঐঐঐঐঐঐঐঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐঐঐঐঐঐঐঐ

ঐঐঐঐঐঐঐঐ

ঐঐঐঐঐঐঐঐ

ঐঐঐঐঐঐঐঐ

ঐপ্যারিমোহন অধিকারী

ঐঐঐনিবাস অধিকারী

ঐগোপালচন্দ্র অধিকারী

ঐকমলাকান্ত অধিকারী

ঐবীরেশ্বর অধিকারী

ঐমবীনচন্দ্র অধিকারী

ঐপ্রাণকৃষ্ণ অধিকারী

ঐভীম চরণ পাত্র.

ঐবনমালী চরণ পাত্র

ঐবংশীধর মণ্ডল,

ঐকৃষ্ণমোহন মণ্ডল

ঐদীতারাম রায়,

ঐহারাধন রায়,

ঐহারিকাননাথ রায়,

ঐদীনবন্ধু রায়

ঐহারিকাননাথ চৌধুরী

ঐপ্রসন্নকুমার চৌধুরী

ঐবেচারাম ঘোষ

কৈবর্ত

কৈবর্ত

কৈবর্ত

কৈবর্ত

কৈবর্ত

কৈবর্ত

কৈবর্ত

কৈবর্ত

কৈবর্ত

কৈবর্ত

কৈবর্ত

কায়স্থ

কায়স্থ

কায়স্থ

কায়স্থ

কায়স্থ

কায়স্থ

কায়স্থ

মৎস্যকুন্তীরা

মৎস্যকুন্তীরা

মৎস্যকুন্তীরা

মৎস্যকুন্তীরা

মৎস্যকুন্তীরা

মৎস্যকুন্তীরা

মৎস্যকুন্তীরা

জোৎকাহু রামের গড়

জোৎকাহু রামের গড়

রানীচক্

রানীচক্

রাধাকৃষ্ণ পুর

রাধাকৃষ্ণ পুর

রাধাকৃষ্ণ পুর

রাধাকৃষ্ণ পুর

বলরামবাজার

বলরামবাজার

বলরামবাজার

দেবতার নাম ।	নৈবেদ্যের বিষয় ।	সেবাধিকারির নাম ।	জাতি ।	গ্রামের নাম ।
শ্রীশ্রী৩৩রামগোবিন্দ	অন্ন	শ্রী৩৩রামগোবিন্দ	কৈবর্ত	ব্রাহ্মণবসান
ঐ	অন্ন	শ্রীজিতনারায়ণ সামন্ত	কৈবর্ত	ব্রাহ্মণবসান
ঐ	অন্ন	শ্রীবৈষ্ণবদাস সামন্ত	কৈবর্ত	ব্রাহ্মণবসান
শ্রীশ্রী৩৩হাওড় ও রাধাগোবিন্দ	অন্ন	শ্রীসনাতন মহিষ	একাদশ তেলি	সেনার পুর
ঐ	অন্ন	শ্রীমদবচস্প মহিষ	১১শ তেলি	সেনার পুর
শ্রীশ্রী৩৩হাওড়	অন্ন	শ্রীস্বর্ধির পাল	১১শ তেলি	রাধানগর কিশোরপুর
ঐ	অন্ন	শ্রীবৈষ্ণবনাথ পাল	১১শ তেলি	রাধানগর
ঐ	অন্ন	শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র পাল	১১শ তেলি	রাধানগর কিশোরপুর
শ্রীশ্রী৩৩লক্ষীবরাহ	পকান্ন	শ্রীনীলকণ্ঠ দে	১১শ তেলি	ঘোষপুর
ঐ	পকান্ন	শ্রীনিমাইচাঁদ দে	১১শ তেলি	ঘোষপুর
ঐ	পকান্ন	শ্রীনবকৃষ্ণ দে	১১শ তেলি	ঘোষপুর
ঐ	পকান্ন	শ্রীরাধাগোবিন্দ দে	১১শ তেলি	ঘোষপুর
শ্রীশ্রী৩৩লক্ষীজনার্দন	পকান্ন	শ্রীদীনবন্ধু নন্দী	১১শ তেলি	পলাসি
ঐ	পকান্ন	শ্রীনবদ্বীপচাঁদ নন্দী	১১শ তেলি	পলাসি
শ্রীশ্রী৩৩লক্ষীবরাহ	অন্ন	শ্রীরাঘনোচন মাইতি	১১শ তেলি	পলাসি
ঐ	অন্ন	শ্রীবনমালিচরণ মাইতি	১১শ তেলি	পলাসি
শ্রীশ্রী৩৩রত্ননাথ	অন্ন	শ্রীস্বরূপমোহন মাসান্ত	১১শ তেলি	রাতুলতা
শ্রীশ্রী৩৩রত্ননাথ	অন্ন	শ্রীতজহরি মাইতি	সুর্কল	ভুগুপুর
শ্রীশ্রী৩৩রামগোবিন্দ	অন্ন	শ্রীঅচ্যুতানন্দ অধিকারী	কায়স্থ	হাতিমানগোপালপুর

দেবতার নাম ।

শ্রীৗরুদ্রাবমচন্দ্র

ঐ

শ্রীৗরাধামাধব

শ্রীৗরাধাশ্যাম রাগ

শ্রীৗরাধারমণ

শ্রীৗরাধামদন গোপাল

শ্রীৗরাধাগোপীনাথ

শ্রীৗশ্রীধর

শ্রীৗলক্ষ্মীনারায়ণ

শ্রীৗহরপ্রীত

শ্রীৗলক্ষ্মীনারায়ণ

শ্রীৗগোপাল

শ্রীৗরাধারমণ

শ্রীৗগোপাল

শ্রীৗরাধারমণ

শ্রীৗরাধাগোপীনাথ

শ্রীৗগোপাল

শ্রীৗকৃষ্ণবিহারী

নৈবেদ্যের বিষয় । সেবাধিকারিগ্ন নাম ।

অন্ন

অন্ন

অন্ন

জিলা ঢাকা ।

পায়সান্ন

অন্ন

অন্ন

পায়সান্ন

অন্ন

অন্ন

পায়সান্ন

পায়সান্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

শ্রীৗস্বীকদন বসাক প্রভৃতি

শ্রীৗরাধাচরণ বসাক প্রভৃতি

শ্রীৗগঙ্গাচরণ বসাক প্রভৃতি

শ্রীৗমধুসার বসাক

শ্রীচন্দ্রমোহন বসাক প্রভৃতি

শ্রীমদনবোহন বসাক প্রভৃতি

শ্রীকৃষ্ণমোহন বসাক প্রভৃতি

শ্রীগৌরচাঁদ বসাক

শ্রীকৃষ্ণবিহারী বসাক প্রভৃতি

শ্রীসুকমর বসাক প্রভৃতি

শ্রীব্রজনাথ বসাক প্রভৃতি

শ্রীরাধাচরণ বসাক প্রভৃতি

শ্রীচন্দ্রমোহন বসাক প্রভৃতি

শ্রীকৃষ্ণচরণ বসাক

শ্রীনিতাইচরণ বসাক

জাতি ।

শঙ্খবণিক

শঙ্খবণিক

কৈবর্ত

তত্ত্ববায়

তত্ত্ববায়

তত্ত্ববায়

তত্ত্ববায়

তত্ত্ববায়

তত্ত্ববায়

তত্ত্ববায়

তত্ত্ববায়

তত্ত্ববায়

তত্ত্ববায়

তত্ত্ববায়

তত্ত্ববায়

তত্ত্ববায়

তত্ত্ববায়

তত্ত্ববায়

আমের নাম ।

বাসুদেবপুর

বাসুদেবপুর

বার্গবেড়া

উত্তর নবাবপুর

নবাবপুর

নবাবপুর টেকেরহাট

নবাবপুর

নবাবপুর

ঐ অন্তঃপাতি ্রতপুর

ঐ লালচাঁদমকীমেরগালি

ঐ লালচাঁদমকীমেরগালি

ঐ লালচাঁদমকীমেরগালি

নবাবপুর গোয়াইল আর।

নবাবপুর গোয়াইল আর।

নবাবপুর গোয়াইল আর।

নবাবপুর বলগ্রাম

ইসলামপুর

ইসলামপুর

সেবতার নাম ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র

এ

শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বহৃদ্রিত্ত

শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণদ্বন্দ্ব

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ

শ্রীশ্রীরাধাপাশুপদ

শ্রীশ্রীকালীচাঁদ

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ

শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বর

শ্রীশ্রীবলদেব

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ

শ্রীশ্রীরাধারমণ

এ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণদ্বন্দ্ব

নৈবেদ্যের বিষয় ।

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

পায়সাম

পায়সাম

অন্ন

অন্ন

পায়সাম

পায়সাম

অন্ন

পায়সাম

পায়সাম

পায়সাম

পায়সাম

অন্ন

অন্ন

পায়সাম

সেবাধিকারির নাম ।

শ্রীরাঘচরণ বসাক

শ্রীকৃষ্ণচরণ বসাক

শ্রীমোহনচাঁদ বসাক প্রভৃতি

শ্রীগঙ্গাচরণ বসাক

শ্রীজগন্নাথ বসাক প্রভৃতি

শ্রীমোবর্জিন বসাক প্রভৃতি

শ্রীকৃষ্ণচরণ জৈর

শ্রীলক্ষ্মণ কধুকার

শ্রীলক্ষ্মীতন দাস

শ্রীসনাতন দাস প্রভৃতি

শ্রীরাধিকামোহন রায় প্রভৃতি

শ্রীপারিমোহন রায় প্রভৃতি

শ্রীবৈষ্ণবচরণ পোদ্দার

শ্রীজগন্নাথ রায়

শ্রীমণিকাঁদ পোদ্দার প্রভৃতি

শ্রীমবিনচাঁদ সাহা

শ্রীহারিমোহন সাহা

শ্রীলজ্জল সাহা

শ্রীরাধাগোবিন্দ সাহা

শ্রীরাজবল্লভ কধুকার

জাতি ।

তন্তুবায়

তন্তুবায়

তন্তুবায়

তন্তুবায়

তন্তুবায়

তন্তুবায়

কধুকার

কধুকার

সাহা

সাহা

সাহা

সাহা

স্বর্ণবণিক

সাহা

সাহা

সাহা

সাহা

সাহা

সাহা

কধুকার

গ্রামের নাম ।

ইসলামপুর

ইসলামপুর

ইসলামপুর কামার নগর

ইসলামপুর কামার নগর

কন্তা বাজার

কন্তা বাজার

জৈরাটুলি, নবাবপুর

ইসলামপুর কামার নগর

সজ্জিমহাল

সজ্জিমহাল

ডাইনবাজার

বাঙ্গালীবাজার

দিগবাজার

দিগবাজার

বাঙ্গালীবাজার

স্বত্রাপুর

স্বত্রাপুর

আমলী গোলা

আমলী গোলা

নবাবপুর জৈরাটুলি

দেবতার নাম ।	নৈবেদ্যের বিষয় ।	সেবাধিকারির নাম ।	জাতি ।	গ্রামের নাম ।
শ্রীচন্দ্রদর্শন	অন্ন	ক্রীষাধবচন্দ্র শূর	শঙ্খবণিক	শাঁখারিবাজার
শ্রীচন্দ্রদর্শনগোপাল	পায়সাম্ন	ক্রীগৌরীচরণ শূর প্রভৃতি	শঙ্খবণিক	শাঁখারিবাজার
শ্রীচন্দ্রদর্শন	মুগাভূর	ক্রীউষব চন্দ্র কর	শঙ্খবণিক	শাঁখারিবাজার
শ্রীচন্দ্রদর্শন	মুগাভূর	ক্রীনিভাই চরণ দত্ত	শঙ্খবণিক	শাঁখারিবাজার
শ্রীচন্দ্রদর্শনগোবিন্দ	মুগাভূর	ক্রীপারীমোহন দত্ত	শঙ্খবণিক	শাঁখারিবাজার
শ্রীচন্দ্রদর্শনমহোদন	মুগাভূর	ক্রীরামকুমার দত্ত	শঙ্খবণিক	শাঁখারিবাজার
শ্রীচন্দ্রদর্শনসোদর	মুগাভূর	ক্রীরাধিকামোহন শূর	শঙ্খবণিক	শাঁখারিবাজার
শ্রীচন্দ্রদর্শনশিব	মুগাভূর	ক্রীরাধাচরণ শূর	শঙ্খবণিক	শাঁখারিবাজার
শ্রীচন্দ্রদর্শন	পায়সাম্ন	ক্রীরত্নচরণ দ্বায়	গন্ধবণিক	মৈসন্তি
শ্রীচন্দ্রদর্শন	পায়সাম্ন	ক্রীকৃষ্ণচরণ সাহা প্রভৃতি	গন্ধবণিক	মৈসন্তি
শ্রীচন্দ্রদর্শন	পায়সাম্ন	ক্রীকৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী	গন্ধবণিক	মৈসন্তি
শ্রীচন্দ্রদর্শন	মুগাভূর	ক্রীউষবচন্দ্র কর্মকার	কর্মকার	মৈসন্তি
শ্রীচন্দ্রদর্শন	মুগাভূর	ক্রীরামকুমার কর্মকার	কর্মকার	মৈসন্তি
শ্রীচন্দ্রদর্শন	মুগাভূর	ক্রীসীতাহর কর্মকার	কর্মকার	মৈসন্তি
শ্রীচন্দ্রদর্শন	মুগাভূর	ক্রীরামসোচন সাহা	গন্ধবণিক	মালিগাড়া
শ্রীচন্দ্রদর্শন	মুগাভূর	ক্রীশটানন্দন বসাক প্রভৃতি	তথুবায়ে	ইন্দ্রনাথপুর তাত্তিবাজার
শ্রীচন্দ্রদর্শন	মুগাভূর	ক্রী রামধন বণিক	গন্ধবণিক	বনগ্রাম
শ্রীচন্দ্রদর্শন	মুগাভূর	ক্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সাহা	গন্ধবণিক	দক্ষিণমৈসন্তি
শ্রীচন্দ্রদর্শন	অন্ন	ক্রীমানিক বসাক	তত্তুবায়ে	কলতাবাজার
শ্রীচন্দ্রদর্শন	অন্ন	ক্রীরামধন সাহা	সাহা	ঢাকা

দেবতার নাম ।	নৈবেদ্যের বিষয় ।	সেবাধিকারির নাম ।	জাতি ।	গ্রামের নাম ।
শ্রীশ্রী৩৩রাধাগোবিন্দ	অন্ন	শ্রীমাধ্বলাল সিংহ	কায়স্থ	বাতিকার
ঐ	অন্ন	শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সিংহ	কায়স্থ	বাতিকার
শ্রীশ্রী৩৩রাধাবল্লভ	অন্ন	শ্রীচন্দ্রগোবিন্দ সিংহ	কায়স্থ	বাতিকার
শ্রীশ্রী৩৩গোবিন্দ	অন্ন	শ্রীগুরুপ্রসাদ ঘোষ	কায়স্থ	বাতিকার
শ্রীশ্রী৩৩মহাপ্রভু শ্রীশ্রী৩৩গোপীনাথ শ্রীশ্রী৩৩রাধামাধব	অন্ন	শ্রীনিত্যানন্দ মিত্র	কায়স্থ	ময়নাড়াল
		শ্রীরসিকানন্দ মিত্র		
		শ্রীরামকিশোর মিত্র		
		শ্রীস্বধারুক্ষ মিত্র		
		শ্রীবেকুণ্ঠ নাগ মিত্র		
		শ্রীঅটলবিহারী মিত্র		
শ্রীশ্রী৩৩রাধাবল্লভ শ্রীশ্রী৩৩রাধাবল্লভ শ্রীশ্রী৩৩কৃষ্ণরায় শ্রীশ্রী৩৩রাধাকান্ত ঐ ঐ	অন্ন	শ্রীমলিতাকুন্দের মিত্র	কায়স্থ	গোমাই
		শ্রীস্বামীধর মিত্র		
		শ্রীকন্দর্পনাথ হনু মিত্র		
		শ্রীকলাসচন্দ্র সরকার		
		শ্রীরাধলাল স্বর্ণকার		
		শ্রীস্বয়ম্ভর ব. বু		
শ্রীশ্রী৩৩রাধাবল্লভ শ্রীশ্রী৩৩রাধাবল্লভ শ্রীশ্রী৩৩কৃষ্ণরায় শ্রীশ্রী৩৩রাধাকান্ত	অন্ন	শ্রীকমলাকান্ত রায়	কায়স্থ	কেতুগ্রাম
		শ্রীমতী লক্ষ্মীশ্রী দাসী		
		শ্রীকালীদাস ঘোষ		
শ্রীশ্রী৩৩রাধাবল্লভ শ্রীশ্রী৩৩রাধাবল্লভ শ্রীশ্রী৩৩কৃষ্ণরায় শ্রীশ্রী৩৩রাধাকান্ত	অন্ন		কায়স্থ	পঞ্চথুপি

জিনা নদিয়া ।

দেবতার নাম ।	নৈবেদ্যের বিষয় ।	সেবাধিকারির নাম ।	জাতি ।	গ্রামের নাম ।
শ্রীশ্রীজগন্নাথ	অন্ন	শ্রীসুন্দরানন্দ	কায়স্থ	শিবনিবাস
শ্রীশ্রীসুন্দরানন্দবিহারী	অন্ন	শ্রীগৌরচন্দ্র সরকার	কায়স্থ	পোয়াঘাতি
শ্রীশ্রীরাধামধিব	অন্ন	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মল্লিক	বৈজ্ঞ	মেহেরপুর
ঐ	অন্ন	শ্রীহরেকৃষ্ণ মল্লিক	বৈজ্ঞ	মেহেরপুর
শ্রীশ্রীগোপীনাথ	অন্ন	শ্রীনরায়ণ চন্দ্র ভূঞা	বৈজ্ঞ	রাণাঘাট
ঐ	অন্ন	শ্রীকালীচরণ ভূঞা	বৈজ্ঞ	রাণাঘাট
শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর	অন্ন	শ্রীগোপালচন্দ্র পালচৌধুরী	তিলী	রাণাঘাট
শ্রীশ্রীরাধাধরন	অন্ন	শ্রীসুন্দরচন্দ্র দাস	কামসবণিক	শান্তিপুর
শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর	অন্ন	শ্রীগৌরমোহন প্রামাণিক	কামসবণিক	শান্তিপুর
শ্রীশ্রীরাধাধরন	অন্ন	শ্রীস্বপ্ন বাবু	তিলী	শান্তিপুর

জিনা হুগলী ।

দেবতার নাম ।	নৈবেদ্যের বিষয় ।	সেবাধিকারির নাম ।	জাতি ।	গ্রামের নাম ।
শ্রীশ্রীসুন্দরানন্দবিহারী	অন্ন	শ্রীসুন্দরানন্দ	কায়স্থ	ভাটিডা
শ্রীশ্রীরাধামধিব	অন্ন	শ্রীকালীচরণ পোদ্দার	বণিক	আউল ফাতরাপাড়া

দেবতার নাম ।

নৈবেদ্যের বিষয় ।

সেবাধিকারির নাম ।

জাতি ।

এরূপের নাম ।

শ্রীশ্রী৩৩রাক্ষসীনারায়ণ

অন্ন

শ্রীকালীমোহন ঘোষ

কায়স্থ

আউতল কান্তরংপাড়া

শ্রীশ্রী৩৩রাক্ষসী

অন্ন

শ্রীহুলাচন্দ্র সাহা

মৌকার

শ্রীপুর

শ্রীশ্রী৩৩রাক্ষসীগোবিন্দ

অন্ন

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র সাহা

মৌকার

নবাবগঞ্জ

শ্রীশ্রী৩৩রাক্ষসীমোহন

অন্ন

শ্রীমদনমোহন বাপারী

রাজবংশী

কুলাঘাট

শ্রীশ্রী৩৩মদনগোপাল

অন্ন

শ্রীসানন্দচন্দ্র পাটারি

রাজবংশী

ছালাপাট

শ্রীশ্রী৩৩গোপাল

অন্ন

শ্রীশ্রী৩৩প্রমাদ পাটারি

পাটারি

ছালাপাট

শ্রীশ্রী৩৩রাক্ষসীগোবিন্দ

অন্ন

শ্রীচন্দন নারায়ণ অধিকারী

পাটারি

মদনকানাইন

শ্রীশ্রী৩৩মহাপ্রভু

অন্ন

শ্রীশ্যাম শ্রুতর অধিকারী

সদগোপ

গোপীনাথপুর

শ্রীশ্রী৩৩গোপীনাথ

অন্ন

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মণ্ডল

সদগোপ

গোপীনাথপুর

শ্রীশ্রী৩৩মদনগোপাল

অন্ন

শ্রীমদনমোহন বর্শিনা

রাজবংশী

গোবর্দ্ধনপুর

শ্রীশ্রী৩৩বহুব্রাহ্ম

অন্ন

শ্রীকান্দুবারু

তিলী

গোপীনাথপুর

শ্রীশ্রী৩৩বহুব্রাহ্ম

অন্ন

শ্রীকান্দুবারু

তিলী

গোপীনাথপুর

দেবতার নাম ।

নৈবেদ্যের বিষয় ।

সেবাকারির নাম ।

জাতি ।

গ্রামের নাম ।

শ্রীশ্রী৩রাধাবিনোদ

এ

শ্রীশ্রী৩বৃন্দাবনচন্দ্র

অন্ন

অন্ন

অন্ন

শ্রীপদ্মচন্দ্র মল্লিক

শ্রীবংশীধর মল্লিক

শ্রীককির চাঁদ সরকার

কায়স্থ

কায়স্থ

কায়স্থ

হুগুনবেড়ে

হুগুনবেড়ে

শুদনপুর

শ্রীশ্রী৩লক্ষ্মীনারায়ণ }

শ্রীশ্রী৩মদনগোপাল

শ্রীশ্রী৩গোপীনাথ

শ্রীশ্রী৩মদনমোহন

শ্রীশ্রী৩মহাপ্রভু

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সেন

শ্রীমধুসূদন বারু

শ্রীদারিকানাথ বারু

শ্রীনবকুমার মুন্সী

কায়স্থ

কায়স্থ

কায়স্থ

বৈজ্ঞ

গাতিদ

মুক্তগাছ।

তুষভাণ্ডার

ধানমাদী

জিলা পাবনা ।

শ্রীশ্রী৩মদনগোপাল

শ্রীশ্রী৩রাধারমণ

শ্রীশ্রী৩জ্ঞানমুন্দর

অন্ন

অন্ন

অন্ন

শ্রীমাধবচন্দ্র পাণ্ড

শ্রীগৌরীচাঁদ বারু

শ্রীকমলাকান্ত বারু

কায়স্থ

কায়স্থ

কায়স্থ

কুচৈমড়া

পারদা

হেরেল

দেবতার নাম । নৈবেদ্যের বিষয় ।

শ্রীশ্রী৩রাধাকান্ত

শ্রীশ্রী৩রাধারমণ

এ

শ্রীশ্রী৩রাধাকান্ত

শ্রীশ্রী৩গোপীনাথ

শ্রীশ্রী৩মহাপ্রভু ও গোপীনাথ

শ্রীশ্রী৩মদনগোপাল

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

শ্রীশ্রী৩মহাপ্রভু ও শ্যামসুন্দর

শ্রীশ্রী৩রাধামাধব

শ্রীশ্রী৩রাধারমণ

শ্রীশ্রী৩কমলাকান্ত

অন্ন

অন্ন

অন্ন

অন্ন

শ্রীশ্রী৩গোপীনাথ

শ্রীশ্রী৩মদনমোহন

শ্রীশ্রী৩মদনমোহন

অন্ন

অন্ন

সেবাধিকারির নাম ।

জিলা মুরসিদাবাদ ।

শ্রীকুমার গিরীশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর

শ্রীগোপীমোহন ঘোষ

শ্রীকৃষ্ণকঙ্কর রায়

শ্রীকমলাকান্ত রায়

শ্রীরাধাগোবিন্দ বাবু

শ্রীমাগর মণ্ডল

শ্রীমাদ্বচন্দ্র পাল

কায়স্থ

কায়স্থ

কায়স্থ

কায়স্থ

কায়স্থ

চওাল

কায়স্থ

জাতি । গ্রামের নাম ।

কাঁদি

রসোড়া

রসোড়া

রসোড়া

জজিপুর

দয়াময়ি

জলুজি

কৈবর্ত

সাহা

কায়স্থ

কায়স্থ

দায়ুদিয়া

দায়ুদপুর

দিনাজপুর

দিনাজপুর

কায়স্থ

কায়স্থ

গোয়ালবাড়ী

রামদেয়া

জিলা দিনাজপুর ।

শ্রীকৃষ্ণলাল ভূড়া

শ্রীমধুবাচন্দ্র চৌধুরী

শ্রীকমলনোচন রায়

দিনাজপুরের রাজা

জিলা ফরিদপুর ।

শ্রীগামাচরণ কুণ্ডু

শ্রীমহিমচন্দ্র কুণ্ডু

দেবতার নাম ।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ
শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ
শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ
শ্রীশ্রীরাধাকান্ত
শ্রীশ্রীক্রীধর

অন্ন
অন্ন
অন্ন
অন্ন
অন্ন

নৈবেদ্যের বিষয় ।

শ্রীশ্বরূপচন্দ্র রায়
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বক্সী
শ্রীমহিমাচরণ বক্সী
শ্রীজয়নারায়ণ শীকদার
শ্রীহরীশচন্দ্র গুহ

সেবাকারির নাম ।

জাতি ।

কায়স্থ
কায়স্থ
কায়স্থ
কায়স্থ
কায়স্থ

চাঁদপুর
চাঁদপুর
কানাইপুর
সোদপুর
মাধবপুর

গ্রামের নাম ।

জিলা শেরপুর ।

শ্রীদ্বারকানাথ বাবু
শ্রীদ্বারিকানাথ মিত্র

অন্ন
অন্ন

জঙ্গিপুর
বগুলা

কায়স্থ
কায়স্থ

জিলা ত্রিপুরা ।

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী

অন্ন

কায়স্থ

বাজীপোতা

জিলা রাজশাহী ।

শ্রীরাজা প্রমথনাথ রায়
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মজুমদার

অন্ন
অন্ন

তিলি
কায়স্থ

দিশেপতি
ছাতার পাড়া

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র
শ্রীশ্রীগোপাল

দেবতার নাম নৈবেদ্যের বিষয় । সেবাবিকারির নাম । জাতি । ঐশ্বরের নাম ।
 ক্রীষ্ণীকর্ণীজনাঙ্গিন অন্ন ক্রীষ্ণকর্ণগোবিন্দ দত্ত কায়স্থ বোদে পাত্তি ।

জিলা গোয়ালন্দ ।

ক্রীষ্ণীকর্ণীজনাঙ্গিন অন্ন ক্রীলোকনাথ বক্সী কায়স্থ পিম্ভটে
 ঐ অন্ন ক্রীচণ্ডিপ্রসাদ বক্সী কায়স্থ পিম্ভটে

জিলা নাগুরা ।

ক্রীষ্ণীকর্ণীজনাঙ্গিন অন্ন ক্রীদিগম্বর সাহা তিলি কুম্ভারদহ
 ঐ অন্ন ক্রীবনমালী সাহা তিলি কুম্ভারদহ

ঐরূপ বিষ্ণুকে অন্ন নৈবেদ্য ভোগ দেওয়ার অর্থ ২৪ পরগণা কলিকাতা এবং বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থলে বহুতর
 আছে, বাহুল্য ভয়ে প্রকাশ করা হইল না ।

যখন অতি প্রাচীনকালের বিজ্ঞ ও ধনী ও ধর্মপরায়ণ প্রধান প্রধান লোকের গৃহে বিষ্ণুপূজার আশ্রিতগুলনৈবেদ্য ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না, তখন বিষ্ণুপূজার আশ্রিতগুল নৈবেদ্য ব্যবহার যে সদাচারবহির্ভূত কর্তব্য নহে, তাহা কিরূপে অঙ্গীকৃত হইতে পারে এবং উল্লিখিত আপত্তি ন্যায়োপেত হইলে আশ্রিতগুল নৈবেদ্য প্রথার নিবারণ চেষ্টার ব্যাঘাত করাই বা কিরূপে উচিত কর্তব্য হইতে পারে। বিষ্ণুপূজাবিশয়ে নৈবেদ্য প্রথার পূর্বাগর আচার অনুসন্ধান পূর্বক পর্যালোচনা করিয়া দেখাতে ঐ আপত্তি ন্যায়োপেত কি না ইহা প্রতীয়মান হইল এবং ঐতদ্দেশীয় ধর্মপরায়ণ প্রাচীন প্রাচীন বিজ্ঞতমদিগের বিষ্ণুপূজামূলে নৈবেদ্য বিষয়ক আচার ব্যবহার বিষয়ে তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতা ছিল কি না তাহাও স্পষ্ট প্রকাশ হইল।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে অনতিদূরদর্শী কতিপয় পণ্ডিত-স্বন্য মহোদয়েরা জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া অসম্মতের অর্থাৎ বিষ্ণুনৈবেদ্যে আমানদান নিষিদ্ধ এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে যে এক এক খানি পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা অনেকে জ্ঞাত আছেন। তন্মধ্যে পুস্তকে তাঁহারা স্বার্থসাধনার্থ মুনিবচনের অবস্থা অর্থ*করিয়া যেরূপ রথা বাধ্যতাপ্রাপ্ত করিয়াছেন, তাহাতে অনেকেরই চিত্তে সংশয় জন্মিবার সমধিক সম্ভাবনা ; এজন্য অগত্যা আমাকে এই তৃতীয় পুস্তকখানি মুদ্রিত করিতে হইল। এই পুস্তকে বাদীপক্ষের বচনগুলির যেরূপ সর্বসম্মত যথাশ্রুত অর্থ লিখিত হইয়াছে এবং*প্রামাণিক ভুরি ভুরি বিশিষ্ট বচন বল ও যথার্থ বিষ্ণুভক্তদিগের দেব-

সেবার চিরন্তন প্রচলিত ব্যবহার প্রদর্শন দ্বারা বিষ্ণু নৈবেদ্যে আমতগুলদানের যে প্রকার অবৈধ প্রতীপাদিত হইয়াছে তাহা মনোনিবেশ সহকারে বিবেচনা পূর্বক আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে মহাদয় ধর্মপরায়ণ কিম্বা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাতেই ইহা স্বদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন । যে তাদৃশ বিশেষ কারণ ব্যতীত বিষ্ণুর নিত্যপূজায় আমতগুলনৈবেদ্য দেওয়া কদাচ কর্তব্য নহে । এবং প্রতিবাদী মহাশয়েরা ত্রম বা জিগীষাপর-বশ হইয়া যদিচ ধর্মের বিরোধী পথে একবার পদার্পণ করিয়াছেন সত্য, তথাপি এই পুস্তক পরিদর্শন করিয়া প্রকৃত কার্যে অর্থাৎ বিষ্ণুপূজনকালে দেবালয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমতগুলনৈবেদ্যদানরূপ অবৈধ অনুষ্ঠানে যে আর উদ্যত হইবেন ইহা কোন মতেই বুদ্ধিহীন হইবার নহে । কলতঃ বচনগুলির যে প্রকার অদৃষ্ট মীমাংসা করিয়া চিরপ্রচলিত অর্থ লিখিত হইয়াছে, তাহা অবহিতচিত্তে পাঠ করিলে প্রস্তুত বিষয়ে আর কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ থাকিবার সম্ভাবনা নাই ।

প্রতিবাদী মহাশয়দিগের পুস্তকে আমতগুল নৈবেদ্যদান পরিচ্ছেদে এতদ্ভিন্ন এরূপ আর কোনও কথা লক্ষিত হই-তেছে না, যে তাহার উল্লেখ বা আলোচনা করা আবশ্যিক, এজন্য এই স্থলেই বিষ্ণুপূজায় আমতগুল দান নিষেধ পরি-চ্ছেদ বিষয়ক প্রকরণের উপসংহার করিতে হইল ।

শূদ্রের ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্যদান বিষয়ক মীমাংসা পরিচ্ছেদ ।

এক্ষণে আবার শূদ্রের দেবসেবার ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নের দান নিষিদ্ধ নহে, এই ব্যবস্থাও “আমার কপোল-কম্পিত, শাস্ত্রানুমোদিতও নহে, যুক্তিহীনকও নহে ;” ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রতিবাদী মহাশয়েরা অশেষ প্রকারে প্রয়াস পাইয়াছেন ; সে পক্ষে বেদের সমান তাঁহাদের মাননীয় রঘুনন্দন স্মার্তভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থাও খণ্ডন করিতে ক্রটি করেন নাই এবং ঐ স্মার্তভট্টাচার্য্যের চূর্ণকের প্রকারান্তর অযথা ব্যাখ্যা করিতেও ক্ষুদ্র হয়েন নাই ; ঐ চূর্ণকের যথা-শ্রুত বা স্বকপোলকম্পিত অযথা অর্থ অবলম্বন করিয়া তাদৃশ অপসিদ্ধান্ত প্রচার করা তাদৃশ প্রসিদ্ধ লোকের পক্ষে সন্ধিবেচনার কার্য্য হয় নাই । কোনও বিষয়ে শাস্ত্রের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সে বিষয়ে কি কি প্রমাণ আছে, সর্বশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যিক । আপন অভি-প্রায়ের অনুকূল যথাশ্রুত বা স্বকপোলকম্পিত একমাত্র অযথা অর্থ অবলম্বন করিয়া মীমাংসা করার স্বীয় অনভিজ্ঞতা, ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে চাতুরী প্রদর্শন ব্যতীত আর কোনও ফল দেখিতে পাওয়া যায় না । যাহা হউক শূদ্রের নিতাদেব-সেবার ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্যদান নিত্য বিধি কি না তাহার মীমাংসা করিতে হইলে নিত্য বিধি কাহাকে বলে অগ্রে তাহার নিরূপণ করা আবশ্যিক । যে সকল হেতুতে কর্তব্যের নিত্যত্ব সিদ্ধি হয়, প্রসিদ্ধ প্রাচীন

প্রাথমিক সংগ্রহকার সে সমুদয়ের নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। যথা

নিত্যং সদা যাবদায়ুর্ন কদাচিদতিক্রমেৎ ।

ইত্থ্যন্ত্যতিক্রমে দোষশ্রুতেরত্যাগচোদনাৎ ।

কলাশ্রুতেরবীজিয়া চ তন্নিত্যমিতি কীর্ত্তভম্ ॥

যে বিধিবাক্যে নিত্যশব্দ বা সদাশব্দ থাকে যাবজ্জীবন করিবেক অথবা কদাচ লঙ্ঘন করিবেক না এরূপ নির্দেশ থাকে, লঙ্ঘনে দোষশ্রুতি থাকে, ত্যাগ করিবেক না এরূপ নির্দেশ থাকে, কলাশ্রুতি না থাকে, অথবা বীজিয়া অর্থাৎ এক শব্দের দুইবার প্রয়োগ থাকে তাহাকে নিত্য বলে।

যে সকল হেতু বশতঃ বিধিবাক্যের নিত্যত্ব সিদ্ধি হয় সে সমুদয় দর্শিত হইল। এক্ষণে দেবনৈবেদ্যে পাক করা অন্ন দানবিষয়ক বিধিবাক্যে নিত্যত্বপ্রতিপাদক হেতু আছে কি না? তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ঐ সমস্ত বিধিবাক্যের মধ্যে কতকগুলি উদ্ধৃত হইতেছে। যথা আহ্নিকতত্ত্বধৃত দেবলবচন

অন্নেন স্মনোভিষ্য গন্ধধূতৈঃ প্রদীপকৈঃ ।

গৃহস্থঃ পূজয়েন্নিত্যং স্বগৃহে গৃহদেবতাঃ ॥

গৃহস্থ ব্যক্তিমােই নিজ গৃহে গৃহদেবতাকে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ এবং অন্ন দিয়া নিত্য পূজা করিবেক।

এই বচনে নিত্য শব্দ প্রয়োগ আছে এবং ত্রুর্গোৎসব-তত্ত্বধৃত কালিকাপুরাণ

পরমায়ুঃ পিষ্টককং কুশরং কাবকং তথা ।

মৌদকং পৃথুকাঙ্গীনি স্বাহুপকানি চোৎকৃজেৎ ॥

পরমায়ু, পিষ্টক, কুশর (খিচরি) যবান্ন, মৌদক (মোরা)

এবং চিপিটক প্রভৃতি কলু পক অ্যাসামগ্রী দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া দিবেক ।

এই বচনে ও প্রপঞ্চসারের এই

সুসিতেন সুসিদ্ধেন পারসেন সমর্পিষা ।

সিতোর্দনং সকলিদব্যাদ্যৈশ্চ নিবেদয়েৎ ॥

অতি শুক্ল ও উত্তমরূপ সিদ্ধ, স্নাতযুক্ত পায়সান ও দধি কদলী প্রভৃতি দ্রব্য সহযোগে শুক্ল অন্ন নিবেদন করিবেক ।

বচনে ফলশ্রুতি নাই এবং গঙ্গাবাক্যাবলীধ্বত লিঙ্গপুরাণের এই

যদ্ব্যথা চ হবির্ভক্ষ্যং তক্ষয়েচ্চ স্মরণঃ ।

* কৃত্বা দেবে তথা দেয়ং নৈবেদ্যস্তদনুত্তমম্ ॥

নৈবেদ্যং যোহন্থথা দদ্যান্মূলমুক্তক্রমাদ্বহিঃ ।

ব্রহ্মহত্যাসম্পাপং কৃতং তেন ন সংশয়ঃ ॥

মনুষ্যে হবিষ্যগণপঠিত তক্ষ্য দ্রব্য যথারূপ ভাবে প্রস্তুত করিয়া স্মরণ ভোজন করিয়া থাকে উৎকৃষ্ট ভাবে প্রস্তুত নিবেদনের যোগ্য ঐ সকল অত্যাংকুষ্ঠ দ্রব্যাসামগ্রী দেবতাকে দিবেক । যে ব্যক্তি উক্ত রীতির বিপরীত ক্রমে অন্ত্রথাচারে প্রস্তুত করিয়া দেয়, তাহার যে ব্রহ্মহত্যা সমান পাপ হয়, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই ।

এবং ব্রহ্মপুরাণ ও পদ্মপুরাণের এই

আমামং হুরয়ে দত্ত্বা পকান্নং খাদয়েদ্বষদি ।

বক্ষির্বষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥

হরিকে আমান্ন নিবেদিত। যদি পকান্ন অর্থাৎ হস্তিকে অনিবেদিত পাক করা অন্ন নিজে আহার করে তাহা হইলে বক্ষিসহস্রবর্ষ কাল বিষ্ঠার কৃমি হইয়া জন্মাইতে হয় ।

সকল বচনে লক্ষ্যনে দোষশ্রুতি আছে । ইহা হত সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, পাক করা অন্নের নৈবেদ্য দান কাম্য

নহে। ইহার নিত্যতা অপলাপ করিতে পারা যায় না। ইতি-
পূর্বে যে আটটি হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহারা প্রত্যেকেই
নিত্যত্বপ্রতিপাদক, তন্মধ্যে পাক করা অন্নের নৈবেদ্য দান
সংক্রান্ত বিধিবাক্যে তিনটি হেতু সম্পূর্ণ লক্ষিত হইতেছে ;
প্রথম নিত্য শব্দ প্রয়োগ দ্বিতীয় কলশ্রুতিবিরহ তৃতীয়
লজ্জনে দোষশ্রুতি। সুতরাং পক্কান্ন নৈবেদ্য দানের নিত্যতা
বিষয়ে কোনও সংশয় থাকিতেছে না।

“ অন্নদন্তৃপ্তিমাশ্নোতি ইত্যাদি ” এইরূপ অনেক গুলি
রোচক বচন আছে, যাহা দৃষ্টে ঐ অন্ন নৈবেদ্যদান বিধি
আপাততঃ কাম্য বলিয়া বোধ হয় সুতরাং উহা নিত্যকাম্য
মধ্যেই গণিত হইতেছে। আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র
সকলেরই পক্ষে ঐ বিধান এবং নিত্য কাম্য বিধির অনুষ্ঠানে
বা উল্লঙ্ঘনে যে প্রত্যবায় তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী মাত্রেই
অবিদিত নাই। কিন্তু শূদ্রদিগের বিষ্ণুপূজাদিস্থলে ব্রাহ্মণ
দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্য দেওয়া বিধেয় এ বিষয়ে মহা-
মহোপাধ্যায় স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য স্পষ্ট মীমাংসাপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত
করিয়া ব্যবস্থা লিখিয়াছেন। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের বাক্য যে
অশ্বদেগে কিরূপ মান্য তাহা, যাহারা ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়
করেন ও মীমাংসা শাস্ত্রানুসারে মীমাংসা করিবার বিলক্ষণ
ক্ষমতা আছে এবং আচার ব্যবহার বিষয়ে সদসম্মতিবেচনা
করিতে পারেন তাহারা সকলেই সবিশেষ অবগত আছেন।
উক্ত স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের বাক্যের সহিত শূলপাণি এবং বাচ-
স্পতিমিশ্রপ্রভৃতি প্রাচীন ঐশ্বর্য্যকারদিগের বাক্যের বিরোধ
হইলেও উক্ত স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের বাক্য যে বেদবাক্যের ন্যায়

গ্রন্থ ইহাও বোধ হয় অস্বদেশীয় ধর্মশাস্ত্রাধ্যাপক মহাশয়েরা সকলেই সর্বিশেষ অবগত আছেন। এব্যবস্থার উহাতে আর বিরুদ্ধতা না করিয়া স্মার্তভট্টাচার্যের ব্যবস্থা মান্য করা উচিত, কর্তব্য ও আবশ্যিক। দুর্ভাগ্যবশতঃ কয়েক মহাশয় স্বপক্ষ সমর্থন ব্যাখ্যাতায় অভিভূত হইয়া ইহারও যুগধর্ম্যানুরূপ প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদিগের ঐ অযথা-প্রতিবাদ এবং উত্থাপিত আপত্তি ও বিরোধের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া ঐ সকল বচনের প্রকৃতার্থ প্রকাশ করতঃ পাঠকগণের নিকটে তাঁহাদিগের আর কিছু বিশেষ পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে। শূদ্রদিগের বিষ্ণুপূজাদিতে ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্য দেওয়া বিধের, স্মার্তভট্টাচার্য মহাশয়ের

শূদ্রকর্তৃক যথোৎসর্গাদৌ ব্রাহ্মণকর্তৃক চকবৎ ব্রাহ্মণদ্বারা পকান্ন-নৈবেদ্যাদি শূদ্রোহপি দাতুমর্হতি, এবং আশ্ব শূদ্রস্য পকান্নং পক-মুচ্ছিক্তমুচ্যতে ইতি শ্রুতং পাকবিষয়মিতি।

যেমন শূদ্রের যথোৎসর্গ প্রভৃতি স্থলে ব্রাহ্মণে চক পাক করিয়া দেন সেইরূপ শূদ্রও ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্যও দিতে পারেন আর শূদ্রের আমান্নকে পকান্ন ও পকান্নকে উচ্ছিক্ত প্রতিপাদক এই বচন শূদ্রের নিজের পাক করা অন্নের বিষয়ে বলিতে হইবেক।

অতি সুস্পষ্ট এই লেখাতে প্রতিবাদী মহাশয়েরা মহা-মহোপাধ্যায় স্মার্তভট্টাচার্যের প্রকৃতার্থের গোপন করিয়া বিপরীত অর্থ কল্পনা দ্বারা তাঁহার পূর্বাপর বচনের বিরোধ জন্মাইয়া স্বাভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত তদীয় শুদ্ধিতত্ত্বের যথোৎসর্গপ্রকরণের

ন চ পাকযজ্ঞে স্বয়ং হোতেতি প্রবণাৎ রুষোৎসর্গে নীত্বহোতেতি বাচ্যং নিঃকিপ্যাগ্নিং স্বদ্বারেষু পরিকল্প্যাস্তি জং তথা । প্রবসেৎ কার্যবান্ বিপ্রো বৃথৈব ন চিরং কুচিং ইতি ছন্দোগ্যপরিশিষ্টেন গোভিলেন চ জুহুরাজ্জাবয়েষাপি ইত্যনেনারভ্য তস্য বিধানেনাত্তকর্তৃ-কত্বলাভাৎ কিন্তু স্বয়ংহোমে কলং যত্ন তদন্তেন ন জায়তে ইতি দক্ষোক্তকলাতিশরার্থং হোতৃত্বাচরণমিতি ন স্বয়ং নিয়মার্থমিতি । অত্থা কৃকেনাপ্যন্ত্যজন্মন ইতি মৎস্যপুরাণীয়েন প্রতিপন্নশূদ্রকর্তৃক-রুষোৎসর্গো ন স্যাৎ । এবঞ্চ শূদ্রকর্তৃকরুষোৎসর্গেইপি মন্ত্রপাঠবৎ হোতৃ-নিষ্পাদ্যত্বাচ্চককপদ্যতে । যত্ন বিষ্ণুপুরাণে দানক দদ্যাৎ শূদ্রোইপি পাকযজ্ঞেৰ্বজ্ঞেত চ । পিত্রাদিকক বৈ সৰ্বং শূদ্রঃ কুর্কীত তেন বৈ ॥ অত্র তেনেত্যনেন শূদ্রকর্তৃকপাকবিধানং তৎ কলীতরপম্ । ব্রাহ্ম-ণাদিষু শূদ্রস্য পক্বতাদিক্রিয়াপি চ ইতি প্রাণ্ডভাদিপুৰাণে নিবেদ্যৎ । অতএব আমং শূদ্রস্য পক্বাং পক্বমুচ্ছিক্তমুচ্যতে ইতি স্বয়ংকরণ এব বৈশ্যদেবহোমাদৌ বোধ্যম্ ।

পাক করা অন্ন দ্বারা যজ্ঞ নিষ্পাদন স্থলে নিজে হোতা হওয়া বিধেয় এই বচন প্রবণে রুষোৎসর্গ স্থলেও অল্প ব্যক্তি হোতা হইতে পারিবেক না এক্রপ বলা যাইতে পারে না । যেহেতু যদি কোনও দায়িক ব্রাহ্মণ কার্যবশতঃ বিদেশ গমন করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে পত্নীর নিকট অগ্নিসমর্পণ পূর্বক ঋত্বিক-কম্পনা অর্থাৎ হোমের নিমিত্ত অল্প হোতা কিম্বা পুরোহিত নিযুক্ত করিয়া বিদেশে যাইতে পারেন কিন্তু ইহার অত্থা করিয়া কস্মিষ্ঠ ব্যক্তি কোথায়ও রুধা চির প্রবাস করিতে পারিবেক না । ছন্দোগ্যপরিশিষ্টের এই বচনে এবং হোম স্বয়ং করিবেক অথবা অল্প দ্বারা করাইবেক, গোভিলসূত্রের এই বচনে নির্দিষ্ট হওয়াতে অল্প দ্বারা হোম করণও সিদ্ধ হইল এবিধায় তদঙ্গপাকও ব্রাহ্মণ দ্বারা সিদ্ধ হইল । কিন্তু স্বয়ং হোম করিলে যাদৃশ ফল হয় অল্প দ্বারা করাইলে তাদৃশ ফল হয় না এই দক্ষবচনে স্বয়ংকৃত

হোমের ফলাতিশয় কীর্তন প্রযুক্ত গোভিলশূদ্রেও অতিশয় ফলের
নিমিত্ত স্বয়ং হোমের বিধান হইরাছে নতুবা স্বয়ংই করিবেক অস্ত্র
দ্বারা করাইবেক না এইরূপ নিয়ম প্রতিপাদনার্থ নহে। গোভিল-
শূদ্রের এইরূপ মীমাংসা না করিলে ক্লকবর্ণ রূষ দ্বারা শূদ্রও
রষোৎসর্গ করিবেক মৎস্যপুরাণের এই বচন দ্বারা শূদ্র কর্তৃক
যে রষোৎসর্গ বিহিত হইরাছে তাহা ঘটয়া উঠে না। এই
রূপে পাক যজ্ঞাদিশূলেও হোমকরণে অস্ত্র ব্যক্তিরও কর্তৃত্ব
সিদ্ধ হইলে শূদ্রের কর্তৃক রষোৎসর্গশূলেও হোতা দ্বারা বৈদিক
মন্ত্রপাঠের স্থায় হোতৃনিষ্পাদিত প্রযুক্ত হোতা ব্রাহ্মণ দ্বারা চক-
পাকও উপপন্ন হইতেছে। আর শূদ্রও, দান এবং পাক যজ্ঞ
করিবেক এবং পাক করিরাই পিতৃশ্রাদ্ধাদিও করিবেক। বিষ্ণু-
পুরাণীয় এই বচন দ্বারা শূদ্রকর্তৃক যে পাকের বিধান আছে
তাহা কলিযুগ ভিন্নে বলিতে হইবেক যেহেতু পূর্বোক্ত আদি-
পুরাণের বচনে শূদ্রকর্তৃক ব্রাহ্মণাদির পাক ক্রিয়ার নিষেধ
আছে। অতএব শূদ্রকর্তৃক রষোৎসর্গাদি শূলে হোতার পাক
নিষ্পাদকপ্রযুক্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা চকপাক সিদ্ধ হইল তবে শূদ্রের
আমন্ত্রকে পকান্নতুল্য ও পকান্নকে উচ্ছিষ্টতুল্য যে নির্দেশ
করিরাছেন তাহা শূদ্রের স্বয়ং করণশূলে বৈশ্যদেবহোমাদিবিষয়ে
বোধ করিতে হইবেক অর্থাৎ শূদ্র নিজে পাক করিলে সেই
পাক করা অন্নই উচ্ছিষ্টতুল্য হইবেক স্তরতাং শূদ্রে ব্রাহ্মণ দ্বারা
অন্ন পাক করাইলে সেই পাক করা অন্ন উচ্ছিষ্টতুল্য হইবেক না।

এই লিখন উদ্ধৃত করিয়া কেবল অন্নংপক সমর্থন করিয়া-
ছেন মাত্র নতুবা তাহাদিগের প্রকৃত পক্ষে নিজ নিজ পুস্ত-
কের কেবল কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন মাত্র। তাহাদিগের
প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই উপকার হয় নাই। এবং স্মার্তভট্টা-
চার্য্য মহাশয়ের “অতএব অন্নং শূদ্রস্য পকান্নং পকমুচ্ছিষ্ট-
মুচ্যতে। ইতি স্বয়ংকরণ এব বৈশ্যদেবহোমাদৌ বোধ্যং”

এই বাক্যের প্রকৃতার্থের গোপন করিয়া অর্থাৎ শূদ্র নিজে পাক করিলেই ঐ পক্কান্ন উচ্ছিষ্ট তুল্য হয় এই অর্থ গোপন করিয়া শূদ্রের যে যে স্থলে কর্তব্যতা আছে সেই সেই কার্যেই পক্কান্ন উচ্ছিষ্টতুল্য হইবেক। এইরূপ স্বকপোলকল্পিত অসার অপদার্থ ব্যাখ্যা করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ জনগণের ভ্রম জন্মাইয়া স্বপক্ষসমর্থন দ্বারা কৃতকার্য ও প্রশংসাজনক হইবেন এইরূপ বিবেচনা করিয়াই বোধ করি উল্লিখিত স্মার্তভট্টাচার্য্যের পাঠ উদ্ধৃত করিয়া থাকিবেন। প্রতিবাদী মহাশয়েরা যে, ধর্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী নহেন এবং কখনও রীতিমত ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা বা কিছুমাত্র অনুশীলন করেন নাই তাহা তাঁহাদিগের প্রতিবাদ পুস্তকের পক্কান্নদানের নিষেধ বিচার ভাগ সম্পূর্ণ রূপ সপ্রমাণ ও সমর্থিত করিয়া দিতেছে।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা মহাভয় করিয়া যে শূলপাণি মহামহোপাধ্যায়, এবং তাহার টীকাকার শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারের পাঠ উদ্ধৃত করিয়া স্বকপোলকল্পিত অসার ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এবং তাহার প্রকৃত ব্যাখ্যা পাঠকগণের বিদিতার্থে স্বধাক্রমে নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে। ইহাতে সকলেই, প্রতিবাদী মহাশয়দিগের বিদ্যা বুদ্ধি ও স্বভাবের বিশেষ পরিচয় পাইতে পারিবেন।

এতেন নিরগ্নিনাপি বিদ্বাদ্যভাবে পক্কান্নেনৈব পার্কগমেকোদ্বিষ্টঞ্চ কর্তব্যম্। শূদ্রেণ ত্বামান্নেনৈব দাশদ্বিষ্টপিত্তদানদেবতান্নৈবেদ্যাদিক-
মপি আমান্নেনৈব তুল্যত্বায়াং। আমং শূদ্রস্য পক্কান্নং পক্কমুচ্ছিষ্ট-
তুল্যতে ইতি বচনাচ্চ। শূলপাণিলিখনম্।

ইহাতে বিঘ্নাদি প্রতিবন্ধক না থাকিলে নিরাগ্নি ব্যক্তিও পাক করা অন্ন দ্বারা পার্করণ এবং একোদ্ভিষ্টও করিবেক। ইহা প্রতিপন্ন হইল, আর শূদ্র আমান দ্বারাই ঐ দুই কার্য সম্পন্ন করিবেক এবং দাশাহিক পিণ্ডদান ও দেবতানৈবেদ্যাদিদানও আমান দ্বারাই সম্পন্ন করিবেক। যেহেতু উহা তুল্যযুক্তি হইয়াছে, এবং শূদ্রের আমান পকানতুল্য, এবং শূদ্রকর্তৃক পকান উচ্ছিষ্ট-তুল্য এই বচনেও উহা নির্দিষ্ট আছে।

আমং শূদ্রস্য পকানমিতি অত্র চ বস্তী সম্বন্ধার্থে সম্বন্ধশ্চ দ্বিবিধঃ
স্বামিত্বাখ্যঃ কর্তৃত্বাখ্যশ্চ তেন শূদ্রস্বামিকস্য ব্রাহ্মণেন পকস্য ব্রাহ্মণ-
স্বামিকস্য চ শূদ্রেণ পকস্য চ দানাদিনিবেশ ইতি সম্প্রদায়ঃ । শ্রীকৃষ্ণ-
তর্কালঙ্কারলিখনম্ ।

“আমং শূদ্রস্য পকানং” এই বচনে শূদ্রশ্রু পদে যে এই বস্তী
বিত্তি উহার সম্বন্ধ অর্থ সেই সম্বন্ধ দুই প্রকার। স্বামিত্বাখ্য ও
কর্তৃত্বাখ্য। অতএব শূদ্রস্বামিকত্বুল ব্রাহ্মণ দ্বারা পক এবং
ব্রাহ্মণস্বামিকত্বুল শূদ্র দ্বারা পক এই উভয়ই দানাদিতে নিষিদ্ধ,
সম্প্রদায়ের এই মত।

প্রতিবাদী মহাশয়দিগের অকুতোভয় সাহসকে আমি
ধন্যবাদ প্রদান করি। যেহেতু এখনও ঐ শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কা-
রের টীকা বোধ হয় অনেকেরই ঘরে আছে এবং অনেকেই
পাঠ করিয়া থাকেন, এমন অবস্থায় জিগীষার বশীভূত হইয়া
তাহার পূর্ব কিঞ্চিদংশ গোপন পূর্বক অপরাংশ উদ্ধৃত
করিয়া উক্ত তর্কালঙ্কারের স্বীয় ব্যাখ্যা বলিয়া প্রকাশ
করাতে বিলক্ষণ সাহসিকের ও অকুতোভয়ের কার্য করিয়া-
ছেন। ফলতঃ এই ব্যাখ্যা তর্কালঙ্কারের নহে কিন্তু কম্প-
তরুর ব্যাখ্যা ইহা ঐ পাঠের পূর্বাংশ অর্থাৎ প্রতিবাদী

মহাশয়েরা যে ভাগের গোপন করিয়াছেন তাহা দ্বারাই ব্যক্ত আছে। যথা, “এবঞ্চেৎ কম্পতরুব্যাখ্যানমপি যুক্তমিতি প্রতিপ্রাতি” এরূপ হইলে কম্পতরুর ব্যাখ্যাও যুক্তরূপে প্রতীত হইতেছে। ইহাতে প্রতিবাদী মহাশয়দিগের উদ্ধৃত পাঠের এই “ব্যাখ্যা যে কম্পতরুর নহে কিন্তু ত্রীকুণ্ডলকাল-কারের” এই কথা বলা উদ্ভ্রান্তপ্রলাপতুল্য হইয়া গেল, আর দেখ ঐ পাঠের পরেই যে ত্রীকুণ্ডলকালকার নিজে মহামহো-
 পাধ্যায় স্মার্তভট্টাচার্যের মতের ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন তাহারও সম্পূর্ণই গোপন করিয়াছেন। ঐ মহাশয়েরা যখন পূর্বপাঠ উদ্ধৃত করিয়া উহার স্বকপোলকম্পিত অসার ও অসঙ্গত ভাব ব্যাখ্যা দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন তখন পরপাঠ যে দর্শন করেন নাই ইহাও বলিতে পারা যায় না এবং তাঁহারাও আর অন্যথা বলিতে পারিবেন না। উক্ত মহাশয়েরা সেই অংশ অপ্রকাশ রাখিয়া ধর্মকে একবারে নষ্ট করিবার জন্য উদ্দেশ্য ও যত্ন করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ কি হইতে পারে? তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, যে সময় ধর্ম চতুষ্পাদ ছিলেন সেই সময়েই প্রতিবাদী মহাশয়দিগের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া ধর্মের প্রতি শত্রুতাচরণ করা উচিত ছিল, কিন্তু সম্প্রতি ধর্মের তিন পাদ নষ্ট হইয়া একপাদমাত্র অবশিষ্ট আছে। এ বিধায়ে হীনবল হইয়া আর সমকক্ষতা নাই এমন অবস্থায় ও এমন সময়ে তাঁহাদিগের ধর্মের প্রতি শত্রুতাব্যবহার পরিত্যাগ করা উচিত ছিল। এক্ষণে সাধারণের নিকট প্রতিবাদী মহাশয়দিগের উল্লিখিত স্বভাবের আরও কিছু বিশেষ প্রকার পরিচয় দিবার নিমিত্ত ত্রীকুণ্ডলকালকার

যে, অখণ্ডনীয়, ও অস্বদেশীয় স্মার্তদিগের বেদবৎ বহু
মাননীয় এবং প্রমাণ বচন দ্বারা সমর্থিত মহামহোপাধ্যায়
স্মার্তভট্টাচার্য্যের মত ব্যাখ্যা পূর্ব হইতে বর্ণন করিয়াছেন তাহাও
উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা

“স্মার্তাস্তু কর্তৃত্বমেব সত্যর্থঃ তেন শূদ্রেণ পক্ষস্থৈব দানাদিনিবেধো
নতু শূদ্রস্বামিকস্য ব্রাহ্মণ দ্বারা পক্ষস্থাপি অতঃ শূদ্রস্বামিকস্যাপি
ব্রাহ্মণেন পক্ষস্য চরোরনাদেশচ রমোৎসর্গাদৌ হবনীয়তা দেবার্চাদৌ
চ নৈবেদ্যবিধয়া দেয়তা চেত্যাঃ। ইতি শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারলিখনং।

স্মার্তভট্টাচার্য্যেরা বলেন যে, “আমং শূদ্রস্ত পক্ষান্তঃ” এই
বচনস্থ শূদ্রস্ত পদে যতী বিভক্তির কর্তৃত্বই অর্থ, ইহাতে শূদ্রকর্তৃক
পাক করা অন্নই দানাদি নিবেদ্য, নতুবা শূদ্রস্বামিক দ্রব্য ব্রাহ্মণ
দ্বারা পাক করা হইলে তাহার দানাদি নিবেদ্য নহে। অতএব
ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা শূদ্রস্বামিক চক্ষু এবং অন্ন প্রভৃতি দ্রব্য
রমোৎসর্গ প্রভৃতি সকল কার্য্যে হবনীয় দ্রব্য বিধায় এবং দেব-
পূজাপ্রভৃতি সকল কার্য্যে নৈবেদ্য বিধায় দান করা বিধেয় হয়।

ইহাতে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, তাঁহাদের
বহুমান্য স্মার্তভট্টাচার্য্য শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা
অন্ন দেবতাকে যে দিতে কহিয়াছেন তাহাই শ্রীকৃষ্ণতর্কাল-
ঙ্কার, নিজ কৃত শ্রাদ্ধবিবেকটীকা বিবেকবিয়তিতে সুস্পষ্ট
রূপ লিখিয়া ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে স্মার্তভট্টা-
চার্য্যের লিখিত ঐ চূর্ণকের স্বকপোলকল্পিত অসার ও
অপদার্থ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা কোনও রূপেই গ্রাহ্য হইতে পারে
না। আর প্রতিবাদী মহাশয়দের মনোনিবেশিত ঐ পরোক্ত
পাঠের প্রকাশ হওয়াতে নিম্নলিখিত তাঁহাদের সমুদয়

আপত্তিই বোধ হয়, বিলক্ষণ সীমাংসিত হইল, প্রতিবাদী মহাশয়দিগের আপত্তির মধ্যে যাহা যাহা প্রধান তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে যথা, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কহিয়াছেন যে স্মার্তভট্টাচার্য্য যখন দুর্গোৎসবতত্ত্বে “ব্রাহ্মণ দ্বারা পকান্ননৈবেদ্যাদি শূদ্রোইপি দাতুমহঁতি” অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা পকান্ননৈবেদ্যাদি শূদ্রও দিতে যোগ্য হয় এইরূপ লিখিয়াছেন, তখন শূদ্রও ব্রাহ্মণ দ্বারা পকান্ন দিবেক না ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত, নতুবা “শূদ্রোইপি দদ্যাৎ” অর্থাৎ শূদ্রও দিবেক এইরূপ লিখিতেন। এবং কেহ কেহ কহিয়াছেন যে অন্যান্য গ্রন্থকারেরাও যখন ব্রাহ্মণ দ্বারা পকান্ন শূদ্রও দিবেক এরূপ ভাব প্রকাশ করেন নাই; তখন স্মার্তভট্টাচার্য্যের ঐরূপ অভিপ্রেতই নহে, প্রতিবাদী মহাশয়দের এই সমস্ত আপত্তির একবারে মূলোচ্ছেদ হইল। যেহেতু প্রতিবাদী মহাশয়দিগের পরমপূজ্যপাদ ত্রীকৃষ্ণ-তর্কালঙ্কার যখন স্মার্তভট্টাচার্য্যের অভিপ্রায় বিধিবাক্য বিধার নির্দেশ পূর্বক তাঁহার স্বকৃত বিবেকবিরতি গ্রন্থে নিজ লিখিয়াছেন, তখন স্মার্তভট্টাচার্য্যের ঐ অভিপ্রায় উক্ত তর্কালঙ্কারের বিরুদ্ধ এই অকিঞ্চিৎকর আপত্তিও হইতে পারে না এবং ঐরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াও প্রতিবাদী মহাশয়দিগের কোনও ফল দর্শিতেছে না। যেহেতু, যদি সত্যই তর্কালঙ্কারের বাক্য, স্মার্তভট্টাচার্য্যের বাক্যের বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলেও স্মার্তভট্টাচার্য্যের বাক্য ত্যাগ করিয়া আধুনিক ব্যক্তি তর্কালঙ্কারের বাক্য কোনও ব্যক্তিও গ্রাহ্য করিবেন না। ফলতঃ এ বিষয়ে স্মার্তভট্টাচার্য্যের এবং

ত্রিফলতর্কালঙ্কারের বাক্যের ও মতের প্রকৃত ঐক্যতাই
স্পষ্ট প্রতীয়মান রহিয়াছে।

এক্কে প্রতিবাদী মহাশয়েরা যে, মনুবচন ও তাহার
টীকাংকার কুল্লুকভট্টের এবং স্মার্তভট্টাচার্য্যের তদীয় ব্যাখ্যা,
যাহাকে তাঁহারা নিজ বিরুদ্ধ মত খণ্ডন পক্ষে ত্র্যক্ষাস্বরূপ-
বোধে স্পষ্টতর বচন বলিয়া নির্দেশ করতঃ যে ত্র্যক্ষবৈবর্ত-
বচন উদ্ধৃত করিয়া মহা আড়ম্বর করিয়াছেন সে সমুদয় যথা-
ক্রমে উদ্ধৃত করিয়া সমীক্ষা করা যাইতেছে।

নাশ্রাহুদ্রস্য পকাম্নং বিদ্বানশ্রাদ্ধিনো দ্বিজঃ।

আদ্যদীতামমেবান্মাদবৃত্তাবেকরাত্রিকম্। ইতি মনুবচনম্।

নাশ্রাদিতি। অবিশেষণ শূদ্রাশ্রং প্রতিবিক্রং তন্ত্বেদানীং বিশিষ্ট-
বিষয়তোচ্যতে অশ্রাদ্ধিনঃ শ্রাদ্ধাদিপঞ্চবিধশূদ্রশ্র শূদ্রশ্র শাস্ত্রবিদ্বিজঃ
পকাম্নং ন ভুঞ্জীত। কিন্তুসান্তরাভাবে সতি একরাত্রিনির্বাহোচিতদাম-
মেবান্মস্মাৎ গৃহীমাং ন তু পকাম্নম্। ইতি কুল্লুকভট্টব্যাখ্যানম্।

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, শ্রাদ্ধাদিপঞ্চবিধযজ্ঞহীন শূদ্রের পকাম্ন ভোজন
করিবেক না। যদি শূদ্রাশ্র ভিন্ন শ্রাদ্ধ অন্ন না থাকে, তাহা হইলে,
এক দিবসের আহারোপযুক্ত আমান্নই শূদ্র হইতে গ্রহণ করিবেক।

অশ্রাদ্ধিনঃ শ্রাদ্ধপঞ্চবিধশূদ্রশ্র অন্নতো অন্নান্তরাভাবে একরাত্রিকং
একরাত্রিনির্বাহোচিতং আমন্নম্ দত্তমপি ভোজনকালে তদ্বাহাবস্থিতং
শূদ্রান্নম্। ইতি স্মার্তভট্টাচার্য্যব্যাখ্যানম্।

শ্রাদ্ধাদি পঞ্চবিধশূদ্র শূদ্রের অন্ন ব্যতীত অন্ন অন্নের অভাব
হইলে এক দিবসের নির্বাহ উপযুক্ত আমান্নই তাদৃশ শূদ্রের নিকট
হইতে গ্রহণ করিতে পারিবেক। কিন্তু শূদ্রকর্তৃক দত্ত আমান্নও
ভোজনকালে শূদ্র গৃহে থাকিলে শূদ্রাশ্র বলিয়া নির্দিষ্ট হয়।

ত্র্যক্ষণো বৈরুচঃ শুদ্ধঃ পকাম্নং দাতুমীশ্বরঃ।

পকাম্নং হররে দাতুয়কমশ্চেত্তরো জনঃ॥

ও কারোচারণাদ্বোষাচ্ছালগ্রামশিলাচর্চনাং ।

মহৎ পকান্নদানোচ্চ বিপ্রাদিত্যো ব্রহ্মত্যাঃ ॥ ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তবচনং ।

পবিত্র বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ হরিকে পাক করা অন্ন দিতে পারিবেক ।

তদিতর লোকের হরিকে পাক করা অন্ন দিতে ক্ষমতা নাই ।

প্রণবোচ্চারণ, হোম, শালগ্রামশিলাপূজন এবং আমাকে অর্থাৎ

হরিকে পকান্নদান করিলে বিপ্রভিন্ন অথ ব্যক্তিকে অধোগমন

অর্থাৎ নরকে গমন করিতে হয় ।

ইহাতে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন পূর্বোক্ত মনুবচন প্রভৃতিতে শূদ্রে ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্ন দেবতাকে যে দিতে পারিবেক না ইহা কোনও রূপেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না ; প্রত্যুত, শ্রাদ্ধাদি পঞ্চ যজ্ঞান্বিত শূদ্রের পাক করা অন্ন ব্রাহ্মণ প্রভৃতির ভোজন করিবার বিধি এবং অবৈক্যবও অপবিত্র ব্রাহ্মণের পাক করা অন্ন দিবার নিষেধ, তাঁহাদিগের অনভিলষিত এবং বিরুদ্ধ এই মতই বরঞ্চ প্রতিপন্ন হইয়া সপ্রমাণ হইতেছে । সে যাহা হউক, কিছুমাত্রও যাঁহার সংস্কৃত ভাষার সহিত পরিচয় আছে তাঁহারও অনায়াসেই এই অর্থই বোধগম্য হয় যে, শূদ্র কর্তৃক পাক করা অন্ন ব্রাহ্মণে ভোজন করিবেক না এবং শূদ্রও তাহা দেবতাদিগকে দিবেক না । ফলতঃ ইহাই পূর্বোক্ত মনুপ্রভৃতির বচনের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ, উহার সহিত স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের এবং শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারের একার্থতা ও এক অভিপ্রায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে । এবম্বিধারেও প্রতিবাদী মহাশয়েরা যে, শূদ্রও, ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্ন দেবতাকে দিবেক না ইহার সাধক বলিয়া

* পূর্বোক্ত বচনাদি উদ্ধৃত করিয়া স্থায় পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহার যে কি অভিপ্রায় তাহা সহজে বোধ-

গম্য হয় না ও হইল না। যদি প্রতিবাদী মহাশয়েরা পূর্বোক্ত বচনাদির প্রকৃতার্থ না বুঝিতে পারিয়াই ঐ সমস্ত বচনাদি উদ্ধৃত করিয়া থাকেন তাহা হইলে মৎপ্রকাশিত পুস্তকে প্রকৃতার্থ দর্শন করিয়া ধর্মশাস্ত্রানুসারে যথাবিধি কার্যের অনুষ্ঠানে যত্নবান হইবেন। আর যদি বচনাদির প্রকৃতার্থ বুঝিয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ এই দুষ্কর্ম করিয়া থাকেন তাহা হইলে ধর্মশাস্ত্র বিচারে যে কত দূর গর্হিত ও নিরয়সাধন কর্ম করিয়াছেন তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না। আর আমাকে গালি দিবার জন্য কিম্বা ধর্মশাস্ত্রবিষয়ে আমার কত দূর আলোচনা বা অনুশীলন করা হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য যদি ঐ সকল প্রতিবাদ পুস্তক ঐ ঐ আকারে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে, এতাদৃশ অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার না করিয়া কতকগুলি লোক নিমন্ত্ৰণ করিয়া মহাসমারোহপূর্বক আমাকে কেবল গালি দিলেই অভীষ্টসিদ্ধি হইত ; ধর্মশাস্ত্রবিচারটাকে উপলক্ষ করিয়া গালি দেওয়া কি ভদ্রের কার্য্য ? এতাদৃশ উপলক্ষ ত্যাগ করিয়া আমাকে, কেবল কতকগুলো গালি দিলেই বোধ হয় অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারিত, আর দ্বিতীয়পক্ষ মহাশয়দিগকে আমি কৃতজ্ঞতাসহকারে সইস্র সহস্র ধন্যবাদ ও সাধুবাদ প্রদান করি।

এক্ষণে শূদ্ৰদিগেরও ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্য প্রভৃতি দেওয়া বিধেয় এই বিষয়ের খণ্ডন উপলক্ষে প্রতিবাদী মহাশয়দের এতাদৃশ আর কোনও বাদ বা আপত্তি নাই যে তাহার সমীক্ষা করা যাইবেক সুতরাং এখানেই এই বিষয়ের উপসংহার করা গেল।

বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষিত ব্যক্তিরই যে বিষ্ণুপূজাদি বিষয়ক অধিকার, তদ্বিষয়ে প্রতিবাদী মহাশয়দিগের বিতণ্ডা সংক্রান্ত শেষ পরিচ্ছেদ ।

একণে প্রতিবাদী মহাশয়দের মধ্যে কেহ কেহ লিখিয়া-
 ছেন যে

“কেবল বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইরা বিষ্ণুর সহচর বোধে মুক্তকণ্ঠ
 অশ্লীলতার ভাববিরহিত ভণ্ড ভাবুককে বৈষ্ণব বলা যায় না ।
 কণ্ঠে বহুল তুলসীমালা ধারণ ও নাসাগ্রে তিলকলেপন পূর্বক
 কলে কোশলে সাধুপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় মহোদয় মহাশয়দিগকে বাদ
 করতঃ সাধুদিগের অবলম্বিত বিশুদ্ধ পথে কটকর্ণণ করিয়া পর-
 হিংসা পরদেষ পরধনহরণ প্রভৃতি কুক্রিয়ায় আসক্ত হইলেই
 বৈষ্ণব হয় না । হস্তে নানা বর্ণে সুরঞ্জিত সুগঠিত মনোহর মালা-
 ধার (ঝুলি) ধারণ করিয়া দিবানিশি কেবল পরের সর্বস্বাপ-
 হরণের চেষ্টা করিয়া বেড়াইলেই কেবল বৈষ্ণব হয় না এবং কৃষ্ণ-
 মন্ত্রে দীক্ষিত হইরা আপনাকে জগদ্ব্যাক্ত বোধ করতঃ স্বেচ্ছাধীন
 অনুকরণ করণাভিলাষে ব্রন্দাবনের মধুরলীলা বিশেষের সম্পা-
 দন করিতে পারিলেই বৈষ্ণব হয় না । আহা ! গোষ্ঠাম্বী
 মহাশয় ! ধর্মশাস্ত্রের কি মনোহর ধর্মই উদ্ভাবন করিয়াছেন !!!
 বাছারা চিরকাল আপনাদিগের হুর্ভাগ্যসিদ্ধি সিদ্ধ করিয়া আসি-
 তেছে, পরকীর রমণীর সর্ভদ্রব হরণ করিতেছে এবং চাতুর্য্যবলে
 সরলস্বভাব অমায়িক লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া তাহাদিগের
 সর্বস্ব অপহরণ করিতেছে । তাহারা বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়া
 অন্যত্রাসে নারায়ণের পূজার অধিকারী হইবে ? অতএব প্রভো !
 ধন্ত আপনার শাস্ত্রীয় বুদ্ধি ! ধন্ত আপনার সাহস !!! বিদ্বৎশ্রী-
 বিভূষিত পণ্ডিতমণ্ডিত এই প্রকাণ্ড রাজধানীতে আপনি কি
 সাহসে এই অসার মীমাংসা প্রচার করিলেন”

ইত্যাদি (৩) । ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে, আমার লিখিত প্রথম প্রস্তাবে এতাদৃশ কোমল ব্যবস্থা বা কথা লিখিয়া প্রকাশ করি নাই । তবে বোধ করি দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত নানা স্থানীয় শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা পত্র সকলের মধ্যে ৮ বৃন্দাবনধামের পণ্ডিত গোস্বামি মহাশয় দিগের লিখিত ও স্বাক্ষরিত ৪র্থ সংখ্যক ব্যবস্থা পত্রে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তির বহুমান সূচক সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিষয়ক লেখা দেখিয়া আমার প্রতি কোপ, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, অশ্রুয়া, দ্রোহ, ও মাৎসর্য্য ভাব প্রকাশ পূর্বক, যে কটুবাক্য, শ্লেষবাক্য, উপহাস বাক্য, অশ্রুয়া বাক্য ও নিন্দোক্তি প্রয়োগ করিয়া অকারণেই স্মৃতিরত্নের রত্নাকর সমান প্রকৃতি যে কলুষিত করিয়াছেন, তাহাতে আমি দুঃখিত কুণ্ঠিত লজ্জিত স্মৃণিত চিন্তিত ও চমৎকৃত হইলাম । সে বাহা হউক স্মৃতিরত্ন-লিখিত বৈষ্ণবদিগের স্বভাব ও চরিত্রের বিষয় আমরা কিছুমাত্র অবগত নহি এবং উহা আমাদের কখনও প্রতিগোচর হয় নাই । ভুক্তভোগী বাতীতই বা কিরূপে জানা যাইতে পারে । আমাদের অদৃষ্টে তাদৃশ সময় সুবিধা বা অবস্থা ঘটিয়া উঠে নাই যে, ঐ সকল বিষয়ের তাদৃশ পরিচয় পাই । সুতরাং আমরা তদ্বিষয়ে তাদৃশ অভিজ্ঞ হইতে পারি নাই । তবে, অনাচারী পাতকী অতিপাতকী মহাপাতকী ও মহাপাপাচারী ব্যক্তিও যদি অন্য দেব ও দেবীর উপাসনা না

(৩) বাবু শ্যামাচরণ ভট্টের প্রযত্নে ত্রীকৈতবপালস্মৃতিরত্ন প্রণীত বিহ্ন-নৈবেদ্যমীমাংসা ৪১ পৃষ্ঠা এবং ৪২ পৃষ্ঠা ।

করিয়া কেবল একমাত্র কৃষ্ণের ভজন করে তাহা হইলে তাদৃশ মহাপাপশীল ব্যক্তিও অতি সদাচারপরায়ণ সাধু বলিয়া গণ্য ও মান্য হইবেক ধর্মশাস্ত্রের এই স্থির সিদ্ধান্তিত বচন দেখিয়া শুনিয়া বা অবগত হইয়া বৈষ্ণবদের অবচ্ছেদাবচ্ছেদে তাদৃশ অসদাচরণের বিষয় অনুমান করিয়া উহাদিগকে অনাস্থ্য প্রদর্শন ও অমান্য করাও কখনই হইতে পারে না, যেহেতু ঐ সকল ধর্মশাস্ত্রেই তাদৃশ ব্যক্তিকে সাধুবৎ মান্য করিতে নির্দেশ করিয়াছেন এবং ঐরূপ অনুমানের হেতুটাও একান্ত পক্ষে প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক ছিল, নতুবা পক্ষও অনুমানে হেতুও অনুমানে এবং সাধ্যও অনুমানে সকলই অনুমানে সিদ্ধ করিলে উহা প্রমাণ বলিয়া সহৃদয়সমাজে কখনই গণ্য হইতে পারে না। এক্ষণে যে সকল ধর্মশাস্ত্রীয় বচনে তাদৃশ নির্দেশ আছে ঐ সকল বচনের উল্লেখ করিলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হয় বলিয়া কেবল ধর্মশাস্ত্রের শিরো-মণিভূত পঞ্চমবেদ মহাভারতসংহিতার অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব মধ্যে উপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যা যে শ্রীভগবদ্গীতা, যাহাকে শঙ্করাচার্য্য স্বামী চতুর্বেদার্থসার সংগ্রহ বলিয়া নিজভাবে নির্দেশ করিয়াছেন তাহার ৯ নবম অধ্যায়ের কতিপয় শ্লোক তাহার কতিপয় ভাষ্য ও টীকাসমেত উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা

অপিচেন্দ্র সূর্য্যচায়ে ভজতে যামনস্ত্যাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমাগ-
ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥ কিং প্রং ভবতি ধর্মাত্মা শব্দচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তের প্রতিজ্ঞানোহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি ॥ ৩১ ॥ মাং হি পার্থ
ব্যাপাজিতা যেহপি স্রাঃ পাপবোনরাঃ। ত্রিরো বৈশ্রান্তকা শূত্রান্তেহপি
বাস্তি পরাং গতিং ॥ ৩২ ॥ কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়-
স্তথা। অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজন্ত মাং ॥ ৩৩ ॥

শাক্তব্রতাব্যং

শুভ্র মন্ত্ৰেণাহাং অপি চেদিতি । অপিচেৎ যন্তাপি শুভ্র দুরাচারঃ
শুভ্রাচারোহীতী কুৎসিতাচারোহপি ভজতে মাং অনন্তভাক্ নাশ্রয়ত্নিঃ
সন্ম সাধুরেব সমাগরত এব স মন্তব্যঃ জাতব্যঃ সমাগ্যথাবদ্যবসিতো হি
যস্মাৎ সাধুনিশ্চয়ঃ সঃ ॥ ৩০ ॥ উৎসৃজ্য চ বাহ্যং দুরাচারতামন্তঃসমাগ-
ব্যবসারসামর্থ্যাৎ কিপ্রমিতি । কিপ্রং শীত্ৰং ভুবতি ধর্মাত্মা ধর্মচিত্ত এব
শুশ্রুং নিত্যং শাস্তিকোপশমং নিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি শুভ্র পরমার্থং কৌন্তের
প্রতিজানীহি নিশ্চিতাং প্রতিজ্ঞাং কুরু ন মে মম ভক্তঃ ময়ি সমর্পিতান্ত-
রাঙ্গা মন্ত্ৰো ন প্রণশ্যতীতি ॥ ৩১ ॥ কিঞ্চ মাং হীতি । মাং হি যস্মাৎ
পার্শ্ব ব্যাপাশ্রিত্য মামাশ্রিত্যশ্রদেহেণ গৃহীত্বা যেহপি স্মার্তবেদ্যঃ পাপবো-
নয়ঃ পাপানি যোনিঃ যেমাং তে পাপজন্মানঃ কে ত ইত্যাহ ত্রিয়ো বৈষ্ণা-
ন্তথা শূদ্রান্তেহপি যান্তি গচ্ছন্তি পরাং গতিং প্রকৃষ্টাং গতিং ॥ ৩২ ॥ কিং
পুনরিতি । কিং পুনরাক্ষণাঃ পুণ্যাঃ পুণ্যবোনয়ঃ তন্না রাজর্ষয়-
ন্তথা রাজানশ্চ তে ঋষরশ্চেতি রাজর্ষয়ঃ যত এবমতোহনিতাং কণ্ঠভক্ষুর-
মসুখং চ সুখবর্জিতং মনুষ্যালোকং প্রাপ্য পুরুষার্থসাধনং দুর্লভং মনুষ্যত্বং
লভ্যা ভজন্ত সেবন্ত মাং ॥ ৩৩ ॥

আনন্দগিরিটীকা

প্রকৃতাং ভগবন্তুক্তিং স্তুবন্ পাপীন্সামপি তত্রাধিকারোহস্তীতি সূচ-
য়তি শৃণুতি । সমাগরত এব ভগবন্তুক্তো জাতব্য ইত্যত্র হেতুমাং
সমাগতি ॥ ৩০ ॥ ছেতুর্থমের প্রপঞ্চয়তি উৎসৃজ্যেতি । ভগবন্তং ভজ-
মানস্ত কথং দুরাচারতা পরিত্যক্তা ভবতীত্যশঙ্ক্যাহ কিপ্রমিতি । সতি
দুরাচারে কথং ধর্মচিত্তত্বং তদাহ শষ্যদিতি । উপশমনো দুরাচারাহুপারমঃ
কিমিতি তদ্বক্তৃত্বং দুরাচারাহুপরতিক্রম্যতে দুরাচারোপহতচেতস্তরা
কিমিত্যসৌ ননজন্মতীত্যশঙ্ক্যাহ শৃণুতি ॥ ৩১ ॥ ইতশ্চ ভগবন্তুক্তিবিধা-
তব্যেত্যাহ কিঞ্চেতি । ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতীত্যত্র হেতুমাচক্ষাণো ভক্ত্য-
ধিকারে জাতিনিরোধো নাস্তীত্যাহ মাং হীতি ॥ ৩২ ॥ যদি পাপবোনিঃ
পাপাচারশ্চ ব্রহ্মজ্ঞা পরাং গতিং গচ্ছতি তর্হি কিমুত জাতিনিমিত্তেন
সংজ্ঞাসাদিনা কিঞ্চা সম্বৃত্তেনেত্যশঙ্ক্যাহ কিং পুনরিতি । উত্তমজাতিমতাং
ব্রাহ্মণাদীনামভিশয়েন পরা গতির্যতো লভ্যতে অতো ভগবন্তুজনং তৈঃ

একান্তেন বিধাতব্যমিত্যাহ যত ইতি । মনুষ্যদেহাতিরিক্তেবু পশ্বাদি-
দেহেবু ভগবন্তজ্ঞানযোগাতাভাবাৎ প্রাপ্তে মনুষ্যদেহে তত্ত্বজ্ঞানে প্রযতি
তবাং ইত্যাহ তুল্যভূমিতি ॥ ৩৩ ॥

রামানুজভাষ্যং

অপীতি ॥ তত্র তত্র জ্ঞাতিবিশেষজ্ঞাতানাং যঃ সদাচার উপাদেয়োহ
পরিহরণীয়শ্চ তস্মাদতিরিক্তে মনুষ্যপ্রকারেণ মামন্যতাক্ ভক্তনৈক-
প্রয়োজনো ভক্ততে চেৎ সাধুরেব সঃ বৈষ্ণবাণ্য এব মন্তব্যঃ পূর্বোক্তা-
সম ইত্যর্থঃ । কুত এতৎ সমাধাবসিতো হি সঃ । যতোহস্ম বাবসায়ঃ সুসমী-
চীনঃ । ভগবান্ নিখিলজগদাধারভূতঃ পরং ব্রহ্ম নারায়ণোহস্মৎস্বামী
মম গুরুঃ মম পুঙ্খম পরভোগ্যমিতি সর্বৈর্দু প্রয়োগোহস্মৎ ব্যবসায়ন্তেন
জ্ঞাতঃ তৎকার্য্যং চানন্তপ্রয়োজনং নিরন্তরভজনং তস্মাচ্চি অতঃ সাধুরেব
বহু মন্তব্যঃ অষ্টেব ব্যবসায়ে তৎকার্য্যো চোক্তপ্রকারভজনে দেবভূষাতি
তস্মাদাচারব্যতিরিক্তমস্মৈ স্বপ্পবৈকম্পমিতি এতাবতা নাদরণীয় অপি
তু বহুমন্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ ননু নাবিরতো দুষ্করিতারীশান্তো নাসমাহিতঃ ।
নাশান্তমনসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াদিতি অগতেরার্চারব্যতিক্রম উত্তর-
ভক্তনোৎপত্তিপ্রবাহং বিকণ্ঠীত্যত্রাহ । কিপ্রমিতি মৎপ্রিয়ত্বকারি-
ণানন্তপ্রয়োজনমন্তজ্ঞানেন বিধূতপাপো নিষ্কলমুন্মূলিতরজন্তমোগুণঃ
কিপ্রং ধর্মায়া ভবতি কিপ্রমেবৈবংরূপভজনে শঙ্খচ্ছান্তিং গচ্ছতি
শাস্ত্রতীম পুনরাবর্তিনীং মৎপ্রাপ্তিবিকঙ্কাচারনিরন্তিং চ গচ্ছতি কৌন্তের
ভ্রময়িন্নর্থে প্রতিজ্ঞাং কুরু মন্তকঃ উপক্রান্তিবিকঙ্কাচারমিত্রোহপি ন
নশ্চতি । অপি তু মন্তক্টিমাহাশ্রয়ান সর্বং বিরোধিজাতং নাশয়িত্বা
শাস্ত্রতীং বিরোধনিরন্তিমধিগম্য কিপ্রং পরিপূর্ণো ভবতি ॥ ৩১ ॥ যামিতি ।
ত্রিরো বৈষ্ণাশ্চ শূদ্রাশ্চ পাপবোনরো নাং ব্যপাশ্চিত্য গতিমনুগতিং
যান্তি ॥ ৩২ ॥ কিমিতি কিং পুনঃ পুণ্যবোনরো ব্রাহ্মণা রাজর্ষয়শ্চ
তক্তিমাত্রিতাঃ । অতস্তু অনিত্যমস্থিরং তাপজরাতিক্রান্ততরা অনুধর্মমং
লোকং প্রাপ্য মাং ভজন্ত স্বধর্ম্মে বর্তমানো মাং ভজন্ত ॥ ৩৩ ॥

পূজাপাদপ্রীধরস্মাদিকৃতসুবোধিনী টীকা ।

অপি চ মন্তকৈরেবারমবিতর্ক্যঃ প্রভাব ইতি দর্শয়ত্বাহ অপি চেদিতি

অত্যন্তদুরাচারোহপি যজ্ঞপ্যপৃথক্ভেদে পৃথগ্বেদবতাপি বাসুদেব এবৈতি
 বুদ্ধা দেবতাস্তরভক্তিমকুর্কন্ব মামেব পরমেশ্বরং ভজ্যতে তর্হি সাধুঃ
 ক্লেশ্ত এব স মন্তব্য যতোহসৌ সমাধাবসিতঃ শোভনমধাবসারং কৃত-
 বানু ॥৩০॥ ননু কথং সমাচীনাধাবসারমাত্রেণ সাধুর্মন্তব্যাস্তদ্রাহ কিপ্রমিতি
 সুদুরাচারোহপি মাং ভজন্ শীত্ৰং ধর্মচিত্তো ভবতি ততশ্চ শাস্ত্রছান্তিঃ
 শাস্ত্রতীমুপশাস্তিঃ চিত্তোপপ্লবোপরমরূপাং পরমেশ্বরনিষ্ঠাং নিতরাং
 গচ্ছতি প্রাপ্নোতি, কৃতক্ককশবাদিনো নৈতদ্ব্যন্তরমিতি শঙ্কাকুলমর্জ্জুনং
 প্রোংসাহয়তি হে কৌন্তের পটহকলহাদিনহাঘোষপূর্বকং বিবদমানানাং
 সভাং গহ্বা বাহুমুৎকিণ্য নিঃশব্দং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু কথং
 মে পরমেশ্বরস্ত তত্ত্বঃ সুদুরাচারোহপি প্রণশ্চতি অপি তু কৃতার্থ
 এব ভবতীতি ততশ্চ তে ত্বৎপ্রোচিবিজৃম্বিতবিধ্বংসিতকৃতকাঃ সন্তো নিঃ-
 সংশয়ং ইমেব শুকদেনাগ্রয়েরন্ ॥ ৩১ ॥ স্বাচারভ্রষ্টং মন্তুক্তিঃ পবিত্রী-
 করোতীতি কিমত্র চিত্রং যতো মন্তুক্তির্হুঙ্লুনাশ্রপ্যনধিকারিণোহপি
 সংসারান্বোচয়তীত্যাহ মাং হৌতি বেহপি পাপযোনয়ঃ স্রাঃ নিকৃষ্ট-
 জন্মানোহন্ত্যজাদরো ভবেমুঃ যেহপি বৈশ্ণাঃ কেবলং কৃষাদিনিরতাঃ অতঃ
 স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদরশ্যাপ্যধ্যয়নাদিরহিতান্তেহপি মাং ব্যপাশ্রিত্য সংসেব্য
 পরাং গতিং যান্তি, হি নিশ্চিতং ॥৩২॥ যদৈবং তদা সৎকুলাঃ সদাচারাস্ত
 মন্তুক্তাঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ কিং পুনরিতি পুণ্যাঃ
 সুরুতিনো ব্রাহ্মণাস্তথা রাজানশ্চ তে শ্ববয়শ্চেতি এবংভূতাশ্চ এবংভূতাং
 পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ, অতস্ত্বং ইমং রাজর্ষিরূপং দেহং
 প্রাপ্য লব্ধ্বা মাং ভজস্ব কিঞ্চ অনিত্যং অক্ষবং অসুখং সুখরহিতং চ ইমং
 মর্ত্যলোকং কণিকং প্রাপ্য কণিকদ্বাদনিত্যত্বাচ্চ বিলম্বমকুর্কন্ব অসুখত্বাচ্চ
 সুখার্থমুত্তমং হিহা মামেব ভজস্ব ইত্যর্থঃ ॥৩৩॥

ঐগোবিন্দভাব্যাকারবিষ্টাভূষণকৃতগীতাভূষণভাব্যং

মম শুদ্ধভক্তিবশ্যাতালকণঃ স্বভাবো দ্রুস্ত্যজ এব যদহং জুগুপ্সিত-
 কথ্যাপি ভক্তেহনুরজাংস্তমুৎকর্ষরামোতি পূর্বার্থং পুঙ্করাহ অপি চেদিতি
 অনন্তভাক্ জনশ্চেৎ সুদুরাচারৌহিতিবিগর্হিতকথ্যাপি সন্ মাং ভজ্যতে
 মৎকীর্তনাদিতির্মহৎ সেবতে তদাপি স সাধুরেব মন্তব্যঃ মন্তৌহন্ত্যাং দেবতাং
 ন ভজতি আশ্রয়তীতি বদেকান্তী মামেব স্বামিনং পরমপুত্রবার্থঞ্চ জান-

ত্রিতার্থঃ। উভয়থা বর্তমানোইপি সাধুত্বেন স পূজ্য ইতি বোধয়িতুমেব-
 কারঃ। তস্মা তথাহেন মননে মন্তব্য ইতি অনিদেশরূপো বিধিচ্চ দর্শিতঃ
 ইতরথা প্রত্যাবাদিতি জ্ঞাবঃ। উভয়থাপি বর্তমানস্ত সাধুত্বমেবেতা-
 ত্রোক্তং হেতুং পুঙ্গলাহ সমাগতি যদসৌ সমাগ্যবাসিতো মদেকান্তিষ্ঠা-
 রূপশ্রেষ্ঠনিশ্চয়বানিতার্থঃ। এবমুক্তং নারসিংহে। ভগবতি চ হরাবনস্ত-
 চেতা ভূশমলিনোইপি বিরাজতে মনুযাঃ। ন হি কলুষচ্ছবিঃ কদাচিত্তি-
 মিরপরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ ॥ ইতি ॥৩০॥ ননু নাবিরতো দুষ্করিতাশাশ্তো
 নাসমাহিতঃ। নাশান্তমনসো বাপি প্রজ্ঞানৈনমাপ্তাদিতি দুরাচারিন-
 স্বৈশ্বেশ্ব্যশ্রবণাৎ কথং তস্মা সাধুত্বমিতি চেত্বাহ কিপ্রমিতি স্বাভাবিক-
 দুরাচারিবিষয়মিদং শ্রবণং মদেকান্তী তু মনসি স্নতেনাতিপুতেন সর্বৈশ্বরেণ
 ময়াগন্তকং দুরাচারং বিনিধূয় কিপ্রমেব ধর্ম্যাত্মা সদাচারনিষ্ঠমনা ভবতি
 শশ্বৎ পুনঃপুনরনুতপ্যান্ মৎস্মৃতিপ্রতিকূলান্তচ্ছান্তিং নিবৃত্তিং নিতরাং
 গচ্ছতি। নব্বকৃতপ্রারশ্চিত্তমেনং স্মার্তাঃ সাধুং ন মন্তেরন্নিতি চেৎ তত্র
 ভক্তানুরক্তিবিবশঃ সাকোপমিবাহ কৌন্তেয়েতি তৎ তেবাং সভাং গতঃ
 প্রতিজানীহি মে মমেকান্তী ভক্তঃ প্রমাদাৎ স্মুদুরাচারোইপি ন প্রগম্যতি
 মতো ভ্রষ্টঃ সন্ দুর্গতিং নাপ্রোতি অপি তু তাদৃশেন মহাপুতো মৎপ্রাপ্তি-
 যোগশ্চকাস্তি। অপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্ত ত্যক্তাত্মাবস্ত হরিঃ পরেশঃ।
 বিকর্ম্য যচ্চোৎপত্তিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্ট ইত্যাদি-
 স্মৃতিভাঃ। স্মার্তৈস্ত মদেকান্তিতোহতত্র বিধায়কৈর্ভাবাং স্মার্তং প্রারশ্চিত্ত-
 মপেক্ষা মদুক্তং মৎস্মৃতিরূপং তত্ত্ব প্রবলমিতি শ্রুতুলীনৈরেব ন তু দুষ্কু-
 লীনৈরাদস্তব্যমিতি বোধয়িতুং কৌন্তেয়েতি ॥৩১॥ মহাঘোষপূর্বকং বিবদ-
 মানানাং সভাং গতা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশব্দং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং
 কুরু কথং পরমেশ্বরস্ত ভক্তঃ সর্বৈশ্বরোহহং মদেকান্তিনাং আগন্তুকদোষান্
 বিধুনোমি ইতি কিং চিত্রং যদতিপাপিনোইপি মন্তকপ্রসঙ্গাদ্বিসৃতা বিজ্ঞা
 বিমুক্তান্ত ইত্যাহ মাং হ্যতি যে পাপঘোনয়োইন্ত্যজাঃ সহজদুরাচারাঃ
 স্ত্যস্তেইপি মন্তকপ্রসঙ্গে মাং সর্বৈশ্বরং বহুদেবস্বতং ব্যাপাশ্রিত্য শরণ-
 মাগতা পরাং দেবভূলভাং গতিং মৎপ্রাপ্তিং যান্তি হি নিশ্চিতমেতৎ।
 এবমাহ শ্রীমান্ শুকঃ কিরাতকুণ্ডপুলিন্দপুঙ্কশা আভীরকক্কা যবনাঃ খশা-
 দয়ঃ। যেহন্তে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুদ্ধাণ্ড তন্মৈ প্রভবিকবে নমঃ ॥

ইতি। ত্র্যাদয়ো বৈশ্বকালীকাদিমন্ত্বেইপি ॥ ৩২ ॥ কিমিতি যদ্বৈবং তর্হি
 ক্রাঙ্গাঃ রাজর্ষয়ঃ ক্ষত্রিয়শ্চ সংকুলাঃ পুণ্যাঃ সদাচারিণো ভক্তাঃ মন্ত্বে
 পরাং যতিং মাস্তীতি কিং পুনর্বচাৎ নাস্তত্র সংশয়লেশোইপি তস্মাক্তমপি
 রাজর্ষিরিমং লোকং প্রাপ্য মাং ভজন্ত অনিত্যং নশ্বরং অমুখমীষং সুখং
 বিনাশিত্যপ্নুত্থেইন্মিন্ লোকে রাজ্যস্পৃহাং বিহার্য নিত্যমনন্তানন্দং যানু-
 পাস্ত্য প্রাপুর্হীতি হুয়াত্র বাজ্যতে। অত্রাস্ত লোকস্থানিত্যং কণ্ঠতো
 ক্রবন্ হরির্নিখ্যাৎ তস্ত নিরাস্ত ॥ ৩৩ ॥

শ্রীমদ্বৃন্দনসরস্বতীকৃতগীতাগুচাৰ্খদীপিকা চীক।

কিঞ্চ মন্ত্বেক্বেবারং মহিমা যং সমেইপি বৈধন্যমাণাদয়তি শৃণু
 তম্বহিমানং অপি চেদিতি যঃ কশ্চিৎ সূহৃদাচারোইপি চেদজ্ঞামিলাদি-
 রিবানন্তভাক্ সন্ মাং ভজন্তে কুত্রচিন্তাগোদরাং সেবতে স প্রায়সাদুর্ষপি
 সাধুরেব মন্তব্যঃ হি যস্মাং সম্যাব্যবসিতঃ সাধুনিষ্করবান্ সঃ ॥ ৩০ ॥
 অস্মাদেব সম্যাব্যবসার্যং স হিহা হুয়াচারতাং ক্ষিপ্ৰমিতি চিরকাল-
 মধৰ্ম্মাস্থাপি মন্তজনমহিনা কিপ্রং শীঘ্রমেব ভবতি ধৰ্ম্মাস্থা ধৰ্ম্মাভূগতচিত্তঃ
 হুয়াচারতং ঝটিতোব ত্যক্তা সদাচারো ভবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ শব্দব্রিত্যং
 শান্তিং বিষয়ভোগস্পৃহানিরক্তিং নিগচ্ছতি নিতরাং প্রাপ্নোত্যতিনির্কে-
 দাৎ। কশ্চিদ্রভক্তঃ প্রাগভ্যন্তং হুয়াচারতমত্যজন্ ন ভবেদপি ধৰ্ম্মাস্থা
 তথা চ স নশোদেবেতি নেতাহ ভক্তানুকম্পাপরবশতরা কুপিত ইব ভগ-
 বাব্রৈতদাশ্চর্য্যং অস্তাতাহ হে কোন্তের নিশ্চিতমেবেদৃশং মন্ত্বেক্বেমাহাস্থা
 অতো বিপ্রতিপন্নানাং পুরস্তাদপি ত্বং প্রতিজানৌহি সাবজং সগৰ্ব্বঞ্চ
 প্রতিজ্ঞাং কুরু ন মে বাসুদেবস্ত ততোহতিহুয়াচারোইপি প্রাণসকট-
 মাপরোইপি শুল্লভয়যোগ্যঃ সন্ প্রার্থয়মানোইপ্যতিমূঢ়োইশরণোইপি
 ন প্রণশ্ণতি কিন্তু কৃতার্থ এব ভবতি ইতি দৃষ্টান্তাচ্চাজামিলপ্রজ্ঞাদক্রব-
 গজেন্দ্রাদয়ঃ প্রসিদ্ধা এব শাস্ত্রঞ্চ, ন বাসুদেবভক্তানাং মন্ত্বেং বিজ্ঞতে
 কচিদিতি ॥ ৩১ ॥ এবমাগন্তকদোষণে দৃষ্টানাং ভগবন্তুক্তিপ্রভাবান্নিস্তার-
 মুক্তা স্বাভাবিকদোষণে দৃষ্টোনামপি তমাহ মামিতি হীতি নিশ্চিতং
 হে পার্থ মাং ব্যপাঞ্জিত্য শরণমাগতা বেইপি স্যুঃ পাপত্মানয়োইন্ত্য-
 জান্তিৰ্য্যক্ষেণ বা জাতিদোষণে দৃষ্টাঃ তথা বেদাধারনাদিশূন্ততয়া নিকৃষ্টাঃ
 ত্রিয়ো বৈশ্ণাঃ কৃষ্যাদিনাত্রবন্তঃ তথা শূদ্রা জাতিতোইশ্বয়নাত্তভাবেন

চ পরমগত্যবোধগোন্তেহপি বাস্তি পরাং গতিং অপিশকাং প্রাপ্ত-
 হুয়াচারা অপি ॥ ৩২ ॥ এবং চেৎ কিমিতি পুণ্যাঃ সদাচারঃ উত্তম-
 বোনিরন্ত ব্রাহ্মণান্তথা রাজর্ষয়ঃ সূক্ষবস্তুবিবেকিনঃ ক্ষত্রিয়া মম ভক্তাঃ
 পরাং গতিং যাতীতি কিং পুনরীচরত কশ্চিদিপি সন্দেহাতাবদিদং
 যতো মন্তেকেন্নীদৃশো যস্মিন অতো মন্তো প্রযত্নেন ইমং লোকং সৰ্ব্বপু-
 বার্থসাধমবোধগোন্তিভূতকং যদুবাৎসবানিত্যমাত্মবিনাশিনমসুখং গৰ্ভ-
 বাসাত্তনেকদুঃখবহুলং লব্ধ্বা যাবদয়ং ন মশ্ৰুতি তাবদতিনীজমেব ভজন্ত যঃ
 নীত্রমাশ্রয়ন্ত অনিত্যবাদমুখতাকান্ত বিলম্বং সুখার্থমুক্তমং চ মা কাৰীভূতক
 রাজর্ষিরতো মন্তকেন্নীদৃশো সকলং কুৰ্য্যন্তথা হেতাদৃশং জগৎ নিষ্কল-
 মেব তে শ্রাদিতার্থঃ ॥ ৩৩ ॥

পরমভাববতমহামহামহোপাধ্যায়জীবিশ্বনাথচক্রবর্তীকৃতসারার্থবর্ষিণীটীকা

মন্তেকেন্নীদৃশো বাস্তবিকোৰ ভবতি সা চ হুয়াচারেহপি তত্তে
 নাপিবাতি তমসুখকটমেব করোমীত্যাহ অপি চেদিতি সুহুয়াচারঃ পর-
 হিংসাপরদারপরত্ৰয়াদিগ্রহণপাপপরায়ণোহপি মাং ভজতে চেৎ কীদৃগ্-
 ভজনবানিত্যাহ অনন্তভাক্ মতো দেবতান্তরং তক্তেরন্তং কর্মজামা-
 নিকং মৎকামনাতোহন্তঃরাজ্যাদিকামনাং ন ভজতে স সাধুঃ । নেষতা-
 দৃশে কদাচারে দৃষ্টে নতি কথং সাধুত্বং তজ্রাহ মন্তব্যঃ মাননীয়ঃ সাধুহেনৈব
 স জেয় ইতি যাবৎ । মন্তব্য ইতি বিধিবাক্যে অন্যথা প্রত্যবারঃ শ্রাদত্ৰ
 মদার্জের প্রমাণমিতি ভাবঃ ॥ ননু হাং ভজতে ইত্যেতদংশেন সাধুঃ পর-
 দারাদিগ্রহণাজ্ঞংশেন অসাধুশ্চ স মন্তব্যস্তজ্রাহ এবেতি সৰ্ব্বেষাপাংশেন
 সাধুরেব স মন্তব্যঃ কদাচিদিপি তন্তাসাধুত্বং ন দ্রষ্টব্যমিতি ভাবঃ ॥ যতঃ
 সমাধ্যাবলিতং নিষ্করং কশ্চ সঃ হস্তাজেন স্বপাপেন মন্তকং তিৰ্য্যগোনিয়া
 বাসি একান্তিকং কৃতভজনন্তু নৈব জিজ্ঞাসামি ইতি শোভনমধ্যবসারং
 কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ ননু তাদৃশশ্রাদর্শিণঃ কথং তজনং জঃ গুহ্যলি-কাম-
 ক্রোধাদিদূরিতান্তঃকরণেন তেন নির্বেদিতমন্ত্রণানাদিকং কথমশাসীত্যত
 আহ কিপ্রং শীত্রমেব স অধর্মাত্মা ভবতি অত্র কিপ্রং ভাবী অধর্মাত্মা
 শৰ্মছান্তিঃ গমিষ্যসীত্যশ্রুজ্য ভবতি গচ্ছতি ইতি বর্তমানপ্রয়োগাৎ
 অধর্মকরণান্তরমেব সমানুসৃত্য কৃতানুতাপঃ কিপ্রমেব অধর্মাত্মা ভবতি হন্ত
 হন্ত মম তুলাঃ ভক্তলোকং কলকরমধমো নাস্তি তজ্জিহ্বামিতি শব্দং পুনঃ

পুনরপি শান্তিং নির্বেদং নিতরাং গচ্ছতি । যদা কিমতঃ সধরাদনন্তরং
 তস্য ভাবি ধর্মাস্বতঃ তদানীমপি সূক্ষ্মরূপেণ বর্তত এব তদানিমি ভক্তেঃ
 প্রবেশান্মুখাণীতে মহৌষধে সতি তদানীং কিরংকালপর্যন্তঃ ন হ্যাদরহো
 জ্বরদরহো বিবদাহো বা বর্তমানোহপি ন গণ্যত ইতি স্থিতিঃ । ততশ্চ তস্য
 ভক্তদুরাচারগমকাঃ কামক্রোধাভ্যাঃ উৎখাতদংষ্ট্রোরগবদকিঞ্চিংকরা
 এবেতি জেরা ইতানুস্থিতিঃ ॥ অতএব শশ্বৎ সর্বদৈব শান্তিং কামক্রোধা-
 দ্বাপশমং নিতরাং গচ্ছতি অতিশয়েন প্রাপ্নোতীতি দুরাচারদশারামপি
 শুদ্ধান্তঃকরণ এবোচ্যত ইতি ভাবঃ । ননু স্বধর্মাস্মা স্মাতদা নাস্তি কোহপি
 বিবাদঃ কিন্তু কশিঙ্গুরাচারো ভক্তো জন্মপর্যন্তমপি দুরাচারহং ন জহাতি
 তস্য কা বার্ভেজতো ভক্তবৎসলো ভগবান্ সপ্রোতি নকোপমিবাহ
 কোন্তেয় প্রতিজানৌহীতি মে ভক্তো ন প্রণশ্নতি তদপি প্রণশময়ঃপাক-
 রতি কুতর্ককর্কশবাদিনো নৈতন্মন্তেরমিতি শোকশকাব্যাকুলমর্জ্জুনং প্রোৎ-
 সাহয়তি হে কোন্তেয় পটহকলহাদিমহাযোবপূর্বকং বিবদমানানাং সত্যং
 গতা বাহুযুক্তিপ্য নিঃশব্দং প্রতিজানৌহি প্রতিজ্ঞাং কুত । কথং মে পরমে
 শ্বরস্ত ভক্তো দুরাচারোহপি প্রণশ্নতি ন প্রণশ্নতেব ॥৩১॥ অপি ভূকৃতার্থ
 এব ভবতি ততশ্চৈতে তৎপ্রোটিবিজুস্তিত্বং সিতকুতর্ক । নিঃশব্দং ভাসেব
 গুহেনাগ্রেরমিতি স্বামিচরণাঃ ॥ ননু কথং ভগবান্ অগ্নমপ্রতিজ্ঞায়
 প্রতিজ্ঞাতুমর্জ্জুনমেবাতিদিশেণ অর্থেবাগ্রে মার্মেবৈম্যসি সত্যন্তে প্রতি-
 জ্ঞানে প্রিরোহসি মে ইতি বক্ষ্যতে । তথৈব কোন্তেয় প্রতিজ্ঞানেহহং ন মে
 ভক্তঃ প্রণশ্নতীতি কথং মোক্তং । উচ্যতে । ভগবতা তদানীমেব বিবেচিতং
 ভক্তবৎসলেন ময়া স্বতক্কাপিকর্মলেশমসহিযুনা অপ্রতিজ্ঞাং খণ্ডিরূপাণি
 আপকর্মমঙ্গীকৃত্যপি ভক্তপ্রতিজৈব রক্ষিতা বহুত্ব । যথা তত্রৈব ভীষ্ম-
 যুদ্ধে অপ্রতিজ্ঞামপাকৃত্য ভীষ্মপ্রতিজৈব রক্ষিতা ভবিষ্যতি । তন্মতে
 বহির্মুখা বাসিনো বৈতণ্ডিকা যৎপ্রতিজ্ঞাং প্রুড়া হসিষ্যন্তি অর্জ্জুন-
 প্রতিজ্ঞাপাষণরোধেব ইতি তে প্রতিরস্ততোহর্জ্জুনমেব প্রতিজ্ঞাং কার-
 রামীতি । অত্রৈতাদৃশদুরাচারস্মাপ্যনন্তভক্তিপ্রবণাৎ অনন্তভক্ত্যভিধায়ক-
 বাক্যেব সর্বত্র ন বিজ্ঞতে ত্রীপুজাঙ্গাসক্তিবিধরকামক্রোধশোকমোহা-
 দিকং যজ্ঞেতি কুপন্তিতব্যাত্মা ন গ্রাহ্যেতি ॥ ৩২ ॥ এবং কর্মণা সূদুরা-
 চারাগাধাগন্তকা ন দোষা ন মন্তক্তিনির্ণয়ো গায়তীতি কিঞ্চিৎ যতো

জাতৈব সুহৃদাচার্যাণাং স্বাভাবিকানপি দোষান্ যজ্ঞক্ৰিৎ গগনরতীতাহ
মামিতি পাণ্ডবোন্নয়োহস্ত্যজ্ঞা স্বেচ্ছা অপি যজ্ঞক্ৰিৎ কিরাতহৃণাক্তপুলিন্দ-
পুত্ৰশা অভীরকক্কাযবনাঃ ধনাদয়ঃ । যেহস্তে চ পাণা যদপাঅয়াঅরাঃ
শুদ্ধান্তি তস্মৈ প্রভবিক্বে নম ইতি । অহো বত স্বপচোহতো গরীয়ান
যজ্ঞিহ্বাণে বর্ততে নাম তুভ্যং । তেপুস্তপন্তে জুহবুঃ সমুদ্রাখ্যা ব্রহ্মাহু-
নাম পুণ্ড্রি যে তে ইতি চ । কিং পুনঃ স্ত্রীবৈশ্ণাভা অশুদ্ধনীলাদিমন্তঃ
ততোহপি কিং ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ সংকুলাঃ সদাচারাস্ত যে ভক্তান্ত্র্যাত্ত্বং
মাং তজ্জন্ম ॥ ৩৩ ॥

ভক্তানুরাগী ভগবান তাঁহার হস্ত্যজ্ঞ ভক্তিবশতঃ লক্ষণ স্বভাবতঃ,
অতিজ্ঞপ্তিসিতকৰ্ম্মা ভক্তকে উৎকর্ষিত করেন পূর্বোক্ত এই বিষয় পুষ্টি
করিয়া কহিতেছেন যে, অতিশয় দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অস্ত্র দেবতা
ভজন না করিয়া কেবল নাম অবগণ কীর্তনাদি দ্বারা আমাকেই ভজনা
করে। তাহা হইলেই তাদৃশ অতি বিগর্হিতকৰ্ম্মা মদেকান্তী ব্যক্তিকে
সাধু বলিয়াই গণ্য ও মান্য করিবেক; ইহাতে নিজ নিদেশরূপ বিধিও
প্রদর্শিত হইল অস্ত্রধা করিলে বিশেষ প্রত্যাবয় হইবেক, এই তাৎপর্য্যে ও
অভিপ্রায়ে উক্ত বিষয় কারণ নির্দেশে সমর্থিত করিয়া বলিতেছেন যে এ
হুক্তিয়াকারী ব্যক্তির আমাতে একান্ত নিষ্ঠারূপ উত্তম অধ্যবসায় করা
হইয়াছে, কলতঃ উহাতে তাহার সমুদয় বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, ও যোগ
প্রভৃতি সমুদয় সাধনই নিষ্পাদন করা হয় স্তবরাং দুরাচার হইতে অবিরত
ও অশান্তমনা সেই দুরাচারী ব্যক্তিরও ভগবদ্বিমুখ না হওয়া প্রযুক্ত
সাধুই সিদ্ধ হয় ॥ ৩০ ॥ যে হেতু স্বাভাবিক দুরাচারী অন্ত্যজেরাও
অবগণ কীর্তন সহকারে আমাকে একান্ত ভাব চিত্তে ধারণ করিবারাত্রিই
অতিনীত্র ধর্ম্মাভ্যা অর্থাৎ সদাচার নিষ্ঠমজা হইয়া যায় এবং তাহার পুনঃ
পুনঃ পশ্চাত্তাপ করিতে আমাকে অরণ মনন করিবার প্রতিবন্ধক পাপ
প্রকৃতির আর্ন্ত নিবৃত্তি হইয়া যায় । ইহাতে ধর্ম্মসংহিতানুসারী ব্যক্তি-
রাও অক্লান্তপ্ররশ্চিত আমার একান্ত তাদৃশ ভক্তকে সাধু বলিয়া গণ্য
মান্য করিবেন না এ কথা মনেও করিও না হে কুস্তিনন্দন ! তাদৃশ বিষয়ে
সংশয় পূর্বক আপত্তি ও কলহকারী তাদৃশ স্মার্ত্তধর্ম্মের সত্যায় গমন
করিয়া তুমি এই প্রতিজ্ঞা কর যে আমার একান্তী ভক্ত ভজ্ঞান বা প্রমাদ

বশতঃ অতিশয় ভ্রাচরণ করিলেও, আমরা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না ॥ ৩১ ॥ এক্ষণে মহাকলরবে কলহকারী বিবদমানদিগের সভা-
 মধ্যে গমন করতঃ উদ্ধবাহ করিয়া ভূমি নিঃশব্দায় প্রতিজ্ঞা করিতে পার,
 যে: সর্বেশ্বর আমি আমার একান্তি ভক্তের আগন্তুক সকল দোষ যে
 বিধূত করিয়া থাকি, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি, যখন স্বভাবতঃ অতি
 পাপশীল অন্ত্য প্রভৃতি, এবং স্ত্রী, শূদ্র ও বৈশ্য প্রভৃতি সহজ ভ্রা-
 চারীরাও, আমার ভক্ত প্রসঙ্গ বশতঃ, বস্তুদেবদূত পরমেশ্বর আমার শরণ
 লইলে দেবদূতভাগি প্রাপ্ত হয় ইহাতে আর কোনওই সন্দেহ নাই ॥ ৩২ ॥
 এবম্বিধায় সদাচারী ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষি প্রভৃতি, সংকুলপ্রসূত ও সংক্রিয়া-
 শালী লোকেরা আমার ভক্ত হইলে যে, পরমগতি পাইবেক তাহাতে
 আর কুচা অথবা সংশয়লেশই বা কি হইতে পারে, অতএব রাজর্ষি
 ভূমি, এই তুচ্ছ সুখ ও নখর লোকে রাজ্যাদি স্পৃহা পরিত্যাগ পূর্বক,
 নিতা অমৃত আনন্দ স্বরূপ যে আমি, আমার ভজনা করিয়া আমাকে
 প্রাপ্ত হও ॥ ৩৩ ॥

যখন নিরাকার ও সাকার উপাসক প্রভৃতি সকল
 লোকেরই বহুমান্য প্রামাণ্য ও সর্ববেদার্থসারসংগ্রহ এবং
 সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের শিরোমণিভূত ভগবদ্গীতার এরূপ ভগবদ্বি-
 দেশ দৃষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি লিখিত
 ভ্রাচারণার ব্যক্তিও, বিকৃতভজনে সাধু ও সদাচারী বলিয়া
 গণ্য ও মান্য হইবেক, তখন স্মৃতিরত্ন মহাশয় এবং তদনুরূপ
 তাদৃশাশয় অপর অপর মহাশয়েরা যে তাদৃশ ব্যক্তিকে
 বৈষ্ণব নহে, ও বৈষ্ণব হয় না ইত্যাদি নির্দেশ পূর্বক
 অমান্য করতঃ হয় ও অশ্রদ্ধের করিয়াছেন কিম্বা করিয়া
 থাকেন তাহা কত দূর ন্যায়াপেক্ষে কি বিচারসঙ্গত বা ধর্ম্ম-
 শাস্ত্রসম্মত তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন । এক্ষণে
 বৈষ্ণবের পারিভাষিক লক্ষণ শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগে প্রদ-

র্শিত হইতেছে যথা হরিভক্তিবিলাসস্মৃত স্কন্ধপুরাণবচন ও
পদ্মপুরাণবচন, যথা

পরমাপদমাপন্নো হর্ষে বা সমুপস্থিতে ।

নৈকাদশীং ত্যজেক্তান্ত্র যস্য দীক্ষাহস্তি বৈকবী ॥

সমাস্তা সর্বজীবেষু নিজাচারাদবিলুতঃ ।

বিকৃপিতাখিলাচারঃ স হি বৈকব উচ্যতে ॥ ১৩৩ ॥

গৃহীতবিক্রদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপন্নো নরঃ ।

বৈকবোহিতিহিতোহিতিজৈরিতরোহ্মাদবৈকবঃ ॥ ১৫ ॥

পরম আপদের দশায় অথবা বিশেষ হর্ষ উপস্থিতির অবস্থায়ও
যে ব্যক্তি একাদশী ব্রত ত্যাগ না করে এবং বাহ্যার বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষা
লয়। হইরাছে, ও বৈকবধর্ম্যাচরণ হইতে পরিত্রস্ত নহে, এবং
সকল জীবে সমবুদ্ধি এতাদৃশ ব্যক্তি যাহার সমুদয় ধর্ম আচরণ
বিকৃতে অর্পিত হইরাছে, তিনিই বৈকবপদের বাচ্য ॥ ১৩৩ ॥

যিনি বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষা লইয়াছেন এবং বিষ্ণুপূজাপরায়ণ, তাদৃশ
ব্যক্তিকেই অভিজ্ঞ লোকেরা বৈকব বলিয়া নির্দেশ এবং তদিতর
ব্যক্তিকে অবৈকব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীমদ্ভক্তব্রহ্মোত্তরে ভগবান্
কহিয়াছেন যে,

আজ্ঞাতৈবং গুণান্ দোষান্ মরাদিষ্টানপি অকান্ ।

ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজ্যে স চ সত্তমঃ ॥

আমি বেদে যে বর্ণ ও আশ্রমের স্ব স্ব ধর্ম আদেশ করিয়াছি
তাহার আচরণে তাদৃশ গুণ এবং অতথায় তাদৃশ দোষ হয়, ইহা
সম্যকরূপে স্মরণ হইয়াও যিনি আমার সমুদয় ধর্ম সকল সম্যক
পরিত্যাগ পূর্বক আমাকে ভজনা অর্থাৎ আমার নাম জপণ
কীর্তনাদি করেন তিনিই পূর্বোক্ত সাধু অপেক্ষা পরম জেষ্ঠ ।

এবং শ্রীভগবদগীতার সর্বশেষে ভগবান্ ইহাই দৃঢ়নিশ্চয়
করিয়া অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন যে,

সর্বধর্ম্যান্ পরিত্যজ্য যাতেকং শরণং ব্রজ ।

অহং হাং সর্বপাপেষু মোক্ষপ্রার্থনামি মা শুচঃ ॥ ১৮ ॥ ৩৩ ॥

ঐকান্তিক্যে অত্যাচার। ঐকান্তিক্যে ইত্যং পূর্বে উপদিষ্ট বিষয়
হইতেও পরম ঐকান্তিক্যে উপদেশ দিতেছেন। হে অর্জুন! সর্বধর্ম
পরিত্যাগ করতঃ বিধি-নিষেধের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া আমার
শরণাগত হও, আর বিধি-নিষেধ উল্লঙ্ঘন করতঃ মৎস্বরূপ
বেদাদি শাস্ত্রের অবমাননা জন্ত প্রত্যবাসের কোনও আশঙ্কা, ভয়,
কিন্তু শোচন, করিও না, আমিই তোমার যাবতীর পাপ হইতে
মোচন করিব ॥ ১৮ ॥ ৩৩ ॥

উপরে বাহ্য দর্শিত হইল, তাহাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান
হইতেছে যে, কোনও ব্যক্তি কোনও রূপ পাপাচরণ করিয়াও
এবং ধর্মশাস্ত্রবিহিত ধর্ম কর্ণের অনুষ্ঠান ও আচরণ না করি-
য়াও, যদি ভগবান্নাম শ্রবণ কীর্তনাদি রূপ, ভগবানের ভজন
করে তাহা হইলে তাদৃশ ব্যক্তিও সদাচারশীল সাধু বলিয়া
গণ্য ও মান্য হইবেক এমন কি ব্রাহ্মণকর্তব্য সমুদয় কার্যও
করিতে পারিবেক ইহাতে অতিশয় সুস্পষ্টতর শাস্ত্রীয় যে
সকল প্রমাণ প্রয়োগ আছে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে,

ঐহরিতত্ত্ববিলাসীর ৫ম বিলাসপুস্তক পুস্তকপূরণবচন। যথা, এবং
ঐকান্তিক্যে সর্বধর্ম্যঃ শালগ্রামশিলাস্বকঃ। দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিঃ শূদ্রৈঃ পূজ্যো
ভগবতঃ পরৈঃ। ২২৩। তথা স্বাম্যে ঐকান্তিক্যে সর্বধর্ম্যঃ
শালগ্রামশিলাস্বকঃ। ব্রাহ্মণকৃত্রিমবিধাং সচ্ছন্দ্রাগামধাপি বা।
শালগ্রামেধিকারোহস্তি ন চাত্তেবাং কদাচন। তত্রৈবাত্তত্র, ত্রিযো বা
যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ কৃত্রিমাঃ। পূজয়িত্বা শিলাচক্রং নভস্তে শাস্ত্রতঃ
পদমিতি। অতো নিষেধকং বক্তব্যং অরতে ক্ষুণ্ণং। অবৈক্যবপরাং তত-
দ্বিজেরং তদ্বদর্শিতঃ। বচনং যথা। ব্রাহ্মণশ্চৈব পূজ্যোহহং শুচেরপা-
শুচেরপি। স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো ব্রাহ্মণশ্চৈব পূজ্যোহহং শুচেরপা-
শালগ্রামশিলাস্বকঃ। ব্রাহ্মণগমনার্হৈব শূদ্রশ্চাত্তলতামিমাং ॥ ২২৪ ॥

এই রূপে শালগ্রামশিলাকল্পী জীতগবান্কে ভগবৎপূজার (অর্থাৎ যথাবিধি বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভগবৎপূজাপরায়ণ সং লোকেয়া) স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) সকলেই স্বরং পূজা করিতে পারিবেন ॥ ২৩ ॥ আর শ্ৰদ্ধপুরাণে জীতগবান্দসদ্বাদে চাতুর্মাস্য-ব্রতকথনে শালগ্রামশিলাপূজাপ্রসঙ্গে নির্দিষ্ট আছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং সং অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণব শূদ্রের, শালগ্রামশিলা পূজার অধিকার আছে অন্তের অর্থাৎ অবৈষ্ণব শূদ্রের কদাচ অধিকার নাই। ঐ শ্ৰদ্ধপুরাণে অন্য স্থলে ভিন্ন প্রকরণে উক্ত আছে যে, স্ত্রীলোকই হউক অথবা শূদ্রজাতি ব্যক্তিরাই বা হউক, আর ব্রাহ্মণেরা ও ক্ষত্রিয়াদি লোকেয়া শালগ্রামশিলাচক্র পূজা করিয়া শাস্ততপদ লাভ করিয়া থাকে ॥ অতএব এ বিষয়ে “শুচিই হউক কিম্বা অশুচিই হউক কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরই আমি পূজ্য, স্ত্রীলোক এবং শূদ্রজাতি লোকের করসংস্পর্শ আমাকে বহু অপেক্ষারও অতি দুঃসহ বোধ হয়। প্রণব উচ্চারণ শালগ্রাম শিলা অর্চন ও ব্রাহ্মণীগমন করিলে শূদ্রের চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি হয়”। ইত্যাদি যে সকল স্পষ্ট নিষেধক বচন শুনা যায়; সে সমুদয় বচনকেই তত্ত্বদর্শিয়া অবৈষ্ণব বিবরক স্থির করিয়া তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ২২৪ ॥

টীকা যথা। এবং লিখিতপ্রকারেণ শালগ্রামশিলাস্বকঃ তৎকল্পরূপঃ জীতগবান্বেতি তত্ত্বজনে সর্বৈবামধিকারোহতিপ্রোক্তঃ। তদেবাভিবাঞ্ছয়তি সর্বৈর্দ্বিজাদিভির্জনৈঃ সম্যক্ পূজ্য ইতি। তত্র দ্বিজৈরিত্যিতি ত্রিবর্ণৈর্দ্বিজপ্র-ক্ষত্রিয়বৈশ্যৈরিত্যর্থঃ। নহু ব্রাহ্মণৈস্যকপূজ্যোহহং শুচেরপ্যশুচেরপি। স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বহুপাতসমো মমৈতাদিশালগ্রামশিলাপ্রসঙ্গে জীম-স্তগববচনেন স্ত্রীশূদ্রাণাং তৎপূজা নিষিধ্যতে। তত্র লিখতি ভগবৎপূজার-রিত্যিতি। যথাবিধিক্রমমন্ত্রদীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎপূজাপটরৈঃ সঙ্কীর্ত্যর্থঃ ॥ ২২০ ॥ তদেব জীনারদোক্ত্যা প্রমাণয়তি ব্রাহ্মণেতি সত্যং বৈষ্ণবানাং শূদ্রাণাং শালগ্রামে জীশালগ্রামশিলার্চনে। অস্ত্রোবাৎ অসত্যং শূদ্রাণাং। অতএব শূদ্রমধিকৃত্যোক্তং বায়ুপুরাণে। অযাচকঃ প্রদাতা স্ত্রাৎ কৃষিং স্বত্বার্থমাচরেৎ। পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েদ্দিত্যিতি। এবং মহাপুরাণানাং বচনৈঃ সহ ব্রাহ্মণৈশ্চক পূজ্যোহহমিতি বচনস্ত বিরোধ-স্বাৎসম্যাপটরৈঃ স্মার্ত্তৈঃ কৈশিচৎ কল্পিতমিতি মন্তব্যং। যদি চ যুক্তা

সিদ্ধং সমুদয়ং স্তাভির্চৈবকৈঃ শূদ্রেস্তাদৃশিভিঃ ত্রীতিত্বংপূজা ন
 কর্তব্য। যথাবিধিগৃহীতবিস্তৃদীক্ষাকৈঃ তৈঃ কর্তব্যোতি ব্যবস্থাপনীয়ং।
 যতঃ শূদ্রেষন্ত্যজেষাপি যে বৈষ্ণবান্তে শূদ্রাদরো ন কিলোচ্যন্তে। তথা চ
 নারদীয়ে। স্বপচোহপি মহীশান বিকোর্তকো বিজ্ঞাধিকঃ। ইতি॥ ইতি-
 হাসসমুদয়ে। শূদ্রাঃ ভগবন্তুক্তঃ নিষাদঃ স্বপচঃ তথা। বীকতে জাতি-
 সামান্যং স যাতি নরকং প্রবশতি। পাণ্ডে চ। ন শূদ্রা ভগবন্তুক্তান্তে তু
 ভাগবতা মরাঃ। সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যেন ভক্তা জনাৰ্জনে॥ ইতি এত-
 দাদিকং চাণ্ডে বৈষ্ণবমাহাত্ম্যো বিস্তরেণ ব্যক্তং ভাবি; কিন্তু ভগবদীক্ষা-
 প্রভাবেণ শূদ্রাদীনামপি বিশ্রাম্যং সিদ্ধমেব। তথা চ ভদ্র, যথা কাক-
 নতাং যাতীজাদি এতচ্চ প্রাদীক্ষামাহাত্ম্যো লিখিতমেব। অতএব তৃতীয়-
 স্কন্ধে দেবহুতিবাক্যং। যন্মাঘেরগ্রবণানুকীৰ্ত্তনাশ্চৎপ্রহ্ননাশ্চৎশ্রবণাদপি
 কচিৎ। স্বাদোহপি সন্তঃ সবনার কপ্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবদু দর্শনাৎ।
 ইতি। সবনার যজ্ঞনার কপ্পতে যোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ। অহো বত স্বপচো-
 হতো গরীরান্ যজ্ঞিহ্মাণ্ডে বর্ততে নাম তুভ্যাম্। তেপুস্তপস্তে কুহবুঃ
 সন্মুরাৰ্থ্য ব্রাহ্মচূর্ণাম গৃণন্তি যে তে॥ অতএব বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানা-
 মেকত্রৈব গণনা। তথা চ হরিভক্তিপুৰাণে জীতগবদ্রক্ষসবাদে। তীৰ্থা-
 শ্বশ্বতরবো গাবো বিপ্রাশ্চখা শ্বরঃ। মন্তুকশ্চেতি বিজেরাঃ পঠ্যেতে
 তনবো মমেতি। চতুর্থস্কন্ধে জীপুৰুষহারাজবর্ণনে। সর্বব্রাহ্মণিতাদেশঃ
 সপ্তদ্বীপৈকদগুধক্। অন্ত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্ত্রাত্মজগোত্রতঃ। ইতি। অচ্যুতঃ
 গোত্রং প্রবর্তকতুলাং যেষাং বৈষ্ণবানাং তেতোহন্ত্র চেত্যর্থঃ। তথা
 তন্ত্রহারাজস্তোত্রো। মা জাতু ভেজঃ প্রভবেৎহর্ষিতিস্তিতিকর্য। উপমা
 বিজয়া চ। দেদীপ্যামানেহজিতদেবতানাং কুলে শ্বরঃ রাজকুলাদিজ্ঞানা-
 মिति। অত্র স্বামিপাদানাং টীকা। মহত্যশ্চ তা শ্বরশ্চ তাভির্ব্রাহ্মণকুলস্ত
 তেজস্তৎ তন্মাং সকাশাদ্বিজ্ঞানাং বিশ্রাণাং কুলে অজিতো দেবতা
 পূজ্যো যেষাং বৈষ্ণবানাং তেবাঞ্চ কুলে মা জাতু প্রভবেৎ কদাচিদপি
 প্রভবং ন করোতু। কথন্তু তে সমৃদ্ধিভির্কিনাপি শ্বরমেব ভিতিকাদিভি-
 দেদীপ্যমান ইতি। পুরঞ্জনোক্তো চ। তখিন দখে দমমহং ত্বব বীরপতি
 যোহন্ত্র ভূম্বরকুলাং কৃতক্লিষন্তে। পশ্চে ন বীতভয়মুদ্ভিতং ত্রিলো-
 ক্যামন্ত্র বৈ মুররিপোভিতরত্র দাসাদিতি। তজাপি সৈব টীকা। হে

স্বীকৃতি বস্তু কৃতাপরাধঃ তন্নিবৃত্তং ব্রাহ্মণকুলাদজ্ঞত্ব জ্ঞান্যম নুররিপু-
দানান্নিত্যত্ব চ নমঃ নমো নমঃ করোমীত্যাদি । ইদৃশ্যানি চ বচনানি ঐ-
ভাগবতানো বহুস্তের সন্তি । ইতঃ বৈকবানানং ব্রাহ্মণৈঃ সহ সমামের
সিদ্ধান্তি কিঞ্চ বিপ্রাশ্চিবত্-গুণবুতাকিত্যাদিবচনৈর্বৈকবব্রাহ্মণেভো।
নৌচজ্ঞাতিক্রাতানামপি বৈকবানানং শ্রৈষ্ঠ্যং বিকিঞ্চতেতরাং । অতএবোক্তং
ঐভগবতঃ। ঐহরপ্রৌবেণ হরশীর্বপকরাতে পুত্রযোতমপ্রতিষ্ঠাহতে । সৃষ্টি-
পাল্যন্তু দাতব্য। দেশিকার্কেন দক্ষিণা তদর্কং বৈকবানান্ত তদর্কং তদ্বিজ্ঞম-
মিতি অতো বৃত্তমেব লিখিতং সর্কর্ভগবৎপারৈঃ সংপূজ্য ইতি তথা চ
ব্রাহ্মবৈবর্তে প্রিকৃততোপাখ্যানে ধর্মব্যাহতাপি ঐশালগ্রামশিলাপূজন-
মুক্তং ; ততঃ স বিস্মিতঃ ক্রত্বা ধর্মব্যাহত তবঃ । তসৌ স চ সমানীর
বর্শরামান তাবুভৌ । নির্ধিকবসনৌ ব্রহ্মবাসনমৌ মিজৌ গুরু । শাল-
গ্রামশিলার্কৈব তৎসমীপেহু পুজিতাম্ ॥ ইতি । অত্রাচারচ সত্যং
মধ্যদেশেহশ্মিন বিশেষতো দক্ষিণদেশে চ মহতমানানং ঐবৈকবানানং
প্রমাণমিতি দিষ্ট । এবং ঐভাগবতপাঠাদাবপাধিকারো বৈকবানানং
অক্রম্য যতো বিধিনিষেধা ভগবন্তুতানানং ন ভবন্তীতি । দেবর্ষিতু-
তাশ্রুণাং পিতৃণামিত্যাদি বচনৈঃ । তথা কর্মপরিভাষাদিনাহপি ন
কলিঙ্কদাবো ঘটত ইতি জাবৎ কর্ম্যানি কুর্যীতিতি বদা বস্ত্রানুগৃহীতি
ভগবানিত্যাদিবচনৈশ্চ ব্যক্তং বোধিতমেবাতি । এতৎ সর্বমগ্রো ঐবৈকব-
মাহাত্ম্যো বিস্তরেণ ব্যক্তং জাবিঃ ২২৪ ॥

এইরূপ পূর্বলিখিত প্রকারে শালগ্রামশিলা অরূপ ঐভগবানট
নির্দীত হইল, এই হেতু তাঁহার উক্তনে সকল জাতিরই যে অধিকার
আছে ইহা প্রতিপ্রাসঙ্গিক হইল ; তাহাই বিশেষরূপ ব্যক্ত করিয়া
বলিতেছেন যে সকল কর্তৃক অর্থাৎ দ্বিজ প্রভৃতি সকল লোক কর্তৃক
সেই শালগ্রামশিলা সম্যক পূজনীয় । দ্বিজ শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ কত্রির
ও বৈশ্য ; আর, ব্রাহ্মণ, শুচিই হউক বা অশুচিই হউক, আদি তাহারই
পূজনীয় ; স্ত্রী ও শূত্রের হস্তস্পর্শ দ্বারাকে বস্ত্রপাত সমান জ্ঞান হয় ;
ইত্যাদি, শালগ্রামশিলা এসম্বীয় ভগবত্বসম, স্ত্রী ও শূত্র কর্তৃক যে
তাঁহার পূজা করার নিষেধ প্রদীত হইতেছে, তদ্বিরোধে লিখিতেছেন যে
উহা ভগবৎপরাধ ব্যক্তির পক্ষে নহে, তত্বির যে সকল স্ত্রী ও শূত্র

তাহাকেই বুঝাইবেক। ভগবৎপদ শব্দের অর্থ এই যে যথাবিধি বিষ্ণু-
 যজ্ঞদীক্ষা লইয়া ভগবৎপূজাপরায়ণ সং, শূত্র ও স্ত্রী লোক ব্যতীত
 অন্য স্ত্রী শূত্রের পক্ষে জ্ঞানিবেক। ২২৩। ইহা নারদবচন দ্বারা সপ্রমাণ
 করিতেছেন “ব্রাহ্মণেন্ত্যাদি” সং অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণব, শূত্র
 লোকের, শালগ্রামে অর্থাৎ শালগ্রামশিলা পূজার অধিকার আছে।
 অন্তের অর্থাৎ অন্তঃ শূত্রের উহাতে অধিকার কদাচ নাই। অতএব
 শূত্র অধিকারে বায়ুপুরাণে উক্ত আছে যে, শূত্র ব্যক্তি কাহারও নিকট
 যাজ্ঞা করিবেক না, নিজে প্রকৃষ্ট দান করিবেক, রুতি নিমিত্ত কৃষিকর্মও
 অবলম্বন করিতে পারিবেক, পুরাণশাস্ত্র অরণ করিবেক এবং নিত্য
 শালগ্রামশিলার পূজা করিবেক। মহাপুরাণের এইরূপ সকল ভূরি ভূরি
 বচনের সহিত “আমি ব্রাহ্মণেরই পূজা” ইত্যাদি একটি মাত্র বচনের
 বিরোধ দেখিয়া অনুমান হয় যে, বাংসর্বাঙ্গের কোনও আর্তে উহা
 কখনও করিয়া থাকিবেন আর যদিও এই বচন যুক্তিসিদ্ধ ও সম্মত
 বলিয়া স্থির হয় তাহা হইলে অবৈষ্ণব শূত্র কর্তৃক এবং ভাদ্রশ স্ত্রীলোক
 কর্তৃক উহার পূজা কর্তব্য নহে, আর যথাবিধি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত স্ত্রী ও
 শূত্র কর্তৃক উহা কর্তব্য, এইরূপ ব্যবস্থা করিলে সকল বচনেরই বিরোধ
 মীমাংসিত হইয়া যায়। যেহেতু অন্তঃশূত্রের মধ্যেও যাহারা বিষ্ণুমন্ত্রে
 দীক্ষিত তাহাদিগকে শূত্র বলা যায় না। ইহা নারদপুরাণে উক্ত আছে
 যে, হে মহীপাল, চণ্ডাল ও বিহুতন্ত্র হইলে দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতেও
 অধিক মাননীয়। ইতিহাস সমুচ্চয়েও কথিত আছে যে, ভগবন্ত শূত্র
 বা নিবাদ অথবা চণ্ডালকেও, যে ব্যক্তি জাতিসামাজিকারে অবলোকন
 করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে যায়। বায়ুপুরাণে নির্দিষ্ট আছে যে,
 শূত্র প্রভৃতি নীচ জাতি ব্যক্তি ভগবন্ত হইলে উহাদিগের আর শূত্র
 থাকে না, উহারা ভগবত মনুষ্য বলিয়া কথিত হয়। আর ব্রাহ্মণ
 কল্পিত বৈষ্ণু কিম্বা শূত্রের মধ্যে যে কোনও জাতির লোক হউক না
 কেন যাহারা জন্মদিন হরিতে তত্ত্ব নহে তাহারাই শূত্র। এতদ্ব্যতক
 আর আর প্রমাণ রচন সমুদয় বৈষ্ণবমাহাত্ম্য প্রকরণে বিস্তার রূপে
 পরে প্রকাশিত হইবেক। এক্ষণে তদ্ব্যবসারে কিছু বলা যাইতেছে যে,
 ভগবৎযজ্ঞদীক্ষার প্রভাবে শূত্র প্রভৃতিরও বিশুদ্ধতাজা সিদ্ধই আছে,

এ বিবরে দীক্ষামাহাত্ম্যে যথা “কাকনভাং যাতীত্যাদি” প্রমাণ বচনে সমর্থিত করিয়া পূর্বেই লেখা হইয়াছে। অতএব জীমস্তাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে দেবহুতির বচন এই যে, কুকুরভোজী চণ্ডালেও কদাচিত্ তোমার নাম জবন অথবা অনুকীৰ্ত্তন করিলে কিম্বা তোমাকে সম্বোধন পূর্বক আহ্বান অথবা স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ শুচি হইয়া অন্নং সোমযাগ করণে যোগ্য হয়, তোমার দর্শনে যে পবিত্র হইবেক ইহাতে আর বক্তব্য কি? অতএব তোমার দর্শনে আমি কৃতার্থ হইরাছি। হে প্রভো! কি আশ্চর্য্য তোমার নামের মহিমা! দেখ এই কারণেই চণ্ডালও পরম-পূজ্য হইয়া যায়, যেহেতু যে ব্যক্তির জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান হয়, সে ব্যক্তি স্বপচ চণ্ডাল হইলেও পূজ্য হয়। ফলতঃ যে সকল পুরুষ তোমার নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন তাঁহারা ই যথার্থ তপস্তা করিয়াছেন, তাঁহারা ই যথার্থ অগ্নিতে হোম করিয়াছেন, তাঁহারা ই সমুদ্র তীর্থে যথার্থ স্নান করিয়াছেন, তাঁহারা ই যথার্থ সদাচারী এবং তাঁহারা ই যথার্থ বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, অর্থাৎ তোমার নাম কীৰ্ত্তন করিলে তপস্তা অগ্নিহোত্র তীর্থস্নান সমুদ্র সদাচার এবং বেদাধ্যয়ন প্রভৃতির ফল পাওয়া যায় সুতরাং তোমার নাম কীৰ্ত্তনে স্বপচকেও অতি পবিত্র করিয়া তাহার অতিপূজ্যতা বিধান করে। এই প্রমাণ বচন অনুসারে বিহুসন্ত্রে দীক্ষিত শূদ্রদিগের ব্রাহ্মণের সহিত একত্র গণনা করা হইয়া থাকে। যথা হরিতকিস্মদ্বোধনরে ব্রাহ্মার প্রতি শ্রীভগবান্ কহিয়াছেন যে, তীর্থ সকল, অশ্বশ্ব রক্ষ সকল, গাভি সকল, ব্রাহ্মণ সকল, এবং আমার ভক্ত সকল এই পাঁচটিই আমার শরীর বলিয়া জানিবে। ফলতঃ ইহাদিগের প্রতিোকটিকেই আমি অন্নং ভূইরূপে বোধ করিবে। জীমস্তাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে জীপ্থু মহারাজের বর্ণনে উক্ত আছে যে, তিনিই নগদীপ মধ্যে একমাত্র দণ্ডধারী হইলেন, তাঁহার আদেশ সর্বত্রই অম্বসিত হইরাছিল কিন্তু ব্রাহ্মণকুল এবং অচ্যুতমোত্র অর্থাৎ ভগবান্ হরি বাহাদিগের গোত্রপ্রবর্ত্তক তাম্রক বৈক্যব সকল ব্যতিরেকে, পৃথিবীর সর্বত্রই তাঁহার দণ্ডবিধান ছিল ফলতঃ তিনি ব্রাহ্মণ ও বৈক্যবের প্রতি কখনও দণ্ড বিধান করেন নাই। আর এই স্কন্ধের এই একবিংশতি অধ্যায়ের পৃথু মহারাজের বাণ্যে যথা, আমি এক্ষণে প্রার্থনা করি যেন কোমও

রাজকুলের প্রভাব তেজঃ, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগের কুলে কখনও প্রতাপ প্রকাশ করিতে না পারে, বেহেতু ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের কুল, সমৃদ্ধি ব্যতিরেকেও তিতিক্ষা, তপস্যা ও বিদ্যা এই তিন মহর্ষি দ্বারা আপনাপন পন্থাই দেদীপ্যমান রহিয়াছে ॥ আর ঐ স্বল্পে সপ্তবিংশতি অধ্যায়ে পুরঞ্জনের বচন যথা, হে বীরপত্নি, (অর্থাৎ আমি মহাবীর, তাহার ভার্য্যা তুমি) অতএব বল, কোন ব্যক্তি তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছে, যদি ভূদেবতাকুল অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুল, এবং মুররিপু ত্রীকৃষ্ণের দাস অর্থাৎ বৈষ্ণব না হয় তবে এখনি তাহার দমন করি অর্থাৎ দণ্ডবিধান করি, দেখ ভূদেব ব্রাহ্মণের কুল এবং হরিদাস বৈষ্ণবদিগের কুল, ব্যতিরেকে এই ত্রিলোকীমধ্যে বা ইহার বহির্ভাগে কুত্ৰাপি আর কাহাকেও আমি আমার সমক্ষে বীতভর অথবা আনন্দে প্রফুল্লিত দেখিতে পাই না। এইরূপ ভূরি ভূরি বচন সকল, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি বহুশাস্ত্রে আছে, সূতরাং ব্রাহ্মণদিগের সহিত বৈষ্ণবদিগের সমতাই বিচারসিদ্ধ ও শাস্ত্রসম্মত ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। আর দেখ, শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে নবম অধ্যায়ে উক্ত আছে, পদ্মনাভ হরির পদারবিন্দে বিমুখ ব্রাহ্মণ, সম্পত্তি, সংকুলজন্ম, শারীরিক সৌন্দর্য্য, তপস্যা, বেদাধ্যয়নাদি জনিত পাণ্ডিত্য, শুক্ল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পটুতা, তেজঃ অর্থাৎ কান্তি, প্রভাব অর্থাৎ কোবদণ্ড ইহিতে জাত তেজঃ, দৈহিক বল, পৌরুষ অর্থাৎ উজ্জম, বুদ্ধি অর্থাৎ প্রজ্ঞা, এবং অষ্টাঙ্গ যোগ এই ইত্যুপেক্ষিত দ্বাদশ গুণ, অথবা সনৎসুজাতোক্ত (ক) ধর্ম্ম, সত্য, দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, তপঃ, অমাংসঘা, লজ্জা, তিতিক্ষা অর্থাৎ শীত, উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসংযুক্ত, অননুয়া, যজ্ঞ, দান, ধৈর্য্য, ও বেদাধ্যয়ন এই দ্বাদশ গুণযুক্ত হইলেও ; তদপেক্ষা যাহার মন, বাক্য, কর্ম্ম, ধন, এবং প্রাণ, ভগবানে অর্পিত হইয়াছে, তাদৃশ চণ্ডালও বরিষ্ঠ। ইহার কারণ এই, গুণহীন নীচ ব্যক্তিতে হরিভক্তি দ্বারা সকল সদ্গুণেরই সম্যক আসক্তি হয়, সূতরাং

(ক) মহাভারতে সনৎসুজাতোক্তং যথা। ধর্ম্মশ্চ নৃত্যঞ্চ দমস্তপশ্চা-
মাংসঘ্যং কীৰ্ত্তিতিক্ষাননুয়া। যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রতঞ্চ ব্রতানি চৈব দ্বাদশ
ব্রাহ্মণস্য।

এ নীচতর তাদৃশ ঋণচ প্রভৃতি ব্যক্তি, তাদৃশ নীচকুলকে সমূলে পবিত্র করে। আর হরিভক্তিবিহীন, গুণী ও মানী ব্যক্তিতে গুণ দ্বারা, প্রভুত্বের গর্ভ উৎপন্ন হইয়া আপনাকেই পবিত্র করিতে পারে না, তাহাতে অস্ত্রের কথা দূরে থাকুক। কলতঃ ভক্তিহীন ব্যক্তির গুণে, গর্ভমাত্রই উৎপন্ন হয়, শুদ্ধিসম্পাদন হয় না, সূতরাং সে সকল গুণে অধিকতর হীন ও নীচপ্রকৃতি হইয়া যাইতে হয়। ইহা দ্বারা এবং তদনুরূপ অত্যাশ্রয় ভুরি ভুরি বচন দ্বারা অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নীচজাতিজাত ব্যক্তি বৈষ্ণব হইলে শ্রেষ্ঠ ও মাত্র, ইহা সবিশেষ নির্দিষ্ট আছে। অতএব হরিশীৰ্ষপঞ্চরাত্রে পুরুষোত্তমপ্রতিষ্ঠার অন্তে, ভগবান্ হর্যগ্ৰীব কহিয়াছেন যে, শ্রীমূর্তিরক্ষকদিগকে দৈনিকার্জ দক্ষিণা দেওয়া কর্তব্য তাহার অর্দ্ধেক বৈষ্ণবদিগকে এবং তাহার অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দেওয়া কর্তব্য।

এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ দৃষ্টে এবং আচার ব্যবহার ও যুক্তিতে ইহা শাস্ত্রসম্মত, বিচারসঙ্গত এবং বিবেচনাসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ভগবৎপর স্ত্রী ও শূদ্রে শালগ্রাম শিলা পূজা করিবেক এই লেখা কোনও রূপেই অস্বাভাব্য ও অনুক্ত নহে। এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে প্রিয়ত্রতোপাখ্যানে ধর্মব্যাধকর্তৃক শালগ্রামশিলার পূজনরূপ আচারও, দেখা যাইতেছে যথা, অনন্তর ধর্মব্যাধের সেই বাকা শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া তথায় রহিলেন, আর সেই ধর্মব্যাধ, অতিপবিত্রবস্ত্রপরিধারী ব্রহ্ম ও আসনস্থ সেই দুই জন নিজ গুরুকে এবং তাঁহাদিগের সমক্ষে অতি স্নন্দররূপে সম্যক পূজিত শালগ্রামশিলাকে তাঁহার সম্মুখে আনিয়া দেখাইয়া ছিলেন। এই রূপ আচরণ এখনও এই ভারতবর্ষের মধ্যদেশবাসী বিশেষতঃ দক্ষিণপ্রদেশবাসী মহত্তম শ্রীবৈষ্ণবদিগের অর্থাৎ ব্রাহ্মাইং নিমাইং প্রভৃতি শ্রী ও কৃষ্ণ এবং ননক সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবদিগের সমাজে অত্যাপিও প্রচরুপ আছে। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত স্ত্রী, শূদ্র প্রভৃতির শালগ্রামশিলা পূজা বিষয়ে এই সদাচার প্রমাণমাত্র দিগদর্শন করা গেল। এবং শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ পাঠেও বৈষ্ণবদিগের অধিকার আছে ইহার প্রমাণচুবন শাস্ত্রে দেখিয়া লইবেন। যেহেতু ভগবন্তকৃদিগের পক্ষে, বিধি কি নিষেধ কিছুই নাই। ইহাতে অনেকানেক শাস্ত্রীয় প্রমাণবচন আছে। এই রূপ, সকল কর্ম পরিত্যাগ জন্য বৈষ্ণবদিগের

কোনও দোষই ঘটে না, এই বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণবচন আছে, নিজ নাম কীৰ্ত্তনাদি দ্বারা ভগবান্ অনুগ্রহ করিলেই ঐ রূপ হয়, ইহা অগ্রে বৈষ্ণবমাহাত্ম্যপ্রকরণে সবিস্তর ব্যক্ত রূপে লিখিত হইবেক, ধর্মশাস্ত্রেও উক্ত স্পষ্ট প্রকাশিতই আছে ॥ ২২৪ ॥

এক্ষণে হলায়ুধাদি সুবিখ্যাত গ্রন্থকারবংশরত্ন বলিয়া রাজসভাসদেব বহুমত শ্রীযুত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্নের বৈষ্ণব-লক্ষণ লেখা প্রকরণে একটি কৌতুকাবহ বিস্ময়কর ব্যাপার দেখিয়া এ স্থলে উহার উল্লেখ পূর্বক আলোচনা না করিয়া আর ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। স্মৃতিরত্ন মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকের ৪৩ পৃষ্ঠায় এবং ৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে

“যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিও ব্রাহ্মণমাত্রকেই বৈষ্ণব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।
যথা

বা সন্ধ্যা সা তু গায়ত্রী দ্বিধা ভূত্বা প্রতিষ্ঠিতা।

সন্ধ্যা উপাসিতে যেন বিষ্ণুস্তেন উপাসিতঃ (খ) ॥

সন্ধ্যা ও গায়ত্রী উভয়ই এক পদার্থ কেবল দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছে মাত্র, যিনি সন্ধ্যার উপাসনা করেন বিষ্ণুই তৎকর্তৃক উপাসিত হন।”

(খ) সন্ধ্যা উপাসিতা যেন এই পাঠের পরিবর্ত করাতে এবং উহার অনুবাদে যিনি সন্ধ্যার উপাসনা করেন এই লেখা দ্বারা এবং নিম্নে উদ্ধৃত নির্বাণতন্ত্রীয় বচনে উপাস্তান্তে প্রভৃতি পাঠ দেখিয়া, তাঁহার পরি-
গৃহীত প্রণালীতে অনেকে অনুমান করেন যে স্মৃতিরত্ন মহাশয় ভালরূপে বিবেচনা না করিয়াই তাদৃশ কার্শ্ব সম্পাদন করিয়া থাকিবেন লিপিকর বা মুদ্রাকর বা শোধনকরের প্রমাদ বলিয়া নিজের ধর্মশাস্ত্র ও ব্যাকরণ-
শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা অপ্রকাশ রাখিবার আর পথ রাখেন নাই।

আমার প্রকাশিত দ্বিতীয় পুস্তকে ৮ বন্দাবনধামের গোস্বামী মহাশয়দের লিখিত ৪র্থ সংখ্যক ব্যবস্থায় বিষ্ণুমন্ত্রে অদীক্ষিত ব্রাহ্মণের অবৈষ্ণবত্ব খণ্ডন পূর্বক বৈষ্ণবত্ব প্রতিপাদন করা স্মৃতিরত্নের আবশ্যক বিধায় এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ হইল, আবার যখন বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবত্ব অপলাপ করা শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিয়াছেন এবং তদনুসারে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণকেও শাক্ত নির্দেশ করিয়া বিষ্ণুপূজনে অনধিকারী বলিয়া যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহার হেতু নিরূপণের প্রমাণ স্থলে, বোধ করি পূর্বাপর পর্যালোচনা পরিশূন্য হইয়া স্মৃতিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,

“নির্দীক্ষিতস্ত্রে ব্রাহ্মণমাত্রকেই শাক্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যথা

শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্কে ন চ শৈবা ন বৈষ্ণবাঃ।

উপাস্তন্তে যতো দেবীং সাবিত্রীং পরমাক্ষরীম্ ॥

সমস্ত ব্রাহ্মণই শাক্ত, অর্থাৎ শক্তিমন্ত্রোপাসক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, শৈব বা বৈষ্ণব হইতে পারেন না, যেহেতু তাঁহারা পরমাক্ষরী সাবিত্রী দেবীর উপাসনা করিয়া থাকেন”।

স্মৃতিরত্নের এই লেখাতে কৌতুকও হয়, দুঃখও হয়, আক্ষেপও হয়, চিন্তাও হয়, আশঙ্কাও হয়। হায় ! হায় ! পাপীয়সী ঈর্ষ্যা পিশাচী ও বিতণ্ডা বিদ্যাধরী স্বন্ধে আরোহণ করিলে কি কোনও মানুষেরই দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না ? পূর্বে যখন ব্রাহ্মণমাত্রের অবৈষ্ণবত্ব খণ্ডন করিয়া বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষা ব্যতিরেকেও বৈষ্ণবত্ব স্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছিল, তখন তিনি বিষ্ণুমন্ত্রে অদীক্ষিত ব্রাহ্মণমাত্রের বৈষ্ণবত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াস পাইয়াছেন, কারণ তখন ব্রাহ্মণমাত্রের

বৈষ্ণবত্ব স্বীকার না করিলে, অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠা, বিষ্ণুপূজা, এবং বিষ্ণুনৈবেদ্য, পাক কিম্বা স্পর্শ করার নিবেদন বিষয়ক শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন জন্য দোষের অপবাদ প্রভৃতি হয় না ও অন্যথা অনেক অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের বিষ্ণুপূজা করা অসিদ্ধ হইয়া যায়। এক্ষণে পুনর্ব্বার ঐ শাস্ত্র অনুসারে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণদিগের দ্বারাও বিষ্ণুপূজা করা অসিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণমাত্রের বৈষ্ণবত্ব খণ্ডন করা আবশ্যক হইয়াছে সুতরাং ব্রাহ্মণমাত্রকেই শাস্ত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইতেছেন, কারণ এখন ব্রাহ্মণ মাত্রের শাস্ত্রত্ব স্থাপন না করিলে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণদিগেরও (গোস্বামী প্রভৃতিরও) বৈষ্ণবত্ব খণ্ডন করা সম্পন্ন হয় না। এক্ষণে সকলে নিরপেক্ষ হইয়া বলুন, এরূপ পরস্পর বিমম বিরুদ্ধ লিখন কেহ কখনও এক লেখকের এক লেখনীর মুখ হইতে নির্গত হইতে দেখিয়াছেন কি না ? স্মৃতিরত্ন মহাশয় গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তিনি “ এক্ষণে আমার ব্রাহ্মি শান্তির নিমিত্ত আমার অবলম্বিত স্মৃতি ও পুরাণের কতিপয় বচনের শাস্ত্রান্তর সম্বাদ দ্বারা সদর্থ নিরূপণে প্রবৃত্ত হইতেছেন” (গ)। অধুনা আমার ব্রাহ্মিশান্তিপূর্ব্বক স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের শাস্ত্রান্তর সম্বাদ শ্রবণ করিয়া সদর্থ জ্ঞান লাভে অতিলাবীরা, স্বেচ্ছাময় স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের পূর্ব্ব লিখনে আস্থা ও শ্রদ্ধা করিয়া “ ব্রাহ্মণমাত্রই বৈষ্ণব ” এই ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিয়া লইবেন অথবা

তদীয় শেষ লিখনে আস্থা ও শ্রদ্ধা করিয়া “ব্রাহ্মণমাত্র বৈষ্ণব নয় সকলই শাক্ত” এই ব্যবস্থা শিরোধার্য করিয়া লইবেন, সদর্থ নিরূপণে প্রবৃত্ত স্মৃতিরত্ন মহাশয়ই এতদ্বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন করিতে, বিসংকণ পটু ও সক্ষম, সুতরাং তিনিই তাহাদিগের সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিবেন। আমায় জিজ্ঞাসা করিলে আমি তৎক্ষণাৎ অক্ষুদ্রচিত্তে কোনও সঙ্কোচ না করিয়াই এই উত্তর দিব যে হলায়ুধাদি সুবিখ্যাত গ্রন্থকার-বংশরত্ন বলিয়া আমাদের সভাবাজারীয় রাজসভাসদ নির্দিষ্ট এবং রাজসভাসদের বহুমামিত ত্রীযুত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন মহাশয় তাঁহার মত ও ব্যবস্থা সুতরাং উভয় ব্যবস্থাই শিরোধার্য করা উচিত ও আবশ্যিক। মনু কহিয়াছেন শ্রুতিবৈধন্ত যত্র স্মান্ত্র ধর্মাবুভৌ স্মৃতৌ ”। ২।১৪। যে স্থলে শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধ ঘটে তথায় উভয়ই ধর্ম বলিয়া ব্যবস্থাপিত ॥ উভয়ই বেদবাক্য, সুতরাং উভয়ই সমান মাননীয়। বেদবাক্যের পরস্পর বিরোধ স্থলে বিকম্প ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে বেদের মান রক্ষা হয় না। সেইরূপ এই উভয় ব্যবস্থাই এক লেখনী হইতে নির্গত সুতরাং উভয়ই সমান মাননীয়। বিকম্প ব্যবস্থা অবলম্বন পূর্বক উভয় ব্যবস্থা শিরোধার্য করিয়া না লইলে, আমার ব্রাহ্মশান্তিকারক ও সদর্থ নিরূপক এবং সর্বশাস্ত্রপারদর্শী স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের মান রক্ষা হয় না এবং রাজসভাসদের পুস্তকে যে পঞ্চদশ জন স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহাদিগকে মহামহোপাধ্যায়, অধ্যাপক মহাশয় বলিয়া নির্দেশ আছে তন্মধ্যে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের আরও কিছু বিশেষ নির্দেশ আছে সে নির্দেশ এই যে হলায়ুধাদি সুবিখ্যাত

গ্রন্থকারবংশরত্ন অধ্যাপক এই সকল নির্দেশে রাজসভাসদ প্রদত্ত বহু সম্মান করার রক্ষাপক্ষে এবং সভাবাজারীয় রাজসভাসদদের আদেশ প্রতিপালনে কিশ্বিং৭ ত্রুটি হয়। যাহা হউক আশ্চর্যের অথবা কৌতুকের বিষয় এই স্মৃতিরত্ন ভার্য্য অন্যের ভ্রান্তিশান্তি ও অসদর্থ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন, কিন্তু নিজের অসদর্থ নিরাকরণ ও ভ্রান্তি শান্তি পক্ষে কিছুমাত্র ভ্রক্ষেপ করেন নাই। যাহা দর্শিত হইল তদনুসারে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের উভয় ব্যবস্থা স্থলেই এই অভিপ্রায় সুস্পষ্ট প্রকাশ আছে যে বিষ্ণুমন্ত্রে অদীক্ষিত অর্থাৎ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের বিষ্ণুপূজাদি বিষয়ে অনধিকার ইহাই অবলম্বন করিয়া পূর্বের ব্রাহ্মণমাত্রকে বৈষ্ণব নির্দেশ করিয়া বিষ্ণুপূজাদি বিষয়ে সকল ব্রাহ্মণেরই অধিকার নির্দেশ এবং পরে ব্রাহ্মণমাত্রের শাক্তত্ব স্থাপন করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত (গোহামী প্রভৃতি) বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগকে বিষ্ণুপূজাদি বিষয়ে অধিকারচ্যুত করিয়াছেন ফলতঃ উভয় স্থলেই অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা প্রভৃতিতে অনধিকারের বিষয়ক স্বীকার অপরিহার্য্য। এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নিজের স্বীকার অনুসারে অবৈষ্ণব ও শাক্ত ব্রাহ্মণের বিষ্ণুপূজাদি বিষয়ে অনধিকার এবং বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার প্রতিপন্ন হইতেছে কি না।

আক্ষেপের বিষয় এই যে স্মৃতিরত্ন মহাশয় যে সকল লোকের নিকট হইতে প্রমাণ সংকলন করিয়াছেন; তাঁহারা বিলক্ষণ তাত্ত্বিক স্মৃতরাং নির্বাণ তত্ত্বের শ্লোক দিয়া আপা-

ততঃ উখিত বহ্লিবৎ প্রতীয়মান বচন সকলের নির্বাণ করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। বেদ ও পুরাণ শাস্ত্রে তাঁহাদের দৃষ্টি থাকিলে তাদৃশ তত্ত্ববচনকে প্রমাণ স্থলে বিন্যাস করিতে কখনই উপদেশ দিতেন না। তত্ত্ব বা আগম শাস্ত্র সকল শিবপ্রণীত বটে কিন্তু তত্ত্ব কিয়া আগমশাস্ত্রের উদ্দেশ্য কি তাহার সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে ঐ তত্ত্ব কিয়া আগম বাক্যকে প্রমাণস্থলে উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন না। তত্ত্ব কিয়া আগম শাস্ত্র মোহশাস্ত্র, লোক মোহনের নিমিত্ত শিব ও বিষ্ণু, ঐ তত্ত্ব বা আগম শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা,

চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবঃ স শিবস্তথা।

কাপালং নাকুলং বামং ভৈরবং পূর্বপশ্চিমম্।

পাঞ্চরাত্রং পাশুপতং তথাহ্যানি সহস্রাণঃ ॥ ইতি

নাগোজীভট্টকৃতসপ্তশতাব্যাক্ষিপ্ততর্কম্পুরাণবচনম্।

বিষ্ণু ও শিব কাপাল, নাকুল, বাম, পূর্বভৈরব, পশ্চিম-ভৈরব, পাঞ্চরাত্র, পাশুপত প্রভৃতি সহস্র সহস্র মোহশাস্ত্র করিয়াছেন।

শূণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্।

যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জানিনামপি।

প্রথমং হি মরৈবোক্তং শৈবং পাশুপতর্কনিকম্ ॥

ইতি নাগোজীভট্টকৃতসপ্তশতাব্যাক্ষিপ্ততর্কম্পুরাণবচনম্।

দেবি, শ্রবণ কর যথাক্রমে মোহশাস্ত্র সকল বলিব, যে মোহ-শাস্ত্রের শ্রবণমাত্রে জানীরাও পতিত হইবে। শৈব, পাশুপত প্রভৃতি মোহশাস্ত্র আমিই প্রথমতঃ কহিয়াছি।

‘যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেহস্মিন্ বিবিধানি চ।

ঋতিস্মৃতিবিকল্পানি তেষাং নিষ্ঠা তু তামসী ॥

করালভৈরবঞ্চাপি যামলং যামমেব চ ।

এবংবিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু ।

ময়া সৃষ্টানি চাত্তানি মোহাইয়মাং ভবার্গবে ॥

ইতি মলমাসতত্ত্বতকুর্য়ুপুরাণবচনম্ ।

এই লোকে, বেদবিকল্প ও স্মৃতিবিকল্প যে নানাবিধ শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমুদয়ের তামসী গতি, অর্থাৎ তদনুসারে চলিলে অন্তে অধোগতি হয় । করালভৈরব, যামল, যাম, এবং এই রূপ অত্যাশ্রমোহশাস্ত্র সকল, ভবার্গবে লোকমোহনের নিমিত্ত, আমি সৃষ্টি করিয়াছি ।

এইরূপে তত্ত্ব প্রভৃতি আগমশাস্ত্রকে শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ মোহশাস্ত্র স্থির করিয়া অধিকারী ভেদে কোনও অংশ গ্রাহ্য করিয়াছেন । যথা

তথাপি যোঃশো মার্গাণাং বেদেন ন বিকথ্যতে ।

সোঃশঃ প্রমাণমিত্যুক্তঃ কেষাঙ্কিদধিকারিণাম্ ॥

ইতি নাগোজীভট্টকৃতসপ্তশতীব্যাখ্যান্তত্বতসংহিতাবচনম্ ।

তথাপি অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃতিবিকল্প হইলেও, আগমোক্তপথের যে অংশ বেদবিকল্প না হয়, কোনও কোনও অধিকারির পক্ষে সেই অংশ প্রমাণ ।

আগমশাস্ত্রের অধিকারী কে, তাহাও নিরূপিত আছে ।

যথা

শ্রুতিভ্রষ্টঃ স্মৃতিপ্রোক্তপ্রায়শ্চিত্তপরাধুথঃ ।

ক্রমেণ শ্রুতিসিদ্ধার্থং ব্রাহ্মণস্তত্ত্বমাত্রয়েৎ ।

পাক্ষরাত্রং ভাগবতং মন্ত্ৰং বৈখানসাভিধম্ ।

বেদভ্রষ্টান্ সমুদ্दिश्या কমলাপতিকল্পবান্ ॥

ইতি নাগোজীভট্টকৃতসপ্তশতীব্যাখ্যান্তত্বতশাখপুরাণবচনম্ ।

বেদভ্রষ্ট এবং স্মৃতিপ্রোক্ত—প্রায়শ্চিত্ত—পরাধুথ ব্রাহ্মণ, ক্রমে বেদসিদ্ধির নিমিত্তে, তত্ত্বশাস্ত্র আশ্রয় করিবেক । বিষ্ণু

বেদত্রুট দিগের নিমিত্তে পঞ্চরাত্র, ভাগবত, বৈখানস মন্ত্র
প্রভৃতি শাস্ত্র কহিয়াছেন ।

এইরূপ মোহশাস্ত্র সৃষ্টি করিবার তাৎপর্য্যও পদ্মপুরাণে
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । যথা

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্তৈস্তৈর্জ্ঞানান্ মহিমুখান্ কুরু ।

মাক্ষ গোপর বেন স্মাৎ স্মৃতিরেষোত্তরোত্তরা ॥

ইতি নাগোজীভট্টকৃতনগ্নশতীব্যাক্ষ্যান্নতপদ্মপুরাণবচনম্ ।

বিষ্ণু শিবকে কহিতেছেন, তোমার কল্পিত আগমশাস্ত্র সমূহ
দ্বারা লোককে আমাতে বিমুগ্ধ কর, এবং আমাকে গোপন কর,
তাহা হইলে এই স্মৃতিপ্রবাহ উত্তরোত্তর চলিবেক ।

অতএব দেখ, যখন ভগবান্ বিষ্ণু ও শিব উভয়ে পরা-
মর্শ করিয়া লোকমোহনের নিমিত্ত আগমশাস্ত্রের সৃষ্টি করি-
য়াছেন; এবং লোকদিগের অনার্য্যাসে মোহজন্মাইবার নিমিত্ত,
ঐতি স্মৃতি ও পুরাণকে পূর্ব পূর্ব যুগের শাস্ত্র স্থির করিয়া
দিয়া কলিযুগের লোকদিগকে কেবল আগমশাস্ত্র অনুসারে
চলিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, তখন “কলাবাগমসম্ভবঃ,” এই
আগমবাক্য অনুসারে, কলিযুগে কেবল আগমশাস্ত্র অনুসারেই
চলিতে হইবেক, ইহাই ঐ মোহজনক আগমবাক্যের অর্থ ও
তাৎপর্য্য । আর যখন আগমশাস্ত্র কেবল লোকমোহনের
নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে, তখন পূর্বোক্ত আগমবাক্য অবলম্বন
করিয়া, কলিকালে পুরাণ ও স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের
অপ্রামাণ্য প্রতিপন্ন করিবার সজ্ঞাবনাও নাই; আগম বেদ-
বিরুদ্ধ মোহনশাস্ত্র, পুরাণ, বেদ স্মৃতি অনুযায়ী ধর্ম্মশাস্ত্র এবং
হেমাद्रিকৃত চতুর্দ্বর্গচিন্তামণির দানধণ্ডীয় সপ্তম অধ্যায় দ্বত

যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদৃষ্টং স্মৃতিভিঃ কিল ।

উভাভ্যাং যন্ন দৃষ্টং হি তৎ পুরাণেষু গীয়তে ॥ নারদীয়বচনম্

চারিবেদে যে সকল বিষয় দর্শিত হয় নাই, স্মৃতিশাস্ত্রে তাহা
• প্রদর্শিত হইয়াছে এবং চারিবেদে ও স্মৃতিশাস্ত্রে যাহা দেখা যায়
না পুরাণ শাস্ত্রে সে সমুদয় প্রকীর্তিত হইয়াছে ।

পুরাণং সৰ্ব্বশাস্ত্রাণাম্ প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতম্ ।

অনন্তরঞ্চ বক্তৃত্বো বেদান্তস্ত বিনির্গতাঃ ॥ মৎস্তুপুরাণবচনম্ ।

ব্রহ্মা সকল শাস্ত্রের মধ্যে পুরাণ শাস্ত্র প্রথম স্মরণ করিয়া
প্রকাশ করিয়াছিলেন, অনন্তর তাঁহার চারি মুখ হইতে চারি বেদ
বিনির্গত হইয়াছে ।

এই সকল প্রমাণ বচন অনুসারে পুরাণ শাস্ত্র, বেদ
হইতেও যে পুরাতন ও মাননীয় তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হই-
তেছে । অতএব পূর্বনির্দিষ্ট আগমশাস্ত্রের অন্তর্গত মহা-
নির্বাণতত্ত্বীয় বচনে সিদ্ধান্ত স্থির, ও দৃষ্টান্তস্থল গণ্য, করিয়া
ব্রাহ্মণ মাত্রকে শাস্ত্র বলা এবং তদনুসারে অসার অপদার্থ
অমূলক তর্ক উপস্থিত করা কোনও মতেই শাস্ত্রসম্মত বিচার-
সহ বা বিবেচনাসিদ্ধ হইতে পারে না ।

এক্ষণে ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক ঐ সমস্ত পুরাণ
ধর্ম্যশাস্ত্রে যে সকল ধর্ম্য নিরূপিত হইয়াছে, সকল যুগেই সে
সমুদয় ধর্ম্য অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক কি না । মনু-
প্রণীত ধর্ম্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে ঐ বিষয়ের নীমাংসা
আছে । যথা,

অন্তে কৃতযুগে ধর্ম্যাস্ত্রেত্বরাং দ্বাপরেহপরে ।

অন্তে কলিযুগে নৃণাং যুগত্বানানুরূপতঃ ॥

যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হেতু, সভ্যযুগের ধর্ম্য সকল

অন্ত, ত্রেতাযুগের ধর্ম সকল অন্ত, দ্বাপরযুগের ধর্ম সকল অন্ত,
এবং কলিযুগের ধর্ম সকল অন্ত ।

এক্ষণে এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে, তবে কলি-
যুগের লোকদিগকে কোন ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হই-
বেক । তদ্বিষয়ে বৃহন্নারদীয় পুরাণ ধর্মশাস্ত্রে এই মাত্র
নির্দেশ আছে যে,

হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্তথা । ইতি ॥

সত্যযুগে প্রধান ধর্ম যে তপস্যা, কলিতে সেই তপস্যা দ্বারা
কোনও গতিরই সম্ভাবনা নাই, কেবল একমাত্র হরির নামই গতি ।
ত্রেতাযুগে প্রধান ধর্ম যে জ্ঞান, কলিতে সেই জ্ঞানের দ্বারা
কোনও গতিরই সম্ভাবনা নাই, কেবল একমাত্র হরির নামই গতি ।
দ্বাপরযুগে প্রধান ধর্ম যে ব্রজ, কলিতে সেই ব্রজ দ্বারা কোনও
গতিরই সম্ভাবনা নাই, কেবল একমাত্র হরির নামই গতি ।

এবং শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধে ও দ্বাদশ স্কন্ধে
নির্দিষ্ট আছে যে

ক্লৃতে বদ্ধ্যার্যতো বিষ্ণুং ত্রেতার্যাং যজতো মথৈঃ ।

দ্বাপরে পরিচর্য্যার্যাং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাং ॥

কলেদৌষনিধে রাজন্নস্তি হেকো মহান্ গুণঃ ।

কীর্তনাদেব ক্লৃৎস্ত মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥

কলিং সত্যজরন্ত্যার্য্যাঃ গুণজ্ঞাঃ সারুভাগিনঃ ।

যত্র সঙ্কীর্তনেনৈব সর্ক্সঃ স্বার্থোহপি লভাতে ॥

সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে মথ দ্বারা বাগ
করিয়া, ও দ্বাপরে পরিচর্য্যা দ্বারা, যাহা হয়, কলিতে এক হরি
কীর্তন দ্বারা তাহাই হয় ॥ দৌষনিধি কলির এই একটি মহদগুণ
আছে, বাহাতে ক্লৃৎস নাম কীর্তনমাত্রেই বন্ধন মোচন হইয়া যায়,
এবং পরমপদ পাওয়া যায় ॥ কলিযুগে এক হরিনামসংকীর্তন-

দ্বারাই সকল স্বার্থও পাওয়া যায় ; এই জন্যই সারভাগী ও গুণজ্ঞ
আখ্যেরা কলির বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন ।

বিষ্ণুপুরাণেও এইরূপ নির্দিষ্ট আছে যথা,

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞেন্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহর্চয়ন্ ।

যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীৰ্ত্ত্য কেশবম্ ॥ ইতি

সত্যযুগে ধ্যানকারী ব্যক্তি, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ দ্বারা যাগকারী
ব্যক্তি ও দ্বাপরযুগে অর্চনাকারী ব্যক্তি, বাহ্য প্রাপ্ত হয় । কলি-
যুগে কেবল কেশবসঙ্কীৰ্ত্তন দ্বারা তাহাই পাওয়া যায় ।

এস্থলে অন্যান্য সকল ধর্মশাস্ত্র বিহিত প্ররোচক সকাম
ধর্মকর্ম পরিত্যাগ পূর্বক কেবল একমাত্র হরিনাম শ্রবণ-
কীৰ্ত্তন পরমধর্ম পরিগ্রহ সহকারে অবলম্বন করাতে, অন্যান্য
স্বত্বাদিত ধর্মকর্ম পরিহার জন্য প্রত্যবায়ের আশঙ্কায় হরি-
ভক্তিবিলাসের একাদশবিলাসধৃত পদ্যপুরাণবচন ও আদি-
পুরাণবচনে এইরূপ মীমাংসা নির্দিষ্ট আছে যে

মৎকর্ম কুর্ষতাং পুংসাং ক্রিয়ালোপো ভবেচ্ছদি ।

তেবাং কৰ্ম্মাণি কুর্ষন্তি তিভ্রঃ কোটো মহর্ষয়ঃ ॥

অরন্তি মম নামানি যে তাত্কা কৰ্ম চাখিলম্ ।

তেবাং কৰ্ম্মাণি কুর্ষন্তি স্বযয়ো ভগবৎপরাঃ । ইতি ॥

ভগবান্ কহিতেছেন যে, মৎকর্মকারী ব্যক্তির ক্রিয়ালোপ
হইলে তিন কোটি মহর্ষিরা তাঁহার ক্রিয়া করিয়া দেন ॥ যে যে
ব্যক্তি, তাত্কা বৈদিক সমুদয় কর্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার নাম
স্মরণ করে ভগবৎপরায়ণ ঋষিরাই তাঁহাদিগের কর্ম করিয়া
দেন ।

আর দেখ, শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশস্কন্ধ এবং প্রথমস্কন্ধ-
বচনে নির্দিষ্ট আছে যে,

তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুর্ষীত ন নির্বিচ্ছ্রেত যাবতঃ ।

মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

তত্ত্ব। স্বধর্মঃ চরণাশ্রয়ঃ হরেভজ্ঞরূপকোইধ পতেততো যদি ।

যত্র কবাহভদ্রমভূদযুবা কিং কো বা ইর্থ আশ্রো তজ্জতাং স্বধর্মতঃ ॥ ইতি

ভগবান্ কহিতেছেন যে, নির্বেদ (অর্থাৎ কর্মের কল স্বরূপ ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ভোগে বিরাগ) যাবৎ না হইবেক, তাবৎকাল পর্যন্ত নিত্য নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্ম সমুদয় করিবেক, অথবা আমার নাম ও গুণ কথার শ্রবণ ও কীর্তন প্রভৃতিতে যাবৎ বিশ্বাস বা প্রীতি না হইবেক তাবৎ পর্যন্ত বেদস্মৃতিবিহিত যাবতীয় বর্ণাশ্রমকৃত্য বধাবৎ করিতে হইবেক । ফলতঃ বৈরাগ্য জন্মিলেই কর্মত্যাগ যুক্তিযুক্ত বলিয়া যখন প্রীতি আছে তখন বৈরাগ্যের কলস্বরূপ শ্রবণ কীর্তনাদি জন্মিলে যে, কর্ম ত্যাগ করিবেক তাহাতে আর কোনও প্রত্যবারেরই আশঙ্কা কি ? নারদ কহিতেছেন হে ব্যাস মহাত্মা, যে কোনও ব্যক্তি, নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমধর্ম অনাদর সহকারে পরিত্যাগ পূর্বক হরিপাদপদ্মের শ্রবণ কীর্তন প্রভৃতি নববিধ ভজনের অন্তর একটীও সাধন করিতে করিতে অপকাবেস্থায় অর্থাৎ ঐরূপ সাধনদশায়, পঞ্চ প্রাপ্ত, অথবা কর্মবিপাক বশতঃ ঐরূপ সাধনানুষ্ঠান হইতে ত্রুটী হইলেও ক্রতিস্মৃত্যুদিত স্ব স্ব বর্ণাশ্রমধর্ম পরিত্যাগ জন্ত তাহার কোনও প্রত্যবারই হয় না, সে কোনও অভাজ জাতিতে জন্মগ্রহণ করুক, কুত্রাপি কদাচ কি তাহার অনর্থ বা অমঙ্গল হয় ? কখনই না কখনই না । আর হরিপাদপদ্ম ভজন ব্যতিরেকে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমধর্ম অনুষ্ঠান দ্বারাই বা কোন পুরুষার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় ? ফলতঃ কিছুই নহে ।

এবং মৎস্যপুরাণে উক্ত আছে

পরদাররতো বাপি পরাপকৃতিকারকঃ ।

স শুদ্ধো মুক্তিমাপ্নোতি হরেনার্মানুকীর্তনাৎ ॥

পরদাররত বা পরের অপকারকারকই বা ইটক হরিনামাশ্রু-
কীর্তন দ্বারা সকল পাপ হইতেই শুদ্ধ হইয়া মুক্তি লাভ করে ।

বৈশম্পায়নসংহিতায়

সর্বধর্মবহিভূতঃ সর্বপাপরতস্তথা ।

মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো বিকোনার্মানুকীর্তনাৎ ॥

সর্বধৰ্ম্মবহির্ভূত বা সকল পাপ ক্রিয়াতেই ব্রত হউক হরি-
নামাকীৰ্ত্তন দ্বারা সকল পাপ হইতেই মুক্ত হয় ইহাতে আর
কোনও সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মারদীয়ে

বথাকথঞ্চিচ্ছ্রামি কীর্ত্তিতে বা জ্ঞতেহপি বা ।

পাপিনোহপি বিশুদ্ধাঃ স্রাঃ শুদ্ধা মোক্ষমবাপ্তবুঃ ॥

ভগবানের নাম বথাকথঞ্চিৎ কীর্ত্তন অথবা অবগত হইলেও
অশেষবিধ পাপক্রিয়াবান্ লোকেরাও সকল পাপ হইতে মুক্ত
হইয়া বিশেষরূপ শুদ্ধিলাভ করে এবং শুদ্ধ হইয়া মোক্ষপদ পায়।

স্কন্দপুরাণে

দানব্রতন্তপস্তীর্থযাত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ ।

শক্তরোঃ দেবমহতাং সৰ্বপাপহরাঃ শুভাঃ ॥

রাজহুঁরাশ্বমেধানাং জ্ঞানস্থায়ীত্ববন্তুনঃ ।

আকৃষ্য হরিণা সৰ্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ শ্বেষু নামসু ॥

বাতোহপ্যতো হরেন্নাম উগ্রাণামপি হুঃসহঃ ।

সৰ্ব্বেযাং পাপরাশীনাং যথৈব তমসাং রবিঃ ॥

যা ঋচো যা যজুস্তাত যা সাম পাঠ কঞ্চন ।

গোবিন্দোতি হরেন্নাম গেয়ং গায়ত্ৰ্য নিত্যশঃ ॥

যেহেতু দান, ব্রত, তপস্তা, ও তীর্থযাত্রা, প্রভৃতির এবং রাজহুঁর
বজ্র, অশ্বমেধযজ্ঞ ও অধ্যাত্মবস্তু জ্ঞানের এবং দেবলোক ও মহ-
লোকের, সৰ্বপাপহর শুভদায়ক যে সকল শক্তি সামর্থ্য ছিল,
হরি সেই সকল ক্রিয়ের সেই সকল শক্তি সামর্থ্য আকর্ষণ পূর্বক
শ্রী নামে স্থাপন করিয়াছেন। অতএব হরিনামের বাস্তু অর্থাৎ
যথা কথঞ্চিৎ ইবং সহস্রকৃত, সূর্য্য যেমন অন্ধকারের পক্ষে সেই
রূপ উগ্র উগ্র সকল পাপরাশির দূর হইতেই অভ্যস্ত করকারী,
হে ব্রাহ্মণগণ! ঋক পাঠ করিও ন্য যজুঃ পাঠ বা সাম পাঠ আর
করিও না কেবল গেয় ভগবান্ হরির গোবিন্দ নাম নিত্য নিত্য
গান কর।

এবং ত্রীমদ্রাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানে

অয়ং হি কৃতনির্বেশো জগৎকোটাংহমামপি ।

যদ্যাজহার বিবশো নামসংকীৰ্তনং হরেঃ ॥

স্তেনঃ সুরাপো মিত্রক্রুৎ ব্রহ্মহা গুরুতম্পগঃ ।

ত্ৰীরাজপিভৃগোহন্তা য়ে চ পাতকিনোহপরে ॥

সর্কেষামপ্যঘবতামিদমেব স্তুনিষ্কৃতম্ ।

নামবাহরগং বিক্ষোৰ্যতস্তদ্বিবরা যতিঃ ॥

ন নিষ্কৃতৈকদিবৈতব্রহ্মবাদিভিস্তথা বিশুদ্ধতায়বান্ ব্রতাদিভিঃ ।

যথা হরের্নামপদৈকদাহতৈস্তদুত্তমঃ শ্লোকগুণোপলব্ধকম্ ॥

অহে, যমাত্মচরগণ! যদিও এই পুরুষ (অজামিল) জন্মাবধি কোটি কোটি পাপ করিয়া আপনার ও আপন পরিজনের তরল পোষণ করিয়াছিল তথাচ এ ব্যক্তি, পরম প্রায়শ্চিত্ত পরম স্বস্তায়ন ও মুক্তিদায়ক হরিনাম, অবশ হইয়া উচ্চারণ করিয়াছে। অর্থাৎ এই পুরুষ, আপনার নারায়ণ নামক প্রিয় পুত্রকে আহ্বান করিবার অভিপ্রায়ে “নারায়ণ! এখানে আইস” এই প্রকার চীৎকার দ্বারা আভাষরূপে নারায়ণ এই চতুরক্ষর নাম উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহাতেই এই মহাপাপীর সকল পাপের নিষ্কৃতি করা হইয়াছে। যেহেতু স্বর্ণশ্রেয়ী, মদুপারী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মহাতী, গুরুপত্নীগামী, এবং ত্রীহতা, রাজহতা ও গোহতা কারী, এবং এতস্তিন্ন অসংখ্য মহাপাতককারী লোকের পাতক, মহাপাতক, অতিপাতক প্রভৃতি সকল পাপেরই ইহাই (নারায়ণ নাম কীর্তনই) শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত; যেহেতু হরিনাম উচ্চারণ করিবামাত্রই ভগবান্ মনে করেন যে এই নামোচ্চারণ ব্যক্তি আমার লোক, ইহাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা আমার কর্তব্য। মনু প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী মুনিগণ পাপনিষ্কৃতির কারণ যে সকল ব্রতাদি প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহাতে পাপীরা তাদৃশ শুদ্ধ হয় না, ভগবান্ হরির নাম উচ্চারণমাত্রই যাদৃশ শুদ্ধ হইয়া থাকে। দেখ নামোচ্চারণে পাপনাশ ব্যতীত স্নান ও জন্মিলা থাকে

এবং উত্তমঃশ্লোক ভগবানের গুণ সকলও প্রকাশ করিয়া দেয়, উহা
কৃষ্ণ চাক্ষুর্য প্রভৃতি প্রারম্ভিকের দ্বারা, পাপক্ষয়করণমাত্র
পরীক্ষণ হয় না। আরও দেখ! ব্রতাদি প্রারম্ভিক দ্বারা পাপ-
নিষ্কৃতি হয় সত্য, কিন্তু পাপপথে পুনর্বার মন ধাবমান হইলে
ঐ প্রারম্ভিক একেবারে সে সকল পাপের শোধক হইতে পারে
না অতএব যে সকল ব্যক্তি, ভূত তবিষাৎ ও বর্তমান সমুদয়
পাপের একেবারে ক্ষয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে
ভগবান্ হরির নামকীর্তনই উত্তম প্রারম্ভিক ও এক ভগবানের
নামই চিত্ত ও জ্ঞানার সংশোধক। অতএব তোমরা এ ব্যক্তিকে
(অজ্ঞামিলকে) পাপীক্ষণের পথে নইয়া বাইও না যেহেতু
ব্রতাসুময়ে ভগবান্ নারায়ণের নাম সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করাতেই
এ ব্যক্তির অশেষবিধ পাপের নিষ্কৃতি হইয়াছে।

সাক্ষেতাৎ পারিহাস্তং বা স্তোভং হেলনমেব বা।

বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥

দেখ পুত্রাদির সাক্ষেতে, পরিহাসে, স্তোভে, গীতালাপ পূর-
ণার্থে, অথবা অবজ্ঞা প্রভৃতি যে কোনও ক্রমে হউক না কেন,
ভগবান্ নারায়ণের নাম গ্রহণ করিলেই অশেষবিধ পাতকের
সংহার হয় ॥

পতিতঃ স্থলিতো ভগ্নঃ সন্দকপ্তপ্ত আহতঃ।

হরিরিত্যবশেনাহ পুমারাহতি বাতনাম্ ॥

অধিক কি বলিব, উচ্চস্থানাদি হইতে পতিত, পথে বাইতে
বাইতে স্থলিত, ভগ্নাদি দ্বারা সাতিশর দফ, জ্বরাদি
রোগে সন্তপ্ত, কিম্বা দণ্ডাদি দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, অবশেষে
যদি কোনও পুরুষ, হরি এই লক্ষ্যটি উচ্চারণ করে, তাহাকেও
মরকষাতনা অর্শে না ॥

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাতুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ।

সকীর্তিতমযং পুংসো দহেদেধো বখানলঃ ॥

আর এখানে এ ব্যক্তি পাপের প্রারম্ভিকবোধে হরিনাম করে
নাই বলিয়াও কোনও জানি নাই যেহেতু জানেই হউক বা

অজ্ঞানে হউক উত্তমঃলোক ভগবান্ হরির নাম কীর্তন করিলেই
অগ্নির কাষ্ঠরাশি দাহের ত্যায় সমুদ্র পাণরাশি ভষ্মমাং হইয়া
যায় ॥

ঐ ষষ্ঠস্কন্ধে ঋষিদিগের বচন যথা ;

ব্রহ্মহা পিতৃহা গোহত্যা মাতৃহাচার্য্যহাঘবান্ ।

ঋদঃ পুরুষকো বাহপি শুধ্যেয়ন্ যশ্চ কীর্তনাং ॥ ইতি

ব্রহ্মহত্যা পিতৃহত্যা গোহত্যা মাতৃহত্যা ও গুরুহত্যা প্রভৃতি
পাপক্রিয়াবান্ ব্যক্তি এবং কুকুরমাংসভোজী চণ্ডাল ও পুরুষ
প্রভৃতি নীচপ্রকৃতিক নীচজাতি লোকেরাও যাহার অর্থাৎ হরির
নাম কীর্তনে শুদ্ধ হইয়া যায় ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবান্ এই সকল বিষয়ের সারগর্ভ
মর্ম উপদেশ অর্জুনকে সংক্ষেপে কহিয়াছেন যথা,

তপস্বিত্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিত্যোহপি মতোহধিকঃ ।

কর্মিত্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদযোগী ভবোজ্জুন ॥ ৬অং ৪৬ শ্লোক
যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনান্তরাশ্রম্য ।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৬অং । ৪৭শ্লোকং ॥

রুদ্র অতিক্রুদ্র প্রভৃতি তপঃপরায়ণ তপস্বী হইতে, অর্থশাস্ত্র
বেত্তা জ্ঞানী হইতে এবং ইচ্ছাপূর্তপ্রভৃতি সকলকর্মপরায়ণ
কর্মী হইতেও মহুক্তবোগ অনুষ্ঠানকারী যোগীই শ্রেষ্ঠ ও অধিক-
তর শাস্ত্র, সেই হেতু হে অর্জুন তুমি সেই যোগী অনুষ্ঠান
করিয় যোগী হও ॥ ৪৬ ॥ আর যে ব্যক্তি আমার ভক্তিনিরূপক
শ্রুতি ও পুরাণে দৃঢ় বিশ্বাস পূর্বক আমাতে একান্ত আসক্তমনা
হইয়া, নীলকমলশ্যামলকলেবর, আজানুলম্বিতলীবরবাহুধর, দিবা-
করকিরণবিকসিতকমললোচন, বিদ্যাত্ত্বলবাসা, কিরীট কুণ্ডল
কটক কেয়ুর কোমুত হার নুপুর ও বনমালা প্রভৃতি দ্বারা বিশেষ
বিরাজমান, সর্বৈশ্বর সর্বান্তর্ধামী ভগবান্ নন্দনন্দনরূপী আমাকে,
আমার, নাম ও লীলাকথার অবগণ কীর্তনাদি দ্বারা, ভজনা করে,

সে ব্যক্তি সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, (অর্থাৎ যুক্ততম) বলিয়া
সর্বাপেক্ষায় অধিকতর মাত্ত ॥ ৪৭ ॥

আর দেখ স্বরূপপুরাণে

তথ্যচৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরিকীর্তনম্ ।

কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণুশ্রীভ্যে সমাচরেৎ ॥

শ্রীহরিনাম কীর্তনই লোকের উত্তম তপস্তা, বিশেষতঃ এই
কলিযুগে । অতএব বিষ্ণুর শ্রীতি নিমিত্তে অর্থাৎ অত্র কোনও
কামনা ব্যতিরেকেও কলিযুগে ঐ শ্রীহরিনাম সাকীর্তন সম্যক রূপে
আচরণ করিবেক ।

এবং শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে

এতন্নির্বিজ্ঞমানানামিচ্ছতামকুতোভরম্ ।

যোগিনাং নৃপ নির্গীতং হরেনামানুকীর্তনম্ ॥

হে নৃপ, কর্মী জ্ঞানী ও মুক্ত এই ত্রিবিধ ব্যক্তিই হরিনামানু-
কীর্তনকে তত্তৎকর্ম ফলের সাধন, মোক্ষের সাধন, ও জ্ঞানের ফল
বলিয়া, সাধক ও সিদ্ধ প্রভৃতি সকলেরই পক্ষে উহা, অকুতোভর
পরম শ্রেয়ঃকম্প ইহা নির্গীত হইয়াছে ॥

এই নিমিত্তই শ্রীমদ্ভাগবতে বহু স্কন্ধে নিজদূতের প্রতি
ধর্মের স্বরূপলক্ষণ কথন প্রস্তাবে উহাকে পরম ধর্ম বলিয়া
যম নির্দিষ্ট করিয়াছেন, যথা

এতাবানেব লোকেহস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ ।

ভক্তিবোধো ভগবতি তন্মামগ্রহণাদিতিঃ ॥ ইতি

এই লোকে, ভগবানের নাম, শ্রবণ উপলক্ষে কর্ণ দ্বারা এবং
কীর্তন উপলক্ষে বাগিস্ত্রির দ্বারা, গ্রহণ করা প্রভৃতি কার্য
কলাপে যে ভগবানে ভক্তিবোধ, উহাই লোকের পরম ধর্ম ।

এস্থলে প্রতিবাদী মহাশয়দের মধ্যে কেহ যদি এই
আপত্তি উত্থাপন করেন

যে, হরিনাম কীর্তনাদি করিলেই পরমধর্ম অনুষ্ঠান করা হয় এবং

পাতিষ্ঠা প্রভৃতি কোনও প্রত্যাবার হয় না “ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর কথা এবং ইহার সংস্থাপন করা সম্ভব হয় না” যেহেতু বেদার্থ সীমাংসক ভগবান্ জৈমিনি বরুণ স্মৃতিতে বেদার্থ করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তদনুযায়ী, বেদানুসারী পুরাণ ও স্মৃতি প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের অর্থাবধারণ করিবেক, সীমাংসাশাস্ত্রে ভগবান্ জৈমিনির এই উপদেশ আছে যে, “আত্মারম্ভ ক্রিয়ার্থবাদানর্থকামতদর্থানাম্।” ইহার তাৎপর্যার্থ এই যে বিধি সমন্বিত বাক্যেরই অর্থ্যাৎ যে বাক্যে কোনও বিধি আছে তাহারই প্রামাণ্য হয় ইহাতে অর্থবাদেব ব্যর্থতা প্রতিপন্ন হওয়ার মন্ত্রার্থবাদে পাছে দোষারোপ হয় তন্নিবারণার্থে ভগবান্ জৈমিনি ইহাও সীমাংসা করিয়াছেন যথা “স্তুত্যাৰ্হেন বিধীনাৎ শ্রুতঃ” ইহার তাৎপর্য এই যে অর্থবাদ বিধি, স্তাবকত্বে অধিত হয়, “এতাবানেব লোকেহস্মিন্ পুসাং ধর্মঃ পরঃ শ্রুতঃ” ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতীয় যমবচনে লিঙ্ অথবা লিঙধ্বক লোটাদি নাই, অর্থ্যাৎ বিধিবোধক কোনও পদ নাই স্তুতরাং তদ্বচন স্তাবকত্বে অধিত হওয়া ব্যতীত অন্য সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। ফল কথা এই যে উল্লিখিত বচনে বিধিবোধক পদ নাই অতএব ঐ বচন অর্থবাদ, স্তুতরাং ঐ সকল বচনের প্রামাণ্য নাই, যদি ঐ সকল বচনের প্রামাণ্য না রহিল তাহা হইলে কলিযুগে কেবল হরিনাম অবলম্বন কীর্তনাদি মাত্রই পরম ধর্ম আশ্রয় ও অবলম্বনীয়, এ কথারও প্রামাণ্য রহিল না।

ইহাতে বক্তব্য এই, পূর্বপ্রদর্শিত অন্যান্য ভুরি ভুরি প্রমাণ বচনে বিধিবোধক পদের প্রয়োগ আছে তথাপি ঐ শ্রীমদ্ভাগবতীয় ষষ্ঠস্কন্ধের যমবচন লইয়া যদি এতাদৃশ আপত্তি ও বিরোধই ষটিবার সম্ভাবনা বোধ হয়, তাহা হইলে উহার সীমাংসা এই, ভগবান্ জৈমিনি পূর্বোক্ত সূত্র-দ্বয়ে যে প্রণালীতে বেদার্থ সীমাংসা করিবার উপদেশ দিয়াছেন সেই প্রণালীতেই যে বেদানুযায়ী পুরাণ স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের সীমাংসা করিতে হইবেক তাহার কোনও

নিয়ামক প্রমাণ দেখা যায় না। প্রত্যুত ভগবান্ জৈমিনি উক্ত দুই সূত্রে বৈদার্থ মীমাংসার যে প্রণালী উপদেশ করিয়াছেন স্মৃতি প্রভৃতির মীমাংসাস্থলে সে প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক না; তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পরাশর-ভাষ্যে পাওয়া যাইতেছে; যথা

অথোচ্যতে স্মৃতীনাং ধর্মশাস্ত্রাণাং তান্ন ধর্মমীমাংসানুসর্তব্য। তস্যাং ন কন্যাপার্থবাদস্ত বাক্যার্থে প্রামাণ্যমভ্যুপগম্যত ইতি তদেতদ্বচনং স্মৃতি-তত্ত্বমন্তস্ত মীমাংসকসমস্ত চানর্থায়ৈব স্মাৎ মুখিকভরাৎ স্বগৃহং দধমিতি জ্ঞানাবতার্যাং কন্যচিদর্থবাদস্ত স্বার্থে প্রামাণ্যং ভবিষ্যতীতি তরেনার্থ-বাদৈব প্রসিদ্ধানাং অন্তর্গাং মহাদীনাং মীমাংসাসূত্রকুঞ্জৈমিনেশ সন্তাব-স্তেব পরিত্যক্তব্যত্বাদশেষেতিহাসলোপপ্রসঙ্গাত। তস্যাং প্রমাণমেব ভূতার্থবাদঃ।

যদি বল স্মৃতিসকল ধর্মশাস্ত্র, সূতরাং ভগবান্ জৈমিনি ধর্ম মীমাংসার যে প্রণালী নির্দেশ করিয়াছেন, তদনুসারেই স্মৃতির মীমাংসা করা কর্তব্য। জৈমিনিপ্রোক্ত ধর্মমীমাংসা প্রণালীতে অর্থবাদের প্রামাণ্য নাই, অতএব স্মৃতির মীমাংসা স্থলেও অর্থবাদের প্রামাণ্য নাই। এরূপ কহিলে স্মৃতিভক্ত ও মীমাংসাভিমानी উভয়েরই বিপদ উপস্থিত হয়। মুখিকের উৎপাত ভরে আপন গৃহ দধ করিয়াছিল সেই কথা উপস্থিত হইল। কখনও কোনও অনভিমত অর্থবাদের প্রামাণ্য উপস্থিত হইবেক, এই ভয়ে অর্থবাদ মাত্রের প্রামাণ্য অস্বীকার করিলে, মনু প্রভৃতি স্মৃতি-কর্তা ও মীমাংসাশাস্ত্রকর্তা জৈমিনি কোনও কালে বিজ্ঞমান ছিলেন, এই কথাও অস্বীকার করিতে হয়; কারণ তাঁহাদের বিজ্ঞমানতা বিষয়ে অর্থ-বাদ ব্যতীত আর কোনও প্রমাণ নাই; এবং সমুদয় ইতিহাস শাস্ত্রের প্রামাণ্য লোপ হইয়া যায়। অতএব অবশ্যই অর্থবাদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

অতএব পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে অর্থবাদের প্রামাণ্য নাই, সূতরাং “এতাবানের লোকেহস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ

স্বতঃ” ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতীয় সম্বচন প্রভৃতি অর্থবাদ বাক্য অপ্রমাণ এই আপত্তি ও সিদ্ধান্ত কোনও রূপেই সম্যক্ বিচারসিদ্ধ শাস্ত্রসম্মত এবং ন্যায়ানুগত হইতেছে না।

এক্ষণে কেহ যদি কোনও রূপেও উহাকে অর্থবাদ বোধে বা অর্থবাদের আশঙ্কায় অপ্রমাণ বলিয়া অগ্রাহ্য করেন তাহার নিবারণ করিবার জন্য হরিনাম বিষয়ে অর্থবাদ কল্পনা করাতেও বিশেষ বিশেষ প্রত্যবায়ের বিধান প্রদর্শিত হইতেছে যথা হরিভক্তিবিলাসে একাদশবিলাসধৃত কাত্যায়নসংহিতাবচন,

অর্থবাদং হরেন্নামি সম্ভাবয়তি যো নরঃ ।

স পাপিষ্ঠো মনুষ্যাণাং নিরয়ে পতিত স্কুটম্ ॥

অর্থবাদ কল্পনা কথা দূরে থাকুক, যে ব্যক্তি হরিনাম বিষয়ে অর্থবাদের সম্ভাবনাও করে, মনুষ্য মধ্যে পাপিষ্ঠ সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই নিরয়ে পতিত হয়।

এবং বোধায়নের প্রতি ভগবানু কহিতেছেন

যন্নামকীর্তনফলং বিবিধং নিশ্চয়্য ন প্রদ্ব্যতি মনুতে যত্ৱর্থবাদং ।

যে। মানুযশ্চিমিহ দুঃখচয়ে ক্ৰিপামি সংসারঘোরবিবিধাভিনিপীড়িতাদম্ ॥

যে মনুষ্য আমার নাম কীর্তনের বিবিধ ফল অরণ করিয়া, উহাতে প্রজ্ঞা বা বিশ্বাস না করে কিন্তু ইহাকে অর্থবাদ করিয়া মানে সেই ব্যক্তিকে ইহ সংসারে নানাবিধ ঘোর বাতনার অতিশয় পীড়িত করতঃ দুঃখ-সমূহে অর্থাৎ নরকে নিক্ষেপ করি।

অতএব শ্রীভগবানু হরির নাম অরণ কীর্তনাদি বিষয়ে কোনও রূপেই অর্থবাদ কল্পনা করিয়া ঐ পরম ধর্মকে অগ্রাহ্য করা বা উহাতে অনাস্থা প্রদর্শন করা কোনও ধার্মিক ব্যক্তির পক্ষে কোনও মতেই ন্যায়ানুগত শাস্ত্রসম্মত বা বিচারসঙ্গত হইতে পারে না।

আর দেখ বিষ্ণুমন্ত্রে অদীক্ষিত ব্যক্তির উপদিষ্ট মন্ত্রে নরকপাত হয় বলিয়া যে গুরুকে (সুপথগামী বা অপথস্থই হউন) কখনও পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না, এমন কি হরি রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষাকর্তা আর গুরু রুষ্ট হইলে আর রক্ষা নাই, এইরূপ নানা শাস্ত্রীয় ভুরিভুরি বচন দ্বারা কোনও রূপেই ত্যাগ বা অন্য়্য করা বিধেয় নহে; এমন স্থলেও যদি মন্ত্র উপদেশ গ্রহণের পর বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষিত নহে বলিয়া সেই গুরুর বিশেষ রূপ পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইলে তাদৃশ অবৈষ্ণব গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও গুরুলক্ষণোক্ত অন্যান্য গুণবিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট পুনর্বার মন্ত্র উপদেশ গ্রহণ করিবার বিধিও শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। যথা হরিভক্তিবিলাসে চতুর্থবিলাসপ্লত পাঞ্চরাত্রবচন যথা

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ ।

পুনশ্চ বিধিনা সম্যগগ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ ॥ ১৪৪ ॥

তর্কীকা যথা। মার্গস্থোহপ্যমার্গস্থ ইত্যনেন উপদেক্ষারমিত্যাদিনা চ কথঞ্চিদগুরুন ত্যাজ্য ইতি লিখিতং অধুনা তত্র মোহাদবৈষ্ণবো গুরুঃ কৃতশ্চেতর্হি স পরিত্যাজ্য ইতি প্রসঙ্গাৎ পূর্ব্বত্ৰাপবাদং লিখতি অবৈষ্ণবেতি । গ্রাহরেদিতি স্বার্থে ইন্ মন্ত্রং গৃহীয়াদিত্যর্থঃ । যদ্বা সাধুজনস্তাদৃশং জনং রূপয়া মন্ত্রং গ্রাহরেদিত্যর্থঃ । বৈষ্ণবাং প্রায়ো ব্রাহ্মণাদেবেতি জেয়ং পূর্ব্বং গুরুলক্ষণে তথালিখনাৎ ॥ ১৪৪ ॥

মার্গস্থই হউন আর অমার্গস্থই হউন গুরু কখনই ত্যাজ্য নহেন ইত্যাদি বচন এবং উপদেক্ষারমিত্যাদি বচনে কোনও রূপেই গুরু ত্যাজ্য নহেন ইহা পূর্ব্বে যে লিখিয়াছেন এক্ষণে যদি ভ্রম প্রমাদাদি বশতঃ অবৈষ্ণব ব্যক্তিকে গুরু করা হয় তাহা হইলে উহার পরিত্যাগ বিধেয় এই প্রসঙ্গে পূর্ব্ব লিখিত বিষয়ের অপবাদ লিখিত হইতেছে। অবৈষ্ণব কর্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্রে নরক গমন

হয় অতএব পুনর্বার সম্যক দীক্ষাগ্রহণের বিধি অনুসারে বৈষ্ণব গুরুর নিকট হইতে অন্নং মন্ত্রগ্রহণ করিবেক। অথবা সাধু ব্যক্তি তাদৃশ লোককে রূপা করিয়া বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতে পুনর্বার মন্ত্র গ্রহণ করাইয়া দিবেন। বৈষ্ণব গুরু বলিতে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণকে বুঝাইবেক যেহেতু পূর্বোক্ত গুরুলক্ষণে ঐরূপ লিখিত আছে।

ইহাতে অবৈষ্ণব তাদৃশ গুরুর ত্যাগ বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ দেখা যাইতেছে সুতরাং পুরাণ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের প্রমাণ বচনে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তির এতাদৃশ গৌরব বিধান দেওয়া অকারণ আমার প্রতি ক্রোধ না করিয়া শাস্ত্রকারদিগের উপর ক্রোধ পূর্বক গালি দিয়া ও অভিশাপ দিয়া তাহাদিগকে উৎসন্ন করিয়া দিতে প্রয়াস করা উচিত ছিল।

দেখ স্কন্ধপুরাণের ব্রহ্মনারদসম্বাদে এবং অন্যপ্রকরণে উক্ত আছে

বান্ধদেবং পরিত্যজ্য যোহিত্তদেবমুপাসতে।

স্বমাতরং পরিত্যজ্য ঋপচীং বন্দতে হি সঃ ॥ ইতি

বান্ধদেবং পরিত্যজ্য যোহিত্তদেবমুপাসতে।

তাক্তাহমৃতং স মৃত্যুয়া তুঙক্তে হালাহলং বিষম্ ॥ ইতি চ ॥

যে ব্যক্তি বান্ধদেব জীকৃৎকে পরিত্যাগ করিয়া অত্র দেবতার উপাসনা করে, সে ব্যক্তির নিজ মাতাকে ত্যাগ করিয়া চণ্ডালী বন্দনা করার স্থায় কার্য করা হয় এবং অমৃত ত্যাগ করিয়া হলাহল বিষ ভোজন করার স্থায় কার্য করা হয় ॥

এবং মহাভারতে ও হরিবংশে শিববাক্যে নির্ণীত আছে যে

বহু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদমৃতমুপাসতে।

স হেমরাশিমুৎসজ্জা পাণ্ডুরাশিঃ জিহ্বকতি ॥ ইতি ॥

অনাদৃতা তু যো বিষ্ণুমন্ত্রদেবং সমাপ্রয়েৎ ।

গঙ্গাজলমঃ স তৃকার্ত্তো মৃগতৃক্ষাং প্রধাবতি ॥ ইতি ॥

হরিরেব সদাৱাধো ভবন্তিঃ সত্বসংস্থিতৈঃ ।

বিষ্ণুমন্ত্রং সদা বিপ্রাঃ পঠন্তঃ খ্যাত কেশবম্ ॥ ইতি চ ॥

যে ব্যক্তি অজ্ঞান বা মোহবশতঃ বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে উপাসনা করে সে ব্যক্তি গুবর্ণরাশি পরিত্যাগ করিয়া যেমন ধূলিরাশি গ্রহণের ইচ্ছা করে । বিষ্ণুকে অনাদর করিয়া যিনি অন্য দেবের সম্যক্ রূপ আশ্রয় লয়েন ; তৃক্ষার্ত্ত ব্যক্তির গঙ্গাজল অনাদর করিয়া মৃগতৃক্ষা (অর্থাৎ সূর্য্যকিরণে একপ্রকার জনজন্ম) অনুধাবন করার স্থায় তাঁহার ঐ কার্য্য করা হয় ॥ হে ব্রাহ্মণগণ ! আপনারা সত্বসংস্থিত ; হরিই আপনকা-
দিগের সদা আরাধনীর অতএব সর্ব্বদা আপনারা বিষ্ণুমন্ত্র জপ ককন এবং কেশবকে সর্ব্বদা ধ্যান করিতে থাকুন ॥

যে সকল শাস্ত্র প্রদর্শিত হইল তাহাতে বিষ্ণু ভিন্ন উপাসনা করা বিফল ; সকল জাতি ও সকল আশ্রমির পক্ষেই এই বিধি ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল । এক্ষণে তাঁহাকে নিবেদিত পদার্থের (অর্থাৎ মহাপ্রসাদ বা নৈবেদ্যের) স্বরূপ যাহা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে যথা ।

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে, এবং স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসহাদে

নৈবেদ্যং ভগদীশস্ত অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ ।

ভক্ষ্যভক্ষ্যবিচারস্ত নাস্তি তন্ত্ৰক্ষেণে দ্বিজাঃ ॥

ব্রহ্মবর্নিস্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ ।

বিকারং যে প্রকুর্বন্তি ভক্ষেণে তদ্বিজাতরং ॥

কুষ্ঠব্যাধিসমাবুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জিতাঃ ।

নিররং যান্তি তে বিপ্রা যস্যান্নাবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ইতি ॥

পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধির্ষিতিঃ স্মৃতম্ ।

অন্যদেবস্ত নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রারণ্যকরেৎ ॥ ইতি চ ॥

হে ব্রাহ্মণগণ! জগদীশ্বর হরিকে নিবেদিত অন্ন ও পানীয় প্রভৃতি যে কিছু শদার্থ সাক্ষাৎ বিষ্ণুর সদৃশ নির্দিকার ব্রহ্মবৎ বস্তু হয় উহাতে আর ভক্ষ্যাতক্ষ্য বিচার করিতে নাই। দ্বিজাতিমধ্যে কেহ জাতিগর্ষ বশতঃ উহার ভক্ষণে চিত্তে বিকার উপস্থিত করিলে তাঁহারা কুর্ভব্যাদিগ্রন্থ ও দারাপুত্র ব্রহ্মহত অর্থাৎ নির্বংশ হইয়া তাদৃশ নরকে গমন করেন, যে নরক হইতে আর পুনরারম্ভ হয় না অর্থাৎ উহা হইতে উদ্ধারের উপায় থাকে না ॥ দেবতা, সিদ্ধ এবং ঋষিরা বিষ্ণুনৈবেদ্যকে পবিত্রতা বিধায়ক বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে নির্দিষ্ট করিয়াছেন সূত্রাত্মক অথবা দেবতাকে নিবেদিত দ্রব্য ভোজন করিলে চাত্মপ্রাণ করিতে হয় ॥

শেষোল্লিখিত স্কন্ধপুরাণীয় বচন, আত্মিকতত্ত্বে স্মার্ত-ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন বহুবচ গৃহপরিশিষ্ট হইতে উদ্ধৃত করিয়া “তত্ত্ব একান্তবৈষ্ণবপরমিতি ভূষণঃ” এই বচন যে একান্ত বৈষ্ণবপর, ইহা ভূষণ বলিয়াছেন” এইরূপ নির্দেশ করাতে এবং নিজের অভিপ্রায় কোনও চূর্ণক লেখা দ্বারা প্রকাশ না করাতে তাঁহার নিজের তাৎপর্য্য, সকলের অনায়াসেই প্রতীত হইতেছে। সে যাহা হউক প্রতিবাদী মহাশয়দিগের উল্লিখিত সর্বতত্ত্ববেত্তা কুলভদ্ৰ নামক ব্রাহ্মণের তণ্ডুলমিশ্রিত ভগব-নৈবেদ্যাংশ প্রক্ষেপের বিষয় পুনঃ স্মৃতিপথে উদয় হইল। কুলভদ্ৰ সর্বতত্ত্ববেত্তা হইয়া যে বিষকর্সেন প্রভৃতি পার্শদ দেবতাকে ভগবন্নিবেদিত অন্নাদি নৈবেদ্য, তণ্ডুল মিশ্রিত করিয়া চতুর্দিকে প্রক্ষেপ পূর্বক বলি প্রদান ব্যতিরেকে এতাদৃশ ব্রহ্মবন্নির্বিকার বিষ্ণুসম মাননীয় মহাপ্রসাদ ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা কোনও মতেই সম্ভবে না। আর যদিও কথঞ্চিৎ কুলভদ্দের আচরণে বিষ্ণুনৈবেদ্যে অন্ন প্রভৃতি

উপাদেয় পদার্থ সহযোগে আমতগুল দেওয়ার বিষয় বর্ণিত থাকে এবং উহা নির্ভর করিয়া আমতগুল দেওয়ার এক সদাচার, শাস্ত্র নিদর্শন বোধ করিয়া পূর্বপ্রদর্শিত সমুদয় শাস্ত্রীয়-বচনকে হয় ও অগ্রদ্বয়ের বোধ করেন এবং কুল ভদ্রের দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া সাধারণ লোকের পরকালে জলাঞ্জলি দিবার উদ্যোগ করেন, তন্নিমিত্ত উহাতে আর যে কিছু আপত্তি বা বিরোধ উপস্থিত করিবার সম্ভাবনা আছে সে সমুদয় উল্লেখ করিয়া মীমাংসা করা যাইতেছে। কেহ এরূপ আপত্তি করিতে পারেন, যদিপি সর্বতত্ত্ববেত্তা কুলভদ্রনাম। ব্রাহ্মণের আচরণ অনুকার্য্যই না হইবেক, তবে “যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ-স্তত্তদেবেতরো জনঃ” ইত্যাদি অর্জুনের প্রতি ভগবানের উপদেশই বা কি অভিপ্রায়ে ব্যক্ত হইয়াছিল? এ স্থলে বল্লেখ্য এই যে কৃষ্ণ অর্জুনকে কহিয়াছিলেন, প্রধান লোকে যে সকল কর্ম্ম করে, সামান্য লোক সেই সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে; অর্থাৎ প্রধান লোকের অনুষ্ঠানকে দৃষ্টান্ত স্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সামান্য লোকে তদনুসারে চলে। এই ভগবদুক্তি উপদেশ বাক্য নহে; উহা পূর্বগত উপদেশ বাক্যের সমর্থনার্থ লোকব্যবহার কীর্ত্তন মাত্র; যথা ভগব-দগীতা তৃতীয়াধ্যায়ে

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর ।

অসক্তো হাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুংসঃ ॥ ১৯ ॥

অতএব আসক্তিশূন্য হইয়া সতত কর্তব্য কর্ম্ম কর। আসক্তি-শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে, পুরুষ মোক্ষপদ পায়।

এইটি অর্জুনের প্রতি ভগবানের উপদেশবাক্য। এই

রূপে কর্তব্যকর্মকরণের উপদেশ দিয়া, তাহার ফল কীর্তন ও প্রয়োজন প্রদর্শন করিতেছেন

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাশ্রুতা জনকাদয়ঃ ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পাশ্চ কৰ্ত্তুমর্হসি ॥ ৩ ॥ ২০ ॥

জনক প্রভৃতি কর্ম দ্বারাই মোক্ষপদ পাইয়াছিলেন । লোকের উপদেশার্থেও তোমার কর্ম করা উচিত ॥

অর্থাৎ জনক প্রভৃতি, আসক্তি শূন্য হইয়া কর্তব্য কর্ম করিয়া মোক্ষপদ লাভ করিয়াছেন । তুমিও তদনুরূপ কর তদনুরূপ ফল পাইবে । আর, তুমি কর্তব্য কর্ম করিলে, উত্তরকালীন লোকেরা, তোমার দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া, কর্তব্য কর্মে রত হইবেক, সে অনুরোধেও তোমার কর্তব্য কর্ম করা উচিত । আমি কর্তব্য কর্ম করিলে, লোকে আমার দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া চলিবেক কেন, এই আশঙ্কার নিবারণার্থে কহিতেছেন ;

যক্ষদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ৩ ॥ ২১ ॥

প্রধান লোকে যে যে কর্ম করেন, সামান্য লোকে সেই সেই কর্ম করিয়া থাকে ; তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া অবলম্বন করেন, লোকে তাহার অনুবর্তী হইয়া চলে ।

অর্থাৎ, সামান্য লোকে স্বয়ং কর্তব্যকর্তব্য নির্ণয়ে সমর্থ নহে । প্রধান লোকে যে সকল কর্ম করিয়া থাকেন, বিহিতই হউক, নিষিদ্ধই হউক, তত্তৎকর্মকে দৃষ্টান্ত রূপে গ্রহণ করিয়া উহাদের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । অতএব, তাদৃশ লোকদিগের শিক্ষার্থেও তোমার পক্ষে কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে রত হওয়া আবশ্যিক । তৃতীয় অধ্যায়ের ঊনবিংশ

শ্লোকে, আসক্তিশূন্য হইয়া কর্তব্য কৰ্ম কর, ভগবান্ অৰ্জুনকে এই যে উপদেশ দিয়াছিলেন, একবিংশ শ্লোক দ্বারা, লোকশিক্ষারূপ প্রয়োজন দর্শাইয়া, সেই উপদেশের সমর্থন করিয়াছেন। এই শ্লোক স্বতন্ত্র উপদেশ বাক্য নহে। লোকে সচরাচর যেৰূপ করিয়া থাকে, তাহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই তাৎপর্যব্যাখ্যা আমার কপোলকম্পিত নহে। তাদৃশ আপত্তিকারিদিগের সন্তোষার্থে আনন্দগিরিকৃত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইতেছে ;

শ্রুতাদ্যায়নসম্প্রদেহনাভিমতো জনো যদ্ যদ্ বিহিতং প্রতিষিদ্ধং বা কৰ্মানুষ্ঠিতি তত্তদেব প্রাকৃতজ্ঞনোহনুবর্ততে।

যাহাকে বেদজ্ঞ ও মীমাংসাদিশাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞান করে, তাদৃশ ব্যক্তি, বিহিতই হউক, নিষিদ্ধই হউক, যে যে কৰ্ম করেন, সামান্য লোকে তদ্বৎ সেই সেই কৰ্ম করিয়া থাকে।

সামান্য লোকে সকল বিষয়ে প্রধান লোকের আচার দেখিয়া তদনুসারে চলিয়া থাকে ; তাঁহাদের আচার শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের অনুযায়ী কি না, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখে না ; ইহাই ঐ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে ; নতুবা প্রধান লোকে যাহা করিবেক, সৰ্বসাধারণ লোকের তাহাই করা উচিত ; এরূপ উপদেশ দেওয়া উদ্দেশ্য নহে। সৰ্ববিষয়ে প্রধান লোকের দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হওয়া সৰ্ব সাধারণ লোকের পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে। অতএব কত দূর পর্যন্ত তাদৃশ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া চলা উচিত শাস্ত্র-কারেরা সে বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। আপত্ত্য কহিয়াছেন,

দৃষ্টে ধর্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্ । ২। ৬। ১৩। ৮।

তেষাং তেজোবিশেষেণ প্রত্যবায়োন বিজ্ঞতে । ২। ৬। ১৩। ৯।

তদবীক্ষ্য প্রযুক্তানঃ সীদত্যবরঃ । ২। ৬। ১৩। ১০।

প্রধানলোকদিগের ধর্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ৮। তাঁহারা তেজীরান্, তাহাতে তাঁহাদের প্রত্যবায় নাই। ৯। সাধারণ লোকে, তদর্শনে তদনুবর্তী হইয়া চলিলে এক কালে উৎসন্ন হয়। ১০।

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে শ্রীশুকদেব গোস্বামী কহিয়াছেন

ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরানাঞ্চ সাহসম্ ।

তেজীরাস্য ন দোষায় বহুঃ সর্বভূজো যথা ॥ ৩৩ ॥ ৩০ ॥

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাহপি হনীশ্বরঃ ।

বিনশত্যাচরম্মোঢ্যাদবধা কস্মোহন্ধিজং বিষম্ ॥ ৩৩ ॥ ৩১ ॥

ঈশ্বানাম্ বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং কচিৎ ।

তেষাং যৎ স্ববচো যুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ ॥ ৩৩ ॥ ৩২ ॥

প্রধান লোকদের ধর্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বভোজী বহির হ্রাস তেজীরান্দিগের তাহাতে দোষ-স্পর্শ হয় না। ৩০। সামান্ত লোকে কদাচ মনেও তাদৃশ কর্মের অনুষ্ঠান করিবেক না। মূঢ়তাবশতঃ অনুষ্ঠান করিলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শিব সমুদ্রসমুৎপন্ন বিষ পান করিয়াছেন, সামান্ত লোকে বিষ পান করিলে মৃত্যু অবধারিত। ৩১। প্রধান লোকদিগের উপদেশ মাননীয়, ও কোনও কোনও স্থলে তাঁহাদের আচারও মাননীয়। তাঁহাদের যে সমস্ত আচার তাঁহাদের উপদেশ বাক্যের অনুযায়ী; বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই সকল আচারের অনুসরণ করিবেক। ৩২।

এই দুই প্রধান ধর্মসংহিতা শাস্ত্রে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, প্রধান লোকে অবৈধ আচরণে দূষিত হইয়া থাকেন, এজন্য তাঁহাদের আচারমাত্রই সর্বসাধারণ লোকের পক্ষে

সদাচার বলিয়া গণনীয় ও অনুকরণীয় নহে ; তাঁহারা যে সকল উপদেশ দেন এবং তাঁহাদের যে সকল আচার তদীয় উপদেশের অবিরুদ্ধ, তাহারই অনুসরণ করা উচিত । এজন্য বোধায়ন, একবারে প্রধানলোকের আচরণের অনুকরণ নিষেধ করিয়া, শাস্ত্রবিহিত কর্ণের অনুষ্ঠানেরই বিধি দিয়াছেন যথা, পরাশরভাষ্যস্বত বোধায়নবচন

অনুরক্তস্ত যদেবৈমুনিভির্ষদনুষ্ঠিতম্ ।

নানুষ্ঠেয়ং মনুষ্যৈস্তত্ত্বং কৰ্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ইতি

দেবগণ ও মুনিগণ যে সকল কৰ্ম্ম করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা করা কর্তব্য নহে । তাঁহারা শাস্ত্র প্রভৃতিতে দেব ও মুনি-কর্তৃক উক্ত কৰ্ম্মই করিবেন ॥

এবং এজন্যই মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য কেবল ঋতি ও স্মৃতির বিধি অনুযায়ী আচারই অনুকরণীয় বলিয়া বিধি প্রদান করিয়াছেন, যথা মনুসংহিতায়াং

আচারঃ পরমো ধৰ্ম্মঃ ঋতুত্বাভ্যাস্তে স্মার্ত্ত এব চ । ১ । ১১ ।

বেদবিহিত ও স্মৃতিবিহিত আচারই পরম ধৰ্ম্ম ।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়াং

ঋতিষ্মত্বাদিতং সম্যঙ্‌নিত্যমাচারমাচরেৎ । ১ । ১৫৪ ॥

যে আচার ঋতি ও স্মৃতির বিধি অনুযায়ী সতত তাহারই সম্যক অনুষ্ঠান করিবেন ।

এই সকল ও এতদনুরূপ অন্যান্য শাস্ত্র দেখিলে উল্লিখিত ভগবদ্বাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য ইহাই স্পষ্ট প্রতীপন্ন হইতেছে যে, সাধারণ লোকে প্রধান লোকের

দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া সচরাচর চলিয়া থাকে, তুমি প্রধান, তুমি কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করিলে, সাধারণ লোকে তোমার দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া কর্তব্য কর্ম করিবেন। অতএব, এই লোক শিক্ষার্থেও তোমার কর্তব্য কর্ম করা আবশ্যক, তদ্বিষয়ে বৈমুখ্য অবলম্বন উচিত নহে। নতুবা প্রধান লোকে যাঁহা করিবেন সাধারণ লোকের পক্ষে তাহাই কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, ভগবদ্বাক্যের একরূপ অর্থ ও একরূপ তাৎপর্য্য নহে। সেরূপ হইলে শাস্ত্রকারেরা প্রদর্শিত প্রকারে প্রধান লোকদিগের ধর্ম লঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ কীর্তন পূর্ব্বক, তদীয় আচরণের অনুকরণ বিষয়ে সর্ব সাধারণ লোককে সাবধান করিয়া দিতেন না। অতএব সর্বতত্ত্ববিৎ কুলভদ্রনামক ব্রাহ্মণ প্রধান লোক, যদিও তিনি বিশ্বক্সেন প্রভৃতি পার্শদ দেবতাদিগকে ভগবন্নিবেদিত মহাপ্রসাদান্নে আমতগুল মিশ্রিত করিয়া পার্শদ বলি দিয়াছেন বটে, কিন্তু উহাকেও কথঞ্চিৎ আমতগুলনৈবেদ্য দানের দৃষ্টান্ত গণ্য করিয়া, “যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ” এবং “মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ” এই বচন অনুসারে সেই দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া, সামান্য লোক আমরা যদি আমতগুলনৈবেদ্য ভগবান্কে কোনও রূপে অর্পণ করি তাহা হইলে উল্লিখিত সমস্ত শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন ও ধর্ম লঙ্ঘন এবং অবৈধ আচরণ আমাদের পক্ষে দোষাবহ এবং প্রত্যহার ও নির্যয়ের সাধক নহে, এ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রসিদ্ধ ও ন্যায়ানুগত বলিয়া কদাচ পরিগৃহীত হইতে পারে না।

অতএব ইহা অবধারিত হইতেছে, বেদ ও স্মৃতির বিধি

অনুযায়ী আচারই সাধারণ লোকের অনুসরণীয়, বেদ ও স্মৃতির বিরুদ্ধ আচার অনুসরণীয় নহে। আমতগুল দিয়া বিষ্ণুপূজা হইতে পারে কি না? এতদ্বিষয়ক বিচার পুস্তকে যেরূপ দর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে শাস্ত্রনির্দিষ্ট নিমিত্ত (অর্থাৎ মকর চাঁউল ও নবান্ন প্রভৃতি স্থল) ব্যতিরেকে যদৃচ্ছাক্রমে বিষ্ণুপূজাবিষয়ে আমতগুলনৈবেদ্য কিয়া যে কোনও সূত্রে আমতগুল প্রদান করা এবং শূদ্রের দেবসেবা বিষয়ে ব্রাহ্মণদ্বারা পাক করা অন্তের নৈবেদ্য না দেওয়া স্মৃতিবিরুদ্ধ আচার।

অতএব যদিও কতকগুলি তাদৃশ শাস্ত্রানভিজ্ঞ ধার্মিক পুরুষগণ ব্রাহ্মণদ্বারা পাক করা অন্তের নৈবেদ্য না দিয়া আমতগুলের নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা করিয়া থাকেন সাধারণ লোকের তদ্বিষয়ে তদীয় দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া চলা কদাচ উচিত নহে। এবং তাদৃশ আচারকে সদাচারবোধে এবং “অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্মমপ্যাচরেন্ন হি” বলিয়া, সাধারণ লোকের পক্ষে, আদর্শ স্বরূপে প্রবর্তিত করা বহুজ্ঞ পণ্ডিতের কর্তব্য নয়। বেদব্যাখ্যাতা মাধবাচার্য্য শিষ্টাচারের প্রামাণ্য-বিষয়ে যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।

যো মাতুলবিবাহাদৌ শিষ্টাচারঃ সমা ন বা ।

ইতরাচারবন্মাত্তমমাত্তং স্মার্ত্তবান্নাৎ ॥

স্মৃতিমূলো হি সর্বত্র শিষ্টাচারস্ততোহত্র চ ।

অনুমোদ্য স্মৃতিঃ স্মৃত্য বাধ্য প্রত্যক্ষ্যা তু সা ॥

মাতুলকন্যাবিবাহ প্রভৃতিবিষয়ে যে শিষ্টাচার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রামাণ্য আছে কি না। অতীত শিষ্টাচারের স্থান এই সকল শিষ্টাচারের প্রামাণ্য থাকা সম্ভব, কিন্তু

স্মৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া উহাদের প্রামাণ্য নাই। শিষ্টাচারমাত্র স্মৃতিমূলক, একত্র এস্থলে শিষ্টাচার দ্বারা স্মৃতির অনুমান করিতে হয় বটে, কিন্তু অনুমানসিদ্ধস্মৃতি প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতি দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে।

ভদ্রসমাজে যে ব্যবহার প্রচলিত থাকে, উহাকে শিষ্টাচার বলে। শাস্ত্রকারেরা সেই শিষ্টাচারকে, বেদ ও স্মৃতির ন্যায়, ধর্মবিষয়ে প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত করিয়াছেন। সমুদয় শিষ্টাচার স্মৃতিমূলক, অর্থাৎ শিষ্টাচার দেখিলেই, বোধ করিতে হইবেক, ইহা স্মৃতির বিধি অনুসারে প্রবর্তিত হইয়াছে। শিষ্টাচার দ্বিবিধ, প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতিমূলক ও অনুমানসিদ্ধস্মৃতিমূলক। যেখানে দেশ বিশেষে কোনও শিষ্টাচার প্রচলিত আছে, এবং স্মৃতিশাস্ত্রে তাহার মূলীভূত স্মৃতিও দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে ঐ শিষ্টাচার প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতিমূলক। আর যেখানে কোনও শিষ্টাচার প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহার মূলীভূত স্মৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না, তথায় ঐ শিষ্টাচার দর্শনে এই অনুমান করিতে হয়, ঐ শিষ্টাচারের মূলীভূত স্মৃতি ছিল, কালক্রমে তাহা লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ শিষ্টাচার অনুমানসিদ্ধস্মৃতিমূলক। প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতি অনুমানসিদ্ধস্মৃতির বাধক, অর্থাৎ যেখানে দেশবিশেষে কোনও শিষ্টাচার দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে ঐ শিষ্টাচারমূলক ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তথায় প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া ঐ শিষ্টাচারের প্রামাণ্য নাই। কোনও কোনও দক্ষিণদেশের ভদ্রসমাজে মাতুলকন্যাপরিণয়ের ব্যবহার আছে; সুতরাং, মাতুলকন্যাপরিণয় সেই দেশের শিষ্টাচার। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে

মাতুলকন্যাপরিণয় সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে ; এজন্য, ঐ শিষ্টাচার প্রত্যক্ষসিদ্ধস্বত্তিবিরুদ্ধ । প্রত্যক্ষসিদ্ধস্বত্তি-বিরুদ্ধ শিষ্টাচার অনুমানসিদ্ধস্বত্তি দ্বারা প্রমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন ও পরিগৃহীত হইতে পারে না । অতএব মাতুলকন্যাপরিণয়বিষয়ক শিষ্টাচারের প্রামাণ্য নাই । সেই রূপ এতদেশীয় কতকগুলি লোকের যদৃচ্ছাপ্ররক্ত আমতগুলনৈবেদ্য দিয়া দেবপূজা করা শিষ্টাচার বটে, কিন্তু উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধস্বত্তিবিরুদ্ধ, সুতরাং উহা অবিগীত শিষ্টাচারশব্দ-বাচ্য অথবা ধর্মবিষয়ে প্রমাণ বলিয়া প্রবর্তিত ও পরিগৃহীত হওয়া উচিত নহে । দেখ পূর্বকালীন মহাপুরুষগণের আচারমাত্রই অবিগীতশিষ্টাচার বলিয়া পরিগণিত ও ধর্মবিষয়ে প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইলে, কন্যাগমন, গুরুপত্নীহরণ, মাতুলকন্যাপরিণয়, পাঁচ জনের একস্ত্রীবিবাহ প্রভৃতি ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারিবেক ।

অতএব বেদরত্ন স্বত্তিরত্ন শিরোমণি প্রভৃতি মহাশয়ের অবলম্বিত ‘অস্বর্গ্যং লোকবিত্ত্বিকং ধর্মমপ্যাচরেন্ন হি’ এই বচন অবিগীতশিষ্টাচারদ্বারা যদৃচ্ছাপ্ররক্ত আমতগুলনৈবেদ্য ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত বলিয়া কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতেছে না । যদি উহা অপেক্ষা বলবত্তর প্রমাণান্তর না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের চিরসিদ্ধান্ত অত্রান্ত হইতেছে না । শাস্ত্রীয় প্রবলতর প্রমাণপরম্পরাদ্বারা স্বীয় সিদ্ধান্তের সমর্থন করা সর্বতোভাবে উচিত ছিল । লোকে কেবল তাঁহাদের বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া ও কেবল তাঁহাদের সমাজের শিষ্টাচার নর্নন করিয়া, প্রমাণান্তরনিরপেক্ষ হইয়া, ঈদৃশ স্থলে তদীর

ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত হইবেন, এরূপ বোধ হয় না। যাহা ইউক “লোকবিদ্বিষ্ট শাস্ত্রীয় ধর্মকর্ম ও আচরণ করিবেক না” পণ্ডিতের মুখে কেহ কখনও এরূপ বিচিত্র মীমাংসা শ্রবণ করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হইয়া, নিতান্ত নিরপরাধ, নিতান্ত নিরীহ শাস্ত্রকারদিগের বিষয়ে যেরূপ কুৎসিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব। লোকে শাস্ত্রীয় নিবেদ, ও বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে, শূদ্রের দেবসেবার ভ্রাঙ্গণ দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্য না দিয়া আমতগুলনৈবেদ্য দিয়া থাকেন তাহা উল্লিখিত সমুদয় শাস্ত্রীয়বচনে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইতেছে। এক্ষণে সেই অশাস্ত্রীয় আচার ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দ্বারা যদৃচ্ছাপ্ররভ আমতগুলনৈবেদ্যকাণ্ড এ দেশের শাস্ত্র নিষিদ্ধ নয়, অথবা শাস্ত্রকারেরা স্বার্থপরতা ও যথেষ্টাচারিতার অনুবর্তী হইয়া শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে না। এ দেশের লোকে, কোনও কালে, কোনও বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিধি ও নিবেদ উল্লঙ্ঘন করিয়া চলেন না; তাঁহাদের যাবতীয় ব্যবহার শাস্ত্রীয় বিধি ও শাস্ত্রীয় নিবেদ অনুসারে নিয়মিত, যদি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইত, তাহা হইলে, এদেশের লোকের ব্যবহার দর্শনে, হয়ত যদৃচ্ছাপ্ররভ আমতগুলনৈবেদ্যকাণ্ড শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয় এবং শূদ্রের দেবসেবার ভ্রাঙ্গণের দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্যকাণ্ড শাস্ত্রবিহিত নয়, এরূপ সন্দেহ করিলে, নিতান্ত অন্যায্য হইত না। কিন্তু যখন যাদৃচ্ছিক আমতগুলনৈবেদ্যকাণ্ড শাস্ত্রকারদিগের মতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং

শূদ্রের দেবসেবায় ব্রাহ্মণদ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্য দেওয়া শাস্ত্রকারদিগের মতে স্থম্পষ্টরূপে বিহিত দৃষ্ট হইতেছে। আর রঘোৎসর্গ ও ব্রতপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি স্থলেও তদন্তুরূপ শাস্ত্রীয় আচরণও সর্বত্র লক্ষিত হইতেছে। তখন তদন্যথায় তাদৃশ বিরুদ্ধাচারী কতকগুলি আধুনিক মহাপুরুষের তাদৃশ আচার দর্শনে, আমতগুলি নৈবেদ্যকাণ্ড শাস্ত্র-নিষিদ্ধ নয়, এবং পঞ্চানন নৈবেদ্যকাণ্ড শাস্ত্রবিহিত নয়, শূদ্রপ্রভৃতির পক্ষে এরূপ মীমাংসা করা কোনও মতে সম্ভব ও ন্যায়াবুগত হইতে পারে না। তবে, এদেশের লোকে অনেক বিষয়ে শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া থাকেন, সুতরাং বিষ্ণুপূজাদিবিষয়ে কি অন্যান্য ধর্ম কর্ম বিষয়েও তাঁহারা তাদৃশ আচার ব্যবহার করিতেছেন, এজন্য তাহা বিশেষ দোষাবহ হইতে পারে না, এরূপ নির্দেশ করিলে, বরং তাহা অপেক্ষাকৃত ন্যায়াবুগত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত।

উপসংহার

শ্রীযুত ক্ষেত্রপালস্বতিরত্ন ও সভাবাজারীয় রাজসভাসদ
প্রভৃতি প্রতিবাদী মহাশয়েরা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্তব্যবহারমূলক
আমতগুল নৈবেদ্য দানকাণ্ড এবং শূদ্রের ত্রাস্কণ দ্বারা পাক
করা অন্নর নৈবেদ্যদান নিষেধ কাণ্ডের শাস্ত্রীয়তা পক্ষ সমর্থন
করিবার নিমিত্ত যে নমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণপ্রয়োগ ও যুক্তি-
প্রদর্শন করিয়াছেন সে সমুদয়ই সবিস্তর সমালোচিত হইল।
শূদ্রদিগের বিষ্ণুপূজা স্থলে ত্রাস্কণ দ্বারা পাক করা অন্ন প্রভৃ-
তির নৈবেদ্যদান যদৃচ্ছাক্রমে পরিহার করা এবং সাধারণের
যদৃচ্ছাক্ষতঃ আমতগুল প্রভৃতির নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা
করা কোনও মতে কোনও ক্রমেই শাস্ত্রকারদিগের অভি-
প্রেত নহে, ইহা বাহাতে দেশস্থ সর্বসাধারণ লোকের হৃদয়-
ঙ্গম হয় এই আলোচনাকার্য্য সেইরূপ নির্বাহিত করিবার
নিমিত্ত সবিধেব প্রয়াস পাইয়াছি; কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হই-
য়াছি বলিতে পারি না। তবে এক কথা নাহস করিয়া বলিতে
পারা যায়, ঈদৃশবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া যেরূপ যত্ন ও
পরিশ্রম করা উচিত ও আবশ্যিক, সাধ্যানুসারে সে বিষয়ে
ক্ৰটি করি নাই। যে সকল লোক কৌতূহলাবিক্ত হইয়া অথবা
আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক,
কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে এই পুস্তক আদ্যোপান্ত অব-
লোকন করিবেন, আমার যত্ন ও পরিশ্রম কিয়দংশেও সফল

হইয়াছে অথবা সর্বাত্মকই বিকল হইয়াছে, তাঁহারা তাহার বিচার ও মীমাংসা করিতে পারিবেন। আমি এইমাত্র বলিতে পারি পূর্বে যদৃচ্ছাপ্ররভব্যবহারমূলক আমতগুল-নৈবেদ্যদানকাণ্ড এবং শূদ্রের বিষ্ণুপূজাহলে ব্রাহ্মণদ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্যদাননিষেধকাণ্ড শাস্ত্রবহিত ও ধর্মবিগহিত ব্যবহার বলিয়া আমার যে সংস্কার জন্মিয়াছিল, সাতিশয় অভিনিবেশ সহকারে বিষ্ণুপূজার নৈবেদ্য সংক্রান্ত শাস্ত্রসমূহের সবিশেষ আলোচনা করাতে সেই সংস্কার এবারে একবারে সর্বতোভাবে দূতরীভূত হইয়াছে। ক্রমা-গত কিছুকাল এই বিষয়ের সবিশেষ সমালোচনা করিয়া আমার এতদূর পর্য্যন্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে যদৃচ্ছাপ্ররভ ব্যবহারমূলক ঐ আমতগুলনৈবেদ্যকাণ্ড শাস্ত্রীয় ব্যবহার এবং শূদ্রের বিষ্ণুপূজায় ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্য-দানকাণ্ড অশাস্ত্রীয় ব্যবহার ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, এরূপ নির্দেশ করিতে কোনও ভয় কোনও সংশয় বা কোনও সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে না। ফলতঃ জম্বুদ্বীপের প্রায় সমস্ত সদাচারশীল পাণ্ডিত্যগণের ধর্মশাস্ত্র সমালোচনা ও বিবেচনা পূর্বক প্রেরিত তত্ত্ববিষয়ক ব্যবস্থা পত্র প্রদর্শনে, এবং আমার সামান্য বুদ্ধিতে যত দূর শাস্ত্রের অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে তদনু-সারে যদৃচ্ছাপ্ররভ ব্যবহারমূলক ঐ আমতগুলনৈবেদ্যকাণ্ড শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার এবং শূদ্রের বিষ্ণুপূজাহলে ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্যদানকাণ্ড অশাস্ত্রীয় ব্যবহার বলিয়া সমর্থিত হওয়া কোনও ক্রমেই কোনও মতে সম্ভব নহে।

বিষ্ণুপূজার কোনও মতে যদৃচ্ছাক্রমে আমতগুলনৈবেদ্য দেওয়া শাস্ত্রকারদিগের অনুমত ও অনুমোদিত কার্য্য এবং শূদ্রের বিষ্ণুপূজার ত্রাঙ্গণদ্বারা পাককরা অন্নের নৈবেদ্য দেওয়া শাস্ত্রকারদিগের অননুমত ও নিবেদিত কার্য্য ইহা প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইলে, যে কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রে স্বীয় অনভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় এরূপ নহে। নিরপরাধী শাস্ত্রকারদিগকেও নিতান্ত অধ্যক্ষিক ও নিতান্ত নির্বিবেক বলিয়া বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করা হয়। যদৃচ্ছাপ্ররভ ব্যবহারমূলক আমতগুলনৈবেদ্যদান বিধানকাণ্ড এবং শূদ্রের ত্রাঙ্গণ দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্যদান নিবেদকাণ্ডে যে যার পর নাই অধর্ম্মকর, পাপকর, লজ্জাকর, হুণাকর, ও নরকপাতনকর ব্যাপার তাহা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার আর প্রয়োজন নাই। আমার বোধে যে সকল মহাত্মারা জগতের হিতের নিমিত্ত শাস্ত্রপ্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা তাদৃশ ধর্ম্মবহিত্ত্ব ও সাধুবিগর্হিত বিষয়ে অনুমতি প্রদান বা অনুমোদন প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন ইহা মনে করিলে মহাপাতক জন্মে। বস্তুতঃ মানবজাতির হিতাহিত ও কর্তব্যাকর্তব্য বিধায় ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণ করিবার নিমিত্ত যে সকল শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে শূদ্রের দেবসেবার ত্রাঙ্গণ দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্য দান নিবেদ পূর্ব্বক যদৃচ্ছাপ্ররভব্যবহারমূলক, আমতগুল নৈবেদ্যদানরূপ পাষাণ ব্যবহার সেই শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী কর্য্য ইহা কোনও মতে সম্ভব হইতে পারে না। ফলতঃ যাহারা একবারে ন্যায় অন্যায় বোধ শূন্য, সদসদ্বিবেচনাশক্তিবিবর্জিত, এবং পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সম্ভব

অসম্ভব ও সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা বিষয়ে বহিস্কৃত নহেন, ধর্মশাস্ত্রে অধিকার থাকিলে, বুদ্ধির স্থিরতা থাকিলে, মীমাংসাক্তির কোনওরূপে ব্যাঘাত হইবার কোনও কারণ উপস্থিত না হইলে, তত্ত্বনির্ণয় পক্ষ লক্ষ্য হইলে, তাদৃশ ব্যক্তির। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্তব্যবহারমূলক আমতগুলনৈবেদ্যকাণ্ড এবং শূদ্রের দেবসেবার ত্রাস্কর্ণদ্বারা পারকরা অন্তের নৈবেদ্যদান নিষেধকাণ্ড শাস্ত্রানুমোদিত ব্যাপার, তদৃশ ব্যবস্থা প্রচারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন এরূপ বোধ হয় না।

ধর্মশাস্ত্রের প্রধান প্রমাণস্বরূপে সর্বত্র সর্ববাদিপরি-
গণিত পদ্মপুরাণ, বামনপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ, হেমাদ্রিধ্বতস্মৃতি,
যজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ও তাহার নৌকানামকটীকা, স্মার্তভট্টাচার্য্য
রঘুনন্দনের আহ্নিকতত্ত্বতত্ত্বজ্ঞানমালাতন্ত্র, পিচ্ছিল তন্ত্র, এবং
পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামিকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা ভাবার্থদীপিকা
প্রভৃতি প্রামাণিক শাস্ত্রে বিষ্ণুপূজায় আমতগুলদান একবারে
স্পষ্টাক্ষরে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন এবং আমতগুলদানে
বসন্তমাস বৎসর কাল বিষ্ঠাতে কুমিজল পরিগ্রহ রূপ প্রত্য-
বায়ও স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আর অস্বদেশে
বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে, শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ ও তন্ত্র সম্প্রদায়ের
শ্রীরঘুনন্দনভট্টাচার্য্যসংগৃহীত অষ্টাবিংশতিতত্ত্বস্মৃতি, এ
উভয়ই বেদপ্রভৃতির প্রমাণবচন হইতেও সমাধিক সমাদৃত।
তাদৃশ মহাপ্রামাণিক উক্ত দুই শাস্ত্রে এবং শূলপাণি ও
শ্রীকৃষ্ণবিবেকের টীকাকার মহামান্য শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারের
ব্যাখ্যায় “আমং শূদ্রস্য পক্ষান্তঃ পক্ষমুচ্ছিষ্টমুচ্ছ্যতে” এই
বচনে শূদ্র এই পদে রক্ষী বিভক্তির কর্তৃক অর্থ মীমাংসা

পূর্বক স্থির করিয়া শূদ্রকর্তৃক পাককরা অন্নেরই দানাদি নিষেধ, ব্রাহ্মণদ্বারা পাক করা শূদ্রস্বামিক দ্রব্যের দানাদি নিষিদ্ধ নহে ইহা সবিশেষ প্রতিপন্ন করিয়া ব্রাহ্মণদ্বারা পাককরা শূদ্রস্বামিক চরু এবং অন্নপ্রভৃতি দ্রব্য রসোৎসর্গপ্রভৃতি বৈদিক কার্যসমুদয়ে হোমদ্রব্যরূপে এবং দেবপূজাপ্রভৃতি অন্যান্য সমুদয় ধর্মকর্মে নৈবেদ্যরূপে দান করিবেক। ত্রিহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি বৈষ্ণবধর্মশাস্ত্রে বিমুক্তকৃত শূদ্রের পক্ষে স্বয়ং পাক করা অন্নের নৈবেদ্য দেওয়া সম্পূর্ণরূপে বিধেয় এই ব্যবস্থা সুস্পষ্ট রূপে নির্দিষ্ট আছে। বলিতে কি, স্মার্তভট্টাচার্য্যকৃত আত্মিকতত্ত্বম্বত বরাহপুরাণের শিববচনে

সংস্মৃতঃ কীর্তিতো বাপি দুহুঃ স্মৃকৌহপি বা প্রিয়ে ।

পুনাতি ভগবন্তকচণ্ডালোহপি যদৃচ্ছয়া ॥

হে প্রিয়ে চণ্ডালজাতীয় ব্যক্তিও ভগবন্তক হইলে উহাকে যদৃচ্ছাক্রমে দর্শন স্পর্শন বা স্মরণ করিলে অথবা যদৃচ্ছাক্রমে উহার নাম কীর্তন করিলেই পবিত্রতা বিধান করে।

এবং ঐ আত্মিকতত্ত্বম্বত অঙ্গিরঃসংহিতা ও অত্রিসং-
হিতার উক্ত নিম্নলিখিত বচনে

সর্বপাপপ্রসক্তো হি ধ্যায়ন্তিমিবমচ্যুতঃ ।

পুনস্তপস্বী ভবতি পংক্তিপাবনপাবনঃ ॥

সর্বপ্রকার পাপক্রিয়ায় আসক্ত ব্যক্তিও এক নিমিষ কাল ভগবান অচ্যুতের চিন্তা করিলে তপস্তার ফলভোগী হইয়া পংক্তিপাবন ব্যক্তিরও পবিত্রতা বিধান করিয়া থাকে।

এবং ঐ আত্মিকতত্ত্বম্বত বহুচর্য্যপরিশিষ্টের এই বচনে নির্দিষ্ট আছে

পবিত্রং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতং ।

অন্নদেবস্ত নৈবেদ্যং তু কৃৎসাদ্রাসর্গকাৎ ৭.

দেবতা সিদ্ধগণ ও ঋষিরা ভগবৎপ্রসাদিনৈবেদ্যকে সর্বতো-
ভাবে পবিত্র বলিয়া শ্রবণ করিয়াছেন। অতঃ দেবতার নৈবেদ্য
ভোজন করিয়া চাত্তারণ করিতে হয়।

এই সকল বচনদ্বারা ভগবদ্ভক্ত শূদ্রের পক্ষে, স্বয়ং পাক
করা অন্নের নৈবেদ্য দেওয়ার বিধি যে, স্মার্তভট্টাচার্য্য
রঘুনন্দনমহাশয়ের অননুমোদিত ও অননুমত নহে তাহা বিল-
ক্ষণ স্পষ্টরূপে সাধারণের অনায়াসে প্রতীতি হইবেক। সে
যাহা হউক এ বিধায় যদি একবারেই শাস্ত্রীয় বিধি ও শাস্ত্রীয়
নিবেদ্য উল্লেখন করিয়া যথেষ্টাচারী ধার্মিক মহাপুরুষেরা
স্বৈচ্ছাধীন আমতগুল নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা করিতে বা
করাইতে থাকেন, এবং যে সকল মহাপুরুষ সংস্কৃতভাষার
ব্যাকরণপাঠ ও অন্যান্য শাস্ত্র স্পর্শ করিয়া বিদ্যার অভি-
মানে জগৎকে তৃণজ্ঞান করেন দ্বিতীয়তঃ তত্ত্বনির্ণয় পক্ষ লক্ষ্য
করিয়া বিচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না, তৃতীয়তঃ বালস্বভাব-
স্থূলভ চাপল্যদোষের আতিশয্যবশতঃ স্থিরচিত্তে শাস্ত্রার্থ-
নির্ণয়ে বুদ্ধিচালনা করিতে পারেন না, চতুর্থতঃ ধর্মশাস্ত্রের
রীতিমত অধ্যয়ন ও বিশিষ্টরূপ অনুশীলন না করিয়া কেবল
আচার দর্শনে অনুমান দ্বারা শাস্ত্রীয়তাপক্ষে তত্ত্ব নির্ণয়
করিয়া থাকেন, পঞ্চমতঃ নিরুপায় অসহায় নিরালস্য দেবল
ব্রাহ্মণদিগের প্রতি সাতিশয় দয়ায় অন্ধ হইয়া তাহাদিগের
উপজীব্যহানি ক্লেণ অশুখ বা অশুবিধা নিবারণের জন্য
ও নিজের সঙ্গে স্বীয়পূর্বপুরুষেরও যান রক্ষায় পক্ষপাত-
বশতঃ একান্ত ব্যগ্র তার আকুল হইয়া ধর্ম্যধর্ম্য বিবেচনার এক-
কালে জলাঞ্জলি দিয়া থাকেন, তাদৃশ ধর্ম্যশাস্ত্রানভিজ্ঞ

সর্বজ্ঞাভিমानी মহাশয়েরা, তাদৃশ অবৈধ আশতগুলনৈবেদ্য-কাণ্ডকে বৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে এবং ব্রাহ্মণপক্ষ অন্নের তাদৃশ বৈধ নৈবেদ্যকাণ্ডকে অবৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্ররত্ত হইলেন, তদন্ত লোকহিতৈষী নিরীহ ধর্মশাস্ত্র-কারেরা কোনও অংশে অপরাধী হইতে পারেন না।

যিনি যত ইচ্ছা বিতণ্ডা করুন, যিনি যত ইচ্ছা পাণ্ডিত্য প্রকাশ সহকারে স্বীয় পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করুন, আমাকে হেয় ও অশ্রদ্ধের এবং মূর্খের চূড়ামণি ও অধার্মিকের শিরোমণি বলিয়া যত ইচ্ছা গালি দিন, যথেষ্টব্যবহারমূলক আশতগুলনৈবেদ্যদানকাণ্ড ও শূদ্রপ্রভৃতিরও দেবসৈবায় ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্ন প্রভৃতি ভক্ষ্য স্বদ্য ও বিহিত প্রবোধের নৈবেদ্য দান নিষেধকাণ্ড শাস্ত্রকারদিগের অনুমত বা অনুমোদিত কার্য ইহা কোনও মতে বা কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন হইবার নহে। কাব্যেরত্ন, ন্যায়েরত্ন, স্মৃতিরত্ন, বেদেরত্ন, আচারতর্ককেশরী মহাপুরুষ গণের মধ্যে যিনি কেন হউন না, শাস্ত্রের অর্থ না বুঝিয়া অথবা বিপরীত অর্থ বুঝিয়া কিংবা অভিপ্রেত সিদ্ধির নিমিত্ত স্বেচ্ছানুরূপ অর্থান্তর সম্পন্ন করিয়া, অথবা শাস্ত্রীয় শ্লোকের ন্যায় রচনা করিয়া, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, যদৃচ্ছাপ্ররত্ত ব্যবহারমূলক আশতগুল নৈবেদ্যদান কাণ্ডকে বৈধ এবং শূদ্রের বিষ্ণুপূজায় ব্রাহ্মণদ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্যদানকাণ্ডকে অবৈধ বলিয়া ব্যবস্থা প্রচার করতঃ নিরপরাধশাস্ত্রকারদিগকে আর যেন অকারুণ্যে নরকে নিক্ষেপ করিবার উদ্যোগ বা চেষ্টা করা না হয়।

হে প্রতিধাদি মহাশয়গণ ! এক্ষণে উল্লিখিত ধর্মশাস্ত্রীর
নীমাংসিত প্রমাণবচন ও সদাচার দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান
ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্য দানকাণ্ড রূপ বৈধ
আচার এবং বিষ্ণুপূজার আমতগুল নৈবেদ্য দান কাণ্ড রূপ
অবৈধ আচার ইহাতে অসম্মতি প্রদর্শন করা আর আপনাদের
কোনও মতে ও কোনও ক্রমেই উচিত নহে। যত স্বরায় সম্মতি
প্রদান করেন ততই মঙ্গল। বস্তুতঃ নিজের, কোথায় কোথায়
পৈতৃক, যথেষ্টাচারের দোহাই দিয়া আর আপনাদের এ
বিষয়ে অসম্মত থাকা সর্বতোভাবে অনুচিত। কিন্তু এখনও
আমার আশঙ্কা হইতেছে, আপনাদের মধ্যে অনেকে পৈতৃকা-
চারে প্রতিঘাত করা অনুচিত এই ভাবিয়া পাতিত্য জনক
জ্ঞান করিয়া আমার প্রস্তাবিত বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশে ক্রটি
করিবেন না এবং অনেকে মনে মনে সম্মত হইয়াও কেবল
নিজের যথেষ্টব্যবহারমূলক অম্মতগুল নৈবেদ্য প্রভৃতি বিষয়
ব্যবস্থা খণ্ডিত হইয়াছে এই কথা মুখে স্বীকার করিলে
জনসমাজে অপমানিত হইতে হইবেক এই ভাবিয়া আমার
প্রস্তাবিত বিষয় শাস্ত্রীয় এবং তদনুসারে সকলের চলা
উচিত এ কথা সাহস করিয়া মুখেও বলিতে পারিবেন না।

হায় কি অন্ধপের বিষয় ! কতকগুলি মহাপুরুষদিগের
যথেষ্টাচারই কতকগুলি লোকের অদ্বিতীয় শাসনকর্তা,
তাদৃশ মহাজনের আচারই তাদৃশ লোকের পরম গুরু,
তাদৃশ আচারের শাসনই প্রধান শাসন, তাদৃশ আচারের
উপদেশই প্রধান উপদেশ ! যদ্য রে তাদৃশ মহাপুরুষদিগের
যথেষ্টাচার ! . তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা, তুই তোর

অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য করিতেছিল। তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস। দেখ তোরা বশবর্তী হইয়া অদ্য প্রতিবাদী মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই কহিতেছেন “আমতগুলনৈবেদ্য প্রথা শাস্ত্রানুমত এতদেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কি অবিহিত হইলে উহা কখনও সদাচারবিশিষ্ট ধার্মিক-সমাজে, এরূপ প্রচলিত থাকিত না” আর রাজসভাসদও কিছু এ অপেক্ষা অধিক কহিতেছেন “বরং শিষ্টাচার দর্শনে বিধি কল্পিবার বিধান আছে” এরূপ ব্যবহার অনুবর্তী হইয়া, কল্যাণ অন্য এক মহাশয় কহিবেন যে দুর্গোৎসব ও লক্ষ্মীপূজা প্রভৃতি দৈবকার্য্যে এবং অনুপ্রাশন কর্ণবেধ ও বিবাহ প্রভৃতি মনুষ্যকৃত্যে ইউরোপীয় ও এতদেশীয় যবনদিগকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক আহ্বান করা যবনবারবনিতাদিগের তৌর্য্যত্রিক দেওয়া উইল্‌সন প্রভৃতির পণ্যালয় হইতে আনীত ভোজ্যের ভোজনক্ষেত্র দেওয়া এবং সুরাপানশালা দেওয়া যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয় এ দেশের (মহৎ লোকদের) ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ, শাস্ত্র প্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কখনও এরূপ প্রচরুদ্রুপ থাকিত না বরং এই শিষ্টাচার দর্শনে ইহার শাস্ত্রীয়বিধি কল্পনা করার বিধান আছে। তৎপরদিন, দ্বিতীয় একমহাশয় কহিবেন চক্ষুপাতুকা পরিধান করিয়া যে কোনও ভোজ্য কি পের, যে কোনও জাতিস্পৃষ্ট হউক আহ্বায় কি পান করা এবং নমস্কার অভিবাদনাদি স্থলে হস্তে হস্ত স্পর্শ (শেক হ্যাণ্ড) করা অথবা স্বকপালে এক-

হস্ত নাস্ত (সেলাম) করা এবং যে কোনও, জাতি কি সম্পর্ক ইউক মনোরমা রামা গমন করা এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ, শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কখনও এরূপ প্রচরদ্রুপ থাকিত না ; বরং এই আচার দর্শনে শাস্ত্রবিধি কল্পিবার বিধান আছে। তৎ-পরদিন তৃতীয় একমহাশয় কহিবেন বৈরনির্ধাতন কামনার ধর্ম্যাধিকরণে মিথ্যা অভিযোগ করা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয় এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ, শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কখনও এরূপ প্রচরদ্রুপ থাকিত না ; বরং এই শিষ্টাচার দর্শনে বিধি কল্পনা করা কর্তব্য। তৎ-পর দিন চতুর্থ এক মহাশয় কহিবেন কপটলেখ্য প্রস্তুত করা কার্যস্থলে উৎকোচ গ্রহণ করা বা অন্যায় উপায়ে অধোপার্জন করা এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ, শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কখনও এরূপ প্রচরদ্রুপ থাকিত না ; বরং এই আচার দর্শনে শাস্ত্রবিধি কল্পনা করা কর্তব্য। রে যথেষ্টাচার ! তুই এই রূপে, যে সকল ভুক্তিয়া বিলক্ষণ প্রচলিত আছে, তৎসমুদয় শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবহার বলিয়া প্রতিবাদী মহাশয়দিগের বিশেষতঃ রাজসভাসদের এবং তাদৃশ অনেকের নিকট নিরতিশয় আদর ভাজন করিয়া দিতে বসিয়াছিস্। ধর্মের মর্ম ভেদ করিয়াছিস্, হিতাহিতবোধের গতি রোধ করিয়াছিস্ ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস্। তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে অশাস্ত্রও শাস্ত্র

বলিয়া মান্য হইতেছে। ধর্ম ও অধর্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্মও ধর্ম বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্বধর্মবাহিনীকৃত যথেষ্টাচারী দুরাচারেরাও তোর অনুগত থাকিয়া কেবল সেই মহাপুরুষদিগের নিকট তাঁহাদের লৌকিকরক্ষাশুণে সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরনীয় হইতেছে, আর দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃতসাধুপুরুষেরাও তোর অনুগত না হইয়া কেবল সেই সকল মহাপুরুষদিগের লৌকিকাচার রক্ষায় অমত প্রকাশ ও অন্যদের প্রদর্শন করিলেই নাস্তিকের শেষ অধার্মিকের শেষ সর্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন। লৌকিক রক্ষার অধিকারে, যাহারা সতত জাতিভ্রংশকর ধর্মলোপকর কর্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া কালান্তিপাত করে কিন্তু লৌকিক রক্ষার যত্নশীল হয়, তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি করিলে ধর্মলোপ হয় না; কিন্তু যদি কেহ সতত সৎকর্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও, কেবল লৌকিক রক্ষায় তাদৃশ যত্নবান না হয়, তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি দূরে থাকুক সস্তাবণ মাত্র করিলেও এক কালে সকল ধর্ম লোপ হইয়া যায়। ইহাতে ধর্মের মর্ম আর বুঝে উঠা ভার হইল। কিসে ধর্মের রক্ষা হয় আর কিসে ধর্মের লোপ হয় তা ধর্মই জানেন। যে শাস্ত্রের দ্বারা ধর্ম নির্ণয় হয় তাহারই বা কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে। শাস্ত্র যে সকল কর্মকে ধর্মলোপকর, জাতিভ্রংশকর, পাতিভ্যাকর বলিয়া ভূয়ো-ভূয়ঃ নির্দেশ করিতেছে। যাহারা সেই সকল কর্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া কালান্তিপাত করিতেছে তাহারাও সাধু ও

ধর্মপরায়ণ বলিয়া আদরণীয় হইতেছে। আর শাস্ত্রে যে সকল
 কর্মকে বিহিত ধর্ম বলিয়া উপদেশ দিতেছে, অনুষ্ঠান
 করা দূরে থাকুক তাহার কথা উত্থাপন করিলেই এককালে
 নাস্তিকের শেষ, অধার্মিকের শিরোমণি, অর্কাটীনের
 চূড়ামণি হইতে হইতেছে। এই মহাপুণ্যভূমি ভারতবর্ষ
 যে পাশুদিগের বহুবিধ দুর্নিবার পাপপ্রবাহে উচ্ছলিত
 হইতেছে, তাহার মূল অশেষণে প্রবৃত্ত হইলে, শাস্ত্রে তাদৃশ
 অনাদর ও লৌকিক রক্ষায় একান্ত যত্ন ব্যতীত আর কিছুই
 প্রতীত হয় না। এই মহাপুণ্যভূমি ভারতবর্ষের কি শোচনীয়
 হতভাগ্য অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। দেখ যে ভারতবর্ষ
 পূর্বতন মহাজনদিগের আচার শুণে মহাপুণ্যভূমি বলিয়া
 সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিল। কিন্তু ইদানীন্তন তদীয় মহাপুরু-
 ষেরা স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া সেই ভারতভূমিকে
 যে রূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে
 আর রক্ষা নাই। কত কালে যে এই পুণ্যভূমি ভারতের
 এই বর্তমান শোচনীয় দুরবস্থা মোচন হইবেক, বর্তমান
 অবস্থা দেখিয়া তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। হা ভারত-
 বর্ষীয় তাদৃশ মহানুভাব মানবগণ ! আর কত কাল তোমরা
 তমোনিদ্রায় অস্তিত্ব হইয়া প্রমাদ শয্যায় শয়ন করিয়া
 থাকিবে ! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ তোমা-
 দের পুণ্যভূমি এই ভারতবর্ষ অধর্মাচরণ জন্য পাপের
 স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। আর কেন যথেষ্ট
 হইয়াছে ; অতঃপর নিবিকটভে শাস্ত্রের স্বার্থ তাৎপর্য

ও যথার্থ মর্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর এবং তদনুযায়ী
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই স্বদেশের কলঙ্ক
বিমোচন করিয়া রক্ষা করিতে পারিবে।

“ উর্দ্ধমুদামশস্তাং জনয়তু বিশ্বজ্ঞানমবো যুক্তিমিত্তি-
মির্কৈর্কৈর্কিত্তিপানং বিদধতু বিধিবৎ প্রীণনং বিশ্রমুখ্যাঃ ।
আকপালঞ্চ ভূয়াং সমুপচিতসুখংসঙ্গমঃ সজ্জনানাম্
নিঃশেষা যাক্ত শান্তিং শিশুনজনগিরো হৃজরা বজ্রলেপাঃ ” ॥
শ্রীহর্ষদেব ।

কলিকাতা বেণেটোল }
সোণার গৌরাজ }
মহাপ্রভুর বাটী }

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রশর্মাগোস্বামী
শকাব্দ ১৭৯৯। ১৬ আশ্বিন।

সম্পূর্ণ

